মহারাজ রাজবল্লভ সেন

ও

তৎসমকালবর্ত্তী
বাঙ্গলার ইতিহাসের স্থূল স্থূল বিবরণ

শ্রীরসিকলাল গুপ্ত প্রণীত

কলিকাতা
সাথী প্রেস—২১।১, পটুয়াটোলা লেন,
শ্রীঅধরচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য ১৲ টাকা

সূচী

বিষয় | পৃষ্ঠা

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপক্রমণিকা

ভগবানের ইচ্ছায় অন্নসংস্থানের নিমিত্ত আমাকে বঙ্গের রাজধানী ও প্রধান প্রধান নগর হইতে সুদূরে অবস্থান করিতে হইতেছে। এজন্য বৃত্তান্ত-সংগ্রহ-বিষয়ে অনাবশ্যকরূপে অনেক অর্থব্যয় ও বিলম্ব সংঘটিত হইয়াছে। বৎসরাধিককাল চেষ্টা ও বন্ধুবর্গের সহায্যে, অবশেষে যে কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহা নিরতিশয় সশঙ্কচিত্তে সাধারণের গোচরে উপস্থাপিত করিলাম। এতদ্দ্বারা পাঠকবর্গের কিয়ৎ পরিমাণে মনোরঞ্জন সাধিত হইলেও সমস্ত পরিশ্রম সার্থক মনে করিব।

যে যে মহাত্মা এই ব্রতে আমাকে সাহায্য প্রদান করিয়াছেন, তন্মধ্যে বিক্রমপুর মালখানগর-নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরীমোহন বসু, ঐ পরগণার অন্তর্গত শ্যামসিদ্ধি-নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্যামাকান্ত মিত্র, ঢাকা কলেজিয়েট্ স্কুলের সহকারী হেড্‌মাষ্টার পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত বাবু হরিমোহন সেন বি, এ, গৌহাটী জেলার গবর্ণমেণ্ট-উকিল মহারাজবংশপ্রভব শ্রীযুক্ত বাবু কালীচরণ সেন বি, এল্, বিক্রমপুর পালঙ্গ-নিবাসী মহারাজবংশপ্রভব শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র সেন, ঐ পরগণার অন্তর্গত ভূতপূর্ব্ব যশ্‌সা-নিবাসী শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দনাথ রায় ও শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্রনাথ রায়, পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন, স্নেহভাজন শ্রীমান্ বসন্তকুমার সেন বি, এ, এবং ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত রামচরণ কাব্যতীর্থ মহাশয়গণের নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য। কাব্যতীর্থ মহোদয় এই পুস্তকের আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া যথাস্থানে সংশোধন করিয়া দিয়াছেন।

বিভারিজ সাহেব কৃত "বাখরগঞ্জের ইতিবৃত্ত," আর, কেম্‌ব্রে কোম্পানি কর্ত্তৃক প্রকাশিত হাজি মস্তফা সাহেবকৃত "সায়ের মোতাক্ষরীণ" নামক পারস্য ভাষায় লিখিত সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাসের ইংরাজী অনুবাদ, হাণ্টার সাহেব-প্রণীত ঢাকা, মুরশিদাবাদ, বাথরগঞ্জ, ফরিদপুর প্রভৃতি জেলার "ষ্টাটিষ্টিকেল একাউণ্ট", অর্ম্মি সাহেব-প্রণীত "ইন্দুস্থান" নামক ইংরাজী ইতিহাস, ষ্টুয়ার্ট সাহেব-প্রণীত "বাঙ্গালার ইতিবৃত্ত," ৺ কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়-প্রণীত "ক্ষিতীশ বংশাবলী," মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার-প্রণীত "রাজাবলী," চন্দ্রকুমার রায়-প্রণীত "মহারাজ রাজবল্লভ," লং সাহেব-প্রণীত "অপ্রকাশিত সরকারী রিপোর্ট," নিখিল বাবুর "মুরশিদাবাদ কাহিনী," অক্ষয় বাবুর "সিরাজউদ্দৌলা," ও পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন-প্রণীত "জাতিতত্ত্ববারিধি" প্রভৃতি গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া এই পুস্তক বিরচিত হইয়াছে। মৌলবী আবদাস সালেম সাহেব এ পর্য্যন্ত "রিয়াজু সেলাতিনের" যে ইংরাজী অনুবাদ প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে মাত্র মুরসিদকুলি খাঁর রাজত্ব পর্য্যন্ত বর্ণিত আছে। শ্রীযুক্ত বাবু হরিমোহন সেন মহাশয় মালদহ জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত থাকা কালে, ঐ বিদ্যালয়ের প্রধান মৌলবীদ্বারা, ঐ গ্রন্থে বর্ণিত আলিবর্দ্দী হইতে মীর কাসেম পর্য্যন্ত রাজত্বকালের ইংরাজী অনুবাদ করাইয়া আমাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। উপায়ান্তর অভাবে আমি অগত্যা তাহাই অবলম্বন করিয়াছি। হাজি মস্তাফা সাহেব কৃত ইংরাজী ভাষায় অনূদিত "সায়ের মোতাক্ষরীণের" প্রয়োজনীয় অংশসমূহ পারসিক ভাষায় প্রণীত মূল গ্রন্থের সহিত তুলনা করিয়া অনুবাদের মৌলিকত্ব পরীক্ষা করিয়া লইয়াছি।

মহারাজ রাজবল্লভের উত্তর পুরুষগণের পালঙ্গ গ্রামস্থিত বর্ত্তমান আবাসস্থলে, তদীয় জীবনী সম্বন্ধে যে হস্ত-লিখিত পুস্তক বিদ্যমান আছে তাহা, এবং প্রচলিত কিংবদন্তীর প্রতি অনেক পরিমাণে নির্ভর করিতে

হইয়াছে। সাময়িক পত্রিকায় রাজবল্লভ সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রবন্ধ প্রচারিত হইয়াছে, তাহা সংগ্রহ করিতেও যথাসম্ভব চেষ্টা করিয়াছি।

যে রাজপুরুষের জীবনী এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি মুসলমান শাসনের অন্তিম সময়ে পূর্ব্ব বাঙ্গালার অদ্বিতীয় ব্যক্তি। তাঁহার জীবনকালে মুরসিদ্‌কুলি খাঁ হইতে মীরকাশেম পর্য্যন্ত ক্রমে ছয় জন নবাবের আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়াছে। ইহা বাঙ্গালার রাজনৈতিক জগতের এক বিপ্লবপূর্ণ যুগ। ঘটনাপরম্পরার সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে সেই সমস্ত শাসন কর্ত্তৃগণের শাসন সময়ের স্থূলস্থূল বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছি। কিন্তু প্রচলিত ইতিহাসে যে সমস্ত ঘটনা বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা এই পুস্তকে অতি সংক্ষেপে সন্নিবিষ্ট হইল।

"সায়ের মোতাক্ষরীণ" নামক ইতিহাস ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে বিরচিত হইয়াছিল। সৈয়দ গোলাম হোসেন খাঁ নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত মুসলমান ঐ গ্রন্থের রচয়িতা। গ্রন্থকার, আলিবর্দ্দী, সিরাজউদ্দৌলা, মীরকাশেম ও মীরজাফরের সমসাময়িক এবং তাঁহাদের সম্পর্কান্বিত। সেই সময়ের অনেক ঘটনা তিনি প্রত্যক্ষ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার লিখিত বৃত্তান্ত পাঠ করিলে প্রতীয়মান হয় যে, ঐতিহাসিক সত্যতা রক্ষা বিষয়ে তিনি সমধিক যত্নবান্ ছিলেন, এবং আত্মীয়তার অনুরোধে তিনি কথনও ইচ্ছাপূর্ব্বক সত্যের সীমা লঙ্ঘন করেন নাই। মোসিও রেমণ্ড নামক ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত জনৈক করাসীস্, ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ করেন। মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া তিনি "হাজি মস্তাফা" নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আলিবর্দ্দী হইতে মীরকাশেম পর্য্যন্ত নবাবগণের শাসন কালের অনেক ঘটনা তিনিও প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। স্বীয় অভিজ্ঞতার প্রতি নির্ভর করিয়া, হাজি মস্তাফা সাহেব স্বকৃত অনুবাদের সহিত যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও ঐতিহাসিক হিসাবে সমধিক মূল্যবান্।

"রিয়াজু সেলাতিন" নামক গ্রন্থে বাঙ্গালা দেশের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। গোলাম হোসেন সালিম সৈদপুরী নামক জনৈক মুসলমান পারস্যভাষায় এই গ্রন্থ রচনা করেন। কোন্ সময়ে ইহা বিরচিত হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তবে তিনি যে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থকারের আদিম নিবাস অযোধ্যা প্রদেশে। পশ্চাৎ তিনি তথা হইতে মালদহে আসিয়া বাসস্থল সংস্থাপন করেন। এস্থলে তিনি ডাকমুন্সীর কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।

অর্ম্মি সাহেব কৃত "ইন্দুস্তান" নামক ইতিহাস অতি উপাদেয় গ্রন্থ। তিনি ঐতিহাসিক সাধুতা রক্ষা করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। অর্ম্মি সাহেবও অনেক ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। স্থানে স্থানে তাঁহার লিখিত বৃত্তান্তের সহিত পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থকারদ্বয়ের লিখিত বৃত্তান্তের অনৈক্য হইয়াছে। বিদেশীয় লেখকের পক্ষে যে সমস্ত ভ্রম প্রমাদ হওয়ার সম্ভাবনা, অর্ম্মি সাহেবের লিখিত ইতিবৃত্তে তাহার অভাব নাই। কিন্তু ঐতিহাসিক হিসাবে এই গ্রন্থের মুল্য সায়ের মোতাক্ষরীণ ও রিয়াজু সেলাতিন অপেক্ষা ন্যূন নহে।

রেভারেণ্ড জে লং সাহেব যে "ভারত-গবর্ণমেণ্টের অপ্রকাশিত রেকর্ড" প্রচার করিয়াছেন, তাহা হইতে বর্ণিত সময়ের অনেক রহস্য জ্ঞাত হওয়া যায়। দুঃখের বিষয় তিনি সমস্ত রেকর্ড সংগ্রহ করিতে সমর্থ হন নাই। রেকর্ডের কিয়দংশ ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রবল বন্যায় জলমগ্ন হইয়াছে, এবং কতক ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে সিরাজ-কর্ত্তৃক কলিকাতা আক্রমণের সময় বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছে। আধুনিক ইংরাজ লেখকগণ বাঙ্গালা-দেশ-সম্বন্ধে যে সমস্ত ইতিবৃত্ত প্রচার করিতেছেন, তাহার অধিকাংশই এই রেকর্ড, সায়ের মোতাক্ষরীণ, রিয়াজু সেলাতিন্ এবং ইন্দুস্তান অবলম্বনে লিখিত।

৺ চন্দ্রকুমার রায় মহারাজ রাজবল্লভের যে জীবনী প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে লিখিত আছে যে, ৺ গুরুদাস গুপ্ত মহাশয় বাঙ্গালা ভাষায় এবং অন্য এক ব্যক্তি পারস্যভাষায় এই রাজপুরুষের জীবন-বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় বিস্তর চেষ্টা করিয়াও তাহা সংগ্রহ করিতে সক্ষম হই নাই। চন্দ্রকুমার রায় মহাশয়ের প্রণীত জীবনীর স্থানে স্থানে ঐতিহাসিক প্রমাদ দৃষ্ট হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু বর্ত্তমান পুস্তক প্রণয়নবিষয়ে উক্ত গ্রন্থ হইতে আমি অনেক সাহায্যপ্রাপ্ত হইয়াছি।

বাখরগঞ্জের ভূতপূর্ব্ব ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, শ্রীযুক্ত বিভারিজ সাহেব বাহাদুর "বাখরগঞ্জ জিলার ইতিহাস" নামক যে পুস্তক রচনা করিয়াছেন, সেই পুস্তকের স্থানে স্থানে রাজবল্লভ-সংক্রান্ত বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে। আবশ্যক মতে সে গ্রন্থ হইতেও অনেক বৃত্তান্ত সংগ্রহ করা হইয়াছে।

রাজনগরের "নবরত্ন," "পঞ্চরত্ন," "সপ্তদশরত্ন" "একবিংশতিরত্ন," প্রভৃতি অট্টালিকা, সৌন্দর্য্য ও স্থপতি-কৌশলের নিমিত্ত বাঙ্গালা দেশে সবিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। প্রায় ৩৫ বৎসর হইল পদ্মার স্রোতঃ-প্রবাহে তাহা সমস্তই নিমজ্জিত হইয়া অতীতের বিষয়ীভূত হইয়াছে। সেই সমস্ত অট্টালিকার প্রতিকৃতি সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। এই পুস্তকে সেই সমস্ত প্রতিকৃতি সন্নিবিষ্ট করিতে পারিলে, রাজনগরের অট্টালিকাসমূহের সৌন্দর্য্য সহজে উপলব্ধ হইত সন্দেহ নাই।

রাজবল্লভের স্বাক্ষর-যুক্ত যে দানপত্রের প্রতিলিপি এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহা তাঁহার অনন্তর-বংশ্য শ্রীযুক্ত বাবু কালীচরণ সেন, বি, এল, মহাশয় সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। ভরসা করি, এই স্বাক্ষর অনেকের নিকট আদরণীয় হইবে।

পণ্ডিতবর উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন ও সুলেখক শ্রীযুক্ত বাবু দীনেশচন্দ্র সেন, বি, এ, মহাশয়গণ রাজবল্লভের জীবনী সঙ্কলন করিতে প্রয়াসী ছিলেন। আমি এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি জানিতে পারিয়া উভয়েই স্বকীয় ঔদার্য্যগুণে ঐ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহাদের ন্যায় যোগ্য ব্যক্তির হস্তে এই কার্য্য অর্পিত হইলে মহারাজের জীবনী সম্পূর্ণ বিভিন্ন আকার ধারণ করিত সন্দেহ নাই।

শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাচন্দ্র সিংহ "বান্ধব" ও "নব্যভারত" নামক মাসিক পত্রিকায় রাজবল্লভ সম্বন্ধে কতিপয় প্রবন্ধ প্রচার করিয়াছেন। কৈলাস বাবুর লিখিত রাজবল্লভ সংক্রান্ত অধিকাংশ বৃত্তান্ত অপ্রকৃত ও বিদ্বেষমূলক। এই পুস্তকের স্থানে স্থানে আবশ্যকমতে সেই সমস্ত উক্তি উদ্ধৃত করিয়া তাহার অমূলকত্ব প্রদর্শন করা হইয়াছে। সেই সমস্ত বৃত্তান্ত সম্বন্ধে কি প্রমাণ বিদ্যমান আছে, তাহা জানিবার জন্য কৈলাস বাবুর নিকট এক পত্র লিখিয়াছিলাম, তদুত্তরে তিনি লিখিয়াছেন :—

ফেনি,
১২ই আষাঢ়।

"মান্যবরেষু,

আপনার পত্রখানা পাইলাম। ঐতিহাসিক আলোচনা আমি পরিত্যাগ করিয়াছি, সুতরাং আপনার লিখিত বিষয়ের উত্তর দিতে পারিলাম না। বিনা প্রমাণে আমি কিছুই লিখি নাই। প্রচলিত ইতিহাস অপেক্ষা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রিপোর্ট ইত্যাদিতে অনেক বিষয় পাওয়া যায় জানিবেন।

নিবেদক,
শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।"

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কোন্ রিপোর্টে উক্ত উক্তি সমর্থিত হইয়াছে, তাহা জানিবার জন্য অতঃপর কৈলাস বাবুর নিকট দ্বিতীয় পত্র লিখিয়াছিলাম। দুর্ভাগ্যবশতঃ কৈলাস বাবু সে পত্রের উত্তর প্রদান করাই আবশ্যক মনে করেন নাই। কৈলাস বাবুর প্রথম পত্র দ্বারা তৃপ্তিলাভ করিতে সমর্থ হই নাই। তিনি "নব্যভারত" পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন যে, বিবিধ ইতিহাস হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াই তিনি রাজবল্লভ-কর্ত্তৃক অত্যাচারের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কোন স্থলেই তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রিপোর্টের বিষয় উল্লেখ করেন নাই। তিনি রাজবল্লভ সম্বন্ধে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তদ্দারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, তিনি কেবল রাজবল্লভের প্রতি শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ বাক্য প্রয়োগ করিবার উদ্দেশ্যেই আসরে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কৈলাস বাবু ষষ্ঠ সংখ্যক "নব্যভারত" পত্রিকার ৭৫ পৃষ্ঠায় ৺ চন্দ্রকুমার রায়কে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, "কিরূপ স্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া আমরা রাজবল্লভের চরিত্রে দোষারোপ করিয়াছি তাহা অবশ্যই প্রদর্শন করা উচিত ছিল।" রাজবল্লভকে আক্রমণ করিতে গিয়া তিনি স্থানে স্থানে "বৈদ্য মহাশয়েরা কি বলেন?" "বৈদ্য-কুল-ধুরন্ধর" এবং "নরাধম কিন্তু বৈদ্যদিগের মতে আদর্শ পুরুষ" প্রভৃতি যে সমস্ত ইঙ্গিত করিয়াছেন, তদ্দারা বৈদ্য জাতির প্রতি তাঁহার বিদ্বেষভাব বিশিষ্টরূপে প্রকটিত হইয়াছে। রাজবল্লভ সম্বন্ধে তিনি যে সমস্ত প্রলাপোক্তি করিয়াছেন, তাহা ঐ বৈদ্য-বিদ্বেষ-হলাহলের অবিশ্বস্ত বিজৃম্ভণ মাত্র। ফলতঃ কৈলাস বাবু "ক্রূর," "নির্দ্দয়," "দুরাচার," "দুর্ব্বিনীত" এবং "পাপিষ্ঠ" প্রভৃতি যে সমস্ত সুমধুর বচনে রাজবল্লভের প্রেতাত্মার তর্পণ করিয়াছেন, তদ্দারা তাঁহার সুরুচি ও সুশিক্ষারই পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে। রাজবল্লভ বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ না করিলে তিনি কৈলাসবাবুর তুলিকায় সম্পূর্ণ বিভিন্নবর্ণে চিত্রিত হইতেন। তিনি ষষ্ঠ-সংখ্যক নব্যভারতের

৫৫৭ পৃষ্ঠায়, ৺ চন্দ্রকুমার রায়কে লক্ষ্য করিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন যে, রায়মহাশয় "ইতিহাসের গলায় ছুরিকা বিদ্ধ করিয়াছেন।" এই পুস্তকে কৈলাস বাবুর উক্তির যে ভ্রম প্রদর্শন করা হইয়াছে, তদ্দৃষ্টে প্রতীয়মান হইবে যে, রাজবল্লভ সম্বন্ধীয় বৃত্তান্ত সঙ্কলনে কৈলাস বাবু যে সমস্ত ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার পক্ষে ঐরূপ উক্তি কদাচ সঙ্গত হয় নাই।

যাঁহারা মনে করেন, বৈদ্য-জাতির অবমাননা দ্বারা কায়স্থ জাতির এবং কায়স্থ জাতির অবমাননা দ্বারা বৈদ্য-জাতির গৌরব-বৃদ্ধি হয়, তাঁহারা নিতান্তই ভ্রান্ত। এই বিংশ শতাব্দীতে স্বকীয় প্রতিভা ও সুশিক্ষাই প্রত্যেকের গৌরবের নিদান। ইতিহাসের পবিত্র ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে হইলে, সত্যে আস্থা থাকা আবশ্যক। যাঁহারা এই মূল নীতি পরিত্যাগপূর্ব্বক ভিন্ন পথ অবলম্বন করেন, তাঁহাদের লেখনী সুতীক্ষ্ণ (১) হইলেও নিশ্চল থাকাই বাঞ্ছনীয়। যে সকল লেখক স্বার্থান্ধ হইয়া বিকৃত তত্ত্ব প্রচার করেন, তাঁহারা জাতীয় উন্নতির পক্ষে বিষম অন্তরায় সন্দেহ নাই।

---

(১) কৈলাস বাবু ষষ্ঠ সংখ্যক "নব্যভারতের" ৫৭৪ পৃষ্ঠায়, ৺ চন্দ্রকুমার রায়কে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, "সিরাজের প্রতি অন্যান্য লেখকগণ যে সকল অনুচিত দোষারোপ করিয়াছেন, আমরা তাহা কিয়ৎ পরিমাণে খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছি বলিয়া, গ্রন্থকার আমাদের প্রতি তাঁহার 'ভোঁতা কলম' শেলের ন্যায় প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।"

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাজনগর

পদ্মানাম্নী স্রোতস্বতীর যে শাখা ঢাকা ও ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত বিক্রমপুর পরগণাকে দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া "কীর্ত্তিনাশা" নামে অভিহিত হইতেছে, যাহার দুর্দ্দমনীয় স্রোতোবেগ, অত্যুত্তাল তরঙ্গমালা ও বিশাল আয়তন, জলপথগামী পথিক ও উপকূলবাসী মানবগণের হৃদয়ে সর্ব্বদা বিভীষিকা সঞ্চার করিতেছে, প্রায় ৩৬ বৎসর (১) পূর্ব্বে তথায় রাজনগর নামে এক সমৃদ্ধ জনপদ বিদ্যমান ছিল। ক্ষুদ্র, বৃহৎ এবং বিচিত্র কারুকার্য্য-খচিত অট্টালিকা-বাহুল্যে পূর্ব্ববঙ্গের অন্য কোন স্থান এ পর্য্যন্ত উক্ত জনপদের সমকক্ষতা লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। রাজনগরের নানা স্থানে যে বহুসংখ্যক জলাশয় বিদ্যমান ছিল তাহার সুশীতল বারিরাশি, জননী-দেবীর বক্ষোবিনিঃসৃত অমৃতধারার ন্যায় নিয়ত শ্রান্ত পথিকবৃন্দের এবং অধিবাসি-জনসাধারণের পরিতৃপ্তি সাধন করিত। বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের বিভিন্ন জাতি, ঐ জনপদের ভিন্ন ভিন্ন অংশে শ্রেণীবদ্ধভাবে সন্নিবেশিত ছিল, এবং প্রত্যেক জাতির অধ্যুষিত পল্লী সেই জাতির নামানুসারে আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল। প্রায় অধিকাংশ পল্লীতে এক কিংবা ততোধিক পাঠশালা, মক্তব অথবা চতুষ্পাঠী অবস্থাপিত ছিল; জনপদের উচ্চ শ্রেণীস্থ অধিবাসিগণ সেই সকল বিদ্যালয়ে প্রচলিত বাঙ্গালা, পারসিক কিংবা সংস্কৃতভাষা শিক্ষা করিতেন। কর্ম্ম-

---

(1) Hunter's Statistical Account of Dacca, page 71.

কার, কুম্ভকার, গোপ, মালাকার, কাংস্যবণিক্, গন্ধবণিক্, স্বর্ণবণিক্ ও তন্তুবায় প্রভৃতি ব্যবসায়ী স্বীয় স্বীয় ব্যবসায় পরিচালনার নিমিত্ত উক্ত জনপদের বিভিন্ন অংশে স্থায়িরূপে অবস্থান করিত। ফলতঃ সেই সময় সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গের অভ্যন্তরে অন্য কোন স্থানে এত বিভিন্ন জাতীয় লোকের বসতি দৃষ্ট হইত না। অধিকাংশ লোকের অবস্থা উন্নত ছিল, দিবস ও যামিনী সকল সময়ে প্রায় সমভাবে লোক-কোলাহল উত্থিত হইয়া রাজনগরের সজীবতা বিঘোষিত করিত।

যে সময়ের কথা হইতেছে, তৎকালে পদ্মা নদীর এই শাখা উক্ত জনপদের অনেক উত্তর দিয়া ক্ষুদ্রকলেবরে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম অভিমুখে প্রবহমাণ ছিল। সে সময় লোকে ইহাকে "রথখোলার" খাল নামে অভিহিত করিত (১)। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে মেজর রেনেল সাহেব বঙ্গদেশের যে মানচিত্র অঙ্কিত করেন, তাহাতে এ স্থলে কোন নদীর অস্তিত্বই পরিলক্ষিত হয় না। এই সময় পদ্মা নদী ঢাকা জিলার পশ্চিম ও দক্ষিণপশ্চিম দিয়া প্রবাহিত হইত, এবং বাখরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত মেহেন্দিগঞ্জ নামক স্থানে সুপ্রসিদ্ধ মেঘনাদ নামক নদের সহিত মিলিত হইয়াছিল (২)। রাজনগরের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম অভিমুখে এক পয়ঃপ্রণালী প্রবাহিত ছিল। এই খালের সাহায্যে উক্ত জনপদে অতি সহজে পণ্যদ্রব্যের আমদানি ও রপ্তানি হইত।

---

(১) অতিপূর্ব্বে এই খালের অস্তিত্বই ছিল না। এই স্থলের দক্ষিণ ভাগে রাজনগর প্রভৃতি জনপদ ও উত্তরভাগে হাতারভোগ প্রভৃতি গ্রাম অবস্থিত ছিল। এই খালের অবস্থান স্থলে উভয় পার্শ্বস্থ গ্রামবাসিগণের রথোৎসব সম্পন্ন হইত। রথচক্রের আবর্ত্তনে কালক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া উভয় পার্শ্বস্থ ভূমি হইতে ঐ স্থল নিম্ন হইয়া যায়, এবং বৃষ্টির জল প্রবাহিত হইতে হইতে উহা খালের আকার ধারণ করে; এজন্য ঐ খালকে 'রথখোলার খাল' বলিত।

(২) Hunter's Statistical Account of Dacca, page 71.

পূর্ব্বদিক হইতে রাজনগরের খাল অবলম্বনে তথায় প্রবেশ করিলে, “রাজসাগর” নামক এক বিস্তৃত জলাশয় সর্ব্বপ্রথম আগন্তুকের নয়ন-গোচর হইত। এই সরোবরের আয়তন এত বৃহৎ ছিল যে, উহার এক তীর হইতে বন্দুক-ধ্বনি করিলে তাহা অপর তীরে সুস্পষ্টরূপে শ্রুতিগোচর হইত না। রাজসাগরের প্রত্যেক তটদেশের মধ্যস্থলে এক একটি ইষ্টক-নির্ম্মিত সোপানাবলী সংস্থাপিত ছিল, এবং তদ্দ্বারা অভ্যন্তরস্থ সুশীতল বারিরাশি সাধারণের পক্ষে সহজ-লভ্য হইয়াছিল। বায়ু-প্রবাহে সলিলরাশি সঞ্চালিত হইলে অগণ্য তরঙ্গমালা সমুৎপন্ন হইত, এবং তৎকালে এই সরোবরকে একটি স্বভাবজাত হ্রদ বলিয়া ভ্রম জন্মিত।

এই জলাশয়ের উত্তর ভাগে “রাজসাগরের হাট” নামক সুপ্রসিদ্ধ বন্দর অবস্থিত ছিল। বন্দরের মধ্য দিয়া বহুসংখ্যক রাস্তা পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম এবং উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে বহুদূর বিস্তৃত ছিল। এই সমস্ত রাস্তার উভয়পার্শ্বে নানা শ্রেণীর ব্যবসায়িগণ আপণ-সংস্থাপনপূর্ব্বক পার্শ্ববর্ত্তী লোকের আবশ্যক দ্রব্যাদি সরবরাহ করিত। সে সময়ের সভ্যতার উপযোগী সমস্ত বস্তুই তথায় সুলভ ছিল। বন্দরের উত্তর ভাগে রাজসাগরের খাল সর্ব্বদা প্রবহমাণ থাকায় অল্পব্যয়ে পণ্যদ্রব্যের আমদানি ও রপ্তানি হইত। রাজসাগরের পশ্চিম তটে ইষ্টক-নির্ম্মিত ও বিচিত্র কারুকার্য্য খচিত দুই সুবৃহৎ দেবালয় বিদ্যমান ছিল। তন্মধ্যে এক দেবালয়ে মহাপ্রভু নামক দেবতা এবং অপর দেবালয়ে জগন্নাথদেব প্রতিষ্ঠাপিত ছিলেন। উভয় দেবতা, প্রত্যহ ষোড়শোপচারে অর্চ্চিত হইতেন, এবং প্রতি পূর্ব্বাহ্নে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে উক্ত সমস্ত দেবালয়ে আরতি হইত; সে দৃশ্য দর্শকগণের মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করিয়া ভক্তির উৎস উন্মুক্ত করিয়া দিত।

সরোবরের পূর্ব্ব দক্ষিণ ও পশ্চিম তটে বহুসংখ্যক ব্যবসায়ী জাতি বাস করিত। এই সমস্ত ব্যবসায়িগণ স্বকীয় ব্যবসায়-পরিচালনদ্বারা

সবিশেষ লাভবান্ হইত। পূর্ব্বতটে স্বর্ণবণিগ্-জাতীয় যে সমস্ত লোক অবস্থিত ছিল, তাহাদিগের উত্তর পুরুষগণ এক্ষণে পূর্ব্ববঙ্গে ধনি-শ্রেণীতে পরিগণিত হইয়াছে।

রাজনগরের খালের উত্তর তট দিয়া পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমাভিমুখে এক বর্ত্ম বিদ্যমান ছিল। জনপদের পূর্ব্ব প্রান্ত হইতে ঐ বর্ত্ম অবলম্বনে প্রায় এক মাইল পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইলে, উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত ও ৬৫ হস্ত প্রস্থে দ্বিতীয় একটি বর্ত্মের দক্ষিণ প্রান্তে সমুপস্থিত হওয়া যাইত। এই শেষোক্ত রাস্তা দিয়া উত্তর দিকে প্রায় অর্দ্ধ মাইল অতিক্রম করিলে, পূর্ব্ব ভাগে "পুরাতন দীঘি" নামক সরোবর নয়ন-সমক্ষে উপস্থিত হইত। রাজসাগর অপেক্ষা এই জলাশয়ের আয়তন কিঞ্চিৎ ন্যূন ছিল। পুরাতন দীঘির পশ্চিম তটে কাল-বৈশাখীর মেলা সন্নিবেশিত হইত। প্রতি বর্ষের শেষ দিবস হইতে পরবর্ত্তী দুই মাস পর্য্যন্ত ঐ মেলা অবস্থিত থাকিত। ঢাকা জিলার সুপ্রসিদ্ধ কার্ত্তিক বারুণীর মেলার ন্যায় এই মেলার খ্যাতি ছিল। মেলার সময় সে স্থানে দেশ দেশান্তর হইতে বহু-সংখ্যক ব্যবসায়ী ও ক্রেতার সমাগম হইত, এবং জনসাধারণ সেই সময় অনেক আবশ্যক ও দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য ক্রয় করিয়া গৃহজাত করিয়া রাখিত।

অনেকে বলেন, এই স্থলে চড়ক পূজায় যেরূপ সমারোহ হইত, পূর্ব্ববঙ্গের অন্য কোন স্থলে তদ্রূপ আড়ম্বর দেখা যায় নাই। যাঁহারা সেই দৃশ্য স্বচক্ষে অবলোকন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট অবগত হওয়া গিয়াছে যে, সেই সময় একত্রে শতাধিক পটহ নিনাদিত হইয়া প্রলয়কালীন বাত্যার ন্যায় গুরু-গম্ভীর নির্ঘোষ উৎপাদন করিত, এক বিশাল চড়ক বৃক্ষে ষোড়শসংখ্যক পুরুষ একযোগে ঘূর্ণিত হইত, এবং বাদকগণ সেই বৃক্ষের শীর্ষদেশে সংস্থাপিত নহবৎ-খানায় উপবেশন পূর্ব্বক নানাবিধ তাল-লয়-মানসহকারে বাদ্যোদ্যম করিয়া ঘূর্ণায়মান ব্যক্তিগণের অন্তঃকরণে উৎসাহ সঞ্চার করিয়া দিত।

'পুরাতন দীঘি' অতিক্রম করিয়া উত্তর দিকে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলে, রায় মৃত্যুঞ্জয়ের আবাসস্থলের তোরণদ্বার, সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিয়া পথিকের গতিরোধ করিত। রায় মৃত্যুঞ্জয় মহারাজ রাজবল্লভের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র। রাজবল্লভের পরে রাজনগর মধ্যে ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্যে রায় মৃত্যুঞ্জয়ই শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার নিকেতন বহুসংখ্যক অট্টালিকাদ্বারা পরিশোভিত ছিল, এবং সেই সমস্ত অট্টালিকায় যথেষ্ট স্থপতি-কৌশল দৃষ্ট হইত।

পুরাতন দীঘির পশ্চিম তটের উত্তর প্রান্ত হইতে এক রাস্তা পশ্চিম দিকে প্রসারিত ছিল। এই রাস্তার উভয় পার্শ্বে কতিপয় ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সরোবর বিদ্যমান ছিল। ইহাই রাজনগরের সুপ্রসিদ্ধ "পুরাতন দরজা।" পুরাতন দরজার পশ্চিম প্রান্তে মহারাজ রাজবল্লভের পিতা কৃষ্ণজীবন মজুমদারের ভদ্রাসন। উক্ত স্থলে যে বহুসংখ্যক হর্ম্ম্য বিদ্যমান ছিল, তন্মধ্যে "নবরত্ন" নামক প্রাসাদই সমধিক উল্লেখযোগ্য। একটি চতুষ্কোণ একতল অট্টালিকার অভ্যন্তরে এক সুবিস্তৃত হল, এবং হলের চতুর্দ্দিকে চারিটি এবং প্রত্যেক কোণে এক একটি চতুষ্কোণ মঠ, এবং প্রতি দুই মঠের মধ্যভাগে এক একটি ঝিকটি ঘর (১)। ছাতের মধ্যস্থলে যে একটি মঠ ছিল, তাহার উচ্চতা চতুষ্পার্শ্বস্থ ঝিকটি ঘর অপেক্ষা অধিক ছিল। সমগ্র অট্টালিকা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইষ্টক ও প্রস্তরখণ্ডদ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল, এবং প্রাচীরের গাত্রে নানাবিধ লতা, পাতা ও পুষ্প অঙ্কিত ছিল। মধ্যস্থ মঠের উচ্চতা ভূতল হইতে একশত হস্তের ন্যূন ছিল না।

'পুরাতন দীঘির' পশ্চিম তটের মধ্যভাগ হইতে প্রায় ৬৫ হস্ত প্রস্থে এক বর্ত্ম পশ্চিম দিকে বিস্তৃত ছিল। ইহাই মহারাজ রাজবল্লভের

---

(১) ইষ্টক অথবা প্রস্তর নির্ম্মিত গৃহ বিশেষ। এই গৃহের ছাত দোচালা ঘরের চালার ন্যায় সন্নিবিষ্ট।

আবাসস্থলে প্রবেশ করিবার পথ। এই পথ অবলম্বনে পশ্চিম দিকে গমন করিলে, “একবিংশতি রত্ন” নামক বিশাল তোরণদ্বার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া যুগপৎ ভয় ও বিস্ময় উৎপাদন করিত। এই তোরণদ্বার এক ত্রিতল অট্টালিকা, প্রত্যেক নিম্নতলের ছাতের মধ্যস্থলে উর্দ্ধতর-তল অবস্থিত ছিল। প্রথম তলের মধ্যভাগে সিংহদ্বার, ঐ দ্বারের ছাত অর্দ্ধবৃত্তাকারে গঠিত ছিল, এবং অভ্যন্তরস্থ বর্ত্ম এত বিস্তৃত ছিল যে, তন্মধ্য দিয়া তিনটি হস্তী হাওদা-সহ পাশাপাশি হইয়া অনায়াসে গমন করিতে পারিত। দ্বারের সম্মুখদেশে দুই ক্ষুদ্র বেদিকা ছিল, সেই বেদিকার উপর দণ্ডায়মান হইয়া সান্ত্রীগণ অষ্টপ্রহর দ্বারদেশ রক্ষা করিত। সিংহদ্বারের উভয় পার্শ্বের ও একতলের অভ্যন্তরে বহুসংখ্যক প্রকোষ্ঠ বিদ্যমান ছিল; তন্মধ্যে রাজকীয় সৈন্যগণ অবস্থান করিত। একতলের ছাতের প্রত্যেক কোণে এক একটি মঠ ও সম্মুখস্থ দুই মঠের মধ্যভাগে এবং সিংহদ্বারের উপরিভাগে তিনটি ঝিকটি ঘর পরস্পর সংলগ্ন অবস্থায় অবস্থিত ছিল। মধ্যস্থ ঝিকটি ঘর উভয়পার্শ্বস্থ ঝিকটি ঘর অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উচ্চ ও বৃহদায়তন ছিল। প্রত্যহ প্রাতে মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে এই সমস্ত ঝিকটি ঘরে সুমধুর নহবৎ বাদিত হইত। দ্বিতলের ছাতের প্রত্যেক কোণে এক একটি মঠ এবং ত্রিতলের ছাতের মধ্যভাগে একাদশটি মঠ দণ্ডায়মান ছিল। এই একাদশটী মঠের মধ্যস্থ মঠ সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ এবং উভয় দিকের প্রত্যেক পরবর্ত্তী মঠ তৎপূর্ব্ববর্ত্তী মঠ অপেক্ষা ক্রমশঃ নিম্ন ছিল; এই সমস্ত মঠের শিরোভাগ রেখার দ্বারা সংযুক্ত করিলে সেই রেখা একটি ধনুর ন্যায় প্রতীয়মান হইত।

এই দ্বারের পশ্চিম ভাগে এক বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। সেই প্রাঙ্গণের দক্ষিণ ভাগে “সেঘরা” নামক প্রকোষ্ঠত্রয় সমন্বিত এক দ্বিতল অট্টালিকা অবস্থিত ছিল। উৎসব উপলক্ষে বাদকগণ উক্ত অট্টালিকায় উপবেশন পূর্ব্বক বাদ্যোদ্যম করিত। প্রাঙ্গণের উত্তর ভাগে বিচিত্র কারুকার্য্য

খচিত এক ঝিকটি ঘর বিদ্যমান ছিল। কথিত আছে যে, মহারাজ রাজবল্লভ এক কোটি শিবলিঙ্গ অর্চ্চনা করিয়া, অর্চ্চনা-স্থলে ঐ গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এই অঙ্গনের পশ্চিম ভাগ দ্বিতীয় তোরণদ্বারদ্বারা সুরক্ষিত ছিল। দ্বারের উভয় পার্শ্বস্থ কক্ষে প্রহরিগণ অবস্থান করিত।

এই তোরণ-দ্বার অবলম্বনে দ্বিতীয় প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইতে হইত। দ্বিতীয় প্রাঙ্গণের দক্ষিণ ভাগে 'রঙ্গমহল' নামক রমণীয় বৈঠকখানা ও পশ্চিম ভাগে বাসুদেব নামক দেবতার মন্দির প্রতিষ্ঠাপিত ছিল। বাসুদেবের মন্দিরের উত্তর পার্শ্ব দিয়া তির্য্যগ্‌ভাবে এক তোরণদ্বার সংস্থাপিত ছিল। তৃতীয় প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে হইলে এই দ্বার অবলম্বন করিতে হইত। সুপ্রসিদ্ধ 'সপ্তদশরত্ন' নামক দোলমঞ্চ এই তৃতীয় প্রাঙ্গণের পূর্ব্বভাগে অবস্থিত ছিল। দ্বিতীয় প্রাঙ্গণ হইতে অবলোকন করিলে উক্ত দোলমঞ্চ প্রাঙ্গণের উত্তর ভাগে কিঞ্চিৎ ব্যবধানে অবস্থিত বলিয়া প্রতীয়মান হইত। এক চতুস্তল অট্টালিকা এরূপভাবে সংস্থাপিত ছিল যে, প্রত্যেক ঊর্দ্ধতরতল তন্নিম্নতলের ছাতের মধ্যস্থলে অবস্থিত ছিল এবং প্রত্যেক তলের প্রত্যেক কোণে এক একটি সম আয়তন চতুষ্কোণ মঠ বর্ত্তমান ছিল। চতুর্থতলের ছাতের মধ্যভাগে মঠের আকার বিশিষ্ট এক মন্দির প্রতিষ্ঠাপিত ছিল এবং তাহা চতুষ্পার্শ্বস্থ মঠ অপেক্ষা উচ্চ ছিল। বাসন্তী পূর্ণিমায় ঐ মন্দির মধ্যে ৺ লক্ষ্মীনারায়ণ চক্র কুঙ্কুম রাগে রঞ্জিত হইয়া স্বর্ণসিংহাসনে দোলায়মান হইতেন। সে সময় সমগ্র অট্টালিকা ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থল ফল্গু-রাগে রঞ্জিত হইয়া সুমধুর বসন্ত ঋতুর আগমনবার্ত্তা প্রচার করিত। প্রত্যেক তলের অভ্যন্তরে এবং প্রতি মঠের নিম্নভাগে এক একটি আবাসযোগ্য কক্ষ বিদ্যমান ছিল। প্রত্যেক তল হইতে ঊর্দ্ধতরতলে আরোহণ করিবার নিমিত্ত বিস্তৃত সোপানাবলী নির্ম্মিত ছিল। উক্ত মন্দিরের অভ্যন্তরে দণ্ডায়মান হইলে অনেক দূর পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইত এবং সুবিশাল দ্রুমরাজি অতি ক্ষুদ্র

গুল্ম বীথি ও রথখোলার নদী, একখণ্ড শুক্ল বস্ত্রের ন্যায় প্রতীয়মান হইত। মন্দিরের তলদেশ ভূতল হইতে প্রায় ১২৫ হাত উচ্চ ছিল। এই অঙ্গনের দক্ষিণ ভাগে একটি একতল অট্টালিকা ও উত্তর ভাগে অপর একটি কারুকার্য্য বিশিষ্ট ঝিকটি ঘর বিদ্যমান ছিল। রাজকীয় কর্ম্মচারিগণ দক্ষিণ ভাগের একতলে উপবেশন-পূর্ব্বক বৈষয়িক কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন, এবং শরৎ ঋতুতে জগজ্জননী দশভুজা ঐ ঝিকটি ঘরে প্রাসাদবাসী ভক্তবৃন্দ দ্বারা অর্চ্চিত হইতেন। প্রাঙ্গণের অপর পার্শ্বে পঞ্চরত্ন নামক সুরম্য দেবালয় প্রতিষ্ঠাপিত ছিল। সমগ্র রাজনগর মধ্যে অন্য কোন অট্টালিকাই শিল্পচাতুর্য্যে এই অট্টালিকার সমকক্ষতা লাভ করিতে ক্ষম হয় নাই। পাঁচটি দ্বিতল মন্দির একত্রে সংযুক্ত হওয়ায় উহা পঞ্চরত্ন নামে অভিহিত হইত। ঐ সকল মন্দিরের একটি মধ্যস্থলে এবং অবশিষ্ট সমস্ত ঐ মধ্যস্থ মন্দিরের প্রত্যেক কোণদেশের সহিত সংলগ্ন হইয়া গঠিত হইয়াছিল। প্রতি মন্দিরের প্রাচীরের উভয়-দিকে নানাবিধ দেবদেবীর মূর্ত্তি ও লতাপাতা অঙ্কিত ছিল। পঞ্চরত্নের এক কক্ষে লক্ষ্মীনারায়ণ চক্র, এক কক্ষে রাজরাজেশ্বরী, এক কক্ষে কাত্যায়নী ও অপর দুই কক্ষে অন্যান্য দেবতাগণ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এই প্রাঙ্গণ পার হইয়া ক্রমে আরও দুই প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিলে, অন্তঃপুরের সীমায় উপস্থিত হওয়া যাইত। এই উভয় প্রাঙ্গণের পশ্চিম ভাগে এক একটি তোরণদ্বার এবং উত্তর দক্ষিণ ভাগে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অট্টালিকা সমূহ বিদ্যমান ছিল।

অন্তঃপুর খণ্ডের চতুর্দ্দিকে চারিটি সুবৃহৎ অট্টালিকা পরস্পর সংযুক্ত অবস্থায় অবস্থিত ছিল। প্রত্যেক অট্টালিকার অভ্যন্তরে বহুসংখ্যক প্রকোষ্ঠ এবং সম্মুখদেশে বারান্দা; উত্তরভাগের অট্টালিকা ত্রিতল ও অপর তিন ভাগের অট্টালিকা একতল। মহারাজ রাজবল্লভের শয়নকক্ষ এই ত্রিতল অট্টালিকায় সংস্থাপিত ছিল।

রাজ-প্রাসাদের পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে ও কিঞ্চিৎ ব্যবধানে সুপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশের বাস-ভবন। ঐ আলয়ের পুরোভাগে এক তোরণ-দ্বার এবং তৎপশ্চাৎ কতিপয় রমণীয় অট্টালিকা বিদ্যমান ছিল। বিদ্যাবাগীশ মহাশয় সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও মহারাজ রাজবল্লভের শিবমন্ত্র-দাতা ছিলেন। এই ভবনের পশ্চিম দিকে 'ভরদ্বাজ-পাড়া' নামে এক পল্লী ও তাহার পশ্চিমে 'বাৎস্যপাড়া' নামে দ্বিতীয়-পল্লী অবস্থিত ছিল। ঐ উভয় পল্লীতে তত্তদ্‌-গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেন। রাজ-ভবনের পশ্চিম ও ঐ সমস্ত পল্লীর উত্তর-ভাগে 'পশ্চিমপাড়া' নামক পল্লী। এ স্থলে রাজবল্লভের বহুসংখ্যক জ্ঞাতি বাস করিতেন এবং প্রত্যেকের আবাসস্থল স্বীয় স্বীয় অবস্থার উপযোগী অট্টালিকা ও জলাশয়দ্বারা সুশোভিত ছিল।

পুরাতন দীঘির পূর্ব্বভাগে 'রাউতপাড়া' নামক এক বিস্তৃত পল্লী। পশ্চিম পাড়ার ন্যায় এই স্থানও রাজবল্লভের জ্ঞাতিগণ-কর্ত্তৃক অধ্যুষিত ছিল। রাউতপাড়ার পূর্ব্বভাগে 'রাণীসাগর' নামক সরোবর, ঐ সরোবরের তটদেশে রজঃপুত-জাতীয় বহুসংখ্যক লোক উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছিল। ঐ সমস্ত রজঃপুতগণ রাজকীয় সৈন্য-বিভাগে কার্য্য করিত। রাণীসাগরের পূর্ব্বভাগে 'নারিকেলতা' নামক পল্লী ও তাহার পূর্ব্বভাগে 'মান্দারিয়া' প্রভৃতি কতিপয় পল্লী অবস্থিত ছিল। 'কৃষ্ণসাগর' ও 'মতিসাগর' নামক দুই বৃহৎ সরোবর এই নারিকেলতা পল্লীর অন্তর্গত ছিল। রাজবল্লভের দ্বিতীয় পুত্র রাজা কৃষ্ণদাস বাহাদুর কৃষ্ণসাগর নামক সরোবর খনন করাইয়াছিলেন। রাজসাগরের পশ্চিমভাগে 'চাকলাদার পল্লী' ও তাহার পশ্চিমে 'ভরদ্বাজ পল্লী' অবস্থিত ছিল। এ স্থলেও বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ভরদ্বাজ পল্লীর পশ্চিম ভাগে 'শিববাড়ীর দীঘি' নামে এক বিস্তৃত সরোবর ; এই সরোবরের উত্তর তটে বহুসংখ্যক মঠ সংস্থাপিত ছিল, এবং প্রতি মঠের অভ্যন্তরে

এক একটি পাষাণময় শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। শিববাড়ীর দীঘির দক্ষিণ ও পশ্চিমভাগে আরও কতিপয় পল্লী বিদ্যমান ছিল। ঐ সকল পল্লীতে ব্রাহ্মণপ্রমুখ নানাজাতীয় লোক বাস করিতেন।

পূর্ব্বে যে সমস্ত পল্লীর কথার উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাদের প্রত্যে-কের আয়তন এক একটি গ্রামের ন্যায়। প্রতি পল্লিতেই বহুসংখ্যক অট্টালিকা ও জলাশয় বিদ্যমান ছিল। এই সমস্ত স্থলের অধিকাংশ লোক স্বচ্ছন্দ অবস্থায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন।

এই জনপদ-বাসিগণের নিরবচ্ছিন্ন আনন্দভোগ বিধাতার চক্ষে অধিক দিন সহ্য হইল না। অতি অশুভক্ষণে অনন্তকাল সাগরে বাঙ্গালা ১২৭৬ সাল আগত হইল। পদ্মানদীর রথখোলা নামক যে শাখা ক্ষুদ্র কলেবরে প্রবহমাণ ছিল, উহা এই সময় সহসা স্ফীত হইয়া, ক্ষুধার্ত্ত রাক্ষসীর ন্যায় করালবদনবিস্তারপূর্ব্বক দ্রুতগতিতে দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইতে লাগিল এবং অল্পকালমধ্যেই সমস্ত জনপদ উদরসাৎ করিয়া ফেলিল! যে সুরম্য নগরী এক শতাব্দীর অধিককাল ভূতলে বিদ্যমান থাকিয়া বহুসংখ্যক মানবকে বক্ষে স্থান দান করিয়াছিল, যাহার সৌষ্ঠব ও সমৃদ্ধির কাহিনী সমগ্র বঙ্গদেশে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল, যাহা মহারাজ রাজবল্লভের অতুলনীয় কীর্ত্তিস্তম্ভরূপে বিরাজমান ছিল, সৌন্দর্য্যের আধারস্বরূপ সেই রাজনগর অচিরকাল মধ্যে এইরূপে কুটিলগতি (১) পদ্মার অত্যুত্তাল প্রবাহ মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া ভূতলস্থ যাবতীয় বস্তুর নশ্বরত্ব প্রমাণ করিল। হায়! শোভাসম্পদ্ ও সৌন্দর্য্য এক যোগে অতীতের বিষয়ী-ভূত হইল। সেই অবধি রথখোলা খাল 'কীর্ত্তিনাশা' নাম (২) ধারণপূর্ব্বক

---

(১) পদ্মার বাঁক অতি প্রসিদ্ধ

(২) কেহ কেহ বলেন চাঁদরায় কেদাররায়ের কীর্ত্তি ধ্বংস করিয়া পদ্মানদী কীর্ত্তিনাশা আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ রাজনগর ধ্বংস হওয়ার পূর্ব্বে ঐ জনপদের উত্তরভাগে যে ক্ষুদ্রকায়া নদী বিদ্যমান ছিল, তাহা রথখোলার নদী নামেই আখ্যাত

অধিকতর উগ্র মূর্ত্তিতে জলপথগামী পথিক ও উপকূলবাসী মানবের হৃদয়ে বিষম ত্রাসের সঞ্চার করিতেছে। যাঁহারা স্বচক্ষে ঐ ধ্বংস-দৃশ্য নিরীক্ষণ করিয়াছেন তাঁহারা রাজনগরবাসী লোকের তাৎকালিক অবস্থা সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। সেই চিত্র অঙ্কিত করা এই দুর্ব্বল লেখনীর সাধ্যায়ত্ত নহে (১) যে সময় সেই মর্ম্মভেদী অঙ্ক অভিনীত হইতেছিল, তৎকালে শ্রীহট্ট নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ জয়চন্দ্রভট্ট রাজকবিরূপে রাজনগরে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি স্বচক্ষে ঐ দৃশ্য অবলোকন করিয়া আবেগপূর্ণহৃদয়ে যে বিষাদ সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন, অদ্যাপি তাহা এতদ্দেশীয় ভট্টকবিগণ স্বরসংযোগে গান করিতেছেন। করাল কালের কঠোর শাসনে বহুকাল হইল ঐ ভট্টকবি ইহধাম পরিত্যাগ করিয়া অনন্তধামে চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার বিরচিত শোক-গাথা এখনও শোতৃবর্গের মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করিয়া দুর্ব্বিষহ যাতনার উৎস উন্মুক্ত করিয়া দিতেছে। নিম্নে ঐ গাথা উদ্ধৃত করা হইল :—

(নমো) লক্ষ্মীনারায়ণ, চক্র সুদর্শন
শ্রীপতি শ্রীজনার্দ্দন।
গোলোক-বিহারী, গোলোকেশ্বর হরি,
বৈকুণ্ঠেতে নারায়ণ॥
ভক্তাধীন হরি, ভক্তের বাঞ্ছাকারী
ভক্তকে করেন উদ্ধার।

হইত। চাদরায় কেদাররায়ের আবাসস্থল আড়াফুলবাড়িয়া নামক গ্রাম রাজনগর হইতে প্রায় তিন ক্রোশ পূর্ব্বদিকে অবস্থিত ছিল।

(১) শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ ১২৮৯ সালের বান্ধব নামক মাসিক পত্রিকায় ৭৮ পৃষ্ঠায় রাজবল্লভের কীর্ত্তিসমূহ কীর্ত্তিনাশা-কর্ত্তৃক ধ্বংস হওয়া উল্লেখ করিয়া উল্লাসের সহিত বলিয়াছেন "পাপের প্রায়শ্চিত্ত"। কৈলাস বাবুর ন্যায় হৃদয়বান লোক হইতে এরূপ উক্তিই আশা করা যায়।

অসংখ্য মহিমা, বেদে নাহি সীমা,
জীবের বুঝা সাধ্য ভার ॥
ভবে বাস তরে, এক স্থানপরে,
সৃজন করিলা হরি।
(ঐ) সোণার রাজনগর সৃজিলা শ্রীধর,
সুখবাঞ্ছা মনে করি ॥
বিপ্র বৈদ্য কায়স্থ, বিষয়ী সমস্ত,
বাস্ত আছে বহুতর।
(যেমন) মথুরা ব্রজেতে, যমুনা মধ্যেতে,
(তেম্নি) খাল নদী নগর ॥
যত দেবলোক, করিয়া কৌতুক,
সৃজিলেন ভগবান্।
তেম্নি ধন্য ধাম, রাজনগর গ্রাম,
দ্বিতীয় করিলা নির্ম্মাণ ॥
সে স্থানে ভূপতি, নাহি যদুপতি,
দেখে চিন্তাযুক্ত মন।
এই মনে করে, সমুদ্রের তীরে,
দ্রুত করিলেন গমন ॥
ঘোর যুদ্ধ করি, আপনি শ্রীহরি
জরাসন্ধে কল্লেন বধ।
পুনঃ জন্মে তারে, দিল রাজনগরে,
দ্বিতীয় রাজত্ব-পদ ॥
মজুমদার কৃষ্ণ, জীবন বিশিষ্ট,
সুতপস্যা ভবার্ণব।

তস্য ঘরে জাত, হইল বিখ্যাত,
মহারাজ রাজবল্লভ ॥
হইল মহারাজ, রাজনগর মাঝ
বৈদ্য বংশে অবতার।
রাঢ় গৌড় কলিঙ্গ, তুল্য অঙ্গ বঙ্গ
চমৎকার কীর্ত্তি যার ॥
জন্মে ভূমণ্ডলে, নিজ বাহুবলে,
কীর্ত্তি করেন বহুতর।
বিল দাওনীয়া ভরি, অট্টালিকা পুরী,
নির্ম্মাইল নরেশ্বর ॥
সব দালান পাকা, চক মিলান বাকা
তুল্য অমর নগর।
শতরত্নাবধি (১) পঞ্চরত্ন আদি,
একুশ রত্ন মনোহর।
দোলমঞ্চ শোভা, আহা মরি কিবা,
সুমেরুর চূড়া প্রায়।
দীঘি সরোবর, সব প্রায় সাগর,
স্থানে স্থানে দেখা যায় ॥
কত স্থানাস্থান, দেবালয় নির্ম্মাণ,
শিবালয়ে স্থাপিত শিব।
কোটি শিব কুড়াশি (২) তুল্য প্রায় কাশী
দৃষ্টি কর কলির জীব ॥

---

(১) সপ্তদশ রত্নকে সাধারণতঃ শতরত্ন বলিত।

(২) কুড়াশি নামক গ্রামে এক কোটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল। কেহ বলেন উহা রাজবল্লভ-কর্ত্তৃক সংস্থাপিত ছিল এবং কাহারও মতে ঐ সমস্ত শিবলিঙ্গ রাজবল্লভের ভ্রাতুষ্পুত্র রায় মৃত্যুঞ্জয়ের সংস্থাপিত।

রাজা লক্ষ্মী নারায়ণ (৩)　　দেবাদি ব্রাহ্মণ,
সেবা করে নিরন্তর।
যাঁর কৃপাবলে,　　রাজত্ব-পদ পেলে,
আসিয়ে ধরণীপর॥
সিংহ-দরজ্বার,　　নকসা চমৎকার,
দেখিয়ে হয় যে শঙ্কা।
(যেমন) সমুদ্র মাঝারে,　　রাজা লঙ্কেশ্বরে,
সৃজিল কনক লঙ্কা॥
যেমনি রামায়ণে　　শুনেছি শ্রবণে,
প্রত্যক্ষ তা দেখাইল।
তেম্নি মত সব,　　রাজা রাজবল্লভ,
বিলদাওনীয়া দীপ্তি কৈল॥
রাবণ ঢসর　　রাবণ ঠসর
রাবণ প্রতাপ সব।
রাবণ জিনিয়া　　দিগ্বিজয়ী হৈয়া
মহারাজ রাজবল্লভ॥
সুবে বাঙ্গালায়,　　সুবে উড়িষ্যায়,
সুবে বর্দ্ধমান বিহার।
নেপাল মথুরা,　　কর্ণাট ত্রিপুরা,
এমন কীর্ত্তি নাহি আর॥
জানি কোন শাপে　　জরাসন্ধ ভূপে
জন্মিল রাজনগর মাঝ।

(১) লক্ষ্মীনারায়ণ নামক চক্র "রাজালক্ষীনারায়ণ" এই নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

যাঁহার কৃপাতে, বাঙ্গালা মুল্লুকেতে
প্রকাশ পাইল ইংরাজ ॥
নবাবী আমল করি বেদখল,
ইংরাজকে রাজত্ব দিল।
ধন্য মহারাজ, ডঙ্কা ভব মাঝ,
রেখে পরলোক হল ॥
যদিও নির্জ্জীব কীর্ত্তি তার সজীব,
বর্ত্তমান ভূমণ্ডলে।
সে কীর্ত্তির বাদী, কীর্ত্তিনাশা নদী
অকস্মাৎ তরঙ্গ হলে ॥
শুনি পঁচিশ সালে, ভাঙ্গিল দুকুলে,
কীর্ত্তিনাশা হয়ে খল।
আড়াকুল বেড়িয়া (১), গোকুলগঞ্জ (২) ভাঙ্গিয়া,
মুলফৎগঞ্জ (৩) কল্লে তল ॥
চাঁদ কেদার রায়ের (৪) কীর্ত্তি চমৎকার
ভেঙ্গে নিল কোটীশ্বর,
গোবিন্দ মঙ্গল, (৫) (সোণার) সোণার দেউল (৬)
খাকুটিয়াদি (৭) বহুতর ॥
পূর্ব্বে এই মত, ভেঙ্গে নিয়ে কত
স্থির ছিল কিয়ৎকাল।
পুনঃ ছিয়াত্তর সালে, ভাঙ্গনি আরম্ভিলে
হইল তরঙ্গ উত্তাল॥

(১।২।৩।) গ্রামের নাম।

(৪) কায়স্থ বংশীয় জমিদার। চাঁদরায় ও কেদার রায় নামে দুই ভ্রাতা ছিলেন। বিক্রমপুরের অন্তর্গত রাজাবাটীর মঠ এই দুই ভ্রাতা সংস্থাপন করেন।

(৫।৬।৭।) গ্রামের নাম।

দেখ দেখ ভাইরে, রাজনগরের হল কি দুর্দ্দশা।
কল্লে মহারাজের কীর্ত্তি নিবৃত্তি কীর্ত্তিনাশা॥

(যেমন) নলরাজা মহাতেজা
পাপাশ্রিত হল।
দুষ্ট কলি যেয়ে, প্রবেশিয়ে
রাজ্যভ্রষ্ট কৈল॥
হল তদাকার, ধরাপর,
কলুষ প্রবল।
নৈলে সাগরনগরে, কি নদী করে,
হয়ে এত খল
যাকে ভবার্ণবে, এম্নি ভাবে
বিধি হয়রে বাম।
(তাকে) এরূপে কি, দেখ দেখি,
করয়ে নির্নাম॥
(যেমন) চন্দ্রধর, প্রতিকর,
মনসা বিবাদি।
এনে কালীদহে, করে তাহে,
ঊনশত নদী॥
করে মহার্ণব, ডিঙ্গা সব
ভাসাল মনসা।
মহারাজার বাদি কীর্ত্তির
হ'ল কীর্ত্তি নাশা॥
(হায়রে) দারুণ বিধি, বুঝি নদী
রূপে কাল হইয়া।

কৈল অসময়, কি খণ্ড প্রলয়,

রাজনগর ভাঙ্গিয়া ॥

নাহি ভারতবর্ষে, বাঙ্গালা দেশে

এমনি কীর্ত্তি আর।

সেই) সোণার নগর কীর্ত্তিসাগর,

কল্লে কি ছারখার ॥

ওসব) দেখিয়ে লোকে মনের দুঃখে বলে হায় রে হায়।

কল্লেম কি জন্য, অর্জ্জিত বিত্ত নদী লইয়া যায় ॥

অগ্নি) কলরব, অসম্ভব

হইল নগরে।

কেহ কোলের ছেলিয়া বিত্ত ফেলিয়া

সরিয়া যাইতে নারে ॥

ক্ষুদ্র তালুকদাররা বিত্ত হারা হ'ল হতজ্ঞান।
বলে জীবনে সাধ কি ভবে, কিসের বেমান ॥
কেহ বলে ভাই, কি হইল রে, এই ছিল কি লেখা।
বুঝি এই রাজ্যে আর, কার সঙ্গে কার, না হইবে দেখা ॥
নদীর বেগ অতি, রাজ্য প্রতি, কি হল আক্রোশ।
যাচ্ছে মহারঙ্গে, রাজ্য ভেঙ্গে, মধ্যে দিয়ে চোস ॥
লোকে কোথা যাবে কি করিবে হয়ে সশঙ্কিত।
(হায়রে) কিবা দশা, কীর্ত্তিনাশা, কল্লে আচম্বিত ॥
এমন চমৎকার, কীর্ত্তি আর হবেনা ভুবনে।
এমন সোণার নগর, কীর্ত্তিসাগর পাব কোন স্থানে ॥
কত দেশ বিদেশী, লোক আসি দেখে বলে হায়।
নদী কি তরঙ্গে কীর্ত্তি ভেঙ্গে রাজ্য লয়ে যায় ॥

কত দালান পাকা, চকমিলান বাঁকা, ভাঙ্গিল বহুতর।
প্রথম কুম্ভের বাড়ী, ভেঙ্গে ধরিলেক সুখসাগর॥
নিল সুখের সাগর সুখসাগর (১) মহাসাগর (২) ধরে।
নদীর কি প্রতাপ অসম্ভব প্রাণটি কাঁপে ডরে।
সাধের মতিসাগর (৩) মুহূর্ত্তেক পর ভাঙ্গিল রে ভাই।
দেখ কোথায় গেল রাউতপাড়া (৪) আকশার (৫) চিহ্ন নাই।
নিল রাণীসাগর (৬) কৃষ্ণসাগর (৭) গুরুধাম (৮) আর।
(হায়রে) খালে বিলে এক সমান কি করলে একাকার॥
(হায়রে) পুরাণ দীঘি কাল-বৈশাখী হইত যার পার।
নিল সেই মেলা জুয়া খেলা লালবাজার বাহার॥
যাচ্ছে ক্রমাগত ভেঙ্গে যত রাজবংশের কীর্ত্তি।
রায় মৃত্যুঞ্জয়ের কীর্ত্তি পরে করিল নিবৃত্তি॥
যখন শত রতন হইল পতন চমৎকার নগরে
হল কাশীতে যে ভূমিকম্প পঞ্চক্রোশী পরে॥
ভট্ট জয়চন্দ্রে পদবন্ধে করিল বর্ণন।
(পরে) পুরাণ হাবেলীর কথা বলি শুন সর্ব্বজন॥
(হায় রে) কীর্ত্তিনাশা কীর্ত্তি সব নিল।
বুঝি এতদিনে মহারাজার নামটি লোপ হল।
সোণার রাজনগর কি জলাকার হইল॥
ভেঙ্গে রায় মৃত্যুঞ্জয়ের হাওলী বাউলি দিয়ে অকস্মাৎ।
পুরাণ হাওলী যেয়ে ধরল এ কি বজ্রাঘাত।
(হায়রে) বাবু সবকে করিয়ে অনাথ॥

(১।২।৩।৬।৭) রাজনগরের মধ্যগত তন্নামক সরোবর।

(৪।৫) রাজনগরের অন্তর্গত পল্লীবিশেষ।

(৮) রাজনগরের যে অংশে কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের ইষ্টদেবতা বাস করিতেন তাহাকে গুরুধাম বলিত।

সাধের নব রতন পড়ল যখন নদীর মাঝারে।
যেমন নিরাকারে বটপত্র প্রায় ভাসে নীরে।
এমন দেখি নাই আর জগৎ সংসারে॥ (১)
বলেন বাবু সবে বিষাদভরে বিধির হল কোপ।
একেকালে মহারাজের নামটি করলে লোপ।
(হায় রে) কীর্ত্তিনাশা হয়ে কাল স্বরূপ॥
অমনি সোণার মঞ্চ দোলমঞ্চ হইল পতন।
রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ থাকতে হল এরূপ লাঞ্ছন।
বুঝি দেব ধর্ম্ম নাই কলিতে এখন॥
যদি থাক্ ত সত্য মাহাত্ম্য ব্রাহ্মণ দেবতার।
তবে কি আর ছিন্ন ভিন্ন হয় রে এ সংসার।
জানিলাম কলিতে হবে সব একাকার॥
হায় রে কীর্ত্তিনাশা কি নিরাশা কর্‌লে একেবার।
একটি চিহ্ন না রাখিল নাম রাখিতে আর।
হায় রে জহ্নু মুনি নাই রে এ সংসার॥
দেখি স্থলে কাঁদে স্থলচর জলে কাঁদে মীন।
আকাশের চন্দ্রসূর্য্য হইল মলিন।
হায় রে একুশ রতন পড়িল যে দিন॥
যত পাখী সব উড়ে উড়ে ঘুরিয়ে বেড়ায়।
আশা বাসা কীর্ত্তিনাশা ভেঙ্গে নিয়ে যায়।
তারা বসিবার স্থান নাহি পায়॥

---

(১) নবরত্ন নামক প্রাসাদ এত সুদৃঢ়রূপে নির্ম্মিত হইয়াছিল যে সমস্ত রাজনগর নদীগর্ভস্থ হইলেও ঐ প্রাসাদ অনেক দিন পর্য্যন্ত স্থিরভাবে নদীগর্ভে দণ্ডায়মান ছিল। তখন বোধ হইত যেন বিশাল কীর্ত্তিনাশার সলিল রাশির অভ্যন্তর হইতে উহা উত্থিত হইয়াছে।

কেহ যায় রে হাসেরকাঁদি (১) কেহ মিলগায় (২)।
কেহ কেহ পাত্ না দিয়ে বসে দিন কাটায়।
বলে নদী নিরে (৩) একবার ফিরে যায়॥
ভট্ট জয়চন্দ্রের এই নিবেদন শুন সর্ব্বজন।
কাছার জিলায় ভূমিকম্পে এরূপ করয়।
তাতে হয়েছে এক আশ্চর্য্য প্রলয়॥
জানলেম বিধিকৃত কর্ম্ম যত খণ্ডন না যায়।
যা হবার তা হয়ে গেছে আমার কি উপায়।
এরূপ মান্য আমি পাব আর কোথায়॥ (৪)

(১।২) গ্রামের নাম

(৩) কিনা

(৪) ভট্টকবির এই কবিতার স্থানে স্থানে যতিভঙ্গ হইয়াছে এবং স্থানে স্থানে শ্রীহট্ট প্রদেশীয় শব্দের প্রয়োগ আছে॥ ভট্টকবিগণ যখন স্বরসংযোগে এই কবিতার আবৃত্তি করেন, তখন ঐ সমস্ত দোষ লক্ষ্য হয় না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আভিজাত্য

ভারতীয় আর্য্যজাতির যে শাখা উত্তরকালে বাঙ্গালা দেশে বৈদ্য নামে অভিহিত হইয়াছেন, সেই সম্প্রদায়ে শ্রীহর্ষনামে জনৈক মহামহোপাধ্যায়ের আবির্ভাব হইয়াছিল। বৈদ্যকুল-পঞ্জিকা অনুসারে তিনি সেনভূমপ্রদেশের নরপতি ও রাজা বল্লালসেনের সমকালবর্ত্তী (১)।

ভট্টিকাব্যের টীকাকার মহামহোপাধ্যায় ভরত মল্লিক, সাধক-প্রবর রাম প্রসাদ সেন, সুবিখ্যাত পণ্ডিত শিবদাস সেন বাচস্পতি, ও জগন্নাথ সেন সার্ব্বভৌম, মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন এবং গীতিকাব্য প্রণেতা কৃষ্ণকমল গোস্বামী, এই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া রাজা শ্রীহর্ষের গৌরব রক্ষা করিয়াছেন। কমল ও বিমল নামে শ্রীহর্ষের দুই পুত্র জন্মে।

---

(১) শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দনাথ রায় ১৩০৬ সনের সাহিত্যপরিষদনামক পত্রিকার ২২৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, রাজা শ্রীহর্ষ ফকরউদ্দিনখাঁর স্ত্রীর মৃতবৎসা রোগ আরোগ্য করিয়া রাজা উপাধি ও সেনভূম প্রদেশের জমিদারী প্রাপ্ত হন। তিনি এই উক্তির সমর্থনার্থ অম্বষ্ঠ-কুলদীপিকা নামক গ্রন্থ হইতে এক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। অম্বষ্ঠ কুলদীপিকা অতি আধুনিক গ্রন্থ। কবিকণ্ঠহারপ্রণীত প্রাচীন সদ্বৈদ্যকুল-পঞ্জিকা পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, রাজা শ্রীহর্ষ বল্লালের সমকালবর্ত্তী লোক। ঐতিহাসিকগণ বল্লালকে খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর এবং ফকর উদ্দিনকে খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর লোক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। শ্রীহর্ষ হইতে রাজবল্লভ পর্য্যন্ত গণনা করিলে বিংশ পুরুষ হয়। রাজবল্লভ খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রতি তিন পুরুষে এক শতাব্দী গণনা করিলে রাজা শ্রীহর্ষ একাদশ শতাব্দীর লোক হইয়া দাঁড়ান। অতএব রাজা শ্রীহর্ষ যে বল্লালের সমকালবর্ত্তী তাহা অনায়াসে নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। সম্প্রতি উক্ত রায় মহাশয় জানাইয়াছেন যে, উহা তাঁহার ভ্রম হইয়াছে এবং তিনি 'নরহরি' নামক অন্যতর প্রবন্ধে শ্রীহর্ষকে বল্লালের সমকালবর্ত্তী বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

বিমল পিতৃ-রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক রাঢ়দেশে আগমন করেন (১)। বিমলের পুত্র বিনায়ক, বিনায়ক সেনের পুত্র ধন্বন্তরি, ধন্বন্তরির পুত্র গাঙেয়ী, গাঙেয়ীর পুত্র হিঙ্গু (২) এবং হিঙ্গুর পুত্র বলভদ্র সেন। অনিরুদ্র নামে (৩) বলভদ্রের এক পুত্র জন্মে। অনিরুদ্রের পুত্র অর্জ্জুন, অর্জ্জুনের পুত্র বাচস্পতি, বাচস্পতির পুত্র হৃষীকেশ, হৃষীকেশের পুত্র গোবিন্দ এবং গোবিন্দের পুত্র বেদগর্ভ-সেন। বেদগর্ভ-সেন প্রথমতঃ যশোহর জিলার অন্তর্গত ইতনা নামক গ্রামে বাস করিতেন; তিনি একদা ব্রহ্মপুত্র স্নান উপলক্ষে বিক্রমপুরের অন্তর্গত 'বিলদাওনিয়া' গ্রামে উপস্থিত হন (৪)। এই সময় সুপ্রসিদ্ধ নওপাড়ার চৌধুরী বংশের দেওয়ান সত্যমন্ত দাশ ঐ গ্রামে বাস করিতেন। বেদগর্ভ-সেন সত্যমন্ত দাশের এক কন্যার রূপ-লাবণ্যে মোহিত হইয়া তাঁহার পাণিগ্রহণ করতঃ শ্বশুরালয়ে স্থায়িভাবে অবস্থান করিতে থাকেন। কালক্রমে ঐ মহিলার গর্ব্ভে বেদগর্ব্ভে-সেনের নীলকণ্ঠ ও শ্রীকৃষ্ণ-নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। নীলকণ্ঠ-সেন পৈত্রিক আলয় পরিত্যাগপূর্ব্বক সমীপবর্ত্তী জপসাগ্রামে আবাস সংস্থাপন করেন। ঐ গ্রামস্থ সুপ্রসিদ্ধ 'রায়' বংশীয় বৈদ্য জমিদারগণ নীলকণ্ঠের উত্তর পুরুষ। নীলকণ্ঠের বংশে অনেক সুকবি জন্ম গ্রহণ

---

(১) ভরতমল্লিকের মতে কমলই রাঢ়দেশে আগমন করিয়াছিল। কিন্তু কণ্ঠহারের মত এই যে,—

সেন ভূমাবভূৎ রাজা ধন্বন্তরিকুলোদ্ভবঃ।
শ্রীহর্ষস্তস্য তনয়ঃ কমলো বিমলস্তথা,
পিতৃরাজ্যেঽভিষিক্তোভূৎ কমলো বিমলঃ পুনঃ।
কুলচ্ছত্র মুপাদায় রাঢ় দেশমুপাগতঃ॥
কণ্ঠহারকৃত কুলপাঞ্জিকা।

(২) হিঙ্গু রাঢ়দেশ পরিত্যাগ করিয়া সেনহাটী নামক স্থানে আগমন করেন।

(৩) অনিরুদ্র সেন সেনহাটী পরিত্যাগ করিয়া ইতনা নামক গ্রামে বাস করিতে থাকেন।

(৪) কাহারো মতে তিনি পাঠাভ্যাস নিমিত্ত আগমন করেন।

করিয়া তাঁহার বংশের গৌরব রক্ষা করিয়াছেন। মায়া-তিমিরচন্দ্রিকা নামক সংস্কৃত কাব্য প্রণেতা রামগতি রায়; হরিলীলা ও চণ্ডিকামঙ্গল নামক বাঙ্গালা কাব্য প্রণেতা লালা জয়নারায়ণ, আনন্দময়ী-দেবী ও গঙ্গাদেবী নামক দুই মহিলা কবিও এই বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'বঙ্গ-ভাষা ও সাহিত্য' নামক গ্রন্থ-প্রণেতা শ্রীযুক্ত বাবু দীনেশচন্দ্র সেন ঐ গ্রন্থের একস্থলে লিখিয়াছেন, "আনন্দময়ী গুপ্তার যেরূপ রচনা পারিপাট্যের উদাহরণ দেওয়া গিয়াছে, তাহাতে তাঁহাকে আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-ধারিণী শিক্ষিতা মহিলাগণের অন্ততঃ সমকক্ষ গণ্য করিতে হইবে। গঙ্গা-দেবী বিরচিত বহুসংখ্যক সঙ্গীত পূর্ব্বাঞ্চলে এখনও বিবাহোপলক্ষে গীত হইয়া থাকে (১)।

বেদগর্ভসেনের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীকৃষ্ণসেন পৈত্রিক ভদ্রাসনেই অবস্থান করিলেন। শ্রীমুখ, নরসিংহ এবং মহেশচন্দ্র নামে শ্রীকৃষ্ণের তিন পুত্র জন্মে। শ্রীমুখ সেনের উত্তর পুরুষগণ রাজনগরের অন্তর্গত মান্দারিয়া নামক পল্লীতে এবং মহেশচন্দ্রের উত্তর পুরুষগণ ঐ জনপদের মধ্যবর্ত্তী পশ্চিমপাড়া নামক পল্লীতে বাস করিতেন। মধ্যম নরসিংহ সেন ঢাকা নগরীতে রাজস্ব বিভাগে কার্য্য করিয়া মজুমদার উপাধি লাভ করেন এবং তদবধি তাঁহার উত্তরপুরুষগণ ঐ নামেই অভিহিত হইতেছেন। রামচরণ, রামনারায়ণ এবং রামগোবিন্দ নামে নরসিংহের তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। জ্যেষ্ঠ রামচরণ নিঃসন্তান পরলোক গমন করেন। রামনারায়ণের উত্তরপুরুষগণ রাউতপাড়া নামক পল্লীতে অবস্থান করিতেন। কনিষ্ঠ রামগোবিন্দের কৃষ্ণজীবন নামে এক পুত্র জন্মে। কৃষ্ণজীবনের পুত্র প্রাণবল্লভ, রামবল্লভ, রাজারাম,

(১) শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দনাথ রায় বিরচিত ১৩০৭ সনের সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকার ১৫২ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত "কবি লালা জয়নারায়ণ" নামক প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখিত।

ধনিরাম, রাজবল্লভ ও রামরাম। এই পুত্রগণ মধ্যে প্রাণবল্লভ ও রামবল্লভ বাল্যাবস্থায় কালগ্রাসে পতিত হন। সুপ্রসিদ্ধ রায় মৃত্যুঞ্জয়, রাজারামের পুত্র। কৃষ্ণজীবনের পঞ্চম পুত্র রাজবল্লভ বাঙ্গালা দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন। এই পুস্তকে এই রাজবল্লভ সেনের জীবন বৃত্তান্ত আলোচনা করা হইবে। রাজা শ্রীহর্ষের দ্বিতীয় পুত্র বিমল সেন যদিও কৌলীন্য-মর্য্যাদা লাভ করিয়া বাঙ্গালা দেশে আগমন করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার উত্তরপুরুষগণ-মধ্যে কেহ কেহ ঐ সম্মান হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। বিক্রমপুর বৈদ্য সমাজে বেদগর্ভ সেনের বংশধরগণ মধ্যম শ্রেণীতে অবস্থিত আছেন (১)।

---

(১) শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ ১২৮৯ সনের বান্ধব পত্রিকায় ৭৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "ডাক্তার বকনন মালদহ অবস্থান কালে শুনিতে পান যে রাজবল্লভ ও তদ্বংশধরগণ আপনাদিগকে বল্লাল বংশজ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। তিনি এই বাক্যের সত্যাসত্য নির্ণয় করিবার জন্য ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে সুবর্ণগ্রামে পদার্পণ করেন। সেই সময় পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান পণ্ডিতগণ তাঁহার নিকট বলিয়াছিলেন যে, ত্রিপুরা ও মণিপুরের রাজগণ চন্দ্রবংশজ এই উক্তি যেরূপ হাস্যজনক ও অকর্ম্মণ্য, রাজবল্লভ ও তাঁহার সন্তান সন্ততির উক্তিও তদ্রূপই বটে।"

রাজবল্লভ ও তাঁহার বংশধরগণ যে বল্লাল বংশজ বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিয়া থাকেন, আমরা তাহা এই প্রথম জ্ঞাত হইলাম। রাজবল্লভের উত্তর পুরুষগণ বৈদ্যসমাজে রাজা শ্রীহর্ষের বংশধর বলিয়াই আত্মপরিচয় দিয়া থাকেন। যে সমস্ত বৈদ্যসন্তান আপনাদিগকে বল্লাল বংশজ বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন, তাঁহাদের স্থান বৈদ্যসমাজের অতি নিম্নস্তরে অবস্থিত। অতএব রাজবল্লভ ও তাঁহার বংশধরগণের বল্লাল বংশজ বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া সমাজের উচ্চ স্থান হইতে নিম্ন স্থানে যাইতে অভিলাষ করা কখনও সম্ভবপর নহে। বকনন সাহেব এই বৃত্তান্ত মালদহে অবগত হইলেন এবং সুবর্ণগ্রামে ঐ উক্তির সত্যতা পরীক্ষা করিলেন। রাজবল্লভের জন্মস্থান বিক্রমপুর হইতে ঐ উভয় স্থানই সুদূরবর্ত্তী। সুতরাং উক্ত কোন স্থলেই রাজবল্লভ ও তাঁহার বংশধরগণের আভিজাত্য সম্বন্ধে আত্মপরিচয়ের উক্তি কিংবা ঐ উক্তির সত্যতা পরীক্ষা সম্ভবপর হইতে পারে না। কোন্দলপ্রিয় রমণীগণের ন্যায় গালাগালি দিবার উদ্দেশ্যে কৈলাস বাবু রাজবল্লভসংক্রান্ত প্রবন্ধে অনেক কল্পিত কথার অবতারণা করিয়াছেন। এইরূপ উক্তি প্রচার করিবার পূর্ব্বে বিক্রমপুর বৈদ্যসমাজে তৎসম্বন্ধে কৈলাসবাবুর অনুসন্ধান লওয়া একান্ত কর্ত্তব্য ছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জাহাঙ্গীর নগর

মুসলমান বিজয়ের পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশ রাঢ়, বাগড়ি, বঙ্গ, বরেন্দ্র এবং মিথিলা এই পাঁচ প্রধান বিভাগে বিভক্ত ছিল। হুগলী নদীর পশ্চিম হইতে গঙ্গা নদীর দক্ষিণ প্রান্ত পর্য্যন্ত রাঢ় দেশ, গঙ্গানদীর উপকূল স্থলসমূহ বাগড়ি প্রদেশ, এই স্থলের পূর্ব্বভাগ বঙ্গদেশ, পদ্মা-নদীর উত্তর এবং করতোয়া ও মহানন্দা নামক স্রোতস্বতীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থল বরেন্দ্র প্রদেশ এবং মহানন্দার পশ্চিম হইতে যাবতীয় স্থল মিথিলা নামে আখ্যাত। (১)

সুপ্রসিদ্ধ সেনরাজবংশের রাজত্ব প্রথমতঃ বঙ্গদেশেই নিবদ্ধ ছিল এবং ক্রমে সমস্ত বাঙ্গালাদেশ তাঁহাদের করতলগত হইয়াছিল। বিক্রম-পুরের অন্তর্গত রামপালনামক স্থান সেনরাজবংশের প্রথম রাজধানী। স্বনামখ্যাত বল্লাল সেন এখানে অবস্থান করিয়াই শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেন। বল্লালপুত্র লক্ষ্মণসেন সিংহাসনে আরোহণ করিয়া লক্ষ্মণা-বতীতে রাজধানী স্থানান্তর করেন। মুসলমান বিজয়ের প্রাক্কালে নবদ্বীপে সেনরাজবংশের রাজধানী ছিল। পাঠান সম্রাটগণের শাসন-কালের প্রথমভাগে বাঙ্গালাদেশের প্রতিনিধি শাসনকর্ত্তা "লক্ষ্মণাবতী" অথবা "গৌড়" নগরে অবস্থান করিতেন। পাঠান সম্রাট আলাউদ্দিন বাঙ্গালাদেশ দুইভাগে বিভক্ত করেন। ঐ সময় একভাগের রাজধানী সোণারগাঁয় ও অপর ভাগের রাজধানী গৌড়নগরে সংস্থাপিত হয়। ফকরউদ্দিন দিল্লির অধীনতাপাশ ছিন্ন করিয়া বাঙ্গালার স্বাধীন নৃপতি

(১) English Translation of Riyazo-s-salatin by Maulvy Abdus Salem, M. A. Fasciculus I Page 47.

হইলে একমাত্র গৌড়নগরেই রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মোগল সম্রাট আকবরের সময় বাঙ্গালা দেশ পুনরায় দিল্লির অধীনতা নিগড়ে আবদ্ধ হয়। ঐ সময় এক মহামারী উপস্থিত হইয়া গৌড়নগরের ধ্বংস সাধন করিলে, রাজমহলে বাঙ্গালার রাজধানী স্থানান্তরিত হইয়াছিল। ক্রমে পূর্ব্বাঞ্চলে অনেক প্রদেশ মোগল সম্রাটের করতলগত হইল এবং মগ ও আসামবাসিগণ ঐ সমস্ত বিজিত প্রদেশে অভিযান করিয়া নানারূপ উপদ্রব আরম্ভ করিল। এই সময় রাজমহলে অবস্থান করিয়া সমগ্র বাঙ্গালাদেশের শান্তিরক্ষা করা সুকঠিন বিবেচিত হওয়ায়, ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে নবাব ইছলাম খাঁ রাজমহল হইতে ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তরিত করিলেন। (১)

কেহ বলেন রাজা বল্লাল সেনের প্রতিষ্ঠিত ঢাকেশ্বরী নামক দেবতার নামানুসারে ঢাকার নামকরণ হইয়াছে। কাহারও মত এই যে, ঢাক-নামক বৃক্ষের বাহুল্যবশতঃ ঐ স্থানের নাম ঢাকা হইয়াছে (২)। "আগবর নামা" গ্রন্থপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে এই স্থানে এক থানা সংস্থাপিত ছিল। আইন-ই-আকবরি নামক ইতিহাসে ঢাকা বাজুর নাম উল্লিখিত হইয়াছে (৩)। এতদ্দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে, ১৬০৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব হইতে এই স্থল প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ইসলাম খাঁর শাসনকাল হইতে ঢাকার নাম, সম্রাট জাহাঙ্গীরের নামানুসারে 'জাহাঙ্গীরনগরে' পরিবর্ত্তিত হয়।

মোগল শাসনের প্রথমভাগে বাঙ্গালা দেশের শাসন কার্য্য "নাজিমী" ও "দেওয়ানী" এই দুই প্রধান বিভাগে বিভক্ত ছিল। নাজিমী বিভাগের

(১) English Translation of Riyazo-s-salatin by Maulvy Abdus Salem, M. A. Fasciculus 1 Page 39.

(২) Hunter's Statistical Account of Dacca, Page 18.

(৩) English Translation of Riyazo-s-salatin by Maulvy Abdus Salem, M. A. Fasciculus 1 Page 39.

অধ্যক্ষ নাজিম ও দেওয়ানী বিভাগের অধ্যক্ষ দেওয়ান নামে অভিহিত হইতেন। আভ্যন্তরিক শান্তিরক্ষা, সৈন্য-বিভাগ এবং অপরাধ-সংক্রান্ত বিচারের ভার নাজিমের প্রতি অর্পিত ছিল। দেওয়ান উপাধিধারী ব্যক্তি রাজস্ব-সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহ ও স্বত্ব-সম্বন্ধীয় বিরোধের মীমাংসা করিতেন। এই উভয় বিভাগের কোন বিভাগই অপর বিভাগের অধীন ছিল না। নায়েব নাজিম, সেরলস্কর, ফৌজদার, কোতোয়াল এবং থানাদারনামক বিভিন্ন শ্রেণীস্থ কর্ম্মচারিগণ নাজিমের অধীনতায় স্ব স্ব কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। কাজিওল্‌কজ্জত বা প্রধান বিচারপতি, কাজি, মুফতি, মীর অদলস্‌ এবং সদরস্‌ নামক কর্ম্মচারিগণ দেওয়ানের অধীনরূপে বিচার কার্য্য সম্পাদন করিতেন। রাজস্ব বিভাগের কার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্ত নায়েব অথবা স্থানীয় দেওয়ান, আমিল, শিকদার, কারকুন, কানুনগু, পাটোয়ারী ও মজুমদার নামক কর্ম্মচারী নিযুক্ত ছিলেন (১)। প্রত্যেক গ্রামের রাজস্ব সংক্রান্ত কার্য্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পাটোয়ারী দ্বারা নির্ব্বাহিত হইত। স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কারকুনগণ প্রত্যেক পরগণার হিসাবরক্ষা ও অধীন পাটোয়ারীগণের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। কয়েকটি পরগণা লইয়া এক এক জিলা গঠিত ছিল, এবং প্রত্যেক জিলার হিসাব রক্ষার ভার আমিল নামক কর্ম্মচারীর প্রতি অর্পিত থাকিত। অধীন কারকুনগণ উপরিস্থ আমিলের নিকট স্বীয় স্বীয় কার্য্যের নিকাশ প্রদান করিত। প্রত্যেক মহালের রাজস্ব সংগ্রহের কার্য্য "শিকদার" নামক কর্ম্মচারিদ্বারা নির্ব্বাহিত হইত। কয়েকটি মহাল লইয়া এক একটি "তরফ" সংগঠিত ছিল এবং প্রত্যেক তরফের রাজস্ব আদায়ের পর্য্যবেক্ষণার্থ মজুমদার উপাধিধারী কর্ম্মচারী

---

(১) English Translation of Riyazo-s-salatin by Maulvy Abdus Salem, M. A. Fasciculus I Page 6.

নিযুক্ত ছিল। নায়েব অথবা স্থানীয় দেওয়ান এই সমস্ত কর্ম্মচারীর কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন (১)।

সম্রাট্ আকবরসাহের সময় বাঙ্গালা দেশ মোগলশাসনাধীন হইলে তদীয় সুদক্ষ রাজস্ব-সচিব টোডর মল্ল এই দেশের রাজস্বসম্বন্ধীয় এক বন্দোবস্ত করেন। এই সময় বাঙ্গালা দেশ ঊনবিংশ সরকার এবং সাত শত আটচল্লিশ মহালে বিভক্ত হইয়াছিল (২)।

এই সমস্ত সরকারমধ্যে লক্ষ্মণাবতী, পূর্ণিয়া, তাজপুর, পাঞ্জারা, ঘোরাঘাট, বরকাবাদ, বাজুহা, শ্রীহট্ট, সোণার গাঁ, ও চট্টগ্রামনামক সরকার গঙ্গানদীর উত্তর ও পূর্ব্বভাগে; সপ্তগ্রাম, মামুদাবাদ, খলিফতাবাদ, ফতাবাদনামক সরকার ঐ নদীর উপকূলে এবং তাণ্ডা, সরিফাবাদ, সলিমনাবাদ ও মান্দারণনামক সরকার গঙ্গানদীর দক্ষিণে ও ভাগীরথীর পশ্চিমভাগে অবস্থিত ছিল।

বর্ত্তমান ঢাকা জিলার কিয়দংশ, রাজসাহী, বগুড়া, পাবনা এবং পশ্চিম ময়মনসিংহ, বাজুহানামক সরকারের অন্তর্ভূত ছিল। মেঘনাদ ও ব্রহ্মপুত্র নদের উভয় পার্শ্বস্থ স্থান, ঢাকা ও ময়মনসিংহের পূর্ব্বাংশ, ত্রিপুরা জিলার পশ্চিমাংশ এবং সমগ্র নোয়াখালি জিলা লইয়া, সোণারগাঁ নামক সরকার বিস্তৃত ছিল। ঢাকা ও যশোহরের কিয়দংশ, ফরিদপুরের অধিকাংশ, বাখরগঞ্জের উত্তরাংশ, দক্ষিণ সাহাবাজপুর এবং সন্দীপ ফতেবাদনামক সরকারের অন্তর্গত ছিল। বাখরগঞ্জের পশ্চিমাংশ এবং যশোহরের দক্ষিণাংশ সরকার খলিফতাবাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল (৩)।

---

(১) English Translation of Riyazo-s-salatin by Maulvy Abdus Salem, M. A Fasciculus I Page 21.

(২) Do Page 8.

(৩) Do Page 48.

টোডর মল্লের সময় রাজস্ব-কার্য্য-পর্য্যবেক্ষণার্থে একজন সদর কানুনগু ও বিভিন্ন পরগণার নিমিত্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কানুনগুর-পদ সৃষ্ট হয়। পরগণার কানুনগুগণ অধীন পরগণার অন্তর্গত জমির পরিমাণ ও জমার নিরিখ ধার্য্য করিতেন, সংগৃহীত রাজস্ব নির্দ্ধারিত আবওয়াব, বিভিন্ন শ্রেণীস্থ ভূমি প্রভৃতির নির্ঘণ্ট এবং সীমা সম্বন্ধীয় কাগজ প্রস্তুত করিতেন (১)। যে ভূমি দান, বিক্রয়, পত্তনপ্রভৃতিদ্বারা হস্তান্তরিত হইত, পরগণার কানুনগুগণ ঐ ভূমির বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহ করিয়া বৎসরান্তে সদর কানুনগুর সিরিস্তায় বুঝাইয়া দিতেন। টোডরমল্লের সময় যে ব্যক্তি সদর কানুনগুর পদে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহার নাম ভগবানচন্দ্র রায়। তিনি বৰ্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত খাজুরডিহি নামক গ্রামে উত্তর রাঢ়ীয় মিত্রোপাধিধারী কায়স্থবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ভগবানের পর তৎপুত্র বঙ্গবিনোদ রায় পিতৃপদে নিযুক্ত হন। এই সময় বাঙ্গালা দেশের রাজধানী ঢাকা নগরীতে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। সুতরাং তিনিও ঐ কার্য্যোপলক্ষে ঢাকায় অবস্থান করিতেন। ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে বঙ্গবিনোদ রায় পরলোক গমন করিলে তৎপুত্র হরিনারায়ণ রায় সদর কানুনগুর পদ লাভ করেন। তিনি ১৭০৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ঢাকায় অবস্থান করিয়াছিলেন। এই সময় মুরশিদ কুলি খাঁ দেওয়ানী বিভাগ মুরশিদাবাদে স্থানান্তরিত করেন, সুতরাং হরিনারায়ণ রায়কেও তৎসহ সেই স্থানে গমন করিতে হয় (২)।

ইসলাম খাঁ ঢাকা নগরীতে রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, আসাম ও আরাকানবাসিগণ নিয়ত ঐ প্রদেশে অভিযান পূর্ব্বক প্রকৃতি পুঞ্জের অনিষ্ট সাধন করিতেছে। অতঃপর তিনি ঢাকা

---

(১) English Translation of Riyazo-s-salatin by Maulvy Abdus Salem, M. A. Fasciculus 1 Page 225.

(২) শ্রীযুক্ত বাবু নিখিলনাথ রায় প্রণীত 'মুরশিদাবাদ কাহিনী' ৮৯ পৃঃ।

নগরীতে এক নৌসৈন্য বিভাগ (নাওয়ার) সৃষ্টি করিয়া তদ্দ্বারা পদ্মা ও মেঘনাদনামক নদীদ্বয় সুরক্ষিত করেন (১)। এই বিভাগে সপ্তশত নৌকা ও কতিপয় বজরা সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত, এবং আবশ্যক হইলে পদ্মা ও মেঘনাদ নদের উপকূলবাসী প্রকৃতিপুঞ্জকে আরাকানী ও পর্টুগিজ দস্যুদিগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিত। নৌসৈন্য বিভাগের ব্যয় নির্ব্বাহের নিমিত্ত কতিপয় ভূমি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, ঐ সমস্ত ভূমি "নাওয়ার মহাল" নামে খ্যাত ছিল। নাওয়ার বিভাগের কার্য্য পরিচালনার নিমিত্ত একজন অধ্যক্ষ নিযুক্ত ছিলেন, তিনি নাজিমের অধীন থাকিয়া স্বকীয় পদোচিত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন (২)।

ইসলাম খাঁ ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৬১৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নাজিমী পদে অভিষিক্ত ছিলেন। তিনিই ঢাকার প্রাচীন দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। এখন ঐ দুর্গের চিহ্নমাত্র বিদ্যমান নাই। ঢাকার বর্ত্তমান কারাগৃহ ঐ দুর্গের একাংশে নির্ম্মিত হইয়াছে (৩)। ইসলাম খাঁর পর ক্রমে ইব্রাহিম খাঁ, ফেদাই খাঁ, কাশিম খাঁ, ইসলাম খাঁ মুশমেহাদি এবং সুলতান সুজা বাঙ্গালা দেশের নবাবী কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। সুলতান সুজার সময় বাঙ্গালার রাজধানী ঢাকা হইতে রাজমহলে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে মীরজুমলা নবাব নিযুক্ত হইয়া পুনরায় ঢাকা নগরীতে রাজধানী সংস্থাপন করেন। ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দে সুলতান সুজা ঢাকার চকবাজারের সম্মুখস্থ সুপ্রসিদ্ধ কাটরা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন (৪)। মগপ্রভৃতি পার্ব্বত্য জাতির আক্রমণনিবারণের নিমিত্ত মীরজুমলাকর্ত্তৃক হাজিপুর ও ইদ্রাকপুরের দুর্গ নির্ম্মিত হয় (৫)। বড়

(১) Hunter's Statistical Account of Dacca, Page 68.
(২) Do Page 68.
(৩) Do Page 69.
(৪) Do Page 66 & 67.
(৫) Do Page 121.

কাটরার সম্মুখভাগে মীরজুমলা দুই সুবৃহৎ কামান সংস্থাপন করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময় ঐ কামানদ্বয়ের মধ্যে একটি কামান ঢাকার চকবাজারে অবস্থিত আছে (১)। পাগলা ও টঙ্গির ইষ্টক নির্ম্মিত সেতু এই শাসনকর্ত্তার প্রযত্নে সংস্থাপিত হইয়াছিল (২)। ইদ্রাকপুরের দুর্গের ভগ্নাবশেষ এখনও বর্ত্তমান আছে। বিক্রমপুরের অন্তর্গত মুন্সিগঞ্জ মহকুমার ভার-প্রাপ্ত কর্ম্মচারীর আবাস-গৃহ ঐ দুর্গের একাংশ মাত্র (৩)।

১৬৬২ খৃষ্টাব্দে মীরজুমলা লোকান্তর গমন করিলে সুপ্রসিদ্ধ সায়েস্তা খাঁ বাঙ্গালার নাজিমী পদ লাভ করেন। তিনি ১৬৭৭ খৃষ্টাব্দে পদত্যাগ করেন ও তৎপদে হাজি সফি খাঁ নিযুক্ত হন (৪)।

হাজি সফি খাঁ অতি অল্পকাল শাসনদণ্ড পরিচালনা করিলে, সম্রাট আরঙ্গজেবের পুত্র মহম্মদ আজিম ঐ পদে অভিষিক্ত হইয়া ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নাজিমী কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। অনন্তর সায়েস্তা খাঁ পুনরায় নাজিমী পদে নিযুক্ত হন। মহম্মদ আজিম "লালবাগ" নামক প্রাসাদের ভিত্তি সংস্থাপন করিয়াছিলেন, সায়েস্তা খাঁ উহার প্রায় সমাপন করেন (৫)।

সায়েস্তা খাঁর তনয়া পরী বিবি মহম্মদ আজিমের ধর্ম্মপত্নী ছিলেন। ঢাকা নগরীতে এই মহিলা পরলোক গমন করিলে, সায়েস্তা খাঁ তদীয় সমাধিস্থলে এক মসজিদ নির্ম্মাণ করেন। লালবাগ প্রাসাদের একাংশে অদ্যাপি ঐ মসজিদ বিদ্যমান আছে (৬)। এই শাসনকর্ত্তার সময় ঢাকা নগরী উত্তরে টঙ্গী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল (৭)। সায়েস্তা খাঁ অতি

(১) Hunter's Statistical Account of Dacca, Page 121.
(২) Do Page 121.
(৩) Do Page 121.
(৪) Stewart's History of Bengal,. Page 191
(৫) Hunter's Statistical Account of Dacca, Pages 66 & 67.
(৬) Do Page 66 & 67.
(৭) Do Page 121.

প্রজারঞ্জক শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার শাসনকালে টাকায় আট মণ দরে চাউল বিক্রীত হইয়াছিল। ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে কার্য্য পরিত্যাগের অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি ঢাকা নগরীতে এক তোরণ-দ্বার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। নগর হইতে বহির্গমন কালে তিনি ঐ তোরণ-দ্বার অর্গল বদ্ধ করিয়া তাহার উপরিভাগে লিখিয়াছিলেন, "যে নবাব তাঁহার ন্যায় সুলভ মূল্যে চাউল বিক্রয় করাইতে অক্ষম হইবেন তিনি যেন ঐ অর্গল উন্মুক্ত না করেন"। নবাব সায়েস্তা খাঁর শাসন-সময়ে পর্টুগিজ জলদস্যুগণ সমুচিত শিক্ষা লাভ করিয়াছিল। তিনি ঐ দস্যুদিগকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া তাহাদিগের অবস্থানের নিমিত্ত বিক্রমপুরের অন্তর্গত রামপালের নিকটবর্ত্তী একটি স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। ঐ পর্টুগিজদিগের বংশধরগণ অদ্যাপি তথায় অবস্থান করিতেছে এবং তাহাদের আবাসস্থল এখন "ফিরিঙ্গি-বাজার" নামে অভিহিত হইতেছে।

সায়েস্তা খাঁর পর ইব্রাহিম খাঁ এবং ইব্রাহিম খাঁর পর মহম্মদ আজিমের পুত্র আজিম ওশান বাঙ্গালার নবাবী পদ লাভ করেন। আজিম ওশানের শাসনকালে সুপ্রসিদ্ধ মুরশিদ কুলীখাঁ বাঙ্গালার দেওয়ানী পদে অভিষিক্ত হন। আজিম ওশানের সহিত অবর্গ হওয়ায় ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে মুরশিদ কুলী খাঁ পদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুরশিদাবাদে দেওয়ানী বিভাগ স্থানান্তর করেন। আজিম ওশানের পর ফেরক সিয়ার বাঙ্গালার নাজিমী পদ লাভ করিয়াছিলেন। অবশেষে তিনি দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করিলে ১৭১৮ খৃষ্টাব্দে মুরশিদকুলী খাঁ বাঙ্গালার নাজিমী পদে বরিত হন। এই সময় হইতে বাঙ্গালা দেশের নাজিমী ও দেওয়ানী উভয় বিভাগ একই ব্যক্তির কর্ত্তৃত্বাধীন হয়। মুরশিদ কুলী খাঁ নাজিমী পদ লাভ করিয়া বাঙ্গালা দেশ ত্রয়োদশ চাকলায় বিভক্ত করেন (১)।

(১) ত্রয়োদশ চাকলার নামঃ—বন্দর বালেশ্বর, হিজলী, সাতগাঁ বর্দ্ধমান, মুরশিদাবাদ, যশোহর, ভূষণা, আকবরনগর, ঘোরাঘাট, কড়ইবাড়ি, জাহাঙ্গীরনগর, শ্রীহট্ট, ইস্লামাবাদ।

চাকলে জাহাঙ্গীরনগর, সরকার বাজুহা ও সোণার গাঁ লইয়া গঠিত (১)। চাকলে ইছলামাবাদ সরকার চট্টগ্রামের নামান্তর মাত্র। মুরশিদাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত হইলে ঢাকা নগরীতে এক নায়েব নাজিমের আবাসস্থল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। এই নায়েব নাজিম চাকলে জাহাঙ্গীর নগর, শ্রীহট্ট এবং ইছলামাবাদের শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেন। সমগ্র বাঙ্গালাদেশের মধ্যে ঢাকার নায়েবতী সর্ব্বপ্রধান লাভজনক রাজপদ ছিল (২)।

(১) Hunter's Statistical Account of Dacca, Page 126.
(২) Do Page 123.

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণজীবন মজুমদার

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে, রামগোবিন্দের কৃষ্ণজীবন নামে একমাত্র পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। রামগোবিন্দ কোন বিষয়-কর্ম্মের চেষ্টা না করিয়া সর্ব্বদা কেবল পূজা-আহ্নিক-প্রভৃতি ধর্ম্মকার্য্যে লিপ্ত থাকিতেন। একমাত্র ক্ষুদ্র পৈতৃক ভূসম্পত্তিই তাঁহার জীবিকা নির্ব্বাহের অবলম্বন ছিল, সুতরাং অনেক সময় তাঁহার পরিবারবর্গ অর্থকৃচ্ছ্রতা অনুভব করিতেন।

কৃষ্ণজীবন বিবাহযোগ্য বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে জ্যেষ্ঠতাত রামচরণ অগ্রবর্ত্তী হইয়া, বাখরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত উত্তর সাহাবাজপুর পরগণার জনৈক জমিদারের কন্যার সহিত তাঁহার উদ্বাহকার্য্য সম্পাদন করেন। এই বিবাহে কৃষ্ণজীবন ঐ জমিদারহইতে যৌতুক-স্বরূপ বাখরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত লক্ষ্মীদিয়া নামক তপা প্রাপ্ত হন এবং তদবধি রামগোবিন্দের পরিবারবর্গ অর্থকৃচ্ছ্রতা হইতে মুক্তিলাভ করেন।

কৃষ্ণজীবন অতিশয় বলবান্ ও সদাশয় পুরুষ ছিলেন। তাঁহার আহার সম্বন্ধে নানাবিধ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। কথিত আছে যে তিনি একবারে একটি ছাগের মাংস এবং পাঁচসের তণ্ডুলের অন্ন অনায়াসে উদরসাৎ করিতে পারিতেন (১)

জ্যেষ্ঠতাত রামচরণের অনুগ্রহে কৃষ্ণজীবন ঢাকার নবাব সরকারে কার্য্য লাভ করেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি রাজস্ব বিভাগের মজুম-

(১) কৃষ্ণজীবনের উত্তর পুরুষ ৺জানকীনাথসেন মজুমদারের প্রমুখাৎ এই কথা অবগত হইয়াছি। তিনি বহুকাল ঢাকা ও মুরশিদাবাদে সুখ্যাতির সহিত ডাক্তারী ব্যবসায় পরিচালনা করিয়া ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে পরলোক গমন করিয়াছেন

দারী কার্য্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন (১)। কাহারও মতে তিনি কানুনগু বিভাগের প্রধান মুহুরীর কার্য্য করিতেন।

বিক্রমপুরের অন্তর্গত মালখাঁনগর গ্রামে এক সে-ঘরার ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরীমোহন বসু (২) বলেন ঐ গৃহের এক ইষ্টকে "শ্রীগোবিন্দ আসরন্দ দেবীদাস বসু কানুনগুই। নাওয়ার এতমাম শ্রীকৃষ্ণাই খাসনবীস সন ১০৮৭ বাঙ্গালা মাহে চৈত্র" এই কথা কয়টি এবং অপর ইষ্টকে "বাদসাহ আরঙ্গজীব নাওয়ার আমির ওল ওমরা দেওয়ান হাজি সফি খাঁ" এই উক্তি লিখিত ছিল (৩)। শ্রীকৃষ্ণাই খাসনবীস ও কৃষ্ণজীবন মজুমদার অভিন্ন ব্যক্তি হইলে ঐ দুই ইষ্টকলিপি হইতে প্রতীয়মান হইতেছে, যে সময় সম্রাট আরঙ্গজেব দিল্লির সিংহাসনে সমারূঢ় এবং হাজি সফি খাঁ বাঙ্গালার নবাবী পদে নিযুক্ত ছিলেন, ঐ সময় অর্থাৎ ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে দেবীদাস বসু কানুনগুর পদে এবং কৃষ্ণজীবন মজুমদার খাসনবীস ও নাওয়ার মহালের এহেতেমাম পদে নিযুক্ত ছিলেন। ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, সায়েস্তা খাঁ এবং মহম্মদ আজিমের নবাবী কার্য্যের সন্ধি স্থলে অর্থাৎ ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে হাজি সফি খাঁ নামে সম্রাট আরঙ্গজেবের জনৈক সচিব বাঙ্গালা দেশের নবাবী কার্য্যে অভিষিক্ত ছিলেন। কিশোরী বাবু বলেন, কৃষ্ণজীবনের পুত্র রাজবল্লভ উত্তরকালে প্রধান রাজপদে নিযুক্ত হইয়া মালখানগরের বসুবংশের অনেক উপকার সাধন করিয়াছেন এবং উভয় পরিবার মধ্যে অত্যন্ত সৌহার্দ্দ ছিল। অতএব নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে

(১) রাজবল্লভের উত্তর পুরুষের নিকট যে হস্ত-লিখিত পুস্তক বিদ্যমান আছে, তাহাতে ঐরূপ লিখিত আছে।

(২) মালখাঁনগর নিবাসী দেবীদাস বসুর জনৈক উত্তর পুরুষ।

(৩) সেঘরায় এখন ঐ ইষ্টকদ্বয় বিদ্যমান নাই। শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরীমোহন বসু বলেন, উহা এখন ঢাকার উকিল শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত বসু, এম, এ, বি, এল মহাশয়ের নিকট আছে।

যে, কৃষ্ণজীবন প্রথমতঃ নাওয়ার মহালের এহেতেমাম ও খাসনবীসের পদে নিযুক্ত ছিলেন এবং পশ্চাৎ মজুমদারী পদে উন্নীত হয়েন (১)।

কৃষ্ণজীবন সম্বন্ধে যে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, তদ্দ্বারাও ঐ উক্তি সমর্থিত হইতেছে। কথিত আছে যে ঢাকা বিভাগের জনৈক কানুনগু বহুকাল পর্য্যন্ত নিকাশ না দেওয়ায়, মুরশিদাবাদের সদরকানুনগুর সিরিস্তা হইতে কোন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী নিকাশ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত ঢাকা বিভাগে আগমন করেন; কানুনগু ঐ কর্ম্মচারীর আগমন সংবাদ পাইয়া পলায়মান হয়। যে স্থলে কানুনগুর সিরিস্তা বিদ্যমান ছিল, ঐ স্থলের এক প্রকোষ্ঠে কৃষ্ণজীবন মজুমদার কার্য্য করিতেন। ঐ রাজকর্ম্মচারী কৃষ্ণজীবন মজুমদারকে নিকাশ বুঝাইয়া দেওয়ার কথা বলিলে তিনি কানুনগু বিভাগের কার্য্য সম্বন্ধে অজ্ঞতা প্রকাশ করেন। অবশেষে ঐ কর্ম্মচারীর পীড়াপীড়িতে তিনি দুই মাসকাল পরিশ্রম করিয়া নিকাশ প্রস্তুত করেন। ঐ সময় কানুনগু পলায়মান ছিলেন, এবং তৎকাল প্রচলিত প্রথানুসারে কানুনগুর সিলমোহর অঙ্কিত না হইলে নিকাশ গ্রাহ্য হইত না, অগত্যা ঐ কর্ম্মচারীর আদেশে কৃষ্ণজীবন কানুনগুর সিল-

(১) শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ নব্যভারত পত্রিকায় রাজবল্লভ সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ প্রচার করিয়াছেন তাহার একস্থলে লিখিত আছে যে, কৃষ্ণজীবন দেবীদাস বসুর গোমস্তা ছিলেন এবং ঐ বসুবংশের বিষয় উল্লেখ করিতে গিয়া তিনি তাঁহাদিগকে রাজবল্লভের পৈত্রিক প্রভু বলিতেও কুণ্ঠিত হন্ নাই। বাস্তবিক স্বজাতির প্রতি অনুচিত বাৎসল্য এবং বৈদ্যজাতির প্রতি হৃদয়-নিহিত বিদ্বেষবশতঃ কৈলাস বাবুর লিখিত রাজবল্লভসম্বন্ধীয় অধিকাংশ বিবরণ মিথ্যা ও প্রমাদপরিপূর্ণ হইয়াছে। মালখাঁ নগরের সেঘরা নামক গৃহে রাজকীয় কার্য্যালয় ছিল। কৃষ্ণজীবন দেবীদাস বসুর গোমস্তা হইলে ঐ স্থলে কদাচ তাঁহার নাম লিখিত থাকিত না। খাসনবীস অর্থে প্রধান মুহুরী বুঝাইলে, উভয় ইষ্টকে যাহা লিখিত আছে তদ্দ্বারা এই প্রতীয়মান হয় যে, দেবীদাস ও কৃষ্ণজীবন প্রত্যেকেই রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। এবং সম্ভবতঃ কৃষ্ণজীবন দেবীদাস বসুর অধীন কর্ম্মচারী ছিলেন। বলা বাহুল্য যে প্রভুশব্দ সম্পূর্ণ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়।

মোহর অঙ্কিত করিয়া নিকাশী কাগজ তাঁহার হস্তে সমর্পণ করেন (১) সদর কানুনগুর সিরিস্তার কর্ম্মচারী, কৃষ্ণজীবনকে কানুনগু-পদে নিযুক্ত করিয়া মুরশিদাবাদে প্রস্থান করিলে, ভূতপূর্ব্ব কানুনগু প্রত্যাবর্ত্তন করেন ; তখন কৃষ্ণজীবন স্বীয় উদারতাবশতঃ ঐ সিলমোহর ও কানুনগুর সিরিস্তা পুনরায় তাঁহার হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন।

কিশোরী বাবু বলেন যে দেবীদাস বসু যশোহরবাসী ছিলেন, রাজকার্য্য উপলক্ষে তিনি প্রথমতঃ ঢাকায় অবস্থান করেন। ঢাকার অন্তর্গত নারাণদিয়া, মণ্ডরী, দয়াগঞ্জ-প্রভৃতি স্থলে দেবীদাস বসুর আবাসস্থলের চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। দয়াগঞ্জে বসুর বাজার নামক যে হাট বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা ঐ দেবীদাস বসুই সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। ঢাকায় অবস্থান করিলে কৌলীন্যলোপ হইবে এই আশঙ্কায় তিনি বিক্রমপুরের অন্তর্গত মালখাঁনগর নামক গ্রামে আগমন করেন। দেবীদাস বসু প্রথমতঃ কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন, রাজকার্য্যোপলক্ষে একদা বিপন্ন হইয়া তিনি অনেক দিন পর্য্যন্ত পলায়মান থাকেন, এবং অবশেষে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া দেওয়ান কৃষ্ণজীবন মজুমদারের সাহায্যে ঐ বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন।

(১) কানুনগুর সিলমোহর অঙ্কন বিষয়ে মুরশিদকুলী খাঁ ও কানুনগু দর্পনারায়ণ সম্বন্ধে রিয়াজুসেলাতিনে যে বিবরণ লিখিত আছে, তাহা এই—মুরশিদকুলী খাঁ দেওয়ানী পদ লাভ করিয়া এক বৎসর মধ্যে বাঙ্গালা দেশের রাজস্ব বিষয়ক সুশৃঙ্খলা বিধান করেন। অতঃপর তিনি নিকাশী কাগজ প্রস্তুত করিয়া তাহা আরঙ্গজেবের সমীপে বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত দাক্ষিণাত্যে যাত্রা করিবার উদ্‌যোগী হন ; তৎকাল-প্রচলিত নীতি অনুসারে কানুনগুর সিলমোহর অঙ্কিত না থাকিলে নিকাশ সম্রাটদরবারে গ্রাহ্য হইত না, সুতরাং মুরশিদকুলী খাঁ তদানীন্তন কানুনগু দর্পনারায়ণকে নিকাশে সিলমোহর অঙ্কিত করিতে অনুরোধ করেন। দর্পনারায়ণ তিন লক্ষ দাবি করিয়া ঐ নিকাশে সিলমোহর অঙ্কিত করিতে অসম্মত হন। অগত্যা সহকারী কানুনগু জয়নারায়ণের দ্বারা সিলমোহর অঙ্কিত করিয়া লইয়া মুরশিদকুলী খাঁ সম্রাট দরবারে নিকাশ উপস্থিত করেন।

পূর্ব্বোক্ত কিংবদন্তী এবং কিশোরী বাবুর কথিত বিবরণ একত্রিত করিলে, কৃষ্ণজীবনের মালখাঁনগরে অবস্থান করা প্রমাণিত হয়, এবং দেবীদাস বসুর অধীনরূপে কার্য্য করাও অনুমান করা যাইতে পারে (১) দেবীদাসবসুর উত্তরপুরুষগণ বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজে শ্রেষ্ঠ আসনে আসীন আছেন (২)। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি-ধারী। ঐ বংশের অনেক ব্যক্তি উচ্চ রাজকার্য্যে ও ব্যবহারাজীবের পদে নিযুক্ত থাকিয়া সমধিক খ্যাতি লাভ করিয়াছেন।

কৃষ্ণজীবন রাজকার্য্য লাভ করিয়া স্বকীয় অবস্থার অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। রাজনগরের সুপ্রসিদ্ধ পুরাতন হাবেলী এবং "নবরত্ন" নামক সুরম্য অট্টালিকা রাজবল্লভের অভ্যুত্থানের পূর্ব্বেই কৃষ্ণজীবনের অর্থে নির্ম্মিত হইয়াছিল। যে পুরাতন দীঘির পশ্চিম তটে কালবৈশাখীর মেলা সন্নিবেশিত হইত, তাহাও কৃষ্ণজীবনের অর্থেই খনিত।

উত্তর সাহাবাজপুরের জমিদার তনয়ার গর্ভে কৃষ্ণজীবনের পাঁচ পুত্র জন্মে। পঞ্চম পুত্র রাজবল্লভের জন্ম সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে।

---

(১) সেঘরা নামক গৃহের পূর্ব্ব কথিত ইষ্টক-লিপি হইতে ইহাও অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে, উহার এক কক্ষে কানুনগুর, এক কক্ষে খাসনবীসের এবং তৃতীয় কক্ষে নাওয়ার বিভাগের কার্য্যালয় অবস্থিত ছিল। খাসনবীস শব্দের প্রকৃত অর্থ নবাবের নিজস্ব মহালের কর্ম্মচারী। ইষ্টকলিপির লিখিত খাসনবীস এই অর্থে ব্যবহৃত হইলে ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে, কৃষ্ণজীবন দেবীদাস বসুর অধীনরূপে কার্য্য করিতেন না। দেবীদাস বসু কানুনগু বিভাগের কার্য্য করিতেন, কৃষ্ণজীবন খাসনবীস ও নাওয়ার মহালের এহেতেমাম পদে নিযুক্ত ছিলেন, এবং উভয়ের কার্য্যালয় পরস্পর সংলগ্ন ছিল।

(২) দেবীদাস বসুর অন্যতম উত্তর-পুরুষ ভাগুয়ালপুর কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার বসু, এম্ এ, বলেন যে তাঁহাদের বংশের এই প্রাধান্য রাজবল্লভের প্রাসাদেই সংঘটিত হইয়াছে।

কৃষ্ণজীবনের প্রথম দুই পুত্র অতি অল্প বয়সে কালগ্রাসে পতিত হন। কথিত আছে যে জনৈক সন্ন্যাসী কৃষ্ণজীবনের গৃহে আগমন করিয়া প্রকাশ করেন যে, ঐ পুত্রদ্বয় অপদেবতা। অনন্তর ঐ সন্ন্যাসী মন্ত্র প্রয়োগ দ্বারা উভয়কে বিনষ্ট করিয়া কৃষ্ণজীবনকে একটি লক্ষ্মী-নারায়ণ চক্র প্রদান করেন এবং তাঁহার বংশে এক মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করিবেন বলিয়া আশ্বস্ত করেন। রাজনগরের সুপ্রসিদ্ধ "রাজা লক্ষ্মীনারায়ণই" ঐ সন্ন্যাসিপ্রদত্ত লক্ষ্মীনারায়ণ চক্র এবং সন্ন্যাসীর কথিত মহাপুরুষই রাজবল্লভ সেন।

অনেকে বলেন রাজবল্লভের জন্মের অব্যবহিত পূর্ব্বে একদা রজনী-যোগে কৃষ্ণজীবন ও তদীয় সহধর্ম্মিণী একত্রে নিদ্রাগত আছেন, এমন সময় মজুমদার পত্নী স্বপ্নে দেখিলেন যে, স্বয়ং চন্দ্রমা আকাশ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার উদর মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন। অনন্তর তিনি জাগরিত হইয়া স্বপ্নবৃত্তান্ত স্বামীর নিকট জ্ঞাপন করিলে কৃষ্ণজীবন তদীয় গণ্ডদেশে এক চপেটাঘাত করেন। জমিদার তনয়া স্বামিহস্তে এইরূপে অপ্রত্যাশিতভাবে লাঞ্ছিত হইয়া অভিমানভরে সমস্ত রজনী অনিদ্রায় কর্ত্তন করেন। রাত্রি প্রভাত হইলে কৃষ্ণজীবন পত্নীকে এই বলিয়া প্রবোধ দিলেন যে, শুভস্বপ্ন দেখিয়া নিদ্রাগত হইলে তাহা কখনও সফল হয় না, এবং তাঁহাকে জাগরিত রাখিবার উদ্দেশ্যেই ঐরূপ দুর্ব্ব্যবহার করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য রাজবল্লভের ভাবী জননী এই কথা শুনিয়া সান্ত্বনা লাভ করিয়াছিলেন।

কথিত আছে যে নবদ্বীপাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র হস্ত-চালনা বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। একদা তিনি হস্ত-চালনাদ্বারা যে শ্লোক প্রাপ্ত হন, তাহা এই—

কিংবা পৃচ্ছসি রে মূঢ় বারং বারং পুনঃ পুনঃ।
পূর্ব্বে রাজা জরাসন্ধ ইদানীং রাজবল্লভঃ॥

এই সমস্ত কিংবদন্তী কতদূর বিশ্বাস্য, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। বিশ্বনিয়ন্তা জগদীশ্বরের রাজ্যে ক্ষুদ্র মানবের পক্ষে সহসা কোন বিষয় অবিশ্বাস করা ধৃষ্টতা মাত্র। দ্বিতীয় কিংবদন্তী রাজবল্লভের জন্মের পূর্ব্বে কি পরে সৃষ্ট হইয়াছে তাহাও জানিবার উপায় নাই। রাজবল্লভের জন্মের পর ঐ কিংবদন্তী প্রচলিত হইয়া থাকিলে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, উত্তরকালে তিনি বাঙ্গালার রাজনৈতিক জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করায় বাণভট্টপ্রণীত কাদম্বরী নামক গ্রন্থবৃত্তান্তাবলম্বনে ঐ কিংবদন্তী বিরচিত হইয়াছিল। কৃষ্ণচন্দ্র হস্ত চালনাদ্বারা যে শ্লোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা রাজবল্লভের প্রীতি আকর্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে বিরচিত হওয়া অসম্ভব নহে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

মুরশিদকুলী খাঁ

যে সময় আজিম ওশান বাঙ্গালা দেশের নবাবী-পদ লাভ করিয়া ঢাকায় অবস্থান করিতেছিলেন, ঐ সময় সম্রাট আরঙ্গজেব মহম্মদ হাদি-নামক জনৈক মুসলমানকে "মুরশিদকুলী খাঁ" উপাধি প্রদান করিয়া ঐ সুবার দেওয়ানী পদে নিযুক্ত করেন। এই যুবক ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া, হাজি সফি নামক ইস্পাহান দেশীয় জনৈক মুসলমান-কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। হাজি সফি ঐ ব্রাহ্মণ-কুমারকে অপত্য-নির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন। পালক-পিতার মৃত্যুর পর মহম্মদ হাদি দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত বেরার প্রদেশের দেওয়ান হাজি আব্দুল্লা খোরাসানীর অধীনরূপে কার্য্য লাভ করেন। পরে সম্রাট আরঙ্গজেব মহম্মদ হাদির কার্য্য-কুশলতার বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, তাঁহাকে হায়দরাবাদ প্রদেশের দেওয়ানি-পদ প্রদান করেন। এই সময় তাঁহার "করতলব খাঁ" উপাধি লাভ হয়। করতলব খাঁ এই কার্য্য এত দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিয়াছিলেন যে, সম্রাট্ তাঁহাকে অচিরে মুরশিদকুলী খাঁ উপাধি প্রদান করিয়া বাঙ্গালাদেশের দেওয়ানি-পদে নিযুক্ত করেন (১)।

সম্রাট্ অপাত্রে বিশ্বাস স্থাপন করেন নাই। মুরশিদকুলী খাঁ এই অভিনব পদ প্রাপ্ত হইয়া রাজস্ব-বিভাগের অশেষ উন্নতি বিধান করেন।

---

(১) English Translation of Reyazu-s-salatin, by Moulvy Abdus Salem M.A. Fasc. III, page 254.

ইতিপূর্ব্বে বঙ্গদেশের অধিকাংশ ভূমি জায়গীরভুক্ত ছিল বলিয়া রাজস্বের পরিমাণের এত হ্রাস হইয়াছিল যে, তদ্দ্বারা শাসন সংক্রান্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করা সুকঠিন হইত। মুরশিদকুলী খাঁ ঐ সমস্ত জায়গীর বাজেয়াপ্ত করিয়া জায়গীরদারগণকে তৎপরিবর্ত্তে উড়িষ্যা প্রদেশ হইতে ভূমি প্রদান করেন এবং সমস্ত বঙ্গ ও উড়িষ্যাপ্রদেশ পরিমাপ করিয়া অভিনব প্রণালীতে রাজস্বের বন্দোবস্ত করেন। তাঁহার সুবন্দোবস্তে রাজস্ব বিভাগের ব্যয় অনেক সংক্ষিপ্ত এবং আয়ের পরিমাণ প্রচুর পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়। ইহাতে সম্রাট্ সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তৎপ্রতি উত্তরোত্তর অনুগ্রহাধিক্য প্রদর্শন করিতে থাকেন। আজিম ওশান এই কারণে ঈর্ষান্বিত হইয়া মুরশিদকুলীর উচ্ছেদ সাধনে কৃতসংকল্প হন (১)।

এই সময় বঙ্গদেশে "নগদী" নামধেয় এক সৈন্য সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল। তাহারা প্রত্যক্ষভাবে সম্রাটের অধীন ছিল। প্রাদেশিক নাজিম কিংবা দেওয়ান এই সৈন্য সম্প্রদায়ের উপর প্রভুত্ব করিতে পারিতেন না। আজিম ওশান এই সেনাদলের অধিনায়ক আব্দুল ওয়াহেদকে বাধ্য করিয়া তদ্দ্বারা মুরশিদকুলী খাঁর জীবন সংহার করিবার বন্দোবস্ত করেন।

মুরশিদকুলী খাঁ সাতিশয় সতর্ক ছিলেন এবং সর্ব্বদা সশস্ত্র প্রহরি-সমূহ-পরিবেষ্টিত হইয়া বহির্গমন করিতেন। তিনি একদা প্রাতঃকালে অশ্বারোহণে নাজিমের দরবারে আগমন করিতেছেন, এমন সময় আবদুল ওয়াহেদ স্বীয় নগদী সৈন্যদলসহ তাঁহাকে পথিমধ্যে অবরোধ-পূর্ব্বক প্রাপ্য বেতনের দাবি করিয়া কোলাহল করিতে থাকে। দেওয়ান ইহাতে অনুমাত্রও ভীত না হইয়া তাহাদিগকে বিতাড়িত করেন এবং

(১) English Translation of Reyazu-s-salatin, by Moulvy Abdus Salem M. A. Fasc III, page 247. and 249.

অবিলম্বে নাজিমের দরবারে উপস্থিত হইয়া, কোষস্থিত তরবারিতে হস্ত স্থাপন-পূর্ব্বক নাজিমকে তজ্জন্য ভৎর্সনা করেন। আজিম ওশান সম্রাটের অপ্রীতিভাজন হওয়ার আশঙ্কায় আবদুল ওয়াহেদকে আহ্বান করিয়া, ভবিষ্যতে ঐরূপ গোলযোগ উপস্থিত না হয় তদ্বিষয়ে তাহাকে প্রকাশ্যে সতর্ক করিয়া দেন।

মুরশিদকুলী খাঁ সহজে ভুলিবার পাত্র ছিলেন না। তিনি অনতিবিলম্বে "দেওয়ানি আম" নামক দরবারগৃহে প্রবেশ করিয়া, নগদী সৈন্যগণের প্রাপ্য বেতন পরিশোধ করতঃ তাহাদিগকে কার্য্য হইতে অপসৃত করেন এবং ঐ দিবসের ঘটনা-সংবলিত এক বিস্তৃত বিবরণ সংবাদ বিভাগের যোগে সম্রাট্-দরবারে প্রেরণ করেন। অতঃপর তিনি নাজিমের সন্নিধানে অবস্থান করা নিরাপদ নহে মনে করিয়া দেওয়ানি বিভাগ সহ মুকসদাবাদ নামক স্থানে প্রস্থান করেন। এই সময় হইতে তদীয় নামানুসারে মুকসদাবাদ 'মুরশিদাবাদ' আখ্যা প্রাপ্ত হইল।

কালক্রমে মুরশিদকুলি খাঁর প্রতি নগদী সৈন্যগণের দুর্ব্ব্যবহার সম্রাটের কর্ণগোচর হইলে, তিনি আজিম ওশানকে তিরস্কার করিয়া বাঙ্গালা দেশ পরিত্যাগ করিবার আদেশ প্রদান করেন। তদনুসারে আজিম ওশান, পুত্র ফেরক শিয়ারকে প্রতিনিধি-স্বরূপ ঢাকায় রাখিয়া পাটনায় গমন করেন এবং তদবধি ঐ নগরী আজিমাবাদ নামে অভিহিত হইতে থাকে।

১৭০৪ খৃষ্টাব্দে মুরশিদকুলী খাঁ প্রতিনিধি নাজিমের পদ লাভ করিয়া সৈয়দ আক্রাম নামক জনৈক মুসলমানকে বঙ্গদেশের এবং জামাতা সুজাউদ্দিনকে উড়িষ্যা প্রদেশের ডিপুটী দেওয়ান নিযুক্ত করেন।

মুরশিদকুলি খাঁর সময় সমগ্র বাঙ্গালা দেশের রাজস্ব সম্বন্ধীয় তৌজি প্রস্তুত হইয়াছিল। প্রত্যেক মহালের ভূমি ও উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ অনুসারে রাজস্ব ধার্য্য হইয়াছিল, এবং প্রতিমহালে বিশ্বস্ত আমিনগণের

অধীনরূপে নিয়োজিত শিকদার ও আমিনগণ দ্বারা তৎতৎ স্থলের প্রকৃত অবস্থা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। তিনি রাইয়ত-ওয়ারি বন্দোবস্তের পক্ষ-পাতী ছিলেন। দুঃস্থ প্রজাগণ তাঁহার নিকট হইতে সাহায্য-স্বরূপ তাকাবি প্রাপ্ত হইত। তাঁহার শাসন সময় কোন বিদেশীয় শত্রু কর্ত্তৃক বাঙ্গালা দেশ আক্রান্ত হয় নাই এবং কোন অন্তর্ব্বিপ্লব উপস্থিত হইয়া আভ্যন্তরিক শান্তি-বিনাশ করে নাই। এই সময় একমাত্র আহাম্মদ-নামক জনৈক পদাতিকের সাহায্যে সমগ্র বাঙ্গালা দেশের রাজস্ব সংগৃহীত হইত।

রিয়াজু সেলাতিনে লিখিত আছে যে, মুরশিদকুলী খাঁ ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য স্বীয় একমাত্র পুত্রের প্রাণদণ্ড করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই এবং একমাত্র সহধর্ম্মিণী ব্যতীত দ্বিতীয় রমণীর মুখাবলোকন কিংবা কোন প্রকার মাদকদ্রব্য স্পর্শ করিতেন না। ইস্‌লাম ধর্ম্মাচরণেও তিনি সাতিশয় ঐকান্তিকতা প্রকাশ করিতেন সন্দেহ নাই, কিন্তু দেশীয় জমিদারবর্গের প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করিয়া তিনি দুরপনেয় কলঙ্ক-অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন (১)।

মুসলমান শাসনের প্রারম্ভ হইতে বাঙ্গালা-দেশীয় হিন্দু ভূস্বামিগণ কেহ কেহ স্ব স্ব ভূসম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। হিন্দু-রাজত্বে ভূস্বামিগণ ভূসম্পত্তির প্রকৃত স্বত্বাধিকারী ছিলেন। কিন্তু মুসলমান শাসন-নীতি অনুসারে, তাঁহারা "জমিদার" অর্থাৎ "ভূমির ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী", এই আখ্যায় আখ্যাত হইয়া কেবল কর-সংগ্রাহকের অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সময় তাঁহারা স্বীয় স্বীয় জমিদারীর আভ্যন্তরিক শান্তি রক্ষা করিতেন, এবং অপরাধীকে ধৃত করিয়া

(১) English Translation of Sair Motakharin, by Moulvy Abdus Salem M A. Fasc III page 257

প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার দরবারে প্রেরণ করিতেন। জমিদারী হইতে যে কর সংগৃহীত হইত, তাহার কিয়দংশদ্বারা জমিদারবর্গ কর-সংগ্রহ-সংক্রান্ত আবশ্যক ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া অবশিষ্ট সমস্ত রাজস্ব রাজকোষে প্রেরণ করিতেন। জমিদারগণ পারিশ্রমিকস্বরূপ জমিদারীর কিয়ৎপরিমাণ ভূমি নিষ্কর প্রাপ্ত হইতেন। এই সমস্ত ভূমি 'নানকার নামে' অভিহিত ছিল। ইংরাজ-শাসনে বাকি রাজস্বের নিমিত্ত জমিদারী নীলাম হওয়ার যে বিধান বিধিবদ্ধ হইয়াছে, মুসলমান-শাসনে ঐরূপ কোন রাজবিধি প্রচলিত ছিল না। কোন জমিদার দেয় রাজস্ব নির্দ্দিষ্ট সময়ে আদায় না করিলে, নবাব দরবার হইতে তাঁহার জমিদারী ক্রোক করা হইত এবং বাকি রাজস্ব আদায় না হওয়া পর্য্যন্ত নবাবের আদেশে তিনি কারাবদ্ধ অবস্থায় জীবন যাপন করিতেন। গ্রাম্য চৌকীদারগণ সম্পূর্ণরূপে জমিদারের অধীনে ছিল এবং তাহারা জমিদারের তত্ত্বাবধানে পাহারার কার্য্য নির্ব্বাহ করিত। জমিদারীর অন্তর্গত রাস্তা, খেয়াঘাট এবং খোয়ারের বন্দোবস্তের ভার জমিদারের উপরিই ন্যস্ত ছিল। ফলতঃ ইংরাজশাসনে পুলিস কার্য্যকারক ও Justice of the Peace নামক রাজকর্ম্মচারিগণ যে ক্ষমতা পরিচালনা করিতেছেন, মুসলমান শাসন সময় জমিদারগণই সেই সমস্ত ক্ষমতার পরিচালনা করিতেন (১)।

সৈয়দ রাজি খাঁ-নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত বংশীয় মুসলমান মুরশিদকুলী খাঁর দৌহিত্রীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার ডিপুটী দেওয়ান আক্রাম আলি খাঁ পরলোকে গমন করিলে তিনি ঐ পদে নিযুক্ত হন। নব-নিযুক্ত ডিপুটী বাঙ্গালার জমিদারবর্গকে শাসন করিবার নিমিত্ত

(১) English Translation of Sair Motakharin by Moulvy Abdus Salem M. A. Fasc III page 256.

মুরশিদাবাদ নগরীর একাংশ আবর্জ্জনাদ্বারা পূর্ণ করিয়া উহা "বৈকুণ্ঠ" অর্থাৎ" হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীর স্বর্গস্থান" এই আখ্যা প্রদান করেন। কোন জমিদার নির্দ্দিষ্ট সময়ে রাজস্ব প্রদান করিতে অশক্ত হইলে বাকি আদায় না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাকে ঐ পূতিগন্ধময় স্থানে আবদ্ধ থাকিতে হইত। সৈয়দ রাজি খাঁ কেবল ইহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতেন না, তিনি কারারুদ্ধ জমিদারকে অনেক দিবস পর্য্যন্ত অনশনে রাখিতেন, এবং কখন কখন তাঁহাকে বৃক্ষে বন্ধন করিয়া বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত করিতেন। এই সমস্ত অত্যাচার মুরশিদকুলী খাঁর জ্ঞাতসারে ও সম্মতিক্রমে অনুষ্ঠিত হইত (১)।

১৭০৩ খৃষ্টাব্দে সম্রাট আরঙ্গজেব পরলোক গমন করিলে, তদীয় উত্তরাধিকারিগণ মধ্যে ভারতবর্ষের সিংহাসন উপলক্ষে বিরোধ উপস্থিত হয় এবং সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদ মোয়াজেম, ভ্রাতৃগণকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া বাহাদুর সাহা নাম-ধারণপূর্ব্বক সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৭১২ খৃষ্টাব্দে বাহাদুর সাহা পরলোক গমন করেন এবং তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র ময়াজদ্দিন পিতৃত্যক্ত সিংহাসন লাভ করেন। এই সময় বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব নবাব আজিম ওশান, ভ্রাতা ময়াজদ্দিনের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন। আজিম ওশানের পুত্র ফেরকশিয়ার পিতার শোচনীয় পরিণামের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অযোধ্যা ও এলাহাবাদের শাসন-কর্ত্তৃগণের সাহায্যে, ময়াজদ্দিনকে যুদ্ধে পরাভূত করতঃ দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ময়াজদ্দিনের বিরুদ্ধে অভিযান করিবার প্রাক্‌কালে ফেরকশিয়ার মুরশিদকুলী খাঁর সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি সাহায্য প্রদান করিতে অসম্মত

---

(১) English Translation of Sair Motakharin by Moulvy Abdus Salem M. A. Fasc III page 265.

হওয়ায় ফেরকশিয়ার মুরশিদকুলী খাঁর প্রতি বিরূপ হন। ফেরকশিয়ার সিংহাসন লাভ করিলে, মুরশিদকুলী খাঁ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়া প্রচুর উপঢৌকন সহ রাজস্ব প্রদান করেন এবং সম্রাট্ও প্রতিদান-স্বরূপ মুরশিদকুলী খাঁকে বাঙ্গালা দেশের নাজিমী পদে নিযুক্ত করেন। এই সময় হইতে বাঙ্গালা দেশের নাজিমী ও দেওয়ানী পদ একই ব্যক্তির হস্তগত হয় (১)।

১৭২৪ খৃষ্টাব্দে মুরশিদকুলী খাঁ, দৌহিত্র সরফরাজ খাঁকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া পরলোক গমন করেন। তৎকালে উক্ত সরফরাজের পিতা সুজা খাঁ উড়িষ্যা প্রদেশের শাসন-কর্ত্তৃপদে নিযুক্ত ছিলেন। পূর্ব্ব হইতেই বাঙ্গালার সিংহাসনের প্রতি তাঁহার সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। নবাবের মৃত্যু সংবাদ কর্ণগোচর হইলে, সুজা খাঁ উড়িষ্যা-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সত্বরপদে মুরশিদাবাদে আগমন করতঃ মুরশিদকুলীর ত্যক্ত সিংহাসন অধিকার করেন। তৎকালে সরফরাজ খাঁ অন্যত্র অবস্থান করিতেছিলেন। পিতার ঈদৃশ আচরণ সংবাদ অবগত হইয়া তিনি নিরতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হন এবং উপায়ান্তর অভাবে অনুচরবর্গসহ পিতৃ সন্নিধানে আগমন করিয়া তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন (২)।

---

(১) রিয়াজু সেলাতিন প্রণেতা, মুরশিদকুলী খাঁর অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছেন, কিন্তু সায়র মোতাক্ষরীণ প্রণেতার মতে তিনি অতিশয় অত্যাচারী ছিলেন—English Translation of Sair Motakharin by Haji Mostapha vol. I, page 279.

(২) Do. page 279.

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কৈশোরে

১৭০৭ খৃষ্টাব্দে, অর্থাৎ যে বৎসর সম্রাট্ আরঙ্গজেব কালগ্রাসে পতিত হন, সেই বৎসর রাজবল্লভের জন্ম হইয়াছিল (১)। এই সময় কৃষ্ণজীবন স্বচ্ছল অবস্থাপন্ন ছিলেন। শুক্ল পক্ষীয় চন্দ্রমার ন্যায় দিনে দিনে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া রাজবল্লভ জনক ও জননীর আনন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগি-লেন। বালকের রমণীয় দেহ-কান্তি ও প্রতিভা-সমন্বিত বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিলে সকলেই তৎপ্রতি সহজে আকৃষ্ট হইত।

কথিত আছে যে, বাল্যকালে কোন সময় রাজবল্লভ পিতা কৃষ্ণজীবন মজুমদারের সহিত মালখাঁনগর গ্রামে অবস্থান করিতেছিলেন এবং ঘটনাক্রমে এক দিবস দেবীদাস বসুর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহার শয্যাতলে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়েন। কিয়ৎকাল পরে দেবীদাস বসু শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া বালক রাজবল্লভকে ঐ অবস্থায় দেখিতে পান। তৎকালে যে সমস্ত লোক উপস্থিত ছিল, তাহারা রাজবল্লভকে জাগরিত করিবার উদ্যোগ করে, কিন্তু বসু মহাশয় তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া বলেন, "এই বালক ভবিষ্যতে অতি প্রধান ব্যক্তি হইবে, ইহার নিদ্রার ব্যাঘাত করিও না।" অন্য একদিন তিনি

---

(১) ৺ চন্দ্রকুমার রায় রাজবল্লভের যে জীবনী প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে লিখিত আছে, যে ১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজবল্লভের জন্ম হয়। মহারাজের অনন্তর বংশ্য পালঙ্গ নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপ চন্দ্র সেন মহাশয় জানাইয়াছেন যে, যখন তিনি মীর কাসেম কর্ত্তৃক ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে নিহত হন তৎকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৫৬ বৎসর ছিল।

কৃষ্ণজীবন মজুমদারকে বলিয়াছিলেন, "তুমি প্রতিজ্ঞা কর যে রাজবল্লভ প্রাধান্য লাভ করিলে তুমি তাহাকে আমার বংশের উপকার সাধন করিতে অনুরোধ করিবে।" কৃষ্ণজীবন দেবীদাস বসুর এই অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন এবং রাজবল্লভও পিতৃআদেশ লঙ্ঘন করেন নাই (১)।

রাজবল্লভ যে কেবল অসামান্য সৌন্দর্য্য লইয়া জন্মগ্রহন করিয়াছিলেন এমন নহে। জনক কৃষ্ণজীবনের ন্যায় তাঁহারও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সুদৃঢ় ছিল। কৃষ্ণজীবন প্রিয়তম পুত্রের শারীরিক উন্নতি বিষয়ে উদাসীন ছিলেন না। তিনি রাজবল্লভকে সর্ব্বদা মল্লক্রীড়া ও বীরোচিত কার্য্যে উৎসাহিত করিতেন। পিতার উৎসাহে রাজবল্লভ সমবয়স্ক ক্রীড়া-সহচর বালকগণ-মধ্যে ব্যায়াম ও তরবারি-সঞ্চালনে শ্রেষ্ঠত্বলাভ করিয়াছিলেন (২)।

কোন্ স্থানে রাজবল্লভের বাল্যশিক্ষা হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে। কাহারও মতে মালখাঁনগরে, কাহারও মতে স্বগ্রামে এবং কাহারও মতে জপসা নামক স্থানে তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা হইয়াছিল।

---

(১) দেবীদাস বসু মহাশয়ের উত্তর পুরুষ পূর্ব্বকথিত শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরী মোহন বসু এই কথা বলেন। তিনি আরও বলেন যে একদা মালখাঁনগরের সমীপবর্ত্তী কাজিরবাগ নামক গ্রামের কতিপয় মুসলমানের সহিত দেবীদাস বসুর বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল; তৎকালে ঐ মুসলমানগণ উচ্চপদস্থ; মুসলমান শাসন-কর্ত্তার আমলে তাহাদের সহিত বিরোধ উপস্থিত করিয়া দেবীদাস বসু অতিশয় বিপন্ন হইয়া পড়েন; এই সময় রাজবল্লভ বাঙ্গালা দেশের রাজনৈতিক জগতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন সুতরাং বসু মহাশয় রাজবল্লভের শরণাপন্ন হন। বলা বাহুল্য যে রাজবল্লভের অনুগ্রহে তিনি উপস্থিত বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন।

(২) রাজবল্লভের উত্তর পুরুষগণের নিকট যে হস্ত-লিখিত গ্রন্থ আছে তাহা হইতে সংগৃহীত।

যাঁহারা মালখাঁনগরে রাজবল্লভের বিদ্যাশিক্ষার কথা বলেন, তাঁহাদের মতে তিনি দেবীদাস বসুর অর্থে দিল্লী নগরীতে গমন করিয়া শিক্ষা সমাপন করিয়াছিলেন (১)। রাজবল্লভের দিল্লী গমন সম্বন্ধে কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নাই। ঐ সময় কৃষ্ণজীবনের অবস্থা সচ্ছল ছিল; সুতরাং পুত্রের শিক্ষার নিমিত্ত তিনি যে অন্যের গলগ্রহ হইয়াছিলেন তাহা সম্ভবপর নহে। অতি অল্প দিন যাবত মালখাঁনগর গ্রামে একটি উচ্চ শ্রেণীস্থ ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তৎপূর্ব্বে ঐ স্থলে যে কখনও কোন বিদ্যালয় ছিল তাহা জানা যায় না এবং শিক্ষা বিস্তারের নিমিত্ত মালখাঁনগর গ্রাম কদাপি প্রসিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। রাজবল্লভের পিতা রাজকার্য্যোপলক্ষে মালখাঁনগরে অবস্থান করিতেন সত্য, এবং রাজবল্লভও সময় সময় বাল্যকালে ঐ স্থলে গমন করিতেন সন্দেহ নাই, কিন্তু শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে তিনি যে ঐ গ্রামে অবস্থান করিয়াছেন তাহা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বোধ হয় না।

যে সময় রাজবল্লভের জন্ম হয় তৎকালে তাঁহার স্বগ্রামে বিদ্যাশিক্ষার বিশেষ সুবিধা ছিল না। রাজনগরে যে সমস্ত চতুষ্পাঠী, মক্তব ও পাঠশালা বিদ্যমান ছিল, সে সমস্তই রাজবল্লভের অর্থে ও যত্নে সংস্থাপিত হইয়াছিল। রাজনগর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব্বে, অর্থাৎ যে সময় রাজবল্লভের আবাসস্থলের নাম "বিলদাওনীয়া" ছিল তৎকালে ঐ গ্রামে কোন বিদ্যালয় বর্ত্তমান থাকার কথা কেহ বলে না। অতএব রাজবল্লভের বিদ্যাশিক্ষা স্বগ্রামে না হওয়াই সিদ্ধান্ত হইতেছে।

এই সময় জপসানামক গ্রাম সংস্কৃত ও পারসিক শিক্ষার নিমিত্ত সবিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে বেদগর্ভের

(১) মালখাঁনগর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরী মোহন বসু মহাশয় এইরূপ বলেন।

জ্যেষ্ঠ পুত্র নীলকণ্ঠ সেন জপসা গ্রামে বাসস্থল নির্ম্মাণ করেন। নীলকণ্ঠের পুত্র রাজেন্দ্র. রাজেন্দ্রের পুত্র শিবরাম এবং শিবরামের পুত্র গোপীরমণ সেন। শ্রীরাম, কৃষ্ণরাম„ গোবিন্দরাম, রামমোহন, রাজারাম এবং রঘুনন্দন নামে গোপীরমণের ছয় পুত্র জন্মে। কৃষ্ণরাম ও রামমোহন নবাব সরকারে কর-সংগ্রাহকের কার্য্য করিয়া যথাক্রমে "দেওয়ান" ও "কোরারী" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। কনিষ্ঠ রঘুনন্দনও নবাব সরকারের কার্য্য করিতেন; কোন কারণে তিনি নবাবের বিরাগভাজন হইলে তাঁহার শিরশ্ছেদনের অনুজ্ঞা প্রচারিত হয়। এই সময় তিনি পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করেন। অতঃপর তাঁহাকে দরবারে উপস্থিত করিবার নিমিত্ত নবাব সরকার হইতে কৃষ্ণরাম ও রামমোহনের প্রতি আদেশ লিপি প্রচারিত হইলে, তাঁহারা ভ্রাতার জীবন রক্ষার উপায়ান্তর অভাবে "রঘুনন্দন কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন" এই মিথ্যা সংবাদ প্রচার করেন। তাঁহাদের এই কৌশলে ঐ আদেশের প্রত্যাহার হইল বটে, কিন্তু রঘুনন্দন আর সাহস করিয়া রাজকীয় কার্য্য লাভের চেষ্টা করিতে পারিলেন না এবং গোপনে স্বগ্রামে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। পারসিক বিদ্যায় রঘুনন্দন সাতিশয় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। এই সময় অনেক বিদ্যার্থী তাঁহার পাদপ্রান্তে উপবেশন পূর্ব্বক পারসিক শিক্ষা করিত। জপসা গ্রামে গোপীরমণ সেনের আবাসস্থলে "পঞ্চরত্ন" নামক এক অট্টালিকা বিদ্যমান ছিল। রঘুনন্দন এই গৃহে পারসিক ভাষার অধ্যাপনা করিতেন। অনেকের মতে রাজবল্লভ এই স্থলেই পারসিক ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। সমস্ত অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে এই উক্তিই প্রকৃত বলিয়া অনুমিত হয়। কথিত আছে যে, রাজবল্লভ উচ্চ রাজ-কার্য্য লাভ করিয়া প্রতিবর্ষে গোপীরমণ সেনের গৃহে "ভেট" প্রেরণ করিতেন। এই ভেট, শিক্ষালাভের প্রতিদান-স্বরূপ ভক্তির উপহার বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। রঘুনন্দন সেনের

উত্তর পুরুষগণ বলেন যে, বৃদ্ধ বয়সে তিনি বারাণসীধামে অবস্থান করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে, রাজবল্লভ সমস্ত ব্যয়-ভার বহন করিয়া রঘুনন্দনের কাশী-বাসের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। জপসা নিবাসী রামানন্দ সরকার রাজবল্লভের সমপাঠী ছিলেন, এই সূত্রে উভয়ের মধ্যে অত্যন্ত সৌহার্দ্দ সংঘটিত হইয়াছিল। কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তিধারী শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ সেন, এম এ, বি এল, মহাশয় রামানন্দ সরকারের সহোদরের উত্তর পুরুষ। রামানন্দ মুরশিদাবাদের নেজামতে পেস্কারী পদ লাভ করিয়া স্বকীয় অবস্থা উন্নত করিয়াছিলেন এবং সর্ব্বদা রাজবল্লভের অনুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতেন।

রঘুনন্দনের পাদপ্রান্তে উপবেশন পূর্ব্বক রাজবল্লভ পারসিক ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ইতিপূর্ব্বেই তিনি তৎকাল-প্রচলিত বাঙ্গালা ও কিয়ৎপরিমাণে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। যে সকল বিদ্যার্থী রঘুনন্দনের নিকট শিক্ষালাভ করিত, তন্মধ্যে রাজবল্লভই সবিশেষ প্রতিভান্বিত ছিলেন এবং ঐ সময় হইতে তাঁহার সহাধ্যায়িগণ তাঁহাকে সাতিশয় সম্মানের চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাজকার্য্যে

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, মুরশিদাবাদে বাঙ্গালার রাজধানী স্থানান্তরিত হইলে ঢাকা নগরী জনৈক ডিপুটী নাজিমের শাসনে অর্পিত হয়। মুরশিদকুলী খাঁর সময় যে ব্যক্তি এই পদে নিযুক্ত ছিলেন তাঁহার নাম লতিফুল্লা। ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যা প্রদেশের শাসনকর্ত্তা সুজাখাঁ বাঙ্গালার নাজিমি পদ লাভ করিয়া মহম্মদ তকি খাঁ নামক জনৈক মুসলমানকে উড়িস্যার শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত করেন। ১৭৩৪ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ তকি খাঁ কালগ্রাসে পতিত হইলে লতিফুল্লা ঐ পদ প্রাপ্ত হন। এই সময় নবাব সুজা খাঁ পুত্র সরফরাজ খাঁকে ঢাকা বিভাগের শাসন কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত করিয়া গালিব আলি নামক এক ব্যক্তিকে তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপ ঢাকায় প্রেরণ করেন এবং জামাতা মুরাদ আলি নাওয়ার বিভাগের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন।

মুরশিদকুলী খাঁর সময় বাঙ্গালার রাজধানী মুরশিদাবাদে স্থানান্তরিত হইল বটে, কিন্তু নাওয়ার বিভাগ ঢাকা নগরীতেই অবস্থিত রহিল। যে ব্যক্তি ঐ বিভাগের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হইতেন, তাঁহাকে ঢাকানগরীতে অবস্থান করিয়া পদোচিত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইত।

যে সময় মুরাদ আলি নাওয়ার বিভাগের অধ্যক্ষপদ লাভ করিয়া ঢাকানগরীতে পদার্পণ করেন, তৎকালে রাজবল্লভ ঐ বিভাগের জমানবীসের (accountant) পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে

নেফিছা বেগমের প্ররোচনায় নবাব সুজা খাঁ গালিব আলিকে পদচ্যুত করিয়া মুরাদ আলিকে ঢাকার প্রতিনিধি শাসনকর্তৃপদ প্রদান করেন। নূতন শাসনকর্ত্তা রাজবল্লভকে অতিশয় প্রীতির চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন এবং অবিলম্বে তিনি ঐ হিন্দু কর্ম্মচারীকে নাওয়ার বিভাগের পেস্কারী পদে উন্নীত করিয়া অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন (১)। ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে নবাব সুজা খাঁ পরলোক গমন করিলে সরফরাজ খাঁ বাঙ্গালার সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। এই সময় রাজবল্লভের ভাগ্যদেবতা সাতিশয় অনুকূল ছিলেন। নবাব সরফরাজ খাঁর অনুকম্পায় রাজবল্লভ অচিরে নাওয়ার বিভাগের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইলেন (২)।

কিরূপে রাজবল্লভ প্রথম রাজকার্য্য লাভ করেন এবং কিরূপে তাঁহার পদোন্নতি সংঘটিত হয়, তৎসম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকার প্রবাদ প্রচলিত আছে। নিম্নে একে একে ঐ সমস্ত প্রবাদ উদ্ধৃত করিয়া পর্য্যালোচনা করা যাইতেছে।

বরিশাল নিবাসী সুরসিক শ্রীযুক্ত বাবু হরনাথ ঘোষ মহাশয় প্রচলিত গল্প সংগ্রহ করিয়া "বিবিধ-গল্প" নামে একখানি পুস্তক প্রচার করিয়াছেন। ঐ পুস্তকে রাজবল্লভ সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, বিক্রম-

---

(১) কেহ কেহ বলেন রাজবল্লভের রমণীয় দেহকান্তি ও প্রতিভা সমন্বিত মুখমণ্ডল অবলোকনে মুরাদ আলি তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার পদোন্নতি বিধান করেন। ইতিপূর্ব্বেই রাজবল্লভ মল্লবিদ্যা ও তরবারি সঞ্চালনে পটুতা লাভ করিয়াছিলেন, মুরাদ আলির প্রযত্নে তিনি এই বিষয়ে অধিকতর নৈপুণ্য লাভ করেন। সফররাজ খাঁর নবাবী আমলে রাজবল্লভ যে "নাওয়ার" বিভাগের অধ্যক্ষপদ লাভ করিয়াছিলেন, তদ্দারা প্রতীয়মান হইতেছে যে রাজবল্লভ এই সময় যুদ্ধ-বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উঠিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি যুদ্ধ-বিদ্যায় অনভিজ্ঞ, তাহার পক্ষে ঐ বিভাগের কর্তৃত্ব লাভ করা কদাপি সম্ভবপর নহে।

(২) Stewart's History of Bengal, Pages 267, 268 and 308.

পুরের অন্তর্গত মালাখাঁনগর নিবাসী নরসিংহ দাস বসু নবাব সরকারে কানুনগুর কার্য্য করিতেন। একদা সালতামামী দেওয়ার সময় তিনি রাজবল্লভকে সঙ্গে করিয়া মুরশিদাবাদে গমন করেন। এই সময় রাজবল্লভ অতি অল্পবয়স্ক ছিলেন এবং কানুনগুর সিরিস্তায় শিক্ষা-নবিসী কার্য্য করিতেন। যথাসময়ে নবাব দরবারে কানুনগু বিভাগের নিকাশ উপস্থিত হইলে, নবাব তাহা দৃষ্টি করিয়া নরসিংহ দাস বসুকে ঐ নিকাশ লেখকের নাম জিজ্ঞাসা করেন; কানুনগুর আদেশে রাজবল্লভই ঐ নিকাশ লিখিয়াছিলেন। তিনি মনে করিলেন রাজবল্লভ বাল্যসুলভ চপলতা বশতঃ নিকাশে গোলযোগ করিয়াছেন বলিয়াই নবাব লেখকের নাম জানিতে চাহিয়াছেন; সুতরাং কিয়ৎকাল ইতস্ততঃ করিয়া তিনি রাজবল্লভের প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "হুজুর এই বালক এই নিকাশ লিখিয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে নবাব নিকাশ লেখকের লিপি নৈপুণ্যে প্রীত হইয়াছিলেন, এক্ষণে ঐ বালকের রমণীয় দেহকান্তি নিরীক্ষণ করিয়া তিনি তৎপ্রতি অধিকতর সন্তুষ্ট হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনে তাহাকে জগৎশেঠের সিরিস্তায় মোহরের পদে নিযুক্ত করিলেন। এই ঘটনার পর ৪। ৫ বৎসর অতীত হইলে দিল্লির দরবার হইতে মুরশিদাবাদে নবাবের প্রতি পরোয়ানা প্রচারিত হইল যে, তাঁহাকে এক সপ্তাহ মধ্যে তের লক্ষ টাকা সম্রাট সদনে প্রেরণ করিতে হইবে। নবাব পাঁচ দিবসের চেষ্টায় তিন লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া অবশিষ্ট মুদ্রা সংগ্রহের নিমিত্ত উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই সময় রাজবল্লভ কথাপ্রসঙ্গে জগৎশেঠের নিকট বলিলেন, আমি এক দিনের জন্যও নবাবীপদ লাভ করিলে তের লক্ষের তিন গুণ টাকা সংগ্রহ করিতে পারি। জগৎশেঠ ঐ কথা নবাবের নিকট জ্ঞাপন করিলে, নবাব রাজবল্লভকে তৎপরবর্ত্তী দিবসের নিমিত্ত নবাবী তক্ত প্রদান করিতে সম্মত হইলেন। পরদিন রাজবল্লভ নবাবী পদ লাভ করিয়া

সর্ব্ব প্রথমে জগৎশেঠের প্রতি অনুজ্ঞা প্রচার করিলেন যে, এক ঘণ্টা মধ্যে পাঁচ লক্ষ টাকা না দিলে তাহাকে দুই বৎসর কাল কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। জগৎশেঠ উপায়ান্তর অভাবে আদিষ্ট অর্থ প্রদান করিয়া অব্যাহতি লাভ করিলেন। অনন্তর ভাগ্য মুদীর প্রতি চারি লক্ষ টাকা প্রদান করিবার নিমিত্ত ঐরূপ কঠোর আদেশ প্রচারিত হইল। ভাগ্য মুদীও অবিলম্বে ঐ টাকা প্রদান করিল। এইরূপ কৌশল অবলম্বন করিয়া রাজবল্লভ সেই দিবস মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে ধনবান্ ব্যক্তিগণের নিকট হইতে ক্রমে সর্ব্বশুদ্ধ ২৬ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া জগৎশেঠের আলয়ে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। জগৎশেঠ রাজবল্লভকে দেখিবামাত্র তৎপ্রতি কঠোর ব্যবহারের নিমিত্ত অনুযোগ করিলে রাজবল্লভ প্রত্যুত্তরে বলিলেন, আপনি ধনাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত আছেন; অতএব সর্ব্বাগ্রে আপনার নিকট হইতে টাকা সংগ্রহের চেষ্টা না করিয়া অন্যের নিকট হইতে টাকা সংগ্রহ করিলে অন্যায় করা হইত। আমি যে টাকা সংগ্রহ করিয়াছি তাহা হইতে তের লক্ষ টাকা দিল্লিতে প্রেরণ করিবেন; অবশিষ্ট টাকা হইতে আপনার প্রদত্ত পাঁচ লক্ষ টাকা প্রথমতঃ পরিশোধ গ্রহণ করিবেন, এবং নবাব সাহেবকে বলিবেন, যাঁহাদিগের নিকট হইতে টাকা সংগ্রহ করিয়া উপস্থিত বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করা হইয়াছে, তাঁহাদের প্রদত্ত অর্থ যেন ক্রমে পরিশোধ করা হয়। নবাব রাজবল্লভের কৌশলে এত প্রীত হইয়াছিলেন যে, অবিলম্বে তাঁহাকে দেওয়ানি পদে নিযুক্ত করিয়া রাজা উপাধি প্রদান করিলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ ১২৮৯ সনের বান্ধব নামক মাসিক পত্রিকায় রাজবল্লভ সম্বন্ধীয় যে প্রবন্ধ প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে লিখিত আছে, যে রাজবল্লভ প্রথমতঃ পৈত্রিক প্রভু বসুদিগের আশ্রয়ে থাকিয়া পারস্য ভাষা শিক্ষা করেন; তৎপর তিনি মুরশিদাবাদ যাইয়া জগৎশেঠের সরকারে এক মোহরের কার্য্যে নিযুক্ত হন এবং পরে

সুযোগক্রমে নবাব সরকারে প্রবেশ লাভ করেন। ১৬৫১ শকাব্দে মুরাদ আলি ঢাকায় নবাব হইয়া প্রেরিত হন, সেই সময় রাজবল্লভ তাঁহার সহিত নাওয়ার মহালের পেস্কার হইয়া আসেন (১)।

মহারাজের উত্তরপুরুষ শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট যে হস্তলিখিত পুস্তক প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহাতে লিখিত আছে যে, রাজবল্লভ অতি অল্প বয়সে নবাব সরকারে কার্য্য লাভ করেন এবং অতি অল্পকাল মধ্যে স্বীয় প্রতিভাবলে উচ্চ রাজকার্য্যে উন্নীত হন। কোন সময় তিনি নিকাশ প্রদান করিবার নিমিত্ত ঢাকা হইতে মুরশিদাবাদে গিয়াছিলেন। ঐ সময় তিনি যে স্থলে অবস্থান করিতেন তাহার সন্নিকটে এক মুদীর দোকান অবস্থিত ছিল। একদা রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় নবাবের জনৈক খানসামা ঐ দোকানে আগমন করে। মুদী ও রাজবল্লভ তৎকালে স্ব স্ব গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া নিদ্রাগত ছিলেন। খানসামা মুদীকে জাগরিত করিবার উদ্দেশ্যে দোকান ঘরের কবাটে পুনঃ পুনঃ সবলে আঘাত করিতে থাকে; তাহাতে রাজবল্লভ ও মুদী উভয়েরই নিদ্রাভঙ্গ হয় এবং উভয়ে দ্বার উন্মোচন পূর্ব্বক বহির্গত হন। খানসামা মুদীকে দেখিবামাত্র তাহার নিকট এক সের চূণ ক্রয় করিবার প্রস্তাব করে। রাজবল্লভ ঐ খানসামাকে পূর্ব্ব হইতেই চিনিতেন। গভীর নিশিথে এত অধিক পরিমাণ চুণের প্রয়োজনীয়তা তাঁহার নিকট কিয়ৎপরিমাণে অস্বাভাবিক বোধ হইল। তিনি খানসামার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, নবাবের আদেশক্রমেই সে ঐ চূণ ক্রয় করিতে আসিয়াছে। রাজবল্লভ স্থির করিলেন, নিশ্চয়ই খানসামা কোন কারণে নবাবের অপ্রীতিভাজন হইয়াছে এবং তিনি এই চুণ দ্বারা তাহাকে সমুচিত শিক্ষা প্রদানের সংকল্প করিয়াছেন।

---

(১) ১২৮৯ সনের বান্ধব, ৭৬ পৃঃ

অনন্তর রাজবল্লভ খানসাকে বলিলেন, এই চূণ নিশ্চয়ই তোমাকে উদরসাৎ করিতে হইবে, অতএব যদি জীবন রক্ষা করিতে অভিলাষ থাকে, তবে উদর পূর্ণ করিয়া তৈল পান করতঃ নবাবের সন্নিধানে গমন করিও। খানসামা রাজবল্লভের উপদেশ অনুসারে মুদীর দোকান হইতে প্রচুর পরিমাণে তৈল পান করিয়া উদর পূর্ণ করিল। পশ্চাৎ আদিষ্ট পরিমাণ চূণ ক্রয় করিয়া নবাব সমীপে উপস্থিত হইল। রাজবল্লভ যাহা বলিয়াছিলেন কার্য্যতঃ তাহাই সংঘটিত হইল। খানসামা চূণসহ নবাবের সমীপস্থ হইবামাত্র তিনি তাহাকে সমস্ত চূণ তৎক্ষণাৎ উদরসাৎ করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। খানসামা ইতিপূর্ব্বে নবাবের নিমিত্ত যে তাম্বুল প্রস্তুত করিয়াছিল, তাহাতে চূণের মাত্রা কিঞ্চিৎ অধিক হইয়াছিল, নবাব এ নিমিত্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তৎপ্রতি ঐ কঠোর আদেশ প্রদান করিলেন। অচিরে নবাবের আদেশ প্রতিপালিত হইল; কিন্তু খানসামার উদর তৈলে পরিপূর্ণ ছিল বলিয়া তাহার কোন অনিষ্ট সংঘটিত হইল না। নবাব মনে করিয়াছিলেন চূণ উদরসাৎ হওয়া মাত্রেই খানসাম পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবে; এক্ষেত্রে বিপরীত ফল দৃষ্টি করিয়া নবাব কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন এবং খানসামার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, রাজবল্লভ সেন নামক জনৈক রাজকর্ম্মচারীর উপদেশ অনুসারে তৈল পান করিয়া সে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে নবাব রাজবল্লভের নাম শুনিয়াছিলেন; এই ঘটনায় তিনি মনে মনে রাজবল্লভের বুদ্ধির প্রশংসা করিলেন। পর দিন রাজবল্লভ দরবারে উপস্থিত হইয়া অতি নিপুণতার সহিত নিকাশ বুঝাইয়া দিলেন। ইহাতে নবাব এত সন্তোষ লাভ করিলেন যে, অবিলম্বে তাঁহাকে রাজোপাধি প্রদান করিয়া উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন (১)।

(১) পূর্ব্বোক্ত হরনাথ ঘোষ মহাশয় তাঁহার প্রচারিত "বিবিধ গল্প" নামক পুস্তকে ইহা লিপিবদ্ধ করেন নাই; কিন্তু তাঁহার মুখে এই গল্পও শ্রুত হওয়া গিয়াছে।

বপসা নিবাসী সুলেখক শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দনাথ রায় মহাশয় বলেন যে, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ সুপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণরাম দেওয়ান এবং তদীয় ভ্রাতা রামমোহন কোরাবীর অনুগ্রহে রাজবল্লভ রাজকার্য্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা নবাব হইতে সম্মানসূচক যে 'পাঞ্জা' প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা প্রদর্শন করিয়াই তিনি উচ্চ রাজকার্য্য লাভ করিয়াছিলেন।

১২৯৫ সনের ১৯শে আষাঢ় তারিখে ঢাকা গেজেট নামক সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে এক প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। তাহাতে লিখিত হইয়াছিল যে, সোণারগাঁ নিবাসী কৃষ্ণদেব রায় দিল্লির দরবার হইতে রাজোপাধি ও রাজসনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণদেব লোকান্তর গমন করিলে ঐ সনন্দ তাঁহার উত্তরপুরুষগণের নিকট গচ্ছিত থাকে। যে সময় রাজবল্লভ মুরশিদাবাদে খাজাঞ্চির পদে নিযুক্ত ছিলেন। তৎকালে কৃষ্ণদেব রায়ের উত্তরপুরুষ জয়মাণিক্য রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র ঐ সিরেস্তায় মোহরের কার্য্য করিতেন। রাজবল্লভ রাজোপাধি লাভ করিবার উদ্দেশ্যে ঐ মোহরের দ্বারা কৃষ্ণদেবের রাজসনন্দ সংগ্রহ করেন, এবং তাহা নবাবের নিকট উপস্থিত করিয়া প্রকাশ করেন যে, ঐ সনন্দের লিখিত কৃষ্ণদেব রায় ও তাঁহার পিতা কৃষ্ণজীবন মজুমদার অভিন্ন ব্যক্তি। নবাব রাজবল্লভের প্রতারণা বুঝিতে অক্ষম হইয়া ঐ সনন্দের অনুবলে তাঁহাকে রাজোপাধি প্রদান করিয়াছিলেন।

এক্ষণে এই সমস্ত উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে। ঢাকা গেজেটে প্রকাশিত বিবরণে অনুমাত্রও আস্থা স্থাপন করা যাইতে পারে না। রাজবল্লভের ন্যায় লোকের পক্ষে পিতার নাম পরিবর্ত্তন করিয়া প্রকাশ করা কদাচ সম্ভবপর নহে। যে সময় রাজবল্লভ রাজোপাধি লাভ করেন, ঐ সময় অনেক ব্যক্তি অতি নগণ্য অবস্থা হইতে উন্নীত হইয়া রাজা মহারাজা প্রভৃতি উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। দুর্লভরামের

পিতা জানকীরাম, পাটনার গবর্ণর রামনারায়ণ, ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মোহনলাল প্রভৃতি ব্যক্তিগণ জীবনের প্রথমভাগে অতি সামান্য অবস্থাপন্ন ছিলেন। অথচ তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব প্রতিভাবলে উন্নত পদবীতে আরোহণ করিয়া রাজা মহারাজ প্রভৃতি উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। নবাবী আমলে রাজোপাধি লাভ করিতে হইলে যে পূর্ব্বপুরুষগণের সম্মানসূচক নিদর্শন পত্র উপস্থিত করিতে হইত, তাহার কোন বিশ্বাস-যোগ্য প্রমাণ নাই। মুসলমান শাসনকালে যে অনেক নিম্ন শ্রেণীস্থ হিন্দু উচ্চ রাজসম্মান লাভ করিয়াছিলেন তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত বিদ্যমান আছে। অতএব রাজবল্লভের বেলায় সোণারগাঁ পরগণায় রাজসনন্দ সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা দেখা যায় না। এই সময় রাজবল্লভের ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতি, যশ্সা নিবাসী কৃষ্ণরাম দেওয়ান ও রামমোহন কোরাবীর আলয়ে রাজকীয় 'পাঞ্জা' বিদ্যমান ছিল। রাজোপাধি লাভ করিতে ঐরূপ কোন নিদর্শন পত্রের আবশ্যক হইলে তাহা অনায়াসে সমীপবর্ত্তী যশ্সাগ্রাম হইতেই সংগৃহীত হইতে পারিত। প্রবন্ধ লেখক কি প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া এই উক্তি করিয়াছিলেন তাহা লিখিত হয় নাই। দুঃখের বিষয় এপর্য্যন্ত ঐ লেখকের নাম জানিতে পারি নাই। বোধ হয় তিনি কৃষ্ণদেব রায়ের ও তদ্বংশীয়গণের মর্য্যাদা বৃদ্ধির দুরাকাঙ্ক্ষা প্রণোদিত হইয়াই রাজবল্লভের প্রতি এইরূপ অন্যায় আরোপ করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু হরনাথ ঘোষ মহাশয়ের প্রচারিত উক্তি গল্প ভিন্ন আর কিছুই নহে। প্রকৃত প্রস্তাবে নরসিংহ দাস বসু নামে মালখাঁনগরে কেহ ছিলেন কিনা সন্দেহ এবং আবশ্যক পরিমাণ টাকা সংগ্রহ বিষয়ে রাজবল্লভের যে কৌশল অবলম্বন করার কথা উহাতে লিখিত আছে, তাহা কোন ঐতিহাসিক ভিত্তিমূলক বলিয়া জানা যায় না। কৈলাস বাবু এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা হরনাথ বসুর প্রচারিত গল্প-মূলক বলিয়াই অনুমান করা যাইতে পারে। রাজবল্লভ যে প্রথমতঃ

জগৎশেঠের আলয়ে কার্য্য করিতেন এবং পশ্চাৎ সুযোগ ক্রমে মুরশিদাবাদের নবাব সরকারে প্রবেশ করিয়া মুরাদ আলির সহিত ঢাকায় আগমন করেন তাহা বিশ্বাস যোগ্য নহে। সুকুমারমতি বালকবৃন্দের নিমিত্ত মার্শম্যান সাহেব যে বাঙ্গালার ইতিহাস প্রণয়ণ করিয়াছেন, একমাত্র সেই ক্ষুদ্র ইতিহাস ভিন্ন অন্য কোন গ্রন্থে লিখিত নাই যে, রাজবল্লভ মুরাদ আলির সহিত মুরশিদাবাদ হইতে ঢাকায় আসিয়া নাওয়ার বিভাগের কার্য্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছিলেন।

ষ্টুয়ার্ট সাহেবকৃত বাঙ্গালার ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ১৭৩৪ খৃষ্টাব্দে মুরাদ আলি নাওয়ার বিভাগের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন এবং ঐ সময় রাজবল্লভ ঐ বিভাগের জমানবীসের পদে নিযুক্ত ছিলেন। রাজবল্লভের পিতা কৃষ্ণজীবন মজুমদার নাওয়ার বিভাগের এহেতেমামপদে প্রতিষ্ঠিত থাকার কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। পিতার অনুকম্পায় যে রাজবল্লভ এই বিভাগে প্রবেশ লাভ করিয়াছিলেন, এই সিদ্ধান্তই প্রকৃত বলিয়া বোধ হয়। রাজবল্লভ প্রথম অবস্থায় নাওয়ার বিভাগের শিক্ষানবীসি পদে নিযুক্ত হইয়া ঢাকায় অবস্থান করিতেন এবং ক্রমে উন্নতি লাভ করিয়া ঐ বিভাগের অধ্যক্ষপদ লাভ করিয়াছিলেন। প্রতাপ বাবুর নিকট হইতে সংগৃহীত হস্তলিখিত পুস্তকে যাহা লিপিবদ্ধ আছে তদ্দারাও এই উক্তিই সমর্থিত হইতেছে। জানকীরাম, রামনারায়ণ এবং মোহনলাল প্রভৃতি ব্যক্তিগণ যেমন স্বীয় প্রতিভাবলে উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন, রাজবল্লভও তদ্রূপ স্বীয় প্রতিভাবলে ক্রমে রায়, রাজা ও মহারাজ প্রভৃতি সম্মানসূচক উপাধি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দ নাথ রায় মহাশয়ের উক্তিও একেবারে ভিত্তিশূন্য না হইতে পারে। (১)

(১) শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ রাজবল্লভের "মহারাজ" উপাধি সম্বন্ধে নির্ব্বাক রহিয়াছেন। তিনি রাজবল্লভের প্রতি যে অনুকম্পা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে

উচ্চপদস্থ কৃষ্ণরাম দেওয়ান ও রামমোহন কোরাবী জ্ঞাতি রাজবল্লভের উন্নতিলাভ বিষয়ে সাহায্য করা অস্বাভাবিক নহে। খানসামা কর্ত্তৃক চূণ ক্রয় করা বিষয়ে যে কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে, তাহার সত্যতা নির্ণয় করা সহজ ব্যাপার নহে। তবে ঐ সম্বন্ধে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, ঐ গল্পে যে নবাবের বিষয় বিবৃত হইয়াছে, তিনি ও সরফরাজ খাঁ একই ব্যক্তি হইতে পারেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে এই নবাবের আমলে রাজবল্লভ নাওয়ার বিভাগের অধ্যক্ষ পদে উন্নীত হন। সম্ভবতঃ পেস্কারি কার্য্যোপলক্ষে তিনি ঐ বিভাগের নিকাশ লইয়া মুরশিদবাদে গমন করিয়াছিলেন এবং ঐ সময় সরফরাজ খাঁর অনুগ্রহলাভ করিয়া অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

অনেকে অনুমান করেন যে, কৈলাস বাবু ইচ্ছা করিয়াই এ বিষয়ে মৌনাবলম্বন করিয়াছেন। রাজবল্লভ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে তিনি যে স্থলে দুর্ল্লভরাম প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন, ঐস্থলে তাঁহাদিগের প্রতি মহারাজ উপাধি প্রয়োগ করিতে তাঁহার কদাচ বিস্মৃতি ঘটে নাই, কেবল রাজবল্লভের বেলায় তিনি তাঁহাকে রাজা উপাধি দিয়াই সন্তুষ্ট রহিয়াছেন। সৌভাগ্যক্রমে রাজবল্লভের মহারাজ উপাধি সম্বন্ধে Long's Unpublished Records of Government নামক পুস্তকের ২৩৭ ও ২৪০ পৃষ্ঠায় অকাট্য প্রমাণ বিদ্যমান আছে। অদ্যাপি বিক্রমপুর অঞ্চলের অধিকাংশ লোক রাজবল্লভের কথা বলিতে হইলে তাঁহার নাম গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে "রাজনগরের মহারাজ" বলিয়াই উল্লেখ করিয়া থাকে। রাজবল্লভের উত্তর পুরুষগণকে এখন পর্য্যন্তও দক্ষিণ বিক্রমপুরের লোকে "মহারাজ" বলিয়াই সম্বোধন করিতেছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দার পরিগ্রহ

রাজবল্লভ ক্রমে তিনটি দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। (১) তাঁহার প্রথমা পত্নীর নাম শশিমুখী। ইনি বিক্রমপুরের অন্তর্গত হাতারভোগ গ্রাম-নিবাসী গণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন (২)। রাজবল্লভের যে সমস্ত সন্তান উৎপন্ন হইয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই এই মহিলার গর্ভজাত। তদীয় দ্বিতীয় পুত্র কৃষ্ণদাস ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে মীরকাশেম কর্ত্তৃক নিহত হন। ঐ সময় তাঁহার বয়ঃক্রম ৩২ বৎসর মাত্র। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ১৭৩১ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণদাসের জন্ম হইয়াছিল ; সুতরাং কৃষ্ণদাসের জন্মের সময় তাঁহার বয়ক্রম চতুর্ব্বিংশতি বর্ষ অতিক্রম করে নাই। কৃষ্ণ দাসের জন্মের অন্যূন চারি বৎসর পূর্ব্বেও রাজবল্লভের বিবাহ হওয়া অনুমান করিলে, ঐ সময় তাঁহার বয়ঃক্রম বিংশবৎসরের অধিক হয় না। এই বয়সে সাধারণতঃ পিতার ইচ্ছানুসারেই বিবাহ হইয়া থাকে। অতএব অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে, রাজবল্লভের এই বিবাহ পিতা কৃষ্ণ জীবনের মতের উপর নির্ভর করিয়াই সম্পন্ন হইয়াছিল।

---

(১) টমসন সাহেবের রিপোর্ট দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে রাজবল্লভ ৪টি দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রতাপ বাবুর নিকট যে হস্তলিখিত পুস্তক আছে তাহাতে তিনটি দার পরিগ্রহের বিষয় লিখিত আছে।

(২) হাতারভোগ গ্রাম কীর্ত্তিনাশার কুক্ষিগত হইয়াছে। ঐ গ্রামস্থ "গণ" বংশীয় বৈদ্যগণ এক্ষণে বিক্রমপুরের অন্তর্গত জরাকের নামক গ্রামে বাস করিতেছেন।

রাজবল্লভের দ্বিতীয়া পত্নী বারেন্দ্র সমীপস্থ নাটোর অঞ্চলবাসী বৈদ্যকন্যা এবং কনিষ্ঠা পত্নী বৰ্দ্ধমানের অন্তর্গত শ্রীখণ্ড নিবাসী গোস্বামিবংশ সম্ভূতা। তিনি স্বেচ্ছাবশতঃই এই উভয় রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময় বরেন্দ্র, রাঢ় ও বঙ্গ এই তিন সমাজস্থ বৈদ্যগণ মধ্যে পরস্পর আদান প্রদান প্রথা রহিত হইয়াছিল। লোকে বলে, রাজবল্লভ ঐ তিন সমাজস্থ বৈদ্যগণ মধ্যে পরস্পর আদান প্রদান প্রথা প্রচলন করিবার উদ্দেশ্যে এই শেষোক্ত দুই মহিলার পাণিগ্রহণ করেন।

শ্রীখণ্ড সমাজস্থ কোন বৈদ্যের কন্যা যে রাজবল্লভের সহিত পরিণীতা হইয়াছিলেন, তাহা শ্রীখণ্ড গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ চৌধুরী মহাশয় অস্বীকার করেন। বিক্রমপুর সমাজে এই বিবাহের বিষয় এতদূর রাষ্ট যে, দুর্গাচরণ বাবুর উক্তির প্রতি নির্ভর করিয়া তাহা অবিশ্বাস করা যাইতে পারে না। শ্রীখণ্ড গ্রামে অদ্যাপি মহারাজ রাজবল্লভের প্রতিষ্ঠিত ভূতনাথ দেবের মন্দির বিদ্যমান আছে। বিক্রমপুর সমাজস্থ লোকেরা বলেন ঐ মন্দির রাজবল্লভের শ্বশুরালয়ে সংস্থাপিত হইয়াছিল। মহারাজের উত্তর পুরুষ শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র সেন মহাশয় বলেন, তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেব ঐ মহিলাকে স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়াছেন এবং তিনি তাঁহার পিতার নিকট হইতেই এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছেন। কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল, রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তিধারী শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ সেন, এম্ এ, বি এল, মহাশয় বলেন, রাজবল্লভের ন্যায় রামানন্দ সরকারও শ্রীখণ্ড সমাজস্থ এক মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই শেষোক্ত রমণীর নাম গোবিন্দপ্রিয়া। প্রিয় বাবু বলেন, এই মহিলার হস্তাক্ষর সাতিশয় সুশ্রী ছিল এবং অদ্যাপি তাঁহাদের গৃহে ঐ হস্তাক্ষর বিদ্যমান আছে। শ্রীখণ্ডনিবাসী দুর্গাচরণ চৌধুরী মহাশয়ের মত এই যে, যজ্ঞোপবীতের পদ্ধতি জানিবার

উদ্দেশ্যে রাজবল্লভ শ্রীখণ্ডে গমন করিয়া ঐ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরের প্রাচীরে যে শ্লোক খোদিত আছে তাহা এই পুস্তকের যথা-স্থানে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। ঐ শ্লোক পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় রাজবল্লভ অগ্নিষ্টোমী ও বাজপেয়ী ছিলেন। যাঁহারা অনুপনীত, তাঁহাদের অগ্নিষ্টোম ও বাজপেয় যজ্ঞ করিবার অধিকার নাই। এতদ্বারা সিদ্ধান্ত হইতেছে রাজবল্লভ ইতিপূর্ব্বেই উপবীত ধারণ করিয়াছিলেন। অতএব তিনি যে যজ্ঞোপবীত পদ্ধতি জ্ঞাত হইবার উদ্দেশ্যে শ্রীখণ্ডে গিয়া ঐ মন্দির সংস্থাপিত করিয়াছিলেন তাহা প্রকৃত হইতে পারে না।

হিন্দুশাস্ত্রে পুরুষের পক্ষে একাধিক দার পরিগ্রহ বিষয়ে নিষেধ বিধি নাই সত্য, কিন্তু হিন্দু সাধারণ একাধিক বিবাহের বিষময় ফল অনুভব করিয়াই এক পত্নীর বর্ত্তমানে পত্ন্যন্তর গ্রহণ করিতে রাজবল্লভের বহু পূর্ব্ব হইতেই বিরত হইয়াছিল। মেল ভঙ্গের চেষ্টা যে সদুদ্দেশ্য তাহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। কিন্তু রাজবল্লভের ন্যায় লোকের পক্ষে এক কুপ্রথা দূরীকরণের নিমিত্ত দ্বিতীয় কুপ্রথার আশ্রয় গ্রহণ করা কদাচ বাঞ্ছনীয় নহে। মুসলমান শ্রেণীস্থ প্রধান ব্যক্তিগণ সচরাচর একাধিক দার পরিগ্রহ করেন। বোধ হয় তাঁহাদের সংসর্গে নিয়ত অবস্থান নিবন্ধন রাজবল্লভ বহুপত্নী গ্রহণের দোষ অনুভব করিতে সক্ষম হন নাই।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

আলিবর্দী খাঁ

যে সময় রাজবল্লভ নাওয়ার বিভাগের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত ছিলেন, তৎকালে এক রাষ্ট্র-বিপ্লব সংঘটিত হইয়া বাঙ্গালার রাজনৈতিক জগতে বিষম আন্দোলন উপস্থিত করিল।

সুজা খাঁর উড়িষ্যা প্রদেশে অবস্থান কালে মির্জা মহম্মদ নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত মুসলমান তাঁহার সভায় সমাগত হন। এই ব্যক্তি সুজা খাঁর দুর-সম্পর্কীয়া এক মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ঐ মহিলার গর্ভে হাজি আহাম্মদ ও মির্জা মহম্মদ আলি নামে তাঁহার দুই পুত্র জন্মে। মির্জা মহম্মদ পূর্ব্বে আজিম সার অধিনরূপে কার্য্য করিতেন। আজিম সা লোকান্তরিত হইলে তিনি নিরতিশয় দুরবস্থায় পতিত হন এবং অবশেষে দুর্ভাগ্যের তাড়না সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া সুজা খাঁর আশ্রয় গ্রহণ করেন।

মহানুভব সুজা খাঁ এই দরিদ্র আত্মীয়কে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অল্পকাল মধ্যে তাহাকে রাজকীয় কার্য্য প্রদান করিয়া দারিদ্রতার হস্ত হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। এই ঘটনার পর কিয়ৎকাল অতীত হইলে মির্জা মহম্মদ আলি পিতার নিকট সমুপস্থিত হন এবং সুজা খাঁ তাঁহাকে উড়িষ্যা প্রদেশের অন্তর্গত অম্বুরেশ্বর নামক পরগণার তহশীলদারী পদে নিযুক্ত করেন। এই যুবক সাতিশয় বুদ্ধিমান, সমরকুশল এবং প্রতিভান্বিত ছিলেন। গুণগ্রাহী সুবাদার

তৎপ্রতি সন্তুষ্ট হইয়া দিন দিন তাঁহার উন্নতি বিধান করিতে লাগিলেন। এই সময় জ্যেষ্ঠ হাজি আহাম্মদ আসিয়া তথায় উপস্থিত হন। সুজা খাঁ হাজি আহাম্মদকেও প্রীতির চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন। ফলতঃ তিনি উভয় ভ্রাতার যোগ্যতায় এতদূর আস্থাবান হইয়াছিলেন যে, অবিলম্বে ঐ ভ্রাতৃদ্বয়ই শাসন-সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে আরম্ভ করেন (১)।

১৭২৫ খৃষ্টাব্দে মুরশিদ কুলী খাঁ কালগ্রাসে পতিত হইলে সুজা খাঁ বাঙ্গালার সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। এই সময় হাজি আহাম্মদও মির্জ্জা মহম্মদ আলি তদীয় সচিবের পদ লাভ করেন। নিবাইস মহম্মদ, সৈয়দ আহাম্মদ ও জয়নদ্দিন আহাম্মদ নামে হাজি আহাম্মদের তিন পুত্র জন্মিয়াছিল। কনিষ্ঠ মির্জ্জামহম্মদ আলির কোন পুত্রসন্তান ছিল না; তাঁহার তিন কন্যা মাত্র জন্মগ্রহণ করে। হাজি আহাম্মদের তিন পুত্র যথাক্রমে ঐ তিন কন্যার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। ঐ কন্যাগণ মধ্যে জ্যেষ্ঠার নাম ঘেসেটী বিবী এবং কনিষ্ঠার নাম আমনা বেগম (২)। সুজা খাঁ বাঙ্গালার সিংহাসনে আরোহণ করিয়া নিবাইস মহম্মদকে রাজকীয় সৈন্য বিভাগের বকসির পদে, সৈয়দ আহাম্মদকে রঙ্গপুরের ফৌজদারের পদে এবং জয়নদ্দিন আহাম্মদকে রাজমহলের ফৌজদারের পদে নিযুক্ত করেন (৩)।

---

(১) English Translation of Sair Motakharin by Haji Mustapha Vol. I Page 275.

অর্ম্মি সাহেব বলেন, প্রথমতঃ হাজি আহাম্মদ সামান্য ভৃত্যরূপে ও মহম্মদ আলি অশ্বারোহী সৈন্যের পরিচারকস্বরূপ সুজা খাঁর অধীনে নিযুক্ত হন এবং ক্রমে তাঁহারা উন্নত পদবীতে আরোহণ করেন (Orme's Indoostan Vol IV Page 27)

(২) মধ্যমার নাম কোন প্রচলিত ইতিহাসে লিখিত নাই।

(৩) English Translation of Sair Motakharin by Haji Mustapha Vol. I Page 281

১৭২৬ খৃষ্টাব্দে বেহার প্রদেশ বাঙ্গালার নবাবের শাসনাধীন হয়। এই সময় নেফিছা বেগমের (১) অনুরোধে সুজা খাঁ মির্জা মহম্মদ আলিকে ঐ প্রদেশের নাএবী পদ প্রদান করেন এবং নেফিছা বেগম স্বহস্তে নিয়োগপত্র প্রদান করিয়া তাঁহার সম্মান বৃদ্ধি করেন (২)। এই অভিনব উন্নতি সংঘটিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে মহম্মদ আলির কনিষ্ঠা তনয়া আমনা বেগম এক পুত্র সন্তান প্রসব করিয়াছিলেন। মহম্মদ আলি ঐ বালককে তাঁহার সৌভাগ্যের মূলীভূত কারণ মনে করিয়া তৎপ্রতি সাতিশয় স্নেহপরায়ণ হইয়া পড়েন এবং তাঁহাকে পৌষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া স্বয়ং তাহার লালন পালনের ভার গ্রহণ করেন। কালে ঐ বালক সিরাজউদ্দৌলা নাম গ্রহণ করিয়া বাঙ্গালার সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছিল (৩)। ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে সুজা খাঁ পরলোক গমন করেন এবং সরফরাজ খাঁ বাঙ্গালার নবাবী পদ লাভ করেন। নূতন নবাব সর্ব্বদা ইসলাম ধর্ম্মাচরণে তৎপরতা প্রদর্শন করিতেন, কিন্তু শাসন সংক্রান্ত কার্য্যে তাঁহার তাদৃশ মনোযোগ ছিল

---

(১) সায়র মোতাক্ষরীণের মতে এই মহিলা মুরশিদ কুলী খার কন্যা, সুজা খাঁর ধর্ম্মপত্নী এবং সফররাজ খাঁর জননী। রিয়াজুসেলাতিন প্রণেতা তাঁহাকে সুজাখাঁর কন্যা ও মুরশিদকুলী খাঁর দৌহিত্রী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মুরশিদকুলী খাঁর শাসন সময় যে সৈয়দরাজি খাঁ বাঙ্গালার জমিদারবর্গকে "বৈকুণ্ঠ" নামক পূতিগন্ধময় স্থানে আবদ্ধ করিয়া যন্ত্রণা প্রদান করিতেন, তিনিই এই মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া রিয়াজুসেলাতিনে লিখিত আছে।

English Translation of Sair Motakharin by Haji Mostapha Vol 1 Page 340

(২) English Translation of Sair Motakharin by Haji Mostapha Vol 1 Page 276

(৩) English Translation of Sair Motakharin by Haji Mostapha Vol 1, Page 282.

না। সুজা খাঁর আমলে রায় রায়ান আলাম চাঁদ, জগৎশেঠ ফতেচাঁদ এবং হাজি আহাম্মদ প্রভৃতি যে সমস্ত অমাত্যের পরামর্শে রাজকীয় কার্য্য পরিচালিত হইত, সরফরাজ খাঁ ক্রমশঃ তাঁহাদের প্রত্যেকেরই অসন্তুষ্টি উৎপাদন করিলেন। হাজি লতিফুল্লা, মর্দ্দান আলি খাঁ এবং মীর মর্ত্তুজা প্রভৃতি কয়েক ব্যক্তি নবাবের প্রিয়পাত্র হইল। যুবক মীর মর্ত্তুজা প্রবীণ হাজি আহাম্মদের পদলাভ করিল। ভূতপূর্ব্ব নবাবের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত হাজি আহাম্মদ বারবনিতা সংগ্রহ করিতেন। সরফরাজ খাঁ এ নিমিত্ত তৎপ্রতি সাতিশয় বিরূপ ছিলেন। এক্ষণে তিনি ঐ বিষয় উল্লেখ করিয়া বৃদ্ধ অমাত্যের প্রতি বিদ্রূপ-বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন (১)। ধূর্ত্ত হাজি আহাম্মদ প্রকাশ্যে নবাবের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিয়া, ব্যয় সংক্ষেপের ছলে তাঁহাকে সৈন্য সংখ্যা হ্রাস করিবার পরামর্শ দিলেন এবং গোপনে ভ্রাতা মহম্মদ আলির নিকট তৎপ্রতি যে সমস্ত অত্যাচার হইতেছে, তাহা অতিরঞ্জিতভাবে লিখিয়া তাঁহাকে সরফরাজ খাঁর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই সময় দিল্লির রাজসভায় ইছাহাক খাঁ নামক জনৈক সচিব বিদ্যমান ছিলেন। মহম্মদ আলি ঐ অমাত্যকে হস্তগত করিয়া তাঁহার সহায়তায় বাদসাহ হইতে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের নাজিমী পদের সনন্দ সংগ্রহ করিলেন। মুরশিদকুলী খাঁর সময় রাজকোষের সাত কোটি টাকা জগৎশেঠের নিকট গচ্ছিত ছিল। সরফরাজ খাঁ ঐ টাকা প্রত্যর্পণের নিমিত্ত পীড়াপীড়ি করায় জগৎশেঠ ফতেচাঁদ নিরতিশয় বিরক্ত হইয়া গোপনে সরফরাজের বিরুদ্ধে মহম্মদ আলির সহায়তা

(১) English Translation of Sair Motakharin by Haji Mostapha, Page 326 and 327.

করিতে অগ্রসর হইলেন (১)। এদিকে সরফরাজ খাঁর বিরুদ্ধে অভিযান করিবার জন্য দিল্লির রাজসভা হইতে মহম্মদ আলি আদিষ্ট হইলেন এবং তিনি সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মুরশিদাবাদ অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

সরফরাজ খাঁ এই সমস্ত ষড়যন্ত্রের বিষয় অণুমাত্রও অবগত ছিলেন না। ব্যয়সংক্ষেপের উদ্দেশ্যে হাজি মহম্মদের পরামর্শমতে তিনি ইতিপূর্ব্বে সৈন্যসংখ্যা হ্রাস করিয়া দিয়াছিলেন। মহম্মদ আলির সৈন্য-গণ গিরীয়ার প্রান্তরে উপস্থিত হইয়া যুদ্ধনাদ করিলে সরফরাজের নিদ্রা-ভঙ্গ হইল এবং তিনি সাধ্যানুসারে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বিদ্রোহী নাএবকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। নবাবের অধিকাংশ সৈন্য জগৎশেঠের বশীভূত হইয়া অনিচ্ছার সহিত যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল। যুদ্ধের প্রারম্ভেই ঐ সমস্ত সৈন্য রণক্ষেত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়মান হইল। নবাব এই ঘটনায় অণুমাত্রও ভীত হইলেন না, বরং অনুচরবর্গসহ পূর্ণ উৎসাহে বিদ্রোহী শাসনকর্ত্তার সম্মুখীন হইতে লাগিলেন। অবিলম্বে শত্রু সৈন্যগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল। সরফরাজের মাহুত স্বীয় জীবনের বিনিময়ে প্রভুর জীবন রক্ষা করিবার প্রস্তাব করিল। তিনি প্রত্যুত্তর করিলেন, 'আমি কথনও বিদ্রোহীকে আমার পৃষ্ঠদেশ প্রদর্শন করিব না।' রণক্ষেত্রের যে স্থলে মহম্মদ আলি অবস্থান করিতেছিলেন, অগত্যা মাহুত সেইদিকে রাজকীয় হস্তী চালনা করিল এবং সরফরাজ খাঁ অমিততেজে যুদ্ধ

(১) কেহ কেহ বলেন সরফরাজ জগৎশেঠের পুত্রবধূর সৌন্দর্য্যখ্যাতি শ্রবণ করিয়া ঐ বালিকাকে স্বীয় প্রাসাদে আনয়ন করতঃ দর্শন করেন এবং এই ঘটনায় জগৎশেঠ স্বজাতি সমাজে আপনাকে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করিয়া মহম্মদ আলির পক্ষাবলম্বন করেন—Orme's Indoostan, Vol. IV, Page 30.

করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময় শত্রুপক্ষ হইতে এক গোলা আসিয়া সরফরাজের ভবলীলা শেষ করিয়া দিল।

গয়াস খাঁ নামক সরফরাজের জনৈক সেনানী তৎকালে প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছিলেন। মহম্মদ আলির যে সৈন্যদল নন্দলাল নামক সেনানী দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিল, গয়াস খাঁ ঐ সেনাদলকে পরাভূত করিয়া নন্দলালের জীবন সংহার করিয়াছিলেন। নবাবের নিধন সংবাদ তাঁহার কর্ণগোচর হইলে তিনি মহম্মদ কুতুব ও মহম্মদ পীর নামক পুত্রদ্বয়কে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "বৎসগণ আমাদের সমস্ত আশা ভরসা শেষ হইয়াছে, এখন রণক্ষেত্রে জীবন আহুতি ভিন্ন গত্যন্তর নাই; অতএব চল, প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া মহম্মদ আলির সম্মুখীন হই।" অনন্তর পিতা ও পুত্রদ্বয় সিংহ-বিক্রমে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন এবং বহুসংখ্যক শত্রুসৈন্যের জীবন সংহার করিয়া একে একে স্ব স্ব জীবন বিসর্জ্জন করিলেন।

এই যুদ্ধে বিজয় সিংহ নামক জনৈক রজঃপুত যোদ্ধা নবাব সৈন্যের পশ্চাৎভাগ রক্ষা করিতে গিয়া নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জালিম সিংহ নামক ঐ যোদ্ধার নবমবর্ষীয় পুত্র তৎসহ রণক্ষেত্রে আগমন করিয়াছিল। পিতা রণক্ষেত্রে নিপতিত হইলে, ঐ বীরবালক সিংহবিক্রমে স্বীয় ক্ষুদ্র তরবারি সঞ্চালন করিয়া পিতার মৃতদেহ যবন-স্পর্শ হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত হইল। মহম্মদ আলি ও তদীয় অনুচরবর্গ ঐস্থলে অগ্রসর হইয়া অবিলম্বে তাহাকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল। কিন্তু জালিম সিংহের সেদিকে অণুমাত্রও ভ্রূক্ষেপ ছিল না, বালক ক্রমাগত তরবারি সঞ্চালন করিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল, "যে কেহ এই পবিত্র মৃতদেহ স্পর্শ করিবে, নিশ্চয়ই আমার হস্তে তাহার মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে।" মহম্মদ আলি দূর হইতে এই দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং অনুচরবর্গকে প্রতিনিবৃত্ত হইবার আদেশ প্রদান করিলেন।

অনন্তর তিনি স্বীয় দলভুক্ত হিন্দুসেনা দ্বারা ঐ মৃতদেহ সৎকার করিতে প্রতিশ্রুত হইলে, জালিম সিংহ তরবারি পরিত্যাগ করিল। বালকের এই অমানুষিক বীরত্বে মহম্মদ আলির হিন্দু সেনাগণ সাতিশয় মুগ্ধ হইল। তাহাদিগের মধ্যে কেহ ঐ মৃতদেহ এবং কেহ বা এই বালককে স্কন্ধে বহন করিয়া গঙ্গাতীরে লইয়া গেল। তথায় ঐ মৃতদেহ হিন্দু রীত্যনুসারে সৎকার করা হইল এবং বীর-শিশু নয়নাসারে পিতার তর্পণ করিয়া পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিল (১)।

গিরীয়ার যুদ্ধাবসানে মহম্মদআলি আলিবর্দ্দী খাঁ নাম ধারণপূর্ব্বক অন্নদাতা প্রভুপুত্রের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল।

---

(১) এই ঘটনা সায়র মোতাক্ষরীণে বর্ণিত হয় নাই; কিন্তু রিয়াজু সেলাতিনে বর্ণিত হইয়াছে।

(শ্রীযুক্ত বাবু নিখিলনাথ রায় প্রণীত মুরশিদাবাদ কাহিনী ১২০ পৃঃ।)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাজবল্লভের পদোন্নতি

আলিবর্দ্দী খাঁ বাঙ্গালার সিংহাসনে আরোহণ করিলে, তদীয় দেওয়ান জানকীরাম সমরসচিবের পদে এবং রায় রায়ান আলামচাঁদ রাজস্বসচিবের পদে নিযুক্ত হইলেন। আলিবর্দ্দীর দ্বিতীয় জামাতা সৈয়দ আহম্মদ এই সময় রঙ্গপুরের ফৌজদারের পদে নিযুক্ত ছিলেন। নবাব মনে মনে স্থির করিলেন, সুজা খাঁর জামাতা মুরশিদ কুলী খাঁ উড়িষ্যা প্রদেশ হইতে বিতাড়িত হইলেই, সৈয়দ আহম্মদকে ঐ প্রদেশের শাসন-কর্ত্তৃত্ব প্রদান করিবেন। কনিষ্ঠ জামাতা জয়নদ্দিন আহাম্মদ বেহার প্রদেশের নাএবের পদে নিযুক্ত হইল এবং জ্যেষ্ঠ জামাতা নিবাইস মহম্মদ জাহাঙ্গীর নগর, ঢাকা, ইস্‌লামাবাদ ও চট্টগ্রামের নাএবী এবং নেজামতের দেওয়ানি পদলাভ করিল (১)।

নেজামতের দেওয়ানি কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত নিবাইসকে সর্ব্বদা মুরশিদাবাদে অবস্থান করিতে হইত; সুতরাং আলিবর্দ্দী তাঁহাকে প্রতিনিধিদ্বারা ঢাকা, ইসলামাবাদ ও চট্টগ্রাম প্রদেশ শাসন করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। এই সময় হোসেন কুলী খাঁ নিবাইসের প্রতিনিধিস্বরূপ এবং রায় গোকুলচাঁদ তাঁহার দেওয়ানস্বরূপ ঢাকায় প্রেরিত হইলেন (২)।

রায় গোকুলচাঁদ ইতিপূর্ব্বে হোসেন কুলী খাঁর কর্ম্মচারী ছিলেন এবং হোসেন কুলী খাঁর অনুরোধ-ক্রমেই নিবাইস তাঁহাকে দেওয়ানিপদে

---

(১) English Translation of Sair Motakharin by Haji Mostapha, vol. I, Page 345.

(২) Do. Page 346 and 357.

নিযুক্ত করিয়াছিলেন। হোসেন কুলী খাঁ নাএবী পদ লাভ করিয়া স্বেচ্ছাচারী নৃপতির ন্যায় শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতে লাগিলেন এবং পূর্ব্বসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া অনাবশ্যক স্থলেও গোকুলচাঁদের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অবশেষে হোসেন কুলী খাঁর স্বেচ্ছাচারের মাত্রা এতদূর বৃদ্ধি পাইল যে, ঐ হিন্দু কর্ম্মচারী তাহা আর সহ্য করিতে পারিলেন না এবং কার্য্যলাভের এক বৎসর পর মুরশিদাবাদে আগমন করিয়া, নিবাইস মহম্মদের দরবারে হোসেন কুলী খাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। নিবাইস ঐ অভিযোগের সত্যতা উপলব্ধি করিয়া অবিলম্বে হোসেন কুলী খাঁকে নাএবী পদ হইতে অপস্থৃত করিলেন (১)।

আলিবর্দ্দীর জ্যেষ্ঠা তনয়া ঘেসেটি বিবির চরিত্র নিষ্কলঙ্ক ছিল না। কথিত আছে যে, নিবাইস মহম্মদ ক্লীব ছিলেন এবং নবাব-নন্দিনী স্বামী হইতে যৌবন-সুলভ বাসনার পরিতৃপ্তি লাভ করিতে অসমর্থা হইয়া পুরুষান্তরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ক্রমে ঐ মহিলার চরিত্রের এত অধঃপতন ঘটিয়াছিল যে, রাজপথে কোন সুপুরুষ নয়নগোচর হইলেই তিনি তাঁহাকে বিরলে আহ্বান করিয়া, সামান্যা গণিকার ন্যায় ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করিতেন। পুরুষত্ব বর্জ্জিত হইলেও নিবাইস মহম্মদ সর্ব্বদা সুন্দরী ললনাগণে পরিবেষ্টিত থাকিতে ইচ্ছা করিতেন এবং তাঁহার মনোরঞ্জনের নিমিত্ত বহুসংখ্যক বেতনভোগী কাঞ্চনী (২) নিযুক্ত ছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, নিবাইস ও তদীয় ধর্ম্মপত্নী সাংসারিক

(১) English Translation of Sair Motakharin, by Haji Mostapha, Vol. I. Page 341, 357 and 422.

(২) নর্ত্তকীগণ এই নামে অভিহিত হইত।

অন্যান্য ব্যাপারে পরস্পরের প্রতি সৌহার্দ্দ রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন (১)।

হোসেন কুলী খাঁ সুচতুর, কার্য্যকুশল এবং সাতিশয় রূপবান্ ছিলেন। নিবাইস কর্ত্তৃক পদচ্যুত হইয়া হোসেন কুলী খাঁ ঢাকা হইতে মুরশিদাবাদে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক নষ্ট-গৌরবের পুনরুদ্ধার করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। তিনি প্রথমতঃ ঘেসেটি বিবীকে হস্তগত করিবার অভিপ্রায়ে এই মহিলার নিকট নানাবিধ বহুমূল্য উপঢৌকন প্রেরণ করিয়া তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিলেন। অবশেষে স্বকীয় রূপলাবণ্য দ্বারা নবাব নন্দিনীকে মুগ্ধ করিবার নিমিত্ত তিনি স্বয়ং তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন। বিলাসপরায়ণা যবনবালা হোসেনের রূপের ফাঁদে নিপতিত হইয়া অচিরে তাঁহার নিকট আত্মবিক্রয় করিলেন। এইরূপে হোসেন কুলী খাঁর মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ হইবার পথ পরিষ্কৃত হইল।

এক্ষণে স্বয়ং ঘেসেটি বিবী পদচ্যুত শাসনকর্ত্তার পক্ষাবলম্বন করিয়া স্বামী নিবাইস মহম্মদ ও জনক আলিবর্দ্দীর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং নানারূপ কৌশল অবলম্বনে উভয়ের চিত্তবিকার অপনোদন করিলেন। অবিলম্বে হোসেন কুলী খাঁ নবাব দরবার হইতে বহুমূল্য খেলাত লাভ করিয়া পুনরায় স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন (২)।

হোসেনের অনুপস্থিতি কালে ইয়াচিন নামক জনৈক মুসলমান তৎপদে নিযুক্ত হইয়াছিল। হোসেন পুনরায় কার্য্যলাভ করিলে ঐ ব্যক্তি কার্য্যান্তরে ভাগলপুরে প্রেরিত হইল। হোসেন এইবার ঢাকায় আগমন করিয়াই রায় গোকুলচাঁদের ছিদ্রান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন।

---

(১) English Translation of Sair Motakharin, by Haji Mostapha, Vol. I, page 422.

(২) English Translation of Sair Motakharin, by Haji Mostapha, Vol. I, page 423.

প্রথমতঃ দেওয়ানখানার কাগজপত্র তলব হইল, পরে রায় গোকুলের প্রদত্ত নিকাশের লিখিত অনেক টাকা অন্যায়মতে বাজেয়াপ্ত করিয়া, তিনি ঐ হিন্দু কর্ম্মচারীর সর্ব্বনাশ সাধন করিলেন এবং অবশেষে তাঁহাকে কার্য্য হইতে অপসৃত করিয়া প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিলেন। এই সময়, অর্থাৎ ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে রাজবল্লভ নাওয়ার বিভাগের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত ছিলেন। ঐ বিভাগের কার্য্যে তাঁহার যথেষ্ট দক্ষতা প্রকাশ পাইয়াছিল। রায় গোকুলচাঁদের পদচ্যুতির পর সকলের দৃষ্টি রাজবল্লভের প্রতি নিপতিত হইল এবং তিনি মুরশিদাবাদের দরবার হইতে ঢাকা, শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রাম প্রদেশের দেওয়ানি ও সৈনিক বিভাগের রোশনদারের পদে নিযুক্ত হইলেন (১)।

হোসেন কুলী খাঁ রায় গোকুলচাঁদের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া স্বীয় পদ-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যে মুরশিদাবাদে গিয়া পুনরায় নব প্রণয়িনীর মনোরঞ্জনে নিযুক্ত হইলেন এবং ঢাকার শাসনকার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্ত ভ্রাতুষ্পুত্র হাসনউদ্দিনকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া তাহাকে ঢাকায় প্রেরণ করিলেন। এই সময় হইতে হাসনউদ্দিন খাঁ ও রাজবল্লভের দ্বারা ঢাকাবিভাগের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহিত হইতে লাগিল (২)।

এই উন্নতিলাভের অব্যবহিত পর হইতে রাজবল্লভ স্বীয় জন্মভুমির উৎকর্ষ সাধনে মনোনিবেশ করিলেন। তাঁহার জন্মভূমি বিলদাওনিয়া গ্রাম এই সময় অতি নগণ্য অবস্থায় অবস্থিত ছিল। এই গ্রাম ও তাঁহার চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থল নিম্নতা বশতঃ বৎসরের অধিকাংশ সময় জলে নিমজ্জিত থাকিত এবং তথায় অধিবাসি-লোকের সংখ্যা সাতিশয় বিরল ছিল।

---

(১) English Translation of Sair Motakharin, by Haji Mostapha, Vol. I, page 423.

(২) Do. page Do.

কৃষ্ণজীবন মজুমদার রাজকীয় কার্য্যে ও যৌতুক স্বরূপ ভূসম্পত্তি লাভ করিয়া স্বকীয় অবস্থার উন্নতিসাধন এবং নবরত্ন প্রভৃতি কতিপয় হর্ম্ম্য-দ্বারা নিজ ভদ্রাসন সুশোভিত করিয়াছিলেন।

একমাত্র কৃষ্ণজীবনের আবাসস্থল ভিন্ন বিলদাওনীয়া ও তৎপার্শ্ব-বর্ত্তী গ্রামে কোন উল্লেখযোগ্য আলয় বিদ্যমান ছিল না। রাজবল্লভ ঐ সমস্ত গ্রামের নানাস্থানে বহুসংখ্যক জলাশয় খনন করেন এবং খনন পূর্ব্বক মৃত্তিকা দ্বারা নিম্ন ভূমির উচ্চতাসাধন করিয়া তাহা মনুষ্যের আবাসযোগ্য করিয়া তোলেন। "রাজসাগর", "রাণীসাগর", "মহাসাগর" "মতিসাগর", "শিবসাগর", "শিববাড়ীর দীঘি" প্রভৃতি সরোবর এই সময়েই খনিত হইয়াছিল। রাজসাগরের উত্তরতীরস্থ বন্দর, পশ্চিম-তটস্থ দেবালয়, শিববাড়ীর মঠশ্রেণী, সপ্তদশরত্ন ও পঞ্চরত্ন প্রভৃতি দেবা-লয়, পুরাতন হাবেলীর দক্ষিণদিকস্থ প্রাসাদ ও তথায় প্রবেশ করিবার বর্ত্ম, রাজভবনের বিচিত্র অট্টালিকারাজি এবং তোরণদ্বারসমূহ রাজ-বল্লভের যত্নে ও অর্থে নির্ম্মিত হইল। বিলদাওনীয়া ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহের বিভিন্ন অংশে পাঠশালা, মক্তব ও চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠিত হইল। ক্রমে তথায় ব্রাহ্মণপ্রমুখ উচ্চশ্রেণীস্থ লোকের সমাগম হইতে লাগিল এবং রাজবল্লভের যত্নে সকলেরই উন্নতি সাধিত হইলে, তাঁহারা আপন আপন ভদ্রাসন অট্টালিকা ও জলাশয় দ্বারা পরিশোভিত করিয়া তুলিলেন। বন্দর সংস্থাপিত হইলে বিবিধ শ্রেণীর ব্যবসায়িগণ তথায় আসিয়া বাস করিতে লাগিল এবং প্রত্যেকে স্বকীয় ব্যবসায় পরিচালনা দ্বারা সমৃদ্ধি সম্পন্ন হইয়া উঠিল (১)। যে সমস্ত গ্রাম ইতিপূর্ব্বে জনমানবহীন

---

(১) রাজবল্লভের উৎসাহে প্রত্যেক জাতীয় শিল্পী আপন আপন ব্যবসায়ের উন্নতি-সাধন করিয়াছিল। সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গে রাজনগরের কাংস্য পাত্র, লৌহনির্ম্মিত অস্ত্র, মৃণ্ময় পাত্র ও কার্পাস নির্ম্মিত বস্ত্র প্রভৃতি আদর্শ স্থানীয় বলিয়া বিবেচিত হইত।

বিলে পরিপূর্ণ ছিল, এইরূপে তাহা অচিরে অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়া "রাজনগর" নামে খ্যাতি লাভ করিল (১)।

এই সময় যে সমস্ত দেবালয় নির্ম্মিত হইয়াছিল, তথায় রাজবল্লভ দেবতা প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রত্যেকের সেবার নিমিত্ত ভূসম্পত্তি উৎসর্গ করিয়া দিলেন। রাজসাগরের তীরস্থ জগন্নাথ দেব ও মহাপ্রভু নামক দেবতাদ্বয়, রাজপ্রাসাদের মধ্যস্থিত বাসুদেব, কাত্যায়নী, রাজরাজেশ্বরী, লক্ষ্মী গোবিন্দ প্রভৃতি দেবতাগণ এবং শিবাবাড়ীর দীঘির উত্তর তীরস্থ মঠের শিবলিঙ্গ সমূহ রাজবল্লভ কর্ত্তৃকই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। লক্ষ্মী-নারায়ণ নামক যে চক্র কৃষ্ণজীবন মজুমদার জনৈক সন্ন্যাসী হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাকে রাজবল্লভ "রাজালক্ষ্মীনারায়ণ" আখ্যা

---

(১) রাজনগর নির্ম্মিত হওয়ার পর ঐ স্থলের কিরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল তৎ-সম্বন্ধে যে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে তাহা এই :—যে সময় রাজনগর নির্ম্মিত হইতে-ছিল তৎকালে রাজবল্লভ কার্য্যস্থলে অবস্থান করিতেন। নির্ম্মাণকার্য্য সমাধা হইলে তিনি ছদ্মবেশে রজনীযোগে জন্মভূমিতে আগমন করেন; বিলদাওনীয়ার সমীপবর্ত্তী হইয়া রাজবল্লভ একে একে কতিপয় লোককে বিলদাওনীয়ার রাস্তা জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা প্রত্যুত্তরে বলে যে, 'বিলদাওনীয়া'নামে কোন গ্রামের অস্তিত্ব নাই, 'রাজনগরের' পথ জানিবার প্রয়োজন হইলে তাহা দেখাইয়া দিতে পারি।" অবশেষে তিনি নিজা-লয়ের প্রথম তোরণ-দ্বারে উপস্থিত হইয়া ঐ দ্বার অতিক্রম করিতে উদ্যত হইলে দ্বারপাল তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া বাধা প্রদান করে। অগত্যা তিনি ঐ দ্বারপালকে উৎকোচের সাহায্যে বশীভূত করিয়া প্রথম দ্বার উত্তীর্ণ হন। এইরূপে ক্রমে তিন দ্বার অতিক্রম করিয়া রাজবল্লভ চতুর্থদ্বারের সমীপবর্ত্তী হইলে, ঐ দ্বারের রক্ষক তাঁহাকে আর অগ্রসর হইতে দেয় না। এস্থলেও তিনি উৎকোচ প্রদানের প্রস্তাব করিয়া ছিলেন, কিন্তু ঐ দ্বারপাল সম্পূর্ণ বিভিন্ন উপাদানে গঠিত ছিল, সে কোনক্রমেই ছদ্মবেশী রাজবল্লভকে অগ্রসর হইতে দিল না। তখন তিনি আত্ম-পরিচয় প্রদান করিতে বাধ্য হইলেন এবং দ্বারপাল নতজানু হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা পূর্ব্বক দ্বারমুক্ত করিয়া দিল। পরদিন প্রথম তিন দ্বারের রক্ষকগণ পদচ্যুত ও চতুর্থ দ্বারের রক্ষক পুরস্কৃত হইয়াছিল।

প্রদান করিয়া "পঞ্চরত্ন" নামক রমণীয় মন্দির মধ্যে সংস্থাপিত করিলেন। তিনি যে সমস্ত জমিদারী লাভ করিয়াছিলেন, তাহা এই রাজা-লক্ষ্মীনারায়ণ নামেই বন্দোবস্ত হইয়াছিল।

রাজবল্লভ যে কেবল চতুষ্পাঠী সংস্থাপন করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন এমন নহে। যে সমস্ত অন্তেবাসী সবিশেষ প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিতেন, তিনি তাঁহাদিগকে নিজব্যয়ে নবদ্বীপ পাঠাইয়া দিতেন। ঐ সমস্ত ছাত্র নবদ্বীপ হইতে পাঠ সমাপন পূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাগত হইলে তিনি তাঁহাদিগের জীবিকা সংস্থান ও চতুষ্পাঠী সংস্থাপন করিবার নিমিত্ত ভূসম্পত্তি প্রদান করিতেন। রাজনগরের নীলকণ্ঠ সার্ব্বভৌম, কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশ ও কৃষ্ণকান্ত সিদ্ধান্ত এইরূপে রাজবল্লভের অর্থে বিদ্যালাভ করিয়া বঙ্গদেশে সবিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়া গিয়াছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাজবল্লভের সমাজ-পতিত্ব লাভ

বাঙ্গালা দেশের বৈদ্য সম্প্রদায় পঞ্চকোটি, রাঢ়, বরেন্দ্র, বঙ্গ ও পূর্ব্ব-কুল এই কয় সমাজে বিভক্ত। মানভূম, সিংহভূম, ধলভূম, বরাহভূম, শিখরভূম ও মঙ্গলকোট প্রভৃতি স্থান লইয়া "পঞ্চকোট" সমাজ গঠিত। এই সমস্ত স্থলের সাধারণ নাম সেনভূমি প্রদেশ এবং তথায় সুপ্রসিদ্ধ শ্রীহর্ষ সেন রাজত্ব করিতেন।

পশ্চিমে দামোদর ও রূপনারায়ণ নামক নদ, পূর্ব্বে ভাগীরথী, দক্ষিণে সুন্দরবন এবং উত্তরে পদ্মানদী, ইহার মধ্যবর্ত্তী স্থল রাঢ় সমাজের অন্তর্গত। শ্রীখণ্ড, সাতশৈকা ও সপ্তগ্রাম নামক তিন উপবিভাগে এই সমাজ বিভক্ত আছে। শ্রীখণ্ড সমাজ বর্দ্ধমানের অন্তর্গত এবং কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী। সাতশৈকার উত্তরে কাটোয়া, পূর্ব্বে কালনা, দক্ষিণে পাণ্ডুয়া, এবং পশ্চিমে বর্দ্ধমান। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সপ্তগ্রাম, ত্রিবেণী, গুপ্তিপাড়া, নটাগড়, কাঁচরাপাড়া, কুমারহট্ট, সোমড়া, সুকড়, গরিভা, বলাগড় প্রভৃতি স্থান সপ্তগ্রাম উপবিভাগের অন্তর্ভূত।

করতোয়া ও মহানন্দা নামক স্রোতস্বতী দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থল বরেন্দ্র সমাজ নামে খ্যাত। ময়মন সিংহের পূর্ব্বভাগ, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি এবং ত্রিপুরা জেলায় পূর্ব্বকুল সমাজ বিস্তৃত। ২৪ পরগণার নিকটবর্ত্তী স্থল, যশোহর, খুলনা, ফরিদপুর, ঢাকা এবং ময়মনসিংহের পশ্চিমভাগ বঙ্গসমাজের অন্তর্গত।

ধন্বন্তরিবংশীয় মহারাজ রবিসেন মহামণ্ডল সমগ্র বঙ্গীয় বৈদ্য সমাজের প্রথম সমাজপতি। এই মহাত্মা বর্ত্তমান খুলনা জিলার অন্তর্গত সেন-

হাটি-নামক গ্রামে বাস করিতেন এবং চন্দনীমহলের মণ্ডলেশ্বর ছিলেন। রবিসেন মহামণ্ডল লোকান্তরিত হইলে তদীয় খুল্লতাত উচলি-সেনের পুত্র বিজয়-সেন অধিকারী এই সম্মানসূচক পদ লাভ করেন। বিজয়-সেনের পর ক্রমে তৎপুত্র ও পৌত্র বঙ্গীয় বৈদ্য-সমাজের অধিনায়কত্ব করিয়া গিয়াছেন। বিজয়-সেনের পৌত্রের নাম রামচন্দ্র-সেন। রামচন্দ্র সেন পরলোক গমন করিলে এই সমাজ অনেককাল পর্য্যন্ত কর্ণধার-বিহীন তরণীর ন্যায় সমাজপতি-বিরহিত হইয়া কালযাপন করিয়াছে।

বঙ্গীয় বৈদ্যসমাজে যে যে বংশীয়গণ কুলীন শ্রেণীতে অবস্থিত আছেন, তন্মধ্যে বিষ্ণুদাশের সন্তানগণ অন্যতম। বর্ত্তমান খুলনা জেলার অন্তর্গত মূলঘর গ্রামে এই বংশে রাজা হরিনাথ রায়ের জন্ম হয়। রাজা হরিনাথ কুলীন সম্প্রদায় মধ্যে শীর্ষস্থান লাভ করিবার অভিপ্রায়ে একদা চন্দন (১) নামক সামাজিক অনুষ্ঠানের উদ্যোগ করেন। হরি-

---

(১) 'চন্দন' একটি সামাজিক অনুষ্ঠান। বিবাহ ও দত্তকগ্রহণপ্রভৃতি মাঙ্গলিক উৎসবে ইহার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। চন্দন উপলক্ষে সমস্ত বৈদ্য সন্তানগণকে নিমন্ত্রণ করিতে হয়। নির্দ্দিষ্ট দিবসে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ সমবেত হইলে, এক সভা-মণ্ডপে তাঁহারা সমাসীন হন। সভার সর্ব্বপ্রধান স্থানে সমাজপতি এবং তাঁহার উভয় পার্শ্বে অরবিন্দ, বিকর্ত্তন এবং প্রভাকর বংশীয় বৈদ্যগণ উপবেশন করেন। তৎপর অন্যান্য বংশীয় কুলীনগণ, অষ্টঘর শ্রেণীস্থ বৈদ্যগণ এবং অপরাপর বংশীয় বৈদ্য-সন্তান ক্রমান্বয়ে উপবিষ্ট হইলে, কর্ম্মকর্ত্তা ঐ সভাস্থলে আসন পরিগ্রহ করেন। অতঃপর জনৈক কুলাচার্য্য চন্দনদ্বারা কর্ম্মকর্ত্তার ললাটে তিলক প্রদান করেন এবং তৎপর সমাজপতি, তাঁহার উভয়পার্শ্বে উপবিষ্ট কুলীন সন্তানগণের ও অন্যান্য উপস্থিত ব্যক্তি-গণের কপালে ক্রমান্বয়ে তিলক প্রদান করিয়া কার্য্যশেষ করেন। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে যে সমস্ত ব্যক্তি আগমন করেন, তাঁহারা বংশ মর্য্যাদায় কর্ম্মকর্ত্তা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলে কর্ম্মকর্ত্তা তাঁহাদিগকে উপযুক্ত "বিদায়" প্রদান করিয়া থাকেন। এইরূপ

নাথের প্রপিতামহ, দেববংশোদ্ভব নিম্নশ্রেণীস্থ বৈদ্যের দৌহিত্র ছিলেন বলিয়া এবং স্থান-ত্যাগ নিবন্ধন এই বংশের মর্য্যাদার অনেক লাঘব হইয়াছিল। হরিনাথের পিতামহ জানকী-বল্লভ রায় কায়স্থ-বংশীয় রাজা প্রতাপাদিত্যের অনুগ্রহে খড়রিয়া পরগণার জমিদারী লাভ করেন এবং রামভদ্র, বলভদ্র ও রামকৃষ্ণ-নামে তাঁহার যে তিন পুত্র জন্মে, তাঁহারা বিদ্যাবত্তার নিমিত্ত যথাক্রমে কবিকর্ণপূর, কবিচন্দ্র, এবং কবিকঙ্কণ উপাধি লাভ করেন। যদিও এই সময় হইতে বিষ্ণুদাশ-বংশ পুনরায় উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হইয়াছিল, তথাপি এই বংশ যে কুলীন সমাজে সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করে তাহা অন্য বংশীয় বৈদ্যগণের অভিপ্রেত ছিল না। এই সময় হরিনাথ সাতিশয় প্রবল পরাক্রান্ত। সমগ্র কুলীন সম্প্রদায়-মধ্যে এমন লোক অতি বিরল ছিলেন, যিনি রাজা হরিনাথের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া আত্মসম্মান রক্ষা করিতে সাহসী হইতেন। সৌভাগ্যক্রমে তৎকালে যশোহরের অন্তর্গত বেন্দা-গ্রামে কান্নদাশ-বংশে রামকান্ত নামে এক সুকবি, সৎসাহসী এবং প্রকৃত পণ্ডিত পদবাচ্য ব্যক্তি বিদ্যমান ছিলেন। সমস্ত কুলীন-সম্প্রদায় উপস্থিত বিপদ হইতে আত্মসম্মান রক্ষা করিবার নিমিত্ত রামকান্তের শরণাপন্ন হইলেন। রামকান্ত বিশেষরূপে জ্ঞাত ছিলেন যে, রাজা হরিনাথের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলে, তৎপক্ষে প্রিয় জন্মভূমিতে অবস্থান করা অসাধ্য হইবে। তথাপি তিনি ঐ সমস্ত কুলীনগণের সম্মান রক্ষার নিমিত্ত কৃতসংকল্প হইলেন এবং তাঁহাদের সহায়তায় আত্মরক্ষার উপায়ের অনুষ্ঠান করিয়া নির্দ্ধারিত সময়ে রাজা হরিনাথের চন্দন-সভায় উপস্থিত হইলেন।

অনুষ্ঠান অতি সমারোহ সহকারে সম্পাদিত হইয়া থাকে এবং ইহা বহুব্যয়সাধ্য সন্দেহ নাই। মহারাজ রাজবল্লভ রাজা গঙ্গাদাসের বিবাহ উপলক্ষে একবার এবং স্বীয় বিধবা কন্যার দত্তক গ্রহণ উপলক্ষে একবার চন্দনের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

যথাসময়ে হরিনাথ ও নিমন্ত্রিত বৈদ্যসন্তানগণ সভায় সমাসীন হইলে রামকান্ত নিম্নলিখিতরূপে সভা বর্ণনা করিলেন।

সভা বিরিঞ্চের্মধুসূদনস্য
সেয়ং তৃতীয়া শশিশেখরস্য
শক্রস্য তুর্য্যা তব পঞ্চমীয়ং
ষষ্ঠী ন গোষ্ঠীনরনাথ আস্তে।

সভাবর্ণনা শেষ হইলে রাজা, "সমস্ত বৈদ্যসন্তানগণ আগমন করিয়াছেন কিনা" জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রত্যুত্তরে রামকান্ত বলিলেন,—

"সমাগতা ন দেবা নরদেব সংসদি"

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে রাজা হরিনাথের প্রপিতামহ দেবোপাধিধারী বৈদ্যের দৌহিত্র ছিলেন। দেবোপাধিধারী বৈদ্যগণ সমাজের নিম্নস্তরে অবস্থিত। রামকান্ত যাহা উত্তর করিলেন, তাহা দ্ব্যর্থবোধক; এক অর্থ এই যে, হে নরদেব, আপনার সভায় দেবতারা আগমন করেন নাই; দ্বিতীয় অর্থ এই যে. হে নরদেব, আপনার সভায় আপনার প্রপিতামহের মাতামহ বংশীয় দেবোপাধিধারী বৈদ্যগণ আগমন করেন নাই। রাজা হরিনাথের কুলযজ্ঞ বিনষ্ট হয়, ইহা সকলেরই আন্তরিক অভিপ্রায় ছিল; সুতরাং রামকান্তের উক্তি শ্রবণ করিয়াই সভাস্থ সকলে করতালি প্রদান করিলেন এবং সভাস্থলে সাতিশয় কোলাহল উত্থিত হইল। ইতিপূর্ব্বে রামকান্তের জীবন রক্ষার্থ এক বহু-ক্ষেপণীযুক্ত নৌকা সজ্জিত হইয়াছিল; কোলাহলের সুযোগে তিনি সভা হইতে প্রস্থান করিয়া ঐ নৌকার সাহায্যে বিক্রমপুরে প্রস্থান করিলেন।

বঙ্গীয় বৈদ্য-সমাজ যে সপ্তবিংশ স্থলে বিস্তৃত, তন্মধ্যে বিক্রমপুর অন্যতম। তৎকালে বিক্রমপুরের অন্তর্গত "নপাড়া" গ্রামে রঘুনন্দন রায়-নামে এক সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি বাস করিতেন। তিনি ভরদ্বাজ-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বীয় প্রতিভাবলে বিক্রমপুর পরগণার জমিদারী লাভ

করিয়াছিলেন। সমগ্র বঙ্গীয় সমাজ মধ্যে একমাত্র রঘুনন্দনই রাজা হরিনাথের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। রামকান্ত আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে অগত্যা এই রঘুনন্দন রায়ের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই সময় রামকান্তের প্রযত্নে বিক্রমপুরস্থ বৈদ্য-সমাজের মেল-বন্ধন হইল এবং রঘুনন্দন বিক্রমপুর-বৈদ্য-সমাজের অধিনায়কত্ব পদে বরিত হইলেন। তিনি সিদ্ধবংশোদ্ভব বৈদ্য ছিলেন না; সুতরাং সমগ্র বঙ্গীয় বৈদ্যসমাজ তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিল না এবং রঘুনন্দনের সমাজপতিত্ব একমাত্র বিক্রমপুরেই সীমাবদ্ধ রহিল। রঘুনন্দনের পর তাঁহার উত্তর-পুরুষ রঘুরাম রায় পর্য্যন্তও বিক্রমপুর বৈদ্য সমাজে কর্তৃত্ব করিয়া গিয়াছেন। রঘুরাম রায়ের সময়েই মহারাজ রাজবল্লভ উচ্চ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তিনি তৃতীয় পুত্র গঙ্গাদাসের বিবাহের সময় সমগ্র বঙ্গীয় বৈদ্য-সমাজ নিমন্ত্রণ করিয়া চন্দনের অনুষ্ঠান করেন এবং তদবধি তিনি ঐ সমাজস্থ বৈদ্যগণের নেতা বলিয়া পরিগৃহীত হন। রামচন্দ্র সেনের পর রাজবল্লভই বঙ্গীয় বৈদ্যসমাজের প্রথম সমাজপতি। রাজবল্লভের উত্তর-পুরুষগণ অদ্যাপি এই সম্মানসূচক পদগৌরব উপভোগ করিতেছেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বঙ্গীয় বৈদ্য সমাজে রাজবল্লভ কর্ত্তৃক যজ্ঞোপবীত পুনঃ প্রবর্ত্তনের উদ্যোগ

রাজবল্লভের অভ্যুত্থানের সময় বঙ্গ, পূর্ব্বকূল ও বরেন্দ্র সমাজ ব্যতীত, অন্য দুই বৈদ্য সমাজে যজ্ঞোপবীত ধারণের প্রথা প্রচলিত ছিল এবং এখন পর্য্যন্তও ঐ উভয় সমাজ হইতে ঐ প্রথা তিরোহিত হয় নাই। ঐ সময় বঙ্গ, পূর্ব্বকূল ও বরেন্দ্র-সমাজ-মধ্যে মাত্র কিয়দংশ বৈদ্য উপনীত ছিলেন এবং অবশিষ্ট সমস্তই নিরুপবীত হইয়া গিয়াছিলেন। রাজবল্লভ এবং তাঁহার জ্ঞাতিবর্গেরও যজ্ঞোপবীত ছিল না। তিনি শেষোক্ত তিন সমাজের অন্তর্গত নিরুপবীত বৈদ্য-সন্তানগণমধ্যে যজ্ঞোপবীত প্রথা প্রচলনের চেষ্টা করেন (১)।

যে কারণে রাজবল্লভ নিরুপবীত বৈদ্যগণমধ্যে উপনয়ন-প্রথা প্রচলিত করিবার উদ্‌যোগী হইয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে বিভিন্ন প্রবাদ প্রচলিত আছে। কেহ কেহ বলেন, একদা তিনি রাজকার্য্যোপলক্ষে মুরশিদাবাদে অবস্থান করিতেছিলেন, ঐ সময় ভাজনঘাট-নিবাসী

---

(১) ভারতীয় আর্য্যজাতির শৈশব অবস্থায় তাঁহাদিগের মধ্যে উপবীত ধারণ প্রথা প্রচলিত ছিল না। যে সময় প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ পঞ্চনদ প্রদেশে অবস্থান করিতেন, ঐ সময়ের প্রথমভাগে মাত্র যজ্ঞোপলক্ষে উপবীত ধারণ করা হইত এবং যজ্ঞকার্য্য শেষ হইলেই ঐ উপবীত পরিত্যক্ত হইত। বৃহস্পতির সময় হইতে ভারতবর্ষীয় আর্য্য সমাজ মধ্যে নিয়মিতরূপে যজ্ঞোপবীত ধারণ প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়।
—History of Ancient Civilization in India, by R. C. Dutt.

যজ্ঞোপবীতধারী জনৈক বৈদ্য-সন্তানের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। রাজবল্লভ তাঁহাকে ব্রাহ্মণ মনে করিয়া প্রণাম করিলে, ঐ ব্যক্তি রাজবল্লভকে প্রতিনমস্কার করেন; ইহাতে তিনি কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, উক্ত বৈদ্যসন্তান আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া উপবীত-হীনতার নিমিত্ত রাজবল্লভকে লজ্জা প্রদান করেন।

কাহারও কাহারও মত এই যে, কোন কার্য্যোপলক্ষে রাজবল্লভ ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। পশ্চিম ভারতবাসী পণ্ডিতগণ তাঁহাকে নিরুপবীত দেখিয়া বলিলেন, আমরা তোমাকে দ্বিজাতি ভাবিয়াই তোমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলাম, এখন দেখিতেছি তুমি শূদ্রাচারী, অতএব তোমার নিকট হইতে কোন দান গ্রহণ করিব না। এই ঘটনায় রাজবল্লভ মর্ম্মান্তিক কষ্ট অনুভব করিয়া যজ্ঞোপবীত-প্রথা-প্রবর্ত্তনে সমুদ্যুক্ত হন।

বর্দ্ধমান শ্রীখণ্ড নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ চৌধুরী মহাশয়ের নিকট হইতে যে বৃত্তান্ত সংগৃহীত হইয়াছে, তদ্দৃষ্টে জানা যায় যে, শ্রীখণ্ড সমাজভুক্ত ফকিরচাঁদ চৌধুরী নামক জনৈক বৈদ্য সন্তান, রাজবল্লভের প্রতি উপনয়নাভাবের নিমিত্ত বিদ্রূপ-বাণ বর্ষণ করিতে ক্রটি করিতেন না এবং বঙ্গীয় বৈদ্য সমাজ হইতে যে কারণে উপনয়ন প্রথা তিরোহিত হইয়াছিল, তাহা রাজবল্লভ অনুসন্ধানক্রমে অবগত হইয়াই ঐ সমাজে পুনরায় যজ্ঞোপবীত প্রথা প্রচলনের চেষ্টায় ব্রতী হইয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্য সাধন করিবার নিমিত্ত তিনি কাশী, কাঞ্চী, দ্রাবিড়, মহারাষ্ট্র, ও উড়িষ্যা প্রভৃতি ভারতবর্ষের বিভিন্নস্থলের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতবর্গকে রাজনগরে আহ্বান করেন। ঐ সকল পণ্ডিত রাজনগরে সমবেত হইয়া নিরুপবীত বৈদ্য-সন্তানগণের পুনঃ উপনয়ন গ্রহণের অনুকূলে যে ব্যবস্থাপত্র প্রদান করিয়াছিলেন তাহা এই ঃ—

"বিপ্রান্মূর্দ্ধাবসিক্তোহি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশঃ স্ত্রিয়াং অম্বষ্ঠঃ শূদ্র্যাং নিষাদো জাতঃ পারশবোঽপিবে"তি যাজ্ঞবল্ক্যবচনান্মূর্দ্ধাবসিক্তাম্বষ্ঠ-নিষাদানাং যজ্ঞোপবীতাদিসংস্কারঃ প্রাপ্তঃ। তথাহু কৈক্তেতদ্বচনব্যাখ্যা মিতাক্ষরায়াং —যত্তু বিপ্রেণ ক্ষত্রিয়ায়াং জাতঃ ক্ষত্রিয় এব এবং ক্ষাত্রয়েণ বৈশ্যায়াং জাতো বৈশ্য এব ইত্যাদি শঙ্খস্মরণাৎ তৎক্ষত্রিয়াদিধর্ম্মপ্রাপ্ত্যর্থং নতু ক্ষত্রিয়াদিজাত্যাক্রান্তয়ে। অতশ্চ মূর্দ্ধাবসিক্তাদীনাং ক্ষত্রিয়াদেরুক্তৈরেব দণ্ডাজিনোপবীতাদিভিঃ সংস্কারঃ কার্য্য ইতি।

অত্র চ মূর্দ্ধাবসিক্তাদীনামিত্যাদিপদাৎ পারশবস্য তত্তৎসংস্কারপ্রাপ্তৌ তস্যৈব নিষেধ মাহ মনুঃ—"স পারয়ন্নেব শবস্তস্মাৎ পারশবঃ স্মৃতঃ"। অন্যচ্চ বিপ্রাদিতাদিবচনব্যাখ্যানে দীপকলিকায়াং বিপ্রাৎ ক্ষত্রিয়ায়া মূঢ়ায়াং মূর্দ্ধাবসিক্তঃ, বিপ্রাদূঢ়ায়াং বিশঃ স্ত্রিয়ামম্বষ্ঠঃ, এবং শূদ্রায়াং নিষাদঃ, অনূঢ়ায়াং তস্যাং পারশবঃ। পারশব ইতি সংজ্ঞান্তরং বিশিষ্ট সংস্কারানধিকারার্থং এতেন মূর্দ্ধাবসিক্তাম্বষ্ঠনিষাদানামেব সংস্কারঃ। পুনরপি মনুঃ—"সুবীজঞ্চৈব সুক্ষেত্রে জাতং সম্পদ্যতে যথা তথার্য্যাজ্জাত আর্য্যায়াং সর্ব্বসংস্কারমর্হতি"। কুল্লূকভট্টো যথা—শোভনং বীজং শোভন ক্ষেত্রে জাতং সমৃদ্ধং ভবতি এবং দ্বিজাৎ দ্বিজাতিস্ত্রিয়াং সবর্ণায়ামানুলোম্যেন ক্ষত্রিয়াবৈশ্যয়োর্জাতঃ সর্ব্বসংস্কারং ক্ষত্রিয়বৈশ্যসংস্কারং শ্রৌতং স্মার্ত্তঞ্চ সর্ব্বমর্হতি নচ পারশবচণ্ডালাবিতি অত্রার্য্যপদং ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যপরং। এতেনাম্বষ্ঠানামুপনয়নাদি সংস্কার ইতি মনুনা মুক্তকণ্ঠেনোক্তং। যেষান্তু পিত্রাদয়োঽপ্যনুপনীতাস্তেষা মাপস্তম্বোক্তং, যস্য পিতাপিতামহৌ অনুপনীতৌ স্যাতাং তস্য সংবৎসরং ত্রৈবিদ্যং ব্রহ্মচর্য্যং যস্য প্রপিতামহা-দের্নানুস্মরণং তস্য ষড্বার্ষিকং ত্রৈবিদ্যং ব্রহ্মচর্য্যমিতি যাজ্ঞবল্ক্যতৃতীয়া-ধ্যায় মিতাক্ষরাদিপ্রমাণানুসারেণ। শ্রীমদ্বল্লালাদ্যম্বষ্ঠানাং যজ্ঞোপবীত মাসীদিতি লৌকিকাখ্যায়িকা তৎপ্রমাণমপ্যস্তি। পশ্চাৎ তৎপুত্রেণ লক্ষ্মণসেনেন পিত্রা সহ লৌকিকবিরোধাৎ কেষাঞ্চিদ্দূরীকৃতং কেষাঞ্চি

দদ্যাপি পৌর্ব্বাপর্য্যেণ বর্ত্ততে তথা দৃশ্যতে চ কড়ইধাদি গ্রাম নিবাসিনাং অম্বষ্ঠানাং যজ্ঞোপবীতাদিকর্ম্মিতি লোকদর্শনেন চ অনুপনীতাম্বষ্ঠ-জাতানামনুপনীতাম্বষ্ঠানাং প্রপিতামহাদীনামুপনয়নাত্মক-সংস্কারা-স্মরণেন ব্রাত্যতোপপাতকক্ষয়ার্থিনাং ষড়বার্ষিকব্রাত্যাদ্যাচরণাশক্তৌ র্নবতিধেনুদানরূপং প্রায়শ্চিত্তং, তদশক্তৌ আঢ্যানাং পঞ্চাশদধিকচতুঃশত কার্ষাপণী, মধ্যানান্তু সপ্তত্যধিক শতদ্বয় কার্ষাপণী, দরিদ্রাণাঞ্চ নবতিকার্ষাপণী দেয়েতি। তদনন্তরং যজ্ঞোপবীতাদিভিঃ সংস্কারঃ কার্য্যইতি। উপনীতাম্বষ্ঠানাং তৎসন্ততীনাঞ্চ বৈশ্যবদশৌচাদ্যাচরণং, তেষান্তু সম্পূর্ণাশৌচং পঞ্চদশাহইতি বিদুষাং পরামর্শঃ। পতিতসাবিত্রীক উদ্দালকব্রতঞ্চরেদিতি বশিষ্ঠ সূত্রাণ্যনুসারেণ পতিত সাবিত্রীকেণ উদ্দালক-ব্রতাদ্যাচরণাশক্তৌ আঢ্যেন চতুঃপণাধিকা ষট্চত্বারিংশৎকার্ষাপণী মধ্যেন দ্বাদশপণাধিকা সপ্তবিংশতিকার্ষাপণী, দরিদ্রেণ চতুঃপণাধিকা নবকার্ষাপণী দেয়েতি। তদনন্তরং তেষামুপনয়নাদি সংস্কারঃ কার্য্য ইতি বিদুষাং পরামর্শঃ (১)

(১) ব্রাহ্মণের ঔরসে ক্ষত্রিয়া স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান মূর্দ্ধাবসিক্ত, বৈশ্যা স্ত্রীর গর্ভ-জাত সন্তান অম্বষ্ঠ, শূদ্রা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান নিষাদ ও পারশব নামে খ্যাত; এই যাজ্ঞবল্ক্য বচনানুসারে মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ ও নিষাদপ্রভৃতি যজ্ঞোপবীতাদি সংস্কার প্রাপ্ত হইয়াছে। মিতাক্ষরায় ঐ বচনের ঐরূপ ব্যাখ্যাই উক্ত হইয়াছে। শঙ্খলিখিত গ্রন্থে যে লিখিত আছে "বিপ্র হইতে ক্ষত্রিয়াতে জাত সন্তান ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যাতে জাত সন্তান বৈশ্য" ইহা কেবল তাঁহাদের ধর্ম্মপ্রাপ্তিসূচক, ক্ষত্রিয়াদি জাতিত্বসূচক নহে। অতএব মূর্দ্ধাবসিক্তাদি জাতির ক্ষত্রিয়াদি জাতির ন্যায় উপনয়ন, দণ্ড, অজিন, উপবীত ধারণ প্রভৃতি সংস্কার কর্ত্তব্য। এস্থলে মূর্দ্ধাবসিক্তাদির "আদি" পদদ্বারা পারশব জাতিরও ঐ সংস্কার সিদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু মনু তাহা নিষেধ করিয়াছেন। স্মৃতির মতানুসারে ঐ জাতি পারয়ন্ অর্থাৎ শক্তিসত্ত্বেও শব (মৃত)। অন্যত্র দীপ-কলিকা নামক গ্রন্থে "বিপ্রাদি" এই আদি বচনের ব্যাখ্যায় লিখিত আছে যে, ব্রাহ্মণের বিধিপূর্ব্বক বিবাহিতা ক্ষত্রিয়া পত্নীতে মূর্দ্ধাবসিক্ত, ও বিধিপূর্ব্বক বিবাহিতা বৈশ্যা-

রাজনগরনিবাসিনাম্

শ্রীনীলকণ্ঠ শর্ম্মণাম্
শ্রীকৃষ্ণদাস শর্ম্মণাম্
শ্রীকৃষ্ণদেব শর্ম্মণাম্

নবদ্বীপনিবাসিনাম্

শ্রীগোপাল ন্যায়ালঙ্কারস্য
শ্রীতিতুরাম তর্কপঞ্চাননস্য
শ্রীহরদেব তর্কসিদ্ধান্তস্য
শ্রীরামকৃষ্ণ ন্যায়ালঙ্কারস্য
শ্রীশিবরাম বাচস্পতেঃ
শ্রীকৃষ্ণকান্ত বিদ্যালঙ্কারস্য
শ্রীরাম ন্যায়বাগীশস্য
শ্রীস্মরণ তর্কালঙ্কারস্য
শ্রীরামহরি বিদ্যালঙ্কারস্য
শ্রীবিশ্বনাথ ন্যায়ালঙ্কারস্য
শ্রীসদাশিব ন্যায়ালঙ্কারস্য
শ্রীকৃপারাম তর্কভূষণস্য
শ্রীবিশ্বেশ্বর তর্কপঞ্চাননস্য
শ্রীরামকান্ত ন্যায়ালঙ্কারস্য
শ্রীরামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশস্য
শ্রীশঙ্কর তর্কবাগীশস্য

পত্নীতে অম্বষ্ঠ, বিধিপূর্ব্বক বিবাহিতা শূদ্রা পত্নীতে নিষাদ এবং অবিবাহিতা শূদ্রা-রমণীতে পারশবের উৎপত্তি হইয়াছে। "পারশব" এই পৃথক সংজ্ঞা দ্বারা বিশিষ্ট সংস্কারের অনধিকারিত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। ইহা হইতে মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ এবং নিষাদ নামক জাতিত্রয়ের সংস্কার প্রমাণিত হইতেছে। মনু পুনরায় বলিয়াছেন, সুক্ষেত্রে সুবীজ রোপিত হইলে যেমন উত্তম ফল প্রসব করে, তেমন আর্য্য হইতে আর্য্যাতে জাত সন্তান সমস্ত সংস্কার পাইতে স্বত্ববান্ হয়। কুল্লূকভট্ট বলেন "যেমন সুন্দর বীজ উত্তম ক্ষেত্রে রোপিত হইলে সমৃদ্ধিশালী হয়, তদ্রূপ দ্বিজ হইতে আনু-লোম্যক্রমে অসবর্ণ দ্বিজাতি স্ত্রীতে, অর্থাৎ ক্ষত্রিয়বৈশ্যজাতীয় স্ত্রীতে উৎপন্ন সন্তান ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদি জাতীয় সর্ব্বপ্রকার সংস্কার যে প্রাপ্ত হইয়া থাকে তাহা শ্রুতি ও স্মৃতিতে লিখিত আছে; কিন্তু চণ্ডাল ও পারশব জাতির ঐরূপ সংস্কার প্রাপ্ত হওয়ার কথা তথায় লিখিত হয় নাই। এই স্থলে "আর্য্য" এই পদ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতি-ত্রয়কে বুঝাইতেছে। এতদ্দ্বারা অম্বষ্ঠ জাতির উপনয়নাদি সংস্কার মনু মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। যাহারা পিতৃপুরুষ হইতে অনুপনীত তাহাদের সম্বন্ধে আপস্তম্ব এই

শ্রীক্ষেত্রনিবাসিনাম্

শ্রীবিন্দুহরণ মিশ্রস্য
শ্রীকালিকাপ্রসাদ মিশ্রস্য
শ্রীদামোদর মিশ্রস্য
শ্রীপ্রভাকর মিশ্রস্য
শ্রীদুর্গাদাস মিশ্রস্য

মহারাষ্ট্রনিবাসিনাম্

শ্রীভাস্কর পণ্ডিতস্য

দ্রাবিড়নিবাসিনাম্

শ্রীহলায়ুধ ব্রহ্মচারিণঃ

কাশীক্ষেত্রনিবাসিনঃ

শ্রীমণিরাম দীক্ষিতস্য
শ্রীশ্রীকৃষ্ণ দীক্ষিতস্য
শ্রীগোবিন্দরাম দীক্ষিতস্য
শ্রীগৌর দীক্ষিতস্য

কনোজনিবাসিনঃ

শ্রীরসাল শুক্লস্য

মিথিলানিবাসিনাম্

শ্রীজীবনতারা ত্রিবেদিনঃ
শ্রীকৃষ্ণদাস উপাধ্যায়স্য

বলিয়াছেন,—যাহার পিতৃপিতামহ অনুপনীত তাহার এক বৎসরকাল ত্রৈবিদ্য ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করা কর্ত্তব্য ; যাহার প্রপিতামহ পর্য্যন্ত অনুপনীত তাহার ছয় বৎসরকাল ত্রৈবিদ্য ব্রহ্মচর্য্য করা বিধেয়। যাজ্ঞবল্ক্যের তৃতীয় অধ্যায় এবং মিতাক্ষরাদির প্রমাণানুসারেও ইহা সমর্থিত হইতেছে। শ্রীমদ্‌বল্লালাদি অম্বষ্ঠদিগের যে যজ্ঞোপবীত ছিল তাহা লোকে বলিয়া থাকে। ইহা প্রকৃত প্রস্তাবেও সত্য। পরে পুত্র লক্ষ্মণসেনের সহিত বল্লালের লৌকিক বিরোধ উপস্থিত হইলে, কোন কোন অম্বষ্ঠ সন্তানের যজ্ঞোপবীত লক্ষ্মণ সেনকর্ত্তৃক দূরীকৃত হয় এবং কোন কোন অম্বষ্ঠের পূর্ব্বাপর নিয়মানুসারে অদ্যাপি উপনয়ন প্রচলিত আছে। আমরা এখনও দেখিতেছি যে, কড়ইধা প্রভৃতি গ্রাম-নিবাসী অম্বষ্ঠদিগের যজ্ঞোপবীতাদি প্রচলিত আছে। অনুপনীত অম্বষ্ঠ হইতে উৎপন্ন যে সমস্ত অনুপনীত অম্বষ্ঠের প্রপিতামহদের অনুপনয়ন হেতু ব্রাত্য দোষ সংঘটিত হইয়াছে, তাহা ক্ষয় করিবার নিমিত্ত ছয় বৎসরকাল ব্রতাদি আচরণ করা কর্ত্তব্য। কেহ তাহাতে অসমর্থ হইলে তাহাদের নবতি সংখ্যক ধেনুদান করিয়া প্রায়-

শ্রীগিরিজানাথ পাঠকস্য

পুঠিয়ানিবাসিনাম্

শ্রীরতিনাথ ন্যায়বাচস্পতেঃ

বাঁশবেড়িয়ানিবাসিনাম্

শ্রীরামভদ্র সিদ্ধান্তস্য

শ্রীরমানাথ বাচস্পতেঃ

শ্রীআত্মারাম ন্যায়ালঙ্কারস্য

মাটিয়ারীনিবাসিনাম্

শ্রীজগন্নাথ তর্কপঞ্চাননস্য

শ্রীগঙ্গাধর তর্কালঙ্কারস্য

শ্রীমুরহর বিদ্যালঙ্কারস্য

শ্রীরামকান্ত বিদ্যালঙ্কারস্য

কোড়কৃদিনিবাসিনঃ

শ্রীশিবচরণ বাচস্পতেঃ

অম্বিকানিবাসিনোঃ

শ্রীঅযোধ্যারাম বিদ্যাবাগীশস্য

শ্রীকৃষ্ণরাম বিদ্যালঙ্কারস্য

পাটুলিগ্রামনিবাসিনোঃ

শ্রীবাসুদেব বিদ্যাবাগীশস্য

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ পঞ্চাননস্য

শ্চিত্ত করিতে হইবে, যাহারা ঐরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে অক্ষম, তাহারা ধনবান্ হইলে চারি শত পঞ্চাশ কাহন, মধ্যবিত্ত হইলে হইলে দুই শত সত্তর কাহন এবং দরিদ্র হইলে নব্বই কাহন কড়ি দান করিবে। এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া যজ্ঞোপবীতাদি সংস্কার করিতে হইবে। উপনীত অম্বষ্ঠ ও তাহার সন্তানসন্ততিগণ বৈশ্যের ন্যায় অশৌচাদি আচরণ গ্রহণ করিবে। তাহাদের সম্পূর্ণ অশৌচ পঞ্চদশ দিবসব্যাপী। ইহাই পণ্ডিতদিগের মত। বশিষ্ঠ বলেন যে পতিত সাবিত্রীক ব্যক্তি উদ্দালক ব্রত আচরণ করিবে বশিষ্ঠকৃত এই সূত্রানুসারে পতিত সাবিত্রীকের উদ্দালক ব্রত আচরণ করা কর্ত্তব্য। যাহারা ঐ ব্রত আচরণ করিতে অশক্ত তাহারা ধনবান্ হইলে ছচল্লিশ কাহন চারি পণ, মধ্যবিত্ত হইলে সাতাইশ কাহন বার পণ, দরিদ্র হইলে নয় কাহন চারি পণ কড়ি দান করিয়া উপনয়নাদি সংস্কার গ্রহণ করিবে। ইহাই পণ্ডিত মণ্ডলীর মত।

বাক্‌লানিবাসিনঃ

শ্রীকৃপারাম তর্কসিদ্ধান্তস্য

সাইকুলনিবাসিনাম্

শ্রীবলরাম ভট্টাচার্য্যস্য
শ্রীশঙ্কর বাচস্পতেঃ
শ্রীহরগোবিন্দ বিদ্যাবাগীশস্য

লৌহজঙ্ঘনিবাসিনঃ

শ্রীউদয়রাম বিদ্যাভূষণস্য

চকগ্রামনিবাসিনঃ

শ্রীরমাপতি তর্কপঞ্চাননস্য

দমদমানিবাসিনোঃ

শ্রীদুলাল বিদ্যালঙ্কারস্য
শ্রীপঞ্চানন ন্যায়ালঙ্কারস্য

বর্দ্ধমাননিবাসিনাম্

শ্রীজগন্নাথ পঞ্চাননস্য
শ্রীশম্ভুরাম বিদ্যালঙ্কারস্য
শ্রীমধুসূদন বাচস্পতেঃ
শ্রীরুদ্রনারায়ণ বিদ্যাবাগীশস্য
শ্রীরাধাকান্ত ন্যায়ালঙ্কারস্য

বীরভূমনিবাসিনোঃ

শ্রীশ্রীকণ্ঠ তর্কবাগীশস্য
শ্রীরামগোবিন্দ ন্যায়ালঙ্কারস্য

সেনভূমনিবাসিনঃ

শ্রীহরিহর তর্কভূষণস্য

লেঙ্‌টাখালিনিবাসিনোঃ

শ্রীআনন্দচন্দ্র ন্যায়বাগীশস্য
শ্রীত্রিলোচন ন্যায়বাগীশস্য

রাজবাটীনিবাসিনোঃ

শ্রীনরসিংহ বিদ্যালঙ্কারস্য
শ্রীরাজেন্দ্র বিদ্যাবাগীশস্য

ভূষণানিবাসিনঃ

শ্রীহরিনাথ শিরোমণেঃ

সায়েদাবাদনিবাসিনাম্

শ্রীচিরঞ্জীব পঞ্চাননস্য
শ্রীহলায়ুধ তর্কপঞ্চাননস্য
শ্রীগোবিন্দরাম ন্যায়ালঙ্কারস্য
শ্রীপীতাম্বর ন্যায়বাগীশস্য

ত্রিবেণীনিবাসিনাম্

শ্রীজগন্নাথ তর্কপঞ্চাননস্য
শ্রীরামানন্দ ন্যায়ালঙ্কারস্য
শ্রীরামশঙ্কর বাচস্পতেঃ
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্তস্য

কামালপুর নিবাসিনঃ

শ্রীবলরাম তর্কভূষণস্য

মানকর গোবরা নিবাসিনঃ

শ্রীরঘুরাম ন্যায়ালঙ্কারস্য

চরাগ্রাম নিবাসিনোঃ

শ্রীরামকিশোর ন্যায়ালঙ্কারস্য
শ্রীরাধাকান্ত ন্যায়বাগীশস্য

মামুদপুরনিবাসিনাম্

শ্রীঘনশ্যাম তর্কালঙ্কারস্য
শ্রীগোবিন্দরাম সার্ব্বভৌমস্য
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ তর্কসিদ্ধান্তস্য
শ্রীরাধাকান্ত তর্কসিদ্ধান্তস্য
শ্রীশিবপ্রসাদ তর্কপঞ্চাননস্য
শ্রীরঘুনন্দন বাচস্পতেঃ

বাকলানিবাসিনাম্

শ্রীকান্ত বিদ্যালঙ্কারস্য
শ্রীরামরত্ন বিদ্যাবাগীশস্য
শ্রীকালীপ্রসাদ তর্কসিদ্ধান্তস্য
শ্রীকালীশঙ্কর বিদ্যাবাগীশস্য
শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ সিদ্ধান্তস্য
শ্রীকমলাকান্ত বিদ্যাভূষণস্য
শ্রীজগন্নাথ পঞ্চাননস্য
শ্রীহরিপ্রসাদ ন্যায়ালঙ্কারস্য
শ্রীপুরুষোত্তম ন্যায়ালঙ্কারস্য
শ্রীচন্দ্রশেখর তর্কসিদ্ধান্তস্য
শ্রীমাধব সিদ্ধান্তস্য

বিক্রমপুরনওহাটীনিবাসিনঃ

শ্রীরামদাস সিদ্ধান্ত পঞ্চাননস্য

ধরগ্রামনিবাসিনঃ

শ্রীরামকিশোর ন্যায়বাগীশস্য

সেনহাটী ভগিলহাটী নিবাসিনাম্

শ্রীরূপরাম ভট্টাচার্য্যস্য
শ্রীবিষ্ণুরাম ভট্টাচার্য্যস্য
শ্রীকামদেব ভট্টাচার্য্যস্য
শ্রীরাধাকান্ত ভট্টাচার্য্যস্য

শ্রীরামমোহন ভট্টাচার্য্যস্য
শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যস্য
শ্রীরাজবল্লভ ভট্টাচার্য্যস্য
শ্রীরাধাকান্ত ভট্টাচার্য্যস্য
শ্রীনন্দরাম ভট্টাচার্য্যস্য
শ্রীজয়রাম ভট্টাচার্য্যস্য
শ্রীরামকিশোর ভট্টার্য্যস্য
শ্রীবীরেশ্বর ভট্টাচার্য্যস্য
শ্রীরামশঙ্কর ভট্টাচার্য্যস্য
শ্রীকৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য্যস্য
শ্রীরুক্মিণীকান্ত ভট্টাচার্য্যস্য
শ্রীরাজারাম ভট্টাচার্য্যস্য
শ্রীবাণেশ্বর ভট্টাচায্যস্য
শ্রীভবানীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যস্য
শ্রীরামপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যস্য
শ্রীরামেশ্বর ভট্টাচার্য্যস্য
শ্রীপ্রাণবল্লভ ভাট্টচার্য্যস্য
শ্রীদেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যস্য
শ্রীমৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্যস্য
শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যস্য

কাচাদিয়া নিবাসিনোঃ

শ্রীরামচন্দ্র সিদ্ধান্ত পঞ্চাননস্য
শ্রীরূপরাম ন্যায়বাগীশস্য

সোমকোট নিবাসিনোঃ

শ্রীকৃষ্ণদাস সার্ব্বভৌমস্য
শ্রীরঘুনাথ সিদ্ধান্তস্য

ধানুকানিবাসিনোঃ

শ্রীকৃষ্ণদাস সার্ব্বভৌমস্য
শ্রীকৃষ্ণনাথ তর্কভূষণস্য

খানটিয়া নিবাসিনোঃ

শ্রীশ্রীরাম বাচস্পতেঃ
শ্রীকৃষ্ণদাস ন্যায়ালঙ্কারস্য

পুরুলিয়া নিবাসিনঃ

শ্রীরতিরাম বাচস্পতেঃ

- কাশী নিবাসিনঃ

শ্রীকালীপ্রসাদ দোবেদিনঃ
শ্রীপ্রভাকর চৌবেদিনঃ

এই ব্যবস্থাপত্র লাভ করিয়া রাজবল্লভ, বঙ্গীয় সমাজস্থ নিরুপবীত বৈদ্যসন্তানগণকে বিধিমতে প্রায়শ্চিত্ত করতঃ যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিলেন এবং সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। ইতিপূর্ব্বে বিক্রমপুরবৈদ্যসমাজে সুপ্রসিদ্ধ নও-পাড়ার চৌধুরীগণ সমাজপতির আসনে আসীন ছিলেন। রাজবল্লভের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের সমাজপতিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছিল এবং রাজবল্লভ সমগ্র বঙ্গীয় বৈদ্য সমাজের সমাজপতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। চৌধুরীবংশীয় রঘুরাম রায় এ নিমিত্ত রাজবল্লভের প্রতি মনে মনে সাতিশয় অসন্তুষ্ট ছিলেন। এই সময় বৈদ্যসম্প্রদায়ভুক্ত নিমদাশের সন্তানগণমধ্যে নিধিরাম, গঙ্গারাম এবং রামরাম সমৃদ্ধ অবস্থাপন্ন ছিলেন। গঙ্গারাম রাজবল্লভের পক্ষাবলম্বন করিলেন, কিন্তু নিধিরাম ও রামরাম রঘুরাম রায়ের সহিত যোগদান করিয়া রাজবল্লভের এই কার্য্যে বাধা প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সমাজে এই শেষোক্ত ব্যক্তিগণের ক্ষমতা কম ছিল না। বঙ্গীয় সমাজের প্রায় অর্দ্ধাংশ বৈদ্য-সন্তান তাঁহাদের পক্ষাবলম্বন করিয়া রাজবল্লভের আহ্বানে কর্ণপাত করিলেন না। অগত্যা তিনি অবশিষ্ট স্বজাতীয় লোকসহ সাতিশয় সমারোহের সহিত যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিলেন। এই কার্য্যে প্রায় দশ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছিল এবং সমস্ত ব্যয়ভার রাজবল্লভ একাকীই বহন করিয়া-ছিলেন। যে সময় নিধিরাম ও রামরাম রাজবল্লভের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তৎকালে রাজবল্লভ উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ, ইচ্ছা করিলে তিনি তাঁহাদিগকে অনায়াসেই অপদস্থ করিতে পারিতেন। কিন্তু সামাজিক ব্যাপারে রাজকীয় ক্ষমতার অপব্যবহার করা তাঁহার প্রকৃতিসিদ্ধ ছিল না; সুতরাং তিনি পাশবশক্তির আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া তাঁহাদের প্রতি প্রবোধবাক্য প্রয়োগ করিয়াই নিরস্ত হইয়া-ছিলেন।

হাণ্টার-প্রমুখ প্রসিদ্ধ ইংরেজ লেখকগণ বলেন যে, পূর্ব্বে বৈদ্য-জাতি অনুপনীত ছিল এবং রাজবল্লভ দশ লক্ষ টাকা মূল্যে ব্রাহ্মণগণ হইতে বৈদ্যজাতির নিমিত্ত যজ্ঞোপবীত ধারণের অধিকার ক্রয় করিয়াছেন (১)। দুঃখের বিষয় এদেশবাসী মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার তৎপ্রণীত 'রাজাবলী' নামক গ্রন্থেও ঐ উক্তির সমর্থন করিয়াছেন (২)। যাঁহারা সমাজের অবস্থা জ্ঞাত আছেন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে, রাজবল্লভের সময় পঞ্চকোট এবং রাঢ় সমাজস্থ বৈদ্যগণ নিরুপবীত ছিলেন না। কাশী, কাঞ্চী প্রভৃতি-নিবাসী বিখ্যাত পণ্ডিত-বর্গ এবং ত্রিবেণী-নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন বৈদ্যজাতির উপনয়ন সম্বন্ধে যে ব্যবস্থাপত্র প্রদান করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করা হইয়াছে। ঐ ব্যবস্থাপত্রে যাহা লিখিত আছে (৩) তদ্দ্বারাও প্রমাণ হইতেছে যে রাজবল্লভের সময় সমগ্র বৈদ্যজাতি অনুপনীত ছিল না। গোপালকৃষ্ণ কৃত গ্রন্থে লিখিত আছে—

যে কালে মহম্মদ সাহ দিল্লির পালক।
নবাব মহবৎজঙ্গ বঙ্গাদি শাসক॥
দেখে বৈদ্য বহুতর যজ্ঞসূত্র-হীন।
কোন কোন বৈদ্য সদাচারেতে প্রবীণ॥
স্বজাতিরে ছিন্ন ভিন্ন দেখিয়া রাজন।
পণ্ডিত নিকট করে পত্রিকা প্রেরণ॥

(১) Hunter's Statistical Account of Dacca, page 47.

(২) রাজাবলী ১৪৯ পৃঃ

(৩) শ্রীমদ্বল্লালাদ্যম্বষ্ঠানাং যজ্ঞোপবীতমাসীদিতি লৌকিকাখ্যায়িকা তৎপ্রমাণ্য-মপ্যস্তি * * * কড়ইধাদি গ্রামনিবাসিনাং অম্বষ্ঠানাং যজ্ঞোপবীতাদিকর্ম্মিতি লোক-দর্শনেনচ।

অগ্নিষ্টোম অত্যগ্নিষ্টোম যজ্ঞকারী।
মহারাজ রাজবল্লভ দাতা শুদ্ধাচারী॥

উদ্ধৃত স্থলের 'দেখে বৈদ্য বহুতর যজ্ঞসূত্র হীন, কোন কোন বৈদ্য সদাচারেতে প্রবীণ' এই অংশ হইতে প্রতীয়মান হইতেছে যে, রাজবল্লভের সময় বৈদ্য জাতির কিয়দংশ উপনীত এবং কিয়দংশ অনুপনীত ছিল। অনুপনীত বৈদ্যগণ মধ্যে যে উপনয়ন প্রথা পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল, তাহা রামজীবন কৃত গ্রন্থের নিম্নলিখিত শ্লোক হইতেও প্রমাণ হইতেছে।

বৈদ্যেতে মহারাজ রাজবল্লভ নাম।
সাকিম বিক্রমপুর রাজনগর ধাম॥
দেশে দেশে ছিল যত পণ্ডিত প্রধান।
সবে আনি জিজ্ঞাসেন শাস্ত্রের প্রমাণ॥
দ্বিজের আজ্ঞায় বৈদ্য পুনঃ উপনীত।
পুনরায় দ্বিজভাব যথা পূর্ব্বরীত॥

উদ্ধৃত স্থলের "পুনঃ উপনীত" এবং "পুনরায় দ্বিজভাব যথা পূর্ব্বরীত" এই বাক্যাংশ দ্বারা ঐ উক্তি সমর্থিত হইতেছে। বঙ্গ ও পূর্ব্বকুল সমাজস্থ অধিকাংশ বৈদ্যের পূর্ব্বপুরুষ এবং পঞ্চকোট ও রাঢ় সমাজস্থ অধিকাংশ বৈদ্যের পূর্ব্বপুরুষ একই ব্যক্তি। এ সম্বন্ধে যাহার সন্দেহ থাকে তিনি বৈদ্য-কুলজি-গ্রন্থ পাঠ করিয়া নিঃসন্দেহ হইতে পারেন। প্রথমোক্ত সমাজস্থ বৈদ্যগণ যে পঞ্চকোট ও রাঢ় দেশ হইতে বঙ্গ ও পূর্ব্বকূলে সমাগত হইয়াছেন, তৎসম্বন্ধে বৈদ্য কুল-পঞ্জিকায় ভূরি ভূরি প্রমাণ বিদ্যমান আছে। পঞ্চকোট ও রাঢ় সমাজস্থ বৈদ্যগণ

স্মরণাতীত কাল হইতে উপনীত (১)। অতএব সিদ্ধান্ত হইতেছে যে বঙ্গ ও পূর্ব্বকূলের বৈদ্যগণও পূর্ব্বে উপনীত ছিলেন।

বাঙ্গালাদেশে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, বল্লাল পদ্মিনীনাম্নী কোন নীচজাতীয়া রমণীতে আসক্ত হইলে, তৎপুত্র লক্ষ্মণ সেনের সহিত তাঁহার বিরোধ উপস্থিত হয় এবং সেই উপলক্ষে অনেক বৈদ্যসন্তান জাতিপাতভয়ে যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করেন, কেহ বা দেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বল্লালের রাজ্যসীমার বহির্ভাগে, অর্থাৎ চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা নোয়াখালি, শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলে প্রস্থান করেন এবং বল্লালের সংসর্গ-হেতু, কাহারও যজ্ঞোপবীত লক্ষ্মণ সেনের আদেশে দূরীকৃত হয়। মাননীয়

(১) বর্দ্ধমান, শ্রীখণ্ড নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ চৌধুরী মহাশয় এ সম্বন্ধে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা এই—

সবিনয় নমস্কার নিবেদনম্

আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ৺ ফকিরচাঁদ চৌধুরী মহাশয়ের সহিত নবাব সরকারে উভয়ে চাকুরী করা সময় উভয়ের (রাজবল্লভ ও ফকিরচাঁদের) সদ্ভাব হয়। ফকিরচাঁদের সহিত তাঁহার যে পত্র লেখালেখী হইয়াছিল, ঐ সকল পত্রের আসল আমাদের বাটীতে ছিল। স্কুল ইন্‌স্পেক্টর ৺ পরমানন্দ মুখোপাধ্যায় মহাশয় উঁহার জীবনী লিখিবেন বলিয়া পত্রগুলি লইয়া আর ফেরত দেন নাই। অনুসন্ধানে জেনেছি পত্রগুলি নষ্ট হইয়াছে। রাজা বাহাদুরের সময় বঙ্গজ বৈদ্যদের যজ্ঞোপবীত ছিল না। শ্রীখণ্ডের বৈদ্যদের আচার ব্যবহার জানিবার জন্য ও যজ্ঞোপবীতের পদ্ধতি সংগ্রহ জন্য তিনি শ্রীখণ্ডে আগমন করেন। এখান হইতে পদ্ধতি লইয়া গিয়া দেশে অনেক বৈদ্যের পৈতা দেওয়ান। ইতি ১৩১০।১৭ জ্যৈষ্ঠ।

শ্রীদুর্গাচরণ চৌধুরী,

শ্রীখণ্ড, বর্দ্ধমান।

এতদ্দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে, রাজবল্লভের সময় শ্রীখণ্ড বৈদ্য সমাজে যজ্ঞোপবীত প্রথা প্রচলিত ছিল এবং ঐ সমাজের আদর্শ অবলম্বন করিয়াই তিনি বঙ্গীয় বৈদ্য সমাজে উপনয়ন প্রথা প্রবর্ত্তন করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন।

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পূর্ব্বে কেহই বল্লালকে বৈদ্যেতর জাতিভুক্ত বলিয়া জানিতেন না এবং মিত্র মহাশয় স্বয়ংও স্বীকার করিয়াছেন যে, বঙ্গ-সমাজে বল্লাল সেন বৈদ্য বংশোদ্ভব বলিয়াই প্রথিত (১)। জনশ্রুতি সর্ববাদি-সম্মত হইলে তাহা চিরকালই প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। এস্থলে ঐ নীতির অন্যথা হওয়ার কোন কারণ দৃষ্ট হয় না। রামকান্ত কবিকণ্ঠহার এবং ভরতমল্লিক প্রভৃতি বৈদ্য-কুল-পঞ্জিকা-কারগণ বল্লালকে বৈদ্য বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ প্রভৃতির প্রাচীন কুলজি-গ্রন্থেও ঐ উক্তি সমর্থিত হইয়াছে। বল্লাল ও লক্ষ্মণ সেনের বিরোধ নিবন্ধন বৈদ্য সমাজে যে ঘোরতর বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা বৈদ্যকুল পঞ্জিকার নানাস্থানে বর্ণিত আছে। ভরত মল্লিক-কৃত গ্রন্থ অনূ্যন ২২৫ এবং রামকান্ত কবিকণ্ঠহারের লিখিত গ্রন্থ অনূ্যন ২৫০ শত বৎসর পূর্ব্বে বিরচিত হইয়াছে, এবং তাঁহারা প্রত্যেকেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব কুল-পঞ্জিকা অবলম্বনে স্ব স্ব গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন (২)। পূর্ব্বে যে ব্যবস্থাপত্র উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহাতেও সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ বল্লালকে বৈদ্য বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সম্প্রতি পণ্ডিতবর উমেশচন্দ্র দাশ গুপ্ত মহাশয় বল্লালের বৈদ্যত্ব সম্বন্ধে এক গ্রন্থ প্রণয়ন করিতেছেন। ঐ গ্রন্থ পাঠ করিলে, মাননীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি আধুনিক গ্রন্থকারগণ যে বল্লালকে বৈদ্যেতর জাতিভুক্ত

---

(১) Indo Aryans by Dr. Rajendra Lala Mitra Page 225। যে সমস্ত বৈদ্য সন্তানগণ "বৈশ্বানর" বলিয়া খ্যাত, তাঁহারাই বল্লাল বংশজ বলিয়া পরিচিত।

(২) শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ 'বান্ধব' ও 'নব্যভারত' পত্রিকায় রাজবল্লভ সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি বৈদ্য-কুলজি-গ্রন্থ অকর্ম্মণ্য ও অবিশ্বাস্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কৈলাস বাবুর ন্যায় বৈদ্য-বিদ্বেষ-পরায়ণ ব্যক্তির এই উক্তির মূল্য কি তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া লোকের ভ্রম উৎপাদন করিয়াছেন, তাহা নিরাকৃত হইবে। এতদ্দেশে বল্লাল ও লক্ষ্মণ সেনের লৌকিক বিরোধ সম্বন্ধে যে সমস্ত শ্লোক প্রচলিত আছে, তাহার সহিত বৈদ্য-কুল-পঞ্জিকার লিখিত সামাজিক বিপ্লবের বৃত্তান্ত একত্রিত করিলে, বল্লালের বৈদ্যত্ব সম্বন্ধে এবং বৈদ্যজাতির কিয়দংশ যে পিতা পুত্রের বিরোধ হেতু নিরুপবীত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। কেহ কেহ বল্লাল ও পদ্মিনী ঘটিত বৃত্তান্তের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না; এজন্য পিতা পুত্রের বিরোধ সম্বন্ধে যে সমস্ত শ্লোক প্রচলিত আছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

লক্ষ্মণসেন—শৈত্যং নাম গুণস্তবৈব সহজঃ স্বাভাবিকী স্বচ্ছতা।
কিং ব্রূমঃ শুচিতাং ভবন্তি শুচয়ঃ স্পর্শেন যস্যাপরে॥
কিঞ্চান্যৎ কথয়ামি তে স্তুতিপদং যজ্জীবিনাং জীবনং।
ত্বঞ্চেন্নীচপথেন গচ্ছসি পয়ঃ কস্ত্বাং নিষেদ্ধুং ক্ষমঃ॥ (১)

বল্লাল—তাপোনাপগত স্তৃষা নচ কৃশা ধৌতা ন ধূলী তনো
র্ন স্বচ্ছন্দমকারি কন্দকবলঃ কা নাম কেলীকথা।

(১) হে জল, শৈত্য এবং স্বচ্ছতা তোমার প্রকৃতিগতগুণ। তোমার পবিত্রতার বিষয় বর্ণনা করা বাহুল্য মাত্র। কারণ তোমাকে স্পর্শ করিয়াই অপরে পবিত্রতা লাভ করে। তোমাকে আর কি বলিয়া প্রশংসা করিব? তুমিই সকল জীবের জীবন ধারণের উপায় স্বরূপ। অতএব তুমি যদি নীচপথগামী হও তবে কে তোমাকে

দূরোৎক্ষিপ্তকরেণ হস্ত করিণা স্পৃষ্টা ন বা পদ্মিনী
প্রারব্ধো মধুপৈরকারণ মহোঝঙ্কারকোলাহলঃ॥ (১)

লক্ষ্মণ—পরীবাদস্তথ্যো ভবতি বিতথোবাপি মহতাং
তথাপ্যুচ্চৈর্দ্ধাম্নাং হরতি মহিমানং জনরবঃ।
তুলোত্তীর্ণস্যাপি প্রকটন-হতাশেষ তমসঃ
রবেস্তাদৃক্‌ তেজো নহি ভবতি কন্যাং গতবতঃ। (২)

বল্লাল—সুধাংশোর্জ্জাতেয়ং কথমপি কলঙ্কস্য কণিকা
বিধাতুর্দোষোয়ং নচ গুণনিধেস্তস্য কিমপি।

---

(১) তাপ অপগত হয় নাই, তৃষ্ণাও নিবৃত্তি লাভ করে নাই, শরীরের ধূলী এখনও ধৌত হয় নাই এবং মনের বাঞ্ছানুসারে এখন পর্য্যন্ত কন্দগ্রাস করিতেও ক্ষম হই নাই। ক্রীড়ার বিষয় এখনও সুদূর পরাহত। হস্তী পদ্মিনীকে স্পর্শ করিবার নিমিত্ত দূর হইতে শুণ্ড উত্তোলন করিয়াছে মাত্র, এখন পর্য্যন্তও স্পর্শ করিতে পারে নাই; দুঃখের বিষয় ইতিমধ্যেই ভ্রমর সকল অকারণ ঝঙ্কার করিয়া কোলাহল আরম্ভ করিয়াছে।

(২) অপবাদ সত্যই হৌক আর মিথ্যাই হৌক,—সাধুলোকের মহিমা তদ্দ্বারা নষ্ট হইয়া থাকে। সূর্য্য আশ্বিন মাসে কন্যারাশিস্থ হইলে লোকে বলে যে, তিনি কন্যাগত হইয়াছেন। এই মিথ্যা অপবাদ নিবন্ধন তিনি ঐ উক্তির অসত্যতা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত তুলা রাশিতে (তুলা পরীক্ষায়) গমন করেন এবং তথা হইতে বহির্গত হইয়াও (তুলা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াও) অগ্রহায়ণাদি কয়েক মাস পর্য্যন্ত নিস্তেজ (ম্রিয়মাণ) অবস্থায় কাল যাপন করেন।

স কিং নাত্রেঃ পুত্রো ন কিমু হরচূড়ার্চ্চনমণিঃ
ন বা হন্তি ধ্বান্তং জগদুপরি কিংবা ন বসতি ॥ (১)

---

(১) অমৃতের আকর চন্দ্রে কোন অজ্ঞাত কারণে যে অল্প পরিমাণ কলঙ্ক বিদ্যমান আছে, তাহা জগদীশ্বরের ইচ্ছাপ্রযুক্তই হইয়াছে। চন্দ্র নানা গুণের আকর বলিয়া ঐ কলঙ্ক দ্বারা তাঁহার কোন ক্ষতি হয় নাই। কারণ কলঙ্ক সত্ত্বেও চন্দ্রকে কেহ অত্রি মুনির সন্তান কিনা, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করে না এবং শিব তাঁহাকে মস্তকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, আর চন্দ্র সর্ব্বদা মনুষ্যলোকের উপর বিরাজমান থাকিয়া গাঢ় অন্ধকার বিনাশ করিতে সমর্থ হইতেছেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অক্ষতযোনি হিন্দুবিধবাগণের পুনর্ব্বিবাহ বিষয়ে আন্দোলন

প্রথমা পত্নী শশিমুখীর গর্ব্ভে রাজবল্লভের দুই কন্যা এবং রামদাস, কৃষ্ণদাস, গঙ্গাদাস, রতনকৃষ্ণ, গোপালকৃষ্ণ, রাধামোহন ও কেবলরাম নামে সাত পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা বর্ত্তমান খুলনা জিলার অন্তর্গত সেনহাটি গ্রামে অরবিন্দ বংশে পরিণীতা হইয়াছিলেন (১) এবং ঐ মহিলার বংশধর অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন। ঐ গ্রামস্থ ধর্ম্মাঙ্গদবংশে দ্বিতীয়া কন্যার উদ্বাহকার্য্য সম্পাদিত হয়। ইনি রাজবল্লভের সন্তানগণ মধ্যে সর্ব্ব কনিষ্ঠা এবং ইঁহার নাম অভয়া। তৎকাল প্রচলিত "গৌরী-দান" প্রথানুসারে বিবাহের সময় এই কন্যা মাত্র অষ্টমবর্ষে পদার্পণ করিয়াছিল। অভয়া ও তাঁহার পিতামাতার দুর্ভাগ্যবশতঃ, সমুদ্রমন্থনে

---

(১) এই কন্যার স্বামির নাম গোবিন্দরাম দাশ। গোবিন্দরামের পুত্র রামদুলাল, রামদুলালের পুত্র নবকুমার এবং নবকুমারের পুত্র প্যারীমোহন। প্যারীমোহন অদ্যাপিও জীবিত আছেন।

তাঁহাদের ভাগ্যে হলাহল উত্থিত হইল, বিবাহের অত্যল্পকাল পরেই জামাতা রূপেশ্বর সেন ঐ অবোধ বালিকাকে অকূল দুঃখসাগরে নিক্ষেপ করিয়া কালের করাল গ্রাসে নিপতিত হইলেন। এই ঘটনায় সমস্ত রাজনগরে হুলস্থুল পড়িয়া গেল এবং বালিকার আত্মীয়বর্গ শোকে মুহ্যমান হইলেন। অচিরে বালিকার সুকোমল দেহ হইতে সমস্ত আভরণ অপসারিত করা হইল এবং সুন্দর পরিচ্ছদের পরিবর্ত্তে শুক্লবস্ত্রদ্বারা অভয়ার রমণীয় দেহ আবৃত করা হইল। পিতার অতুল ঐশ্বর্য্য সত্ত্বেও এই অবোধ বালিকা সমস্ত সুখবাঞ্ছা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক অকালে ব্রহ্মচারিণীর বেশ ধারণ করিয়া একাহারে জীবন যাপন করিতে লাগিল।

অভয়ার এই শোচনীয় পরিণাম রাজবল্লভের বক্ষে শেলের ন্যায় বিদ্ধ হইয়াছিল। অপ্রতিহত ক্ষমতা ও অতুল রাজ-সম্পদ তাঁহার নিকট অকিঞ্চিৎকর বোধ হইতে লাগিল। শোকের প্রথম উচ্ছ্বাস অপগত হইলে তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন, তনয়ার এই অভাবনীয় পরিণাম কদাচ মঙ্গলময় জগদীশ্বরের অভিপ্রেত হইতে পারে না; অতএব হিন্দু শাস্ত্র সমুদ্র-মন্থন করিয়া ইহার প্রতিবিধানের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। এই সময় কৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীশ, নীলকণ্ঠ সার্ব্বভৌম এবং কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশ রাজবল্লভের দ্বার-পণ্ডিতরূপে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি অচিরে ঐ পণ্ডিতগণকে আহ্বান করিয়া বিধবাবিবাহের বৈধতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে বলিলেন। তাঁহারা শাস্ত্রানুশীলন এবং পরস্পর আলোচনাদ্বারা সিদ্ধান্ত করিলেন যে-হিন্দুশাস্ত্রানুসারে অক্ষত যোনি বিধবাগণের পুনর্ব্বিবাহ হইতে কোন আপত্তি নাই। যে বিধবা-বিবাহ বহুকাল হইতে হিন্দুসমাজে অপ্রচলিত, মাত্র তিনজন পণ্ডিতের মতের উপর নির্ভর করিয়া তাহার পুনঃ প্রচলন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত ছিল না। সুতরাং এই বিষয়ে মতামত সংগ্রহ

করিবার নিমিত্ত রাজবল্লভ ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশস্থ পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। প্রেরিত দূত কাশী, কাঞ্চী, মিথিলা প্রভৃতি নানা স্থান হইতে অনুকূল মত সংগ্রহ করিয়া অবশেষে নবদ্বীপে সমাগত হইল।

এই সময় নবদ্বীপে বহুসংখ্যক পণ্ডিত বাস করিতেন। সমগ্র বঙ্গদেশের মধ্যে এক মাত্র ঐ স্থলেই বিবিধ শাস্ত্রের আলোচনা হইত এবং বঙ্গের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বিদ্যার্থিগণ নবদ্বীপে পাঠ সমাপন করিয়া উপাধি ধারণ করিতেন। যিনি নবদ্বীপে গিয়া পাঠ সমাপন না করিতেন, তিনি দেশমধ্যে পণ্ডিতপদবাচ্য হইতেন না। নবদ্বীপ হইতে পণ্ডিতমণ্ডলীকর্তৃক যে অভিমত প্রচারিত হইত, তাহা অশিষ্ট হইলেও বঙ্গদেশে বেদবাক্যের ন্যায় অভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপালিত হইত। এই সমস্ত পণ্ডিতগণ সুপ্রসিদ্ধ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের আশ্রিত ছিলেন। রাজবল্লভের সহিত কৃষ্ণচন্দ্রের সৌহার্দ্দ ছিল, সুতরাং তিনি মনে করিয়াছিলেন যে কৃষ্ণচন্দ্রের সাহায্যে নবদ্বীপ হইতে বিধবাবিবাহ বিষয়ে অনুকূল মত সংগ্রহ করিতে পারিবেন। কিন্তু সুচতুর কৃষ্ণচন্দ্রই রাজবল্লভের অভীষ্টসিদ্ধিবিষয়ে অলঙ্ঘ্য অন্তরায় হইয়া উঠিলেন। রাজবল্লভের প্রেরিত লোক নবদ্বীপে উপস্থিত হইলে, কৃষ্ণচন্দ্র তাহা-দিগকে সাদরে গ্রহণ করিয়া যথাসাধ্য সাহায্যদানে প্রতিশ্রুত হইলেন। অতঃপর তিনি গোপনে পণ্ডিতমণ্ডলীকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগের নিকট জ্ঞাত হইলেন যে, বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত। বৈদ্যবংশীয় রাজ-বল্লভকর্তৃক এইরূপ একটি গুরুতর সমাজসংস্কার সাধিত হইবে, তাহা কৃষ্ণচন্দ্রের অভিপ্রেত হইল না; তিনি উপস্থিত পণ্ডিতগণকে বলিলেন, আগামী কল্য রাজবল্লভের দূত আমার সভায় সমাগত হইলে, আপনারা বিধবাবিবাহ শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিবেন এবং আমি এ বিষয়ে আপনাদিগকে অনুকূল মত প্রদান করিবার নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ

অনুরোধ করিলেও আপনারা কদাচ মতপরিবর্ত্তন করিবেন না। এই সময় বাঙ্গালা দেশে নৈতিক অবনতির চরম সীমা উপস্থিত হইয়াছিল, সুতরাং পণ্ডিতমণ্ডলী কৃষ্ণচন্দ্রের প্রস্তাবে অম্লানবদনে সম্মত হইয়া স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিলেন।

পর দিন রাজবল্লভের প্রেরিত লোক সভায় আসীন হইলে, নবদ্বীপনিবাসী পণ্ডিতবর্গ পূর্ব্ব উপদেশ মতে বিধবাবিবাহের বৈধতা-বিষয়ে বিরুদ্ধ মত জ্ঞাপন করিলেন। কৌশলসম্পন্ন কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাদিগকে প্রকাশ্যে অনুকূল মত প্রদান করিবার নিমিত্ত বারংবার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু সত্যনিষ্ঠ (?) শাস্ত্রব্যবসায়িগণ কৃষ্ণচন্দ্রের অনুরোধে অসত্য (?) পথ অবলম্বন করিয়া নিরয়গামী হইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। (১)। রাজবল্লভ যে আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া পূর্ণ উৎসাহের সহিত কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং যাহা সুসিদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে তিনি মুক্তহস্তে অর্থ ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, তাঁহার সেই আশা এইরূপে নবদ্বীপপাদবিহারিণী ভাগীরথীসলিলে বিসর্জ্জন করিয়া রাজবল্লভের প্রেরিত দূত ম্লানমুখে রাজনগরে প্রত্যাবৃত্ত হইল।

বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিতে অসমর্থ হইয়া রাজবল্লভ ঐ বালিকার মনোরঞ্জনের নিমিত্ত উপায়ান্তর উদ্ভাবন করিলেন। তিনি অবিলম্বে এক স্বজাতীয় বালক সংগ্রহ করিয়া অভয়াকে দত্তক পুত্র স্বরূপ অর্পণ করিলেন। যে ধর্ম্মাঙ্গদবংশে ঐ দুহিতার বিবাহ হইয়াছিল, ঐ বংশ বঙ্গীয় বৈদ্যসমাজে কৌলীন্য নিমিত্ত সুবিখ্যাত। সামাজিক নিয়মানুসারে দত্তক পুত্র কৌলীন্য হইতে বঞ্চিত হইলেও চন্দনদ্বারা ঐ দোষের নিরসন হইতে

(১) ৺ কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় প্রণীত "ক্ষিতীশ বংশাবলী" ১৫৫ পৃষ্ঠা হইতে ১৫৬পৃষ্ঠা অবলম্বনে লিখিত।

পারে। রাজবল্লভ এই দত্তক পুত্রের কৌলীন্য রক্ষা করিতে কৃতসংকল্প হইয়া চন্দনের অনুষ্ঠান করতঃ বঙ্গদেশীয় সমস্ত বৈদ্যসন্তানগণকে নিমন্ত্রণ করেন। তাঁহার নিমন্ত্রণানুসারে বঙ্গীয় সমাজের প্রায় প্রত্যেক বংশীয় বৈদ্য রাজনগরে সমবেত হইয়া একবাক্যে ঐ দত্তক পুত্রের দোষমার্জ্জনা-পূর্ব্বক তাহাকে কুলীন বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। ঐ দত্তক পুত্রের নাম গোপীকৃষ্ণ সেন। গোপীকৃষ্ণের বংশধরগণ এখনও জীবিত আছেন এবং তাঁহারা বৈদ্যসমাজে কৌলীন্য মর্য্যাদা উপভোগ করিতেছেন (১)।

কেহ কেহ বলেন, রাজবল্লভের প্রেরিত লোক বিধবা-বিবাহের প্রস্তাব লইয়া নবদ্বীপে উপস্থিত হইলে কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাদিগকে ভোজ্য-দ্রব্যের সহিত একটি গোবৎস উপহার প্রদান করিয়াছিলেন, ও আগন্তুকগণ এই অভিনব উপহারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাহাদিগকে বলেন, শাস্ত্রের বিধানদ্বারা বহুকাল যাবৎ অপ্রচলিত বিধবা-বিবাহ পুনঃ প্রচলিত হইতে পারিলে শাস্ত্রানুসারে গোমাংস-ভক্ষণেও আপত্তি হইতে পারে না। রাজবল্লভের দূত এই উত্তর শ্রবণে লজ্জিত হইয়া নবদ্বীপ হইতে প্রস্থান করে। কাহারও মতে এই ঘটনা নেপালে সংঘটিত হইয়াছিল। এই সমস্ত জনশ্রুতির মধ্যে কোন্‌টি সত্য এবং কোন্‌টি মিথ্যা তাহা নির্ণয় করা সহজ সাধ্য নহে। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, নবদ্বীপাধিপতি রাজবল্লভের পক্ষ সমর্থন করিলে বিধবা-বিবাহ ঐ সময় হইতে বঙ্গদেশে পুনঃ প্রচলিত হইত

(১) গোপীকৃষ্ণ সেনের পুত্রের নাম রাধারমণ সেন। রাধারমণের পুত্র কাশীচন্দ্র সেন, কাশীচন্দ্রের পুত্র চন্দ্রকুমার, কৃষ্ণনাথ, নিশিনাথ ও কুঞ্জলাল। কৃষ্ণনাথের পুত্র তেজেন্দ্র ও শৈলেন্দ্র। নিশিনাথের পুত্র ভূপেন্দ্র এবং কুঞ্জলালের পুত্র ফণিভূষণ।

এবং কৃষ্ণচন্দ্রের বিরুদ্ধাচরণের নিমিত্তই রাজবল্লভের অভীষ্ট কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই।

বিধবা-বিবাহ যে হিন্দুশাস্ত্রানুসারে অসিদ্ধ নহে তাহা এখন অনেকেই স্বীকার করেন। কিন্তু এ কথা বলা যাইতে পারে যে, প্রাচীন আর্য্য-সমাজে যদিও অল্প পরিমাণে এই প্রথা প্রচলিত ছিল, কালে তাহা রহিত হইয়া গিয়াছিল। বিধবা-বিবাহের অপ্রচলন দ্বারা হিন্দুসমাজের যৌন-সম্বন্ধীয় পবিত্রতা-রক্ষা হইয়াছে এবং পূজনীয় আর্য্যগণ সামাজিক পবিত্রতা রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই, শাস্ত্রসঙ্গত হইলেও এই প্রথার তাদৃশ পক্ষপাতী ছিলেন না। প্রাচীন আর্য্য-সমাজে কোন পুরুষ ও রমণী অপ্রাপ্ত বয়সে বিবাহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইত না। সুতরাং বালবৈধব্যের বিষময় ফলও তাঁহাদিগকে উপভোগ করিতে হয় নাই। বঙ্গদেশে গৌরী দান প্রথা ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকের বিবাহ প্রবর্ত্তিত হওয়াতেই সমস্ত অনর্থ সংঘটিত হইতেছে। বোধ হয় এক পুরুষের এক স্ত্রীই জগদীশ্বরের অভিপ্রেত। স্ত্রীজাতির পক্ষে পত্যন্তর গ্রহণ যেমন দোষাবহ, পুরুষের পক্ষেও অন্য পত্নীগ্রহণ তদপেক্ষা অল্প নিন্দনীয় নহে। যাঁহারা সমাজসংস্করণে প্রয়াসী, তাঁহারা বিধবা-বিবাহের প্রচলন বিষয়ে চেষ্টা না করিয়া, বাল্য-বিবাহ ও পুরুষের দ্বিতীয় দার-পরিগ্রহ রহিত করিবার নিমিত্ত আন্দোলন উপস্থিত করিলে সমাজের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইতে পারে। রাজবল্লভের অভীষ্ট কার্য্যে পরিণত না হওয়ায় সমাজের মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল হয় নাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রাজবল্লভ যে সমস্ত যজ্ঞকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে "অগ্নিষ্টোম", "অত্যগ্নিষ্টোম", "বাজপেয়" ও "কিরীটকোণ" যজ্ঞই সমধিক প্রসিদ্ধ। একমাত্র কিরীটকোণ যজ্ঞ মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত কিরীটেশ্বরীর আলয়ে এবং অপর সমস্ত যজ্ঞ রাজনগরে সম্পন্ন হইয়াছিল। কোন্ সময় এই অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম এবং বাজপেয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়, তাহা নিশ্চয়রূপে বলা যায় না। রাজবল্লভ বর্দ্ধমানের অন্তর্গত শ্রীখণ্ড নামক গ্রামে ভূতনাথ দেবের এক মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ মন্দির সংলগ্ন প্রস্তরে নিম্নলিখিত শ্লোক লিখিত আছে—

প্রাসাদং সমকারয়ৎ পরমমুং শ্রীভূতনাথস্য বৈ।
যোঽগ্নিষ্টোমমহাধ্বরাদিমযজদ্যো বাজপেয়ী ক্ষিতৌ॥
দাতা শ্রীযুত রাজবল্লভ নৃপোঽম্বষ্ঠারবিন্দার্য্যমা।
শাকে তর্কমহীধ্রনাগরজনীনাথে চ মাঘেঽসিতে॥ (১)

এতদ্দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে, ১৬৭৬ শকে অর্থাৎ ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং ঐ সময়ের পূর্ব্বেই রাজবল্লভ অগ্নিষ্টোম ও বাজপেয়প্রভৃতি মহাযজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন।

---

(১) যিনি অগ্নিষ্টোম প্রভৃতি মহাযজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছেন, যিনি পৃথিবীতে বাজপেয়ী বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, অম্বষ্ঠকুলের গৌরব স্বরূপ সেই নৃপতি রাজবল্লভ ১৬৭৬ শাকের মাঘ মাসের শুক্লপক্ষে ভূতনাথ দেবের এই রমণীয় প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

যে সময় ভারতীয় আর্য্য সম্প্রদায় কোন অপরিজ্ঞাত দেশ হইতে আগমনপূর্ব্বক পবিত্র পঞ্চনদ প্রদেশে উপনিবেশ সংস্থাপন করেন এবং যে সময় তাঁহারা প্রাকৃতিক শক্তি-নিচয়কে দেবতাজ্ঞানে উপাসনা করিতেন, তৎকালে এই সমস্ত যজ্ঞকার্য্যের সূত্রপাত হইয়াছিল। ভারতাগত আর্য্য সন্তানগণ প্রথমতঃ দ্যুঃ, বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি এবং সাবিত্রী প্রভৃতি অল্প-সংখ্যক দেবতার অর্চ্চনা করিতেন। যেমন সরল-হৃদয় শিশু স্বীয় জনক জননীর নিকট অভীষ্ট বস্তুর প্রার্থনা করে, পূজনীয় প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণও তদ্রূপ ঐ সমস্ত দেবতাগণকে পরমাত্মীয় জ্ঞান করিয়া, পবিত্র বেদমন্ত্রোচ্চারণে তাঁহাদিগের নিকট স্বকীয় মনোবাঞ্ছা জ্ঞাপন করিতেন। তাঁহারা স্বয়ং সাতিশয় নির্ম্মলচিত্ত ছিলেন, সুতরাং তাঁহাদের কল্পনা-প্রসূত দেবতাগণ জনক জননী ও আত্মীয়বর্গের ন্যায়, সর্ব্বদা লোক হিতকর কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন বলিয়াই তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। ঐ সময় ভারতবর্ষীয় সুসভ্য আর্য্য সমাজে সভ্যতার কৃত্রিমতা প্রবেশ করে নাই। আর্য্য সন্তানগণ হল চালনা ও গবাদিপশু পালন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় তৎকালে বিভিন্ন জাতির আবির্ভাব হয় নাই, সমগ্র ভারতভূমির অধিবাসিগণ একমাত্র আর্য্য ও অনার্য্য এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। শ্রম বিভাগ ছিল না বলিয়া একই ব্যক্তি হলচালনা, যুদ্ধ এবং স্তোত্র রচনাপ্রভৃতি আবশ্যক সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিত। বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র প্রভৃতি বৈদিক যুগের ঋষিবর্গ জটাবল্কলধারী সন্ন্যাসিগণের ন্যায় সংসার পরিত্যাগ না করিয়া রীতিমত গৃহধর্ম্ম আচরণ করিতেন। সোমরস এই সময়ের অতি উপাদেয় পানীয় ছিল। বৈদিক যুগের ঋষিগণ এই রসের এত পক্ষপাতী ছিলেন যে, একমাত্র সোমলতার উদ্দেশ্যে বহুসংখ্যক স্তোত্র বিরচিত হইয়াছিল। যে উপায়ে ঐ লতা হইতে রস নির্গত করা হইত তাহা অতি কৌতুকাবহ। একযোগে সপ্তসংখ্যক আর্য্যললনা

কলকণ্ঠে সোমলতার স্তবসূচক সঙ্গীত লহরী উত্থিত করিয়া সুকোমল অঙ্গুলী দ্বারা লতা-নিষ্পেষণে প্রবৃত্ত হইতেন। লতা নিষ্পেষিত হইলে তাঁহারা তদুপরি অল্প অল্প জল সেচন করিতেন। অনন্তর ঐ রমণীগণ একখণ্ড উর্ণা-নির্ম্মিত বস্ত্রে ঐ সিক্ত ও নিষ্পেষিত লতা বিজড়িত করিয়া একটী পাত্রের উপর সংস্থাপন করিতেন। ক্রমে ঐ বস্ত্রখণ্ড পুনঃ পুনঃ সংকোচনে, নিষ্পেষিত লতা হইতে রস নির্গত হইয়া নিম্নস্থ পাত্রে সঞ্চিত হইত। বৈদিক ঋষিগণ ঐ রস দুগ্ধে মিশ্রিত করিয়া পরিতৃপ্তির সহিত পান করিতেন।

প্রথমতঃ সমস্ত যজ্ঞ কার্য্যই সহজ-সাধ্য ছিল। প্রত্যেক আর্য্য-সন্তান পাঠসমাপনপূর্ব্বক, গুরুগৃহ হইতে পিত্রালয়ে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইতেন এবং ঐ সময় স্বগৃহে যজ্ঞীয় অগ্নির সংস্থাপনা করিতেন। বিবাহের অব্যবহিত পর শুক্ল পক্ষের প্রতিপদে কিংবা পৌর্ণমাসীতে এই অগ্নির প্রতিষ্ঠা হইত। যে প্রক্রিয়া দ্বারা এই কার্য্য সম্পন্ন হইত তাহাকে অগ্ন্যাধান বলে। ঐ কার্য্য দুই দিবসে সম্পাদ্য ছিল। গার্হপত্য ও আহবনীয় এই দ্বিবিধ অগ্নি রক্ষা করিবার নিমিত্ত পৃথক্ দুই গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইত। গার্হপত্য অগ্নির নিমিত্ত বৃত্তাকার বেদিকা এবং আহবনীয় অগ্নির নিমিত্ত বর্গক্ষেত্রাকার বেদিকা নির্ম্মিত হইত। দক্ষিণাগ্নি রক্ষা করিতে হইলে ঐ উভয় বেদিকার দক্ষিণভাগে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি এক বেদিকা নির্ম্মাণ করা হইত।

গৃহপ্রবেশের প্রাক্কালে অধ্বর্য্যুনামক ঋত্বিক্ দুইখণ্ড কাষ্ঠ পরস্পর ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করিতেন এবং ঐ অগ্নি গার্হ-পত্য বেদিকায় সংস্থাপন করিতেন। সেই দিবস সায়ংকালে ঐ ঋত্বিক্ গৃহী ও তদীয় ধর্ম্মপত্নীকে দুইখণ্ড কাষ্ঠ প্রদান করিলে, তাঁহারা ঐ কাষ্ঠ ক্রোড়ে ধারণ করিয়া গার্হপত্যনামক কক্ষে প্রবেশ করিতেন। সমস্ত রজনী গৃহী ও তদীয় ধর্ম্মপত্নী জাগরিত থাকিয়া ঐ অগ্নি রক্ষা করিতেন

এবং প্রভাত সময়ে ঐ উভয় কাষ্ঠখণ্ডদ্বারা আহবনীয় অগ্নি উৎপাদন করিতেন। আহবনীয় অগ্নি উৎপন্ন হইলে অধ্বর্য্যুকর্ত্তৃক গার্হপত্য অগ্নি নির্ব্বাপিত হইত।

এই সময় কোন দেবালয় কিংবা দেবতা-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল না। প্রত্যেক গৃহী স্ব স্ব গৃহস্থিত বেদিকার পার্শ্বে উপবেশনপূর্ব্বক পবিত্র বেদমন্ত্রোচ্চারণে অভীষ্ট দেবতার আরাধনা করিতেন (১)।

কালক্রমে আর্য্যসমাজ ধনে জনে উন্নতি লাভ করিলে তাঁহাদের অনুষ্ঠেয় যজ্ঞকার্য্য বহুব্যয়সাধ্য ও আড়ম্বরপূর্ণ হইয়া উঠিল। এই সময়ে প্রত্যেক যজ্ঞকার্য্যনির্ব্বাহের নিমিত্ত হোতৃগণ, অধ্বর্য্যুগণ, উদ্গাতৃগণ এবং ব্রহ্মগণ এই চারি শ্রেণীস্থ ঋত্বিক্ নিযুক্ত হইতেন। অধ্বর্য্যুগণ পরিমাণ করিয়া যজ্ঞবেদিকা ও যজ্ঞীয় পাত্র প্রস্তুত করিতেন, যজ্ঞকার্য্যে যে কাষ্ঠ ও বারির প্রয়োজন হইত, তাহা তাঁহারা সংগ্রহ করিয়া দিতেন এবং পশু-হনন-ক্রিয়া ঐ অধ্বর্য্যু কর্ত্তৃকই সম্পাদিত হইত। উদ্গাতৃগণ স্বর-সংযোগে সুমধুর সাম গান করিতেন এবং হোতৃগণ ঋঙ্‌মন্ত্রউচ্চারণ পূর্ব্বক যজ্ঞকার্য্যে সহায়তা করিতেন। ব্রহ্মগণ-নামক ঋত্বিক্ শ্রেণীর কোন বিশেষ কার্য্য নির্দ্দিষ্ট ছিল না; তাঁহারা সমগ্র যজ্ঞ কার্য্যের অধ্যক্ষতা করিতেন এবং অপর শ্রেণীস্থ ঋত্বিকের কোন বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইলে তাঁহারা ঐ সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিতেন। প্রত্যেক শ্রেণীতে চারিজন করিয়া ঋত্বিক্ নিযুক্ত হইত। হোতৃগণে যে চারি জনের প্রয়োজন হইত, তাঁহাদের নাম হোতা, প্রশাস্তা, আচ্ছাবক ও গ্রাবস্রোতা; অধ্বর্য্যুগণে যে চারি জনের প্রয়োজন হইত তাঁহাদের নাম অধ্বর্য্যু, প্রতিপ্রস্থাতা, নেষ্টা ও উন্নেতা, ব্রহ্মগণে যে চারি জনের

---

(১) শ্রীযুক্ত বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত, সি, আই, ই, প্রণীত ইংরেজী ভাষায় লিখিত "ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস" নাম গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত।

আবশ্যক হইত, তাঁহাদের নাম ব্রহ্মা, ব্রাহ্মণাচ্ছংশী, অগ্নীৎ ও পোতা এবং উদ্‌গাতৃগণে যে চারি জন ঋত্বিক্ নিযুক্ত হইতেন, তাঁহাদের নাম উদ্‌গাতা, প্রস্তোতা, প্রতিহর্ত্তা এবং সুব্রাহ্মণ্য। অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম এবং বাজপেয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান প্রকরণ একই প্রকারের, তবে মন্ত্র বিভিন্ন। ঐ সমস্ত যজ্ঞ কার্য্য এক মাত্র বসন্তকালেই সম্পাদ্য এবং পঞ্চাহ-সাধ্য। যাঁহারা বেদজ্ঞ এবং আহিতাগ্নি, কেবল তাঁহারাই এই সমস্ত যজ্ঞকার্য্য সম্পাদন করিতে অধিকারী।

সুপ্রসিদ্ধ সেন-রাজবংশের অধঃপতনের পর এবং রাজবল্লভের অভ্যুত্থানের পূর্ব্বে, বাঙ্গালা দেশে কেহ ঐ সমস্ত যজ্ঞকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। "ক্ষিতীশ বংশাবলী" প্রণেতা ৺কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় বলেন, নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র রায়ও অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যে রাজবল্লভের পূর্ব্বে এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ বিদ্যমান নাই। রাজবল্লভের সমসাময়িক যে সকল লেখক তৎসম্বন্ধে লেখনী ধারণ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই রাজবল্লভকে "অগ্নিষ্টোম-যজ্ঞকারী" বা "বাজপেয়ী" প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা এই প্রতীয়মান হইতেছে যে, ঐ সমস্ত যজ্ঞকার্য্য তৎকালে অতি অভিনব ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত হইত এবং যাঁহারা ঐরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন, তাঁহাদিগকে লোকে সাতিশয় সম্মানের চক্ষে নিরীক্ষণ করিত। রাজবল্লভ ও কৃষ্ণচন্দ্র সমসাময়িক লোক; অথচ ঐ সময়ের কোন লেখক নবদ্বীপাধিপতির প্রতি ঐরূপ বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না। ইহাতে সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে, যে সময় কৃষ্ণচন্দ্র অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ সম্পাদন করেন, তৎকালে উহার অভিনবত্ব অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণে বিদূরিত হইয়াছিল। কি বিধবা-বিবাহ প্রচলনের চেষ্টা, কি নিরুপবীত-অম্বষ্ঠগণের মধ্যে যজ্ঞোপবীত

প্রথা-প্রবর্ত্তনের অনুষ্ঠান, কি স্বজাতীয় বিভিন্ন সমাজমধ্যে পরস্পর আদানপ্রদানের উদ্যোগ, এই সমস্ত কার্য্যেই রাজবল্লভকে প্রচলিত অথচ শাস্ত্রবিগর্হিত প্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে এবং প্রাচীন শাস্ত্রের আশ্রয় অবলম্বন করিতে দেখা যায়। অতএব যে সমস্ত বৈদিক ক্রিয়া পৌরাণিক ধর্ম্মপ্লাবিত বাঙ্গালা দেশে, সেনরাজবংশের অধঃপতনের পর হইতে অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছিল, রাজবল্লভ যে ঐ সমস্ত কার্য্যে পুনরনুষ্ঠান সম্বন্ধে পথ-প্রদর্শক তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

ঐ সমস্ত যজ্ঞ-কার্য্যোপলক্ষে রাজনগরে পবিত্র প্রাচীন বৈদিক যুগের এক জীবন্ত চিত্রপট দর্শকমণ্ডলীর সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছিল।

যজ্ঞস্থলে বৈদিক যুগের রীতি অনুসারে মণ্ডপ, গৃহ ও রথ ইত্যাদি প্রস্তুত হইয়াছিল। উদ্গাতৃগণ সুললিত স্বর সংযোগে সুমধুর সামগান করিয়াছিলেন, ঋত্বিক্‌গণ স্বহস্তে বেদিকানির্ম্মাণ, কাষ্ঠচ্ছেদন ও যূপকাষ্ঠ নির্ম্মাণপ্রভৃতি কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন, লৌহনির্ম্মিত অস্ত্রের পরিবর্ত্তে কাষ্ঠবিনির্ম্মিত প্রহরণ ব্যবহৃত হইয়াছিল, বৈদিক নিয়মানুসারে সোমলতা হইতে রস নিষ্পেষণ করা হইয়াছিল এবং মুদ্রার পরিবর্ত্তে গো অথবা ছাগবিনিময়ে সোমলতা ক্রয় করা হইয়াছিল। ঋত্বিক্‌গণ ভৃষ্টযব সোমরসে সিক্ত করিয়া আহার করিয়াছিলেন এবং যজমান-পত্নী অবগুণ্ঠন-শূন্য মস্তকে যজ্ঞশালায় প্রবেশ করিয়া, যজমানসহ বৈদিক সময়োচিত নানাবিধ প্রক্রিয়া করিয়াছিলেন। তখন বোধহইয়াছিল যেন পৌরাণিক যুগ রাজনগর হইতে অন্তর্হিত এবং পবিত্র বৈদিকযুগ পুনরায় আবির্ভূত হইয়াছে (১) যেন তখন পর্য্যন্ত শ্রমবিভাগ

(১) শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্র মোহন রায় ১৩১০ সনের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার "নবপ্রভা" নামক মাসিক পত্রিকায় "বিদুষী আনন্দময়ী নামক" এক প্রবন্ধ প্রচার করিয়াছেন। ঐ প্রবন্ধে

বিধিবদ্ধ হয় নাই, যেন আর্য্য-সন্তানগণ এখনও সেই অতি শীতপ্রধান পঞ্চনদ প্রদেশে অবস্থান-নিবন্ধন সোমরস পান করিয়া দেহের উত্তাপ রক্ষা করিতেছেন, যেন আর্য্য-ললনাগণের নিঃসঙ্কোচে বিচরণবিষয়ে এখন পর্য্যন্ত কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয় নাই, যেন আর্য্যসমাজে লৌহের ব্যবহার শিক্ষা হয় নাই, যেন বাহুল্যরূপে ধাতুনির্ম্মিত মুদ্রার প্রচলন হয় নাই এবং যেন আহার্য্যবিষয়ে আর্য্য-সন্তানগণ বিলাসিতা শিক্ষা করেন নাই।

রাজবল্লভ যে সমস্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে "স্বর্গা-রোহণ" নামক যজ্ঞই সমধিক আড়ম্বরের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

লিখিত আছে যে, রাজবল্লভের জ্ঞাতি জপ্‌সা নিবাসী রামগতি সেন এবং তাঁহার কন্যা আনন্দময়ী দেবীর বিদ্যাবত্তার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। রাজবল্লভ অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের প্রাক্কালে রামগতি সেনের নিকট ঐ যজ্ঞের প্রমাণ ও যজ্ঞকুণ্ডের প্রতিকৃতি জানিবার ইচ্ছা করিলে, তিনি কন্যা আনন্দময়ীর প্রতি ঐ কার্য্যের ভার অর্পণ করেন এবং ঐ বিদুষী ললনা তদনুসারে স্বহস্তে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের প্রমাণ ও প্রতিকৃতি লিখিয়া রাজবল্লভের নিকট পাঠাইয়াছিলেন।

আনন্দময়ী দেবীর প্রপিতামহ কৃষ্ণরাম দেওয়ানের জীবদ্দশায় যে রাজবল্লভ জপ্‌সা গ্রামে অবস্থান করিয়া অধ্যয়ন করিয়াছেন এ কথা অনেকে বলেন। জপ্‌সা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দনাথ রায় মহাশয়ের মতে কৃষ্ণরাম দেওয়ান অল্পবয়সে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন। রাজবল্লভের জন্মের ৪৭ বৎসর মধ্যে যে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ সম্পাদিত হইয়াছিল, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। ঐ সময়ে আনন্দময়ীর জন্ম হইয়াছিল কি না সে বিষয়ে গুরুতর সন্দেহ আছে এবং জন্ম হইয়া থাকিলেও তিনি তৎকালে শৈশব অতিক্রম করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। তৎকালে বঙ্গদেশ পৌরাণিক ধর্ম্মে প্লাবিত ছিল এবং কেহ এই সমস্ত বৈদিক প্রক্রিয়ার বিষয় অবগত ছিলেন কি না সন্দেহ। অতএব যতীন্দ্র বাবুর লিখিত বৃত্তান্তে সহজে আস্থা স্থাপন করা যায় না। পরিশিষ্টে টমসন সাহেবের যে রিপোর্ট সংযোগ করা গিয়াছে তাহাতে প্রতীয়মান

জ্যেষ্ঠপুত্র রামদাসের প্রযত্নে রাজসাগরনামক সরোবরের তীরে এই যজ্ঞ সম্পন্ন হয়। লোকে বলে যে, এই অনুষ্ঠানের সময় রাজনগরে এত অধিক লোকের সমাগম হইয়াছিল যে, সুদীর্ঘ রাজনগরের খালের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত আগন্তুকের নৌকায় পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

হইবে যে, আনন্দময়ীর পিতামহ লালা রামপ্রসাদ ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজবল্লভের উত্তরাধিকারিগণের কার্য্য করিয়াছেন। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ৫৬ বৎসর বয়সে রাজবল্লভের মৃত্যু হয়। অতএব রামপ্রসাদ রাজবল্লভের অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ হওয়াই সম্ভব। রাজবল্লভের যজ্ঞ সম্পাদনকালে, অর্থাৎ ৪৭ বর্ষ বয়ঃক্রমের সময়, রামপ্রসাদের পুত্র রামগতি এবং রামগতির কন্যা আনন্দময়ীর কি বয়স ছিল তাহা সহজে অনুমেয়। শ্রীযুক্ত বাবু দীনেশচন্দ্র সেন প্রণীত "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যনামক গ্রন্থপাঠে অবগত হওয়া যায় যে ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে আনন্দময়ীর বয়ঃক্রম নয় বৎসর ছিল; সুতরাং ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার বয়স দুই বৎসরের অধিক হয় নাই।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

সিরাজউদ্দৌল্লার বিদ্রোহ।

বিধাতা আলিবর্দ্দীর ললাটে শান্তিসুখ লিখিতে বিস্মৃত হইয়াছিলেন। সিংহাসন-লাভের অব্যবহিত পরেই তাঁহাকে উড়িষ্যার শাসন-কর্ত্তা মুরশিদকুলীখাঁর বিরুদ্ধে অভিযান করিতে হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রীয়গণ সদলবলে বাঙ্গালার শস্যশ্যামল ক্ষেত্রসমূহ ধ্বংস করিতে আরম্ভ করিলে, তাঁহাকে সাতিশয় বেগ পাইতে হইয়াছিল। এ দিকে সুদক্ষ সেনানী মুস্তাফা খাঁ বিদ্রোহভাব অবলম্বন করিয়া আলিবর্দ্দীর অনেক বলক্ষয় করিয়াছিল। তিনি এই সমস্ত বিপদ্‌রাশি হইতে উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে পুনরায় মহারাষ্ট্রীয়গণ দলে দলে বাঙ্গালায় আসিয়া উৎপাত আরম্ভ করিল। এক্ষণে ঐ মহারাষ্ট্রীয়গণকে সমূলে ধ্বংস করিতে কৃতসংকল্প হইয়া নবাব সসৈন্যে মুরশিদাবাদ হইতে বহির্গত হইলেন। মীরজাফর ও রায়দুর্ল্লভ স্ব স্ব সেনাদল সহ প্রভুর অনুগমন করিলেন। বিধাতার বিড়ম্বনায় সমবেত সৈন্যদল মেদিনীপুর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেই বর্ষাকাল সমাগত হইয়া তাহাদের গতিরোধ করিল। সুতরাং বর্ষাপ্রভাতে পুনরায় অগ্রসর হইবেন স্থির করিয়া আলিবর্দ্দী মেদিনীপুরে শিবিরসন্নিবেশপূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই সময় এক অভাবনীয় বিপদ্ সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার মানসিক শান্তি বিনাশ করিতে উদ্যত হইল।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে কনিষ্ঠা কন্যা আমনা বিবীর জ্যেষ্ঠ পুত্র সিরাজউদ্দৌল্লাকে আলিবর্দ্দী বাল্যকাল হইতে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া লালন পালন করিতেছিলেন। সায়র মোতাক্ষরীণ প্রণেতা বলেন, "প্রেমিক যেমন প্রিয়তমার অদর্শনে উদ্ভ্রান্তচিত্ত হয়, আলিবর্দ্দীও ঐরূপ সিরাজকে দুই দণ্ড দেখিতে না পাইলে অস্থির হইয়া পড়িতেন।" আমনা বেগমের স্বামী জয়নদ্দিন আহাম্মদ বিহার প্রদেশের সুবাদারী-পদে নিযুক্ত ছিলেন। মীরহবিরপ্রমুখ দুর্দ্দান্ত আফগানগণ সন্ধির ছলনায় পাটনায় প্রবেশ করিয়া ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে হত্যা করে এবং তদীয় বিধবা পত্নী ও অনাথ বালক-বালিকাগণকে কারাগারে নিক্ষেপ করে। এই নিদারুণ সংবাদ আলিবর্দ্দীর কর্ণগোচর হইলে তিনি ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে সসৈন্যে পাটনায় গমন করিয়া ঐ আফগানদিগকে পরাভূত করেন এবং পাটনা নগরীর উদ্ধার সাধন করিয়া সসন্তান কারারুদ্ধ তনয়াকে তাহাদিগের কালকবল হইতে মুক্ত করেন। এই যুদ্ধে নবাবের মধ্যম ভ্রাতুষ্পুত্র ও মধ্যমা তনয়ার স্বামী সৈয়দ আহম্মদ তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন। আলিবর্দ্দী প্রথমতঃ ঐ জামাতাকেই বেহার প্রদেশের শাসন-কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত করিবেন বলিয়া সংকল্প করেন। কিন্তু নবাব পত্নীর বিরুদ্ধাচরণে এই সংকল্প কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই। আলিবর্দ্দীর ন্যায় তদীয় সহধর্ম্মিণীও সিরাজের প্রতি নিরতিশয় স্নেহপরায়ণা ছিলেন। আলিবর্দ্দী লোকান্তর গমন করিলে বাঙ্গালার সিংহাসন সিরাজের করতলগত হয়, ইহা স্বামী ও স্ত্রী উভয়েরই আন্তরিক অভিলাষ ছিল। নবাব-পত্নী মনে করিয়াছিলেন, বিহারপ্রদেশ বঙ্গরাজ্যের দ্বারস্বরূপ এবং এই প্রদেশ সৈয়দ আহম্মদের হস্তগত হইলে সিরাজের পক্ষে বাঙ্গালার সিংহাসন লাভ করা সহজসাধ্য হইবে না। সুতরাং তিনি স্বামীকে বলেন যে, বিহার প্রদেশের শাসনকর্ত্তৃত্ব পৈত্রিকস্বত্বে

সিরাজেরই প্রাপ্য। আলিবর্দ্দী প্রিয়তমা পত্নীর বাক্যে অবহেলা না করিয়া সিরাজকেই ঐ প্রদেশের শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত করেন। এই সময় সিরাজউদ্দৌল্লা অতি অল্প-বয়স্ক, সুতরাং নবাব বিশ্বস্ত অমাত্য জানকীরামকে সিরাজের প্রতিনিধিস্বরূপ পাটনায় সংস্থাপন করিয়া মুরশিদাবাদে প্রত্যাবৃত্ত হন।

আলিবর্দ্দীর মেদিনীপুরে অবস্থানকালে সিরাজ মুরশিদাবাদ নগরীতে প্রিয়তমা লুৎফন্নেচ্ছার মনোরঞ্জনে নিযুক্ত ছিলেন। মেহদিনেগার নামক জনৈক সম্ভ্রান্তবংশীয় মুসলমান জয়নদ্দিনের অধীনতায় কার্য্য করিতেন। তিনি এই সুযোগে সিরাজকে আলিবর্দ্দীর স্নেহশৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া স্বাধীন হইবার নিমিত্ত উত্তেজিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তরলমতি সিরাজ মাতামহের অপরিসীম স্নেহরাশি তুচ্ছ করিয়া একদা রজনীযোগে প্রিয়তমা লুৎফন্নেচ্ছা ও কতিপয় অনুচরসহ পাটনা অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। সিরাজ স্থির করিয়াছিলেন যে পাটনায় উপস্থিত হইয়া জানকীরামকে শাসনকর্ত্তৃত্ব হইতে অপসৃত ও স্বয়ং বিহার প্রদেশের শাসনদণ্ড গ্রহণ করিবেন। এই সময় নিবাইস মহম্মদ আলিবর্দ্দীর প্রতিনিধিস্বরূপ মুরশিদাবাদে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি সিরাজকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিয়া বিফল প্রযত্ন হইলেন এবং অবিলম্বে সিরাজ-সংক্রান্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত আলিবর্দ্দীর নিকট জনৈক দূত প্রেরণ করিলেন (১)।

আলিবর্দ্দী শিবিরাভ্যন্তরে হোসেনকুলীখাঁ প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত কর্ম্মচারিবর্গের সহিত বিশ্রব্ধালাপে নিযুক্ত ছিলেন, এমন সময় নিবাইসের প্রেরিত দূত তথায় উপস্থিত হইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিল। স্নেহপ্রবণ বর্ষীয়ান্ নবাব এই সংবাদ শ্রবণে মর্ম্মাহত হইলেন ; কিয়ৎকাল

(1) English translation of Sair Motakharin by Hagi Mostapha Vol. II. Pages 93 to 95.

পর্য্যন্ত তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। নবাবের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল এবং তাঁহার বদনমণ্ডল বিষাদে মলিনতা প্রাপ্ত হইল। সেই সময়েও প্রিয়তম দৌহিত্রের অমঙ্গল আশঙ্কা আলিবর্দ্দীর স্নেহপ্রবণ হৃদয়কে আলোড়িত করিতেছিল। তৎকালে বর্ষাসুলভ ঝড় বৃষ্টির অভাব ছিল না। বর্ষীয়ান্ নবাব তৎসমুদয় তুচ্ছ করিয়া স্নেহপূর্ণ লিপিসহ জনৈক দুত অবিলম্বে দৌহিত্রের নিকট প্রেরণ করিলেন এবং স্বয়ং এক শিবিকায় আরোহণ করিয়া পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন। সিরাজ ঐ লিপির প্রত্যুত্তরে দুতমুখে বৃদ্ধকে বলিলেন—"আপনি অন্যায়মতে আমাকে পৈতৃক স্বত্ব হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছেন এবং বাহ্য ভালবাসা প্রদর্শন করিয়া আমার ভবিষ্যতের পথ কণ্টকাকীর্ণ করিতেছেন। নিবাইস ও সৈয়দ আহাম্মদ আপনার অনুগ্রহে প্রচুর সম্পদ্ লাভ করিয়াছে, আপনি কেবল স্তোভবাক্য দ্বারা আমাকে ভুলাইয়া রাখিবার প্রয়াস পাইতেছেন। আমি আর আপনার আদেশ প্রতিপালন করিব না এবং পাটনায় যাইয়া স্বহস্তে বিহার প্রদেশের শাসন দণ্ড পরিচালনা করিব। আপনার আর অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজন নাই। আমাকে বিরত করিবার চেষ্টা করিলে, হয়, আপনার শিরশ্ছেদ করিব, নতুবা আমার ছিন্ন মস্তক আপনার হস্তীর পদতলে লুণ্ঠিত হইবে।" (১)

কিয়ৎকাল মধ্যে সিরাজ অনুচরবর্গসহ পাটনায় সমুপস্থিত হইলেন। আলিবর্দ্দীর বিশ্বস্ত অমাত্য জানকীরাম এক্ষণে বিষম সমস্যায় পড়িলেন। নবাবের অভিপ্রায় না জানিয়া সিরাজের হস্তে পাটনা নগরীর সমর্পণ করা তাঁহার সাধ্যায়ত্ত ছিল না। ঐ দিকে সসৈন্যে বাধাপ্রদান করিলে যুদ্ধে আলিবর্দ্দীর প্রিয়তম দৌহিত্রের প্রাণনাশ হওয়াও বিচিত্র নহে এবং দৈবাৎ ঐরূপ কোন দুর্ঘটনা সংঘটিত হইলে শোকোন্মত্ত নবাব

(1) English translation of Sair Motakharin by Hagi Mostapha Vol. II. Pages 95 and 96.

তাঁহার সর্ব্বনাশ সাধন করিতে অণুমাত্রও সংকোচিত হইবেন না। সৌভাগ্যক্রমে ভগবান্ জানকীরামকে সহজেই এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিলেন, সিরাজের অপরিণাম দর্শিতায় তাঁহার অনুচরবর্গ যুদ্ধে পরাভূত হইল এবং তিনি অক্ষতশরীরে জানকীরামের হস্তে বন্দীভূত হইলেন।

এদিকে আলিবর্দ্দী ত্বরিতপদে পাটনায় উপস্থিত হইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইলেন এবং অবিলম্বে সিরাজকে আনয়নপূর্ব্বক বক্ষে ধারণ করিলেন। এই ঘটনায় সিরাজ জানকীরামের প্রতি নিরতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু আলিবর্দ্দী মধ্যস্থতা করিয়া তাহার চিত্তবিকার অপনোদন করিলেন এবং অচিরে দৌহিত্র-সমভিব্যাহারে মুরশিদাবাদে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

জীবনের অধিকাংশ সময় আলিবর্দ্দী কেবল রণক্ষেত্রের অশান্তিতেই যাপন করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার জীবনের প্রদোষকাল সমাগত হইয়াছে; সুতরাং তিনি শান্তিসুখ উপভোগ করিবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়া পড়িলেন। দুর্দ্দান্ত মহারাষ্ট্রীয়গণ সহজে ছাড়িবার পাত্র ছিল না; নবাব অবিলম্বে উড়িষ্যাপ্রদেশের দাবি পরিত্যাগ করিয়া তাহাদের অনুকূলে সন্ধিসংস্থাপন করিলেন। পাটনা সংক্রান্ত ঘটনায় সিরাজের উচ্চাকাঙ্ক্ষার বিষয় আলিবর্দ্দী অবগত হইয়াছিলেন। রাজ্যশাসনের গুরুভার কিয়ৎপরিমাণে লাঘব ও সিরাজকে সন্তুষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে বৃদ্ধ নবাব প্রিয়তম দৌহিত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া রাজকীয় কতিপয় কার্য্যভার ঐ যুবকের হস্তে অর্পণ করিলেন (১)।

---

(1) Long's unpublished records of Government from 1748 to 1767. Page 33. (Dispatch to the Court dated the 18th September 1752.)

আলিবৰ্দ্দী লোকান্তর গমন করিলে বাঙ্গালার সিংহাসন স্বকীয় করতল গত হইবে, নিবাইস মহম্মদ বহুকাল হইতে এই আশা হৃদয়ে পোষণ করিতেছিলেন। সুতরাং সিরাজের যৌবরাজ্যে অভিষেকে তিনি মনে মনে নিরতিশয় অসন্তুষ্ট হইলেন, কিন্তু প্রকাশ্যে কিছু বলিলেন না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মতিবিবী

আলিবর্দ্দীর জ্যেষ্ঠ জামাতা নিবাইস মহম্মদ দয়াদাক্ষিণ্যপ্রভৃতি বহু সদ্‌গুণের আধার ছিলেন। তাঁহার অমায়িকতা ও সরল প্রকৃতিতে মুরশিদাবাদের জনসাধারণের চিত্ত তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। অধীন কর্ম্মচারিগণের সহিত তিনি অকপট বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিতেন। দরিদ্রের কাতর প্রার্থনা তদীয় স্নেহপ্রবণ হৃদয়কে সহজে দ্রবীভূত করিত। কাহারও বিপদের সংবাদ অবগত হইলে তিনি অযাচিতভাবে বিপন্ন ব্যক্তির সমীপস্থ হইয়া যথাসাধ্য সাহায্য দান করিতেন। মুরশিদাবাদ নগরের যাবতীয় দুঃস্থ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার নিমিত্ত তাঁহার প্রাসাদদ্বার সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকিত। অভাবগ্রস্ত লোকের সাহায্যের নিমিত্ত তিনি নিয়মিতরূপে মাসিক সপ্তত্রিংশৎ সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিতেন। যাঁহারা নিয়মিতরূপে সাহায্য প্রাপ্ত হইত তাহাদের নাম ও নির্দ্দিষ্ট সাহায্যের পরিমাণ নিবাইসের নিকট লিপিবদ্ধ থাকিত। প্রতি মাসের প্রথম দিবস তিনি স্বয়ং দাতব্য মুদ্রা বিভাগ করিয়া বিশ্বস্ত ভৃত্যদ্বারা যথাস্থানে প্রেরণ করিতেন। কেবল পরিচিত ও আত্মীয় হইলেই যে নিবাইস সাহায্য দান করিতেন এমন নহে। দুরবস্থাপন্ন অপরিচিত ও অনাত্মীয় ব্যক্তির প্রতি করুণাবারি সেচন করিতেও তিনি কদাচ কুণ্ঠিত হইতেন না।

গিরীয়ার যুদ্ধের অবসানে নবাব সরফরাজ খাঁর জননী নেফিচ্ছা-বেগম নিরাশ্রয়া হইলে, নিবাইস আগ্রহ সহকারে তাঁহাকে স্বকীয় আলয়ে আশ্রয় প্রদান করেন। এ স্থলে ঐ মহিলা সাতিশয় সম্মানের

সহিত অবস্থান করিয়াছিলেন। নিবাইস তাঁহাকে জননীর ন্যায় মান্য করিতেন এবং জননী বলিয়া সম্বোধন করিতেন। নেফিচ্ছাবিবী নিবাইসের গৃহের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইয়াছিলেন। সাংসারিক বিষয়ে স্বয়ং ঘেসেটিবিবীও ঐ রমণীর আদেশ অপেক্ষা করিতেন। সরফ-রাজ-জননী সমীপস্থ হইলেই নিবাইস তাঁহার সমক্ষে করযোড়ে দণ্ডায়মান হইতেন এবং অনুমতি লাভ না করা পর্য্যন্ত আসনপরিগ্রহ করিতেন না।

সায়র মোতাক্ষরীণ প্রণেতা সৈয়দ গোলাম হোসেনের জননী নিবাইস মহম্মদের দূর সম্পর্কান্বিতা ছিলেন। একদা ঐ মহিলা অভাব-গ্রস্ত হইয়া মুরশিদাবাদে আগমন করেন। সহৃদয় নিবাইস এই সংবাদ শুনিয়া অবিলম্বে তাঁহার নিকট উপযুক্ত অর্থ প্রেরণ করেন এবং যতকাল তিনি মুরশিদাবাদে অবস্থান করিয়াছিলেন, নিবাইস তাঁহাকে উপযুক্ত পরিমাণে নিয়মিত অর্থ সাহায্য করিতে কদাচ কুণ্ঠিত হন নাই। এই সময় ঐ সৈয়দ ললনা সর্ব্বদা নিবাইসের অন্তঃপুরে যাতায়াত করিতেন। ভাগবিবীনামক নিবাইসের জনৈক অনুগৃহীতা নর্ত্তকী তদীয় আলয়ে বাস করিতেছিল। দাসদাসীগণ প্রভুর বিরাগভাজন হওয়ার ভয়ে ঘেসেটি বিবীর পরেই ঐ বারবনিতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিত। কিন্তু গোলাম হোসেন সাহেবের জননী আত্মসম্মান বশতঃ ঐ নর্ত্তকীকে সাতিশয় ঘৃণার চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন এবং কদাচ উপযাচিকা হইয়া তাহার সহিত বাক্যালাপ করিতেন না। একদা তিনি নিবাইসের আলয়ে আগমন করিয়া নেফিচ্ছা বেগম ও ঘেসেটি বিবীর সহিত কথোপকথনে নিযুক্ত আছেন, এমন সময় ভাগবিবী তথায় উপস্থিত হইয়া ঐ মহিলাকে সমপদস্থ ব্যক্তির ন্যায় সম্বোধন করে। গর্ব্বিতা সৈয়দ ললনা ইহাতে সাতিশয় কুপিতা হইলেন এবং স্বীয় পরিচারিকার প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া

ভাগবিবীকে বলিলেন "কতিপয় বহুমূল্য অলঙ্কার পরিধান নিবন্ধন তোমার স্পর্দ্ধা উপযুক্ত সীমা লঙ্ঘন করিয়াছে ; কিন্তু তুমি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিও আমার এই পরিচারিকা ও তোমার মধ্যে পদমর্য্যাদা-বিষয়ে অণুমাত্রও প্রভেদ নাই।" নর্ত্তকী কখনও এরূপ পরুষ ব্যবহার প্রত্যাশা করে নাই ; সুতরাং সে তথা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া নিবাইসের নিকট গমন করিল, এবং অশ্রুপূর্ণলোচনে তাঁহার নিকট সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিল। নিবাইস এই রমণীর প্রতি নিরতিশয় অনুরক্ত ছিলেন ; কিন্তু উপস্থিতক্ষেত্রে তাহার মনোরঞ্জনের নিমিত্ত সম্ভ্রান্তবংশোদ্ভবা সৈয়দ ললনার প্রতি কোনরূপ অসন্তোষ প্রকাশ করা সঙ্গত মনে করিলেন না। এবং নর্ত্তকীকে বলিলেন "আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই মহিলা সাতিশয় গর্ব্বিতা, ইঁহার সহিত সাবধানে বাক্যালাপ করিও। আমার উপদেশ অবহেলা করিয়া উপযুক্ত প্রতিফল পাইয়াছ, এখন কোন প্রতিবিধান করা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে।" সৈয়দ-পত্নী নর্ত্তকীর প্রতি পরুষবাক্য প্রয়োগ করিয়াই অভিমানভরে স্বালয়ে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন। নিবাইস দেখিলেন এই ঘটনার পর কতিপয় দিবস অতীত হইলেও ঐ মহিলা আর তাঁহার আলয়ে আগমন করেন না ; অগত্যা তিনি লোক প্রেরণ করিয়া তাঁহার ক্রোধোপশমের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সফলকাম হইতে পারিলেন না। অবশেষে নিবাইস সৈয়দ ললনাকে বলিয়া পাঠাইলেন আপনি অদ্য আমার গৃহে পদার্পণ না করিলে আমি ঘেসিটিবিবীকে সঙ্গে লইয়া আপনার আলয়ে উপস্থিত হইব। গোলাম হোসেনের জননীকে এবার নিবাইসের গৃহে আগমন করিতে হইল এবং তিনি উপস্থিত হইয়া অভিমানভরে বলিলেন আমি শীঘ্রই পাটনায় গমন করিব। নিবাইস এই কথা শুনিয়া সাতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং বলিলেন আমি জ্ঞাতসারে আপনার কোন অবমাননা করিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না, তবে আপনি বিনা কারণে

আমাদিগকে কি জন্য পরিত্যাগ করিতেছেন? ইতিমধ্যে ঘেসেটিবিবী পূর্ব্ব সঙ্কেত মতে তথায় আসিয়া বলিলেন "ভগ্নি, তোমার ভ্রাতা অন্যায় কথা বলিতেছেন না, তুমি বৃথা অভিমান করিয়া উঁহার সরলপ্রাণে ব্যথা প্রদান করিতেছ।" এই সময় নিবাইস আসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং যুক্তকরে ঐ মহিলার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া ক্ষমা-প্রার্থনা করিলেন। স্নেহপ্রবণ রমণীহৃদয় নিবাইসের এই অমায়িক ব্যবহারে বিগলিত হইয়া গেল এবং সৈয়দ-পত্নী তৎক্ষণাৎ দণ্ডায়মান হইয়া অশ্রুসিক্তলোচনে ও আবেগপূর্ণহৃদয়ে ভগবানের নিকট মহানুভব নিবাইস মহম্মদের উন্নতি ও পরমায়ু বৃদ্ধির প্রার্থনা করিলেন। বলা বাহুল্য, অতঃপর ঐ মহিলা অনেক দিন পর্য্যন্ত মুরশিদাবাদে অবস্থান করিয়া নিবাইসের আর্থিকসাহায্য উপভোগ করিয়াছিলেন (১)।

নিবাইস মহম্মদ এইরূপ কত যে দান করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা করা দুঃসাধ্য। সুযোগ্য দেওয়ান রাজবল্লভ ঢাকা হইতে নিয়মিতরূপে যে রাজকর প্রদান করিতেন তদ্দ্বারা নিবাইসের যাবতীয় ব্যয় নির্ব্বাহিত হইত (২)।

জন-কোলাহল-পরিপূর্ণ মুরশিদাবাদ নগরের অনৈসর্গিক শোভায় নিবাইসের সুকোমল হৃদয় পরিতৃপ্তি লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। প্রকৃতি দেবীর স্বভাবসিদ্ধ রমণীয়তা-দর্শনের নিমিত্ত তিনি মতিঝিল নামক সরোবরের তীরে উদ্যান বাটিকা প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা করিলেন। এই সরোবর মুরশিদাবাদ নগর হইতে দুই মাইল দক্ষিণে ছিল, কালে ঐ স্রোতঃপ্রবাহ রুদ্ধ হইয়া অশ্বপাদুকাকৃতি হ্রদের আকারে পরিণত হইয়াছিল। ঐ সরোবরের অভ্যন্তরে মুক্তা উৎপন্ন হইত বলিয়া লোকে

---

(১) শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় প্রণীত "সিরাজউদ্দৌল্লা ৯২ পৃঃ।

(2) English translation of Sair Motakharin by Hagi-Mostapha Vol. II. Pages 123 to 132.

উহাকে মতিঝিল আখ্যা প্রদান করিয়াছিল। সরোবরের স্বচ্ছ সলিল-রাশি, তদভ্যন্তরস্থ সন্তরণশীল হংসবকপ্রভৃতি জলচর পক্ষিগণ ও নানাবিধ রমণীয় জলজপ্রসূন এবং তীরস্থিত ঘন-পত্র-শ্যামল বিটপিশ্রেণী অনায়াসে লোকের মন আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়। নিবাইসের কবিত্বপূর্ণ হৃদয় এই দৃশ্য অবলোকন করিয়া সহজেই তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। অদূরবর্ত্তী গৌড় নগরের ধ্বংসাবশেষ হইতে সমস্ত উপকরণ সংগৃহীত হইল এবং সরোবরের পশ্চিম তটে ঐ সমস্ত উপকরণ দ্বারা এক রমণীয় প্রাসাদ নির্ম্মিত হইল। প্রাসাদের উত্তর পূর্ব্ব ও দক্ষিণ ভাগ অশ্বপাদুকাকৃতি হ্রদের সলিলরাশি দ্বারা স্বতই সুরক্ষিত ছিল; এক মাত্র পশ্চিম ভাগ রক্ষা করিবার নিমিত্ত তথায় সুদৃঢ় তোরণ নির্ম্মিত হইল।

পূর্ব্বে নিবাইস মহম্মদ নর্ত্তকীবৃন্দের কোমলকণ্ঠ-নিঃসৃত সঙ্গীত সুধা পান করিবার অভিপ্রায়ে অনুচরবর্গসহ সময় সময় ঐ উদ্যান বাটিকায় আগমন করিতেন। সিরাজ যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইলে নিবাইস মুরশিদাবাদের আবাসস্থল পরিত্যাগ করিয়া সপরিবারে ঐ উদ্যান বাটিকায় বাস করিতে লাগিলেন। আলিবর্দ্দী লোকান্তরিত হইলে বাঙ্গালার সিংহাসন করতলগত করা নিবাইসের সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য ছিল। মুরশিদাবাদে অবস্থান করিলে ঐ সংকল্প সিদ্ধির উদ্যোগ বিষয়ে নানারূপ বিঘ্ন উপস্থিত হইবে আশঙ্কা করিয়া তিনি মতিঝিলের উদ্যান বাটিকায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

এই সময় নিবাইসের যে সমস্ত কর্ম্মচারী বিদ্যমান ছিল তন্মধ্যে হোসেনকুলী খাঁ, রাজবল্লভ ও হাসনউদ্দিন খাঁই সর্ব্বপ্রধান। হোসেন কুলী খাঁ মুরশিদাবাদে অবস্থান করিতেন, রাজবল্লভ ও হাসনউদ্দিন ঢাকায় অবস্থান করিয়া ঐ বিভাগের শাসন কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। রাজবল্লভের প্রতিভা ও কার্য্যকুশলতায় পূর্ব্বেই তৎপ্রতি নিবাইস

মহম্মদের বিশেষ শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। তিনি মনে করিলেন, এই হিন্দু-কর্ম্মচারী পার্শ্বে অবস্থান করিলে উপস্থিত মতে তাঁহার সহিত নানা বিষয়ের মন্ত্রণা করিবার সুবিধা হইবে। অতএব তিনি রাজবল্লভকে মতিঝিল প্রাসাদে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত আহ্বান করিলেন। রাজবল্লভ জ্যেষ্ঠ পুত্র রামদাস সেনের প্রতি ঢাকাপ্রদেশের দেওয়ানি কার্য্যের ভার অর্পণ করিয়া অচিরে নিবাইস মহম্মদের সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং তদবধি মুরশিদাবাদে অবস্থান করিতে লাগিলেন (১)।

---

(১) "অক্ষয় বাবু প্রণীত সিরাজউদ্দৌল্লা" ৯২ পৃঃ।

অক্ষয় বাবু বলেন রাজবল্লভ, কৃষ্ণবল্লভ নামক সুযোগ্য পুত্রের হস্তে ঢাকার ধন-ভাণ্ডার সমর্পণ করিয়া মুরশিদাবাদে আগমন করেন। বস্তুতঃ রাজবল্লভের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামদাসই প্রথমতঃ দেওয়ানি কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। রামদাস লোকান্তরিত হইলে রাজবল্লভের দ্বিতীয় পুত্র কৃষ্ণদাস (কৃষ্ণবল্লভ নহে) ঐ কার্য্য লাভ করেন। মোতাক্ষরীণ প্রণেতা ভ্রমক্রমে কৃষ্ণদাসকে কৃষ্ণবল্লভ লিখিয়াছেন এবং অক্ষয় বাবুও এই ভ্রমেরই অনুসরণ করিয়াছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রামদাস সেন ও কৃষ্ণদাস সেন

যে সময় রামদাস পিতার প্রতিনিধিস্বরূপ ঢাকা-বিভাগের দেওয়ানিকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন, ঐ সময় তাঁহার বয়ঃক্রম ত্রয়োবিংশ বর্ষ মাত্র। প্রতিভাসম্পন্ন যুবক এই অল্প-বয়সে শাসন-কার্য্যে যেরূপ দক্ষতা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা শ্রবণ করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। "তালতলার খাল" নামক যে পয়ঃ-প্রণালী বিক্রমপুরের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া "কীর্ত্তিনাশা" নদীর সহিত "ধলেশ্বরী" নামক স্রোতস্বতীকে সংযুক্ত করিয়াছে, তাহা এই রামদাসের প্রযত্নেই খনিত হইয়াছিল। পূর্ব্বে রাজনগর হইতে নৌকাপথে ঢাকায় আসিতে হইলে ক্রমে কীর্ত্তিনাশা, মেঘনাদ এবং ধলেশ্বরী-নামক তিনটি নদী অতিক্রম করিতে হইত এবং তাহাতে তিন দিবস অতিবাহিত হইত। এই প্রণালী দ্বারা ঐ উভয় স্থলের দূরত্ব তিন দিবসের স্থলে অর্দ্ধ দিবসে পরিণত হইয়াছে। কথিত আছে যে, রামদাস প্রত্যহ প্রত্যূষে রাজনগর হইতে যাত্রা করিয়া নিয়মিত সময়ে ঢাকায় উপস্থিত হইয়া রাজকার্য্য করার অভিপ্রায়ে এই খাল খনন করাইয়াছিলেন। ঐ খালের পূর্ব্বতীরে এবং "তালতলা" বন্দরের বিপরীত দিকে এক ইষ্টকনির্ম্মিত একতল মন্দির অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। জনশ্রুতি এই যে, রামদাসের নৌকা রাজনগর হইতে যাত্রা করিয়া এইস্থলে উপস্থিত হইলেই প্রাতঃসন্ধ্যা-বন্দনাদির সময় উপস্থিত হইত এবং এজন্য তিনি প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিবার উদ্দেশ্যে এই গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই মন্দির-মধ্যে এক পাষাণময় শিবলিঙ্গ ও

"আনন্দময়ী" নামক এক পাষাণময়ী কালিকা-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাপিত আছে। মহারাজ রাজবল্লভ ঐ উভয় দেবতা প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহাদের সেবার নিমিত্ত প্রায় তিনশত বিঘা ভূমি উৎসর্গ করেন। অদ্যাপি সেই বৃত্তি হইতে উক্ত দেবতাদ্বয়ের সেবার কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতেছে। টমসন সাহেবের বাটরায় এই ভূমি আনন্দময়ীর বৃত্তি নামে পৃথক্ রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে (১)। পূর্ব্বাঞ্চলবাসী জনসাধারণ ও বণিক্-সম্প্রদায় "তালতলা" খালদ্বারা সবিশেষ উপকৃত হইতেছে। ইহা খনন করিতে যে বহু সহস্র মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছিল, তাহা সমস্তই রাজবল্লভ স্বীয় কোষাগার হইতে প্রদান করিয়াছিলেন (২)। এই পয়ঃপ্রণালীর দক্ষিণাংশ কীর্ত্তিনাশার কুক্ষিগত হইয়াছে এবং যে অংশ বর্ত্তমান আছে তাহার দৈর্ঘ্য পনর মাইলের ন্যূন হইবে না।

রামদাসের রাজকার্য্য প্রণালী সম্বন্ধে পূর্ব্বাঞ্চলে বহুবিধ গল্প প্রচলিত আছে। ঐ সমস্ত গল্পের অধিকাংশ এরূপ অত্যুক্তিপূর্ণ যে তাহা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নহে। প্রচলিত গল্পসমূহমধ্যে একটি কিয়ৎ পরিমাণে সম্ভবপর বলিয়া তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

কথিত আছে যে রামদাস সাতিশয় দাম্ভিক ও অহঙ্কারী ছিলেন। কেহ অভিবাদন করিলে তিনি তাঁহাকে বামকরে প্রত্যভিবাদন করিতেন। ঢাকার জনসাধারণ রামদাসের এই ব্যবহারে আপনাদিগকে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করিয়া, নিবাইস মহম্মদের দরবারে

(১) তালতলার খালের উপরিভাগে যে ইষ্টকনির্ম্মিত সেতু বিদ্যমান আছে, তাহাও রাজবল্লভের প্রযত্নে ও অর্থে প্রস্তুত হইয়াছিল। ঐ সেতুর কিঞ্চিৎ পশ্চিম দিকে এক পঞ্চরত্ন ও ঐ পঞ্চরত্নের অভ্যন্তরে এক সুবৃহৎ পাষাণময় শিবলিঙ্গ দৃষ্ট হইয়া থাকে। মালখাঁ নগরবাসীরা বলেন, রাজবল্লভ উহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ঐ পঞ্চরত্ন ও অভ্যন্তরস্থ শিবলিঙ্গ প্রায় অবিকৃত অবস্থায় বর্ত্তমান আছে।

(২) Hunter's Statistical Account of Dacca, Page 23.

তদ্বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করে। অল্পকালমধ্যেই মুরশিদাবাদ হইতে রামদাস আহূত হন এবং তিনি তদনুসারে তথায় উপস্থিত হইয়া প্রচলিত রীতি অনুসারে নিবাইস মহম্মদকে দক্ষিণ করে অভিবাদন করেন। অতঃপর ঢাকার অধিবাসিবর্গের অভিযোগ সম্বন্ধে তাঁহার কি বক্তব্য আছে জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি তৎসম্বন্ধে বলিলেন, "আমার এই দক্ষিণ কর জগদীশ্বর ও জাঁহাপনার সেবার নিমিত্ত উৎসর্গ করিয়াছি, এই হস্তে আমার কোন অধিকার নাই। বাম করের উপর আমার অধিকার এইক্ষণ পর্য্যন্তও বিদ্যমান আছে, সুতরাং তদ্দ্বারা আমি জন-সাধারণের অভিবাদন গ্রহণ করিয়া আসিতেছি। নিবাইস সুচতুর যুবকের এই উত্তর শ্রবণ করিয়া এতদূর প্রীত হইলেন যে, অবিলম্বে তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া উপবেশন করিবার নিমিত্ত আসন প্রদান করিলেন (১)। এই সময় পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া রাজবল্লভ

(১) বামকরে অভিবাদন করিয়া রামকিঙ্কর সেন নামক জনৈক হিন্দু কর্ম্মচারী মুরশিদ কুলীখাঁ কর্তৃক কিরূপ বিপন্ন হইয়াছিলেন, তাহা রিয়াজু সেলাতিনে বর্ণিত আছে। হুগলির ফৌজদারি দিল্লীশ্বরের প্রত্যক্ষাধীন ছিল। মুরশিদকুলীখাঁর নবাবী আমলের প্রথমভাগে জেওদ্দিন নামক এক ফৌজদার ঐ প্রদেশের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। রামকিঙ্কর সেন জেওদ্দিনের পেস্কার ছিলেন। মুরশিদকুলীখাঁর চেষ্টায় হুগলি তাঁহার নেজামতের অন্তর্ভূত হইলে, জেওদ্দিন কার্য্য হইতে অপসৃত হন এবং আলিবেগ নামক জনৈক লোক সেই পদ লাভ করেন। অতঃপর জেওদ্দিন রামকিঙ্কর সেনকে সঙ্গে লইয়া দিল্লিতে গমন করেন এবং অল্পকাল মধ্যেই কালগ্রাসে পতিত হন। প্রভুর লোকান্তর গমনের পর রামকিঙ্কর এ দেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া মুরশিদকুলীখাঁর দরবারে আগমন করেন এবং তাঁহাকে দক্ষিণকরে অভিবাদন না করিয়া বামকরে অভিবাদন করেন। মুরশিদকুলীখাঁ এই অদৃষ্টপূর্ব্ব ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে রামকিঙ্কর প্রত্যুত্তরে বলেন যে, আমি দক্ষিণকরদ্বারা দিল্লীশ্বরকে অভিবাদন করিয়াছি, অতএব ঐ হস্তে তাঁহার নাএবকে অভিবাদন করিলে দিল্লীশ্বরের অবমাননা হইবে। কুটিল বুদ্ধি মুরশিদকুলীখাঁ করতলগত করিবার অভিপ্রায়ে ঐ হিন্দুকে নেজামতের এক কার্য্য প্রদান করেন এবং অচিরে নিকাশের ছলে তাহাকে লৌহপিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া তাঁহার জীবন অনাহারে সংহার করেন।

দরবারে অনুপস্থিত ছিলেন। রামদাস দরবার গৃহ হইতে বহির্গমন করিয়া পিতার চরণ বন্দনা করিবার নিমিত্ত রাজবল্লভের গৃহে আগমন করিলে তিনি পুত্রকে উদ্ধত ব্যবহারের নিমিত্ত নিরতিশয় ভর্ৎসনা করিলেন। ঐ সময় রামদাস অবনতমস্তকে তথায় নীরবে দণ্ডায়মান ছিলেন; কিন্তু পিতার অন্তরালে গিয়া তিনি অনুচরবর্গকে বলিলেন, "পিতৃদেব কৃষ্ণজীবন মজুমদারের পুত্র বলিয়াই এত সাহসশূন্য— তাঁহার স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে আমি মহারাজ রাজবল্লভের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছি।"

অপরিণতবয়সে প্রভূত ক্ষমতা লাভ করিয়া রামদাস ইন্দ্রিয় সংযম শিক্ষালাভের অবসর প্রাপ্ত হন নাই। রাজকার্য্যলাভের অব্যবহিত পরেই তিনি বিলাসসাগরে নিমগ্ন হইয়া যথেচ্ছরূপে ইন্দ্রিয়পরিচালনা করিতে প্রবৃত্ত হন। এক বৎসর অতীত না হইতে রামদাস নানাবিধ কুৎসিৎ রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন। যখন তদীয় জীবন-প্রদীপ ক্রমে নির্ব্বাণোন্মুখ হইল, তখন আত্মীয়বর্গ তাঁহাকে নৌকাযোগে রাজনগর লইয়া চলিল। বিধাতা রামদাসের ভাগ্যে মৃত্যুকালে জন্মভূমি দর্শন সুখ লিখিতে বিস্মৃত হইয়াছিলেন, পথিমধ্যেই তাঁহার প্রাণপাখী দেহপিঞ্জর পরিত্যাগ করিয়া অনন্তধামের দিকে উড্ডীয়মান হইল। প্রতিভা, সংযমশিক্ষার অভাবে মুকুলিত হইবার পূর্ব্বেই বিলয়প্রাপ্ত হইল (১)।

(১) কথিত আছে যে রাজবল্লভ পুত্রের উচ্ছৃঙ্খলতার বৃত্তান্ত অবগত হইয়া উপযুক্ত শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে এক অন্ধকার কক্ষে আবদ্ধ করেন। রামদাসের জননী এই ঘটনায় সাতিশয় মর্ম্মাহত হন এবং জপসা-নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ লালা রামপ্রসাদের সাহায্যে নবাব দরবারে পুত্রের মুক্তির নিমিত্ত আবেদন করেন, নবাব স্নেহপরায়ণা জননীর কাতর প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছিলেন। ১৩০৬ সনের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা নির্ম্মাল্য, ৬০পৃঃ; শ্রীযুক্ত বাবু সতীশচন্দ্র সেন প্রণীত মহারাজ রাজবল্লভ নামক প্রবন্ধ।

এই সময় দ্বিতীয় পুত্র কৃষ্ণদাসের বয়ঃক্রম দ্বাবিংশবর্ষ অতিক্রম করে নাই। নিবাইস প্রিয় অমাত্যের পুত্রশোক অপনোদন করিবার উদ্দেশ্যে কৃষ্ণদাসকে রামদাসের পদে নিযুক্ত করিলেন। যৌবনের উন্মেষণে অপ্রতিহত ক্ষমতা হইতে যে কুফল প্রসূত হয়, তাহা রাজবল্লভ জ্যেষ্ঠপুত্রের দৃষ্টান্তে বিলক্ষণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। সুতরাং কৃষ্ণদাসের পর্য্যবেক্ষণ ও তাঁহার কার্য্যে সাহায্য করিবার নিমিত্ত, তিনি নিবাইসকে বলিয়া রায় মৃত্যুঞ্জয়নামক বিচক্ষণ ভ্রাতুষ্পুত্রকে কৃষ্ণদাসের সহকারী নিযুক্ত করিলেন।

কৃষ্ণদাস যখন দেওয়ানিপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন সেই সময়, ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে তদীয় নাএব আবুতালী, ওলন্দাজ বণিক্-সম্প্রদায়ের নিকট নজরাণা বাবদ কিয়ৎ পরিমাণ অর্থ তলপ করেন। ওলন্দাজ বণিক্‌গণ তাহা প্রদান করিতে অসম্মত হইলে, ঐ নাএব তাহাদের কুঠির জনৈক কর্ম্মচারীকে ঢাকার দুর্গে কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন। অবশেষে ঐ কুঠির অধ্যক্ষ আদিষ্ট অর্থ প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হওয়ায় ঐ কর্ম্মচারী মুক্তিলাভ করিয়াছিল। এই ঘটনায় পাশ্চাত্য বণিক্-সম্প্রদায়-মধ্যে বিষম আন্দোলন উপস্থিত হয় এবং তাঁহারা নবাব আলিবর্দ্দীর নিকট ইহার প্রতীকারের নিমিত্ত আবেদন করিবার সংকল্প করেন; পশ্চাৎ ঐ আবেদন প্রেরিত হইয়াছিল কিনা তাহা জানা যায় নাই। (১)

---

(1) On the 12th instant we received a letter from Mr. Nicholas Claren Bault, Chief &c., Council at Dacca dated the 7th, informing us Meer Abu Taleb, naib to Nawab Kissendas, on a pretence of a demand of some considerable present from the Dutch factory there, had seized a writer belonging to the Dutch and confined him in the *Killah* till the Dutch chief made a promise of complying with their demand &c. &c., Consultation July 14, 1755. Long's Unpublished Records of Government, from 1748 to 1767, page 59.

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সিরাজকর্ত্তৃক নিবাইসের বলক্ষয়ের চেষ্টা

ক্রমে ১৭৫২ খৃষ্টাব্দ অতীত এবং ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দ আগত হইল। ইতিমধ্যে নিবাইস মহম্মদ, বিশ্বস্ত ও প্রভুভক্ত অমাত্য হোসেন কুলীখাঁ এবং রাজবল্লভের সহায়তায় উপযুক্তরূপে শক্তি সঞ্চয় করিলেন (১)। নিবাইসের সরল ও অমায়িক ব্যবহারে মুরশিদাবাদ নগরের অধিকাংশ লোক তৎপ্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট ছিল। সৈন্যসংগ্রহদ্বারা তাঁহার শক্তি সঞ্চিত হইলে সকলেরই মনে দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল যে, আলিবর্দ্দী লোকান্তরিত হইবামাত্র নিবাইস সিরাজের উচ্ছেদ সাধন করিয়া বাঙ্গালার সিংহাসন অধিকার করিবেন।

স্বয়ং সিরাজ এই অপরিমিত বলবৃদ্ধি সন্দর্শন করিয়া নিরতিশয় শঙ্কিত হইলেন এবং তাঁহার বলক্ষয় করিবার অভিপ্রায়ে অবিলম্বে উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে আলিবর্দ্দী ও তাঁহার ধর্ম্মপত্নী, সিরাজকে আলিবর্দ্দীর স্থলাভিষিক্ত দেখিতেই বাসনা করিতেন। সুতরাং তাঁহারাও পরোক্ষভাবে সিরাজের সহায়তা করিতে ত্রুটি করিলেন না। সিরাজ ও তাঁহার হিতৈষিগণের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিয়াছিল যে, হোসেনকুলী খাঁ ও তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র হাসনউদ্দিন খাঁ জীবিত থাকা পর্য্যন্ত নিবাইসের পক্ষই প্রবল থাকিবে। অতএব তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে ঐ উভয় কর্ম্মচারীর উচ্ছেদসাধনে যত্নপর হইলেন।

---

(1) Orme's Indoostan, Vol. II. Page 48. এস্থলে রাজবল্লভের নামোল্লেখ নাই। বোধ হয় উহা গ্রন্থকারের ভ্রম।

এই সময় আগাবাখরনামক জনৈক মুসলমান স্বীয় পুত্র মহম্মদ সাদকের নামে বর্ত্তমান বাখরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত বোজরগ উমেদপুর পরগণার জমিদারী বন্দোবস্ত করিয়া ঢাকায় অবস্থান করিতেছিলেন। জমিদারীর অনেক রাজস্ব বাকি পড়ায় মহম্মদ সাদক নিবাইসের আদেশে মুরশিদাবাদে কারারুদ্ধ ছিল। উচ্ছৃঙ্খলতা এবং লাম্পট্যে ঐ যুবক সিরাজ অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন ছিল না। সিরাজ কারা-মুক্তির ও ভাবী বিপদ হইতে রক্ষা করিবার আশ্বাস দিলে মহম্মদ সাদক ঢাকায় গিয়া হাসনউদ্দিনকে হত্যা করিতে সম্মত হয় এবং ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে সিরাজের সাহায্যে মুরশিদাবাদের কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া একদা প্রাতঃকালে ঢাকায় উপনীত হয়(১)। এই

---

(১) Scrafton সাহেবের মতে এই ঘটনা ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের প্রথম ভাগে সংঘটিত হইয়াছিল—History of Backergunge by Beveridge, Page 45.

Long's Unpublished Records নামক পুস্তকের ৫২ পৃষ্ঠায় যে ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দের ১লা মার্চ্চ তারিখের লিখিত Despatch উদ্ধৃত হইয়াছে, তৎপাঠে অবগত হওয়া যায় যে ঐ সময়ের পূর্ব্বে রাজবল্লভ ঢাকার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। হোসেন কুলীখাঁ ও হাসনউদ্দিন খাঁর হত্যার পর যে তিনি এই পদ লাভ করেন তদ্বিষয়ে কোন মতভেদ নাই। অতএব ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মার্চ্চের পূর্ব্বে হাসনউদ্দিনখাঁর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়া অনায়াসে নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। আগাবাখরের উত্তরপুরুষগণ বোজরগ উমেদপুর পরগণা পুনরুদ্ধার করিবার অভিপ্রায়ে কলিকাতা কৌন্সিলে যে আবেদন করে, তাহাতে লিখিত আছে যে, আগাবাখরের মৃত্যু ও মহম্মদ সাদকের পলায়ন ১১৬০ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে সংঘটিত হইয়াছে। ঐ উভয় ঘটনা যে হাসনউদ্দিনের হত্যাকাণ্ডের পর সংঘটিত হয় তাহা সকলেই স্বীকার করেন। ইহা হইতে অনুমান হইতেছে যে, ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দেই মহম্মদ সাদক হাসনউদ্দিনকে হত্যা করিবার অভিপ্রায়ে ঢাকায় উপস্থিত হইয়াছিল। বিভারেজ সাহেবকৃত বাখরগঞ্জের ইতিহাসের ৪৩৮ পৃষ্ঠা দেখিলেই এই উক্তির সত্যতা প্রমাণ হইবে।

সময় আগাবাখর ঢাকায় অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি পুত্রের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাহাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন এবং সমস্ত দিবস ব্যাপিয়া উভয়ে ঐ পৈশাচিক অভিনয়ের আয়োজনে ব্যাপৃত রহিলেন।

ক্রমে দিবা-অবসান ও নিশাকাল সমাগত হইল। নগরবাসিগণ দৈনিকক্লান্তি অপনোদন করিবার নিমিত্ত নিদ্রার সুকোমল ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিল। লোক-কোলাহলপূর্ণ ঢাকানগরী এক্ষণে নিস্তব্ধতা ধারণ করিয়াছে, ঘোর তিমিরাবরণে সমস্ত জগৎ আচ্ছন্ন হইয়াছে, রাজপথে জনপ্রাণীর নাম গন্ধও নাই, ক্ষণে ক্ষণে দুই একটি কুক্কুর অর্দ্ধনিমিলিতলোচনে অস্ফুট শব্দ করিয়া নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে, দস্যু ও তস্কর প্রভৃতি নিকৃষ্ট শ্রেণীস্থ মানবগণ গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া স্ব স্ব অসদভিপ্রায় সাধন করিবার উদ্দেশ্যে ধীরে ও নিঃশব্দে পাদচারণা করিতেছে এবং নিশাচর পেচক স্বকীয় স্বভাবসিদ্ধ বিকটধ্বনি করিয়া মানবের হৃদয়ে আতঙ্ক সঞ্চার করিয়া দিতেছে।

আগাবাখর ও মহম্মদ সাদক ইহাই সংকল্প সিদ্ধির উপযুক্ত অবসর জ্ঞান করিয়া দ্বাদশসংখ্যক সশস্ত্র অনুচরসহ গৃহ হইতে যাত্রা করিল, এবং রাজপথ অতিক্রম করিয়া ক্রমে হাসনউদ্দিনের আলয়ের দ্বারদেশে সমুপস্থিত হইল। এই সময় হাসনউদ্দিন খাঁ সুকোমল শয্যায় গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন এবং তাঁহার দ্বারপাল ও শরীররক্ষিবর্গ নিদ্রাবেশে অচেতনপ্রায় ছিল। আগাবাখর ও তাহার সশস্ত্র অনুচরগণ অতি সহজেই ঐ সমস্ত প্রহরী এবং রক্ষিগণকে আয়ত্ত করিয়া দ্বারভঙ্গপূর্ব্বক হাসনউদ্দিনের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। অকস্মাৎ কক্ষমধ্যে কোলাহল উপস্থিত হইলে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, এবং তিনি সত্বর গাত্রোত্থান করিয়া আততায়িগণের সম্মুখীন হইবার উদ্যোগ করিলেন। ইতিমধ্যে পাষণ্ড আগাবাখর পুত্রসহ অগ্রসর হইয়া তর-

বারীর আঘাতে হাসনউদ্দিনের বলিষ্ঠ দেহ হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল (১)।

অবিলম্বে এই লোমহর্ষণ ঘটনা নগর মধ্যে রাষ্ট্র হইলে সকলেই মনে করিল রাজকীয় আদেশ ব্যতীত কদাচ এরূপ গুরুতর কার্য্য সংঘটিত হয় নাই, সুতরাং কেহই ঐ সময় অগ্রসর হইয়া ইহার প্রতিবিধান করিতে সাহস করিল না।

পর দিন প্রভাত সময়ে নিবাইসের প্রেরিত লোক মহম্মদ সাদকের অনুসরণে ঢাকায় পদার্পণ করিলে প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটিত হইল। এইক্ষণে নগরবাসিগণ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আগাবাখরের গৃহ অবরুদ্ধ করিল। পাপিষ্ঠ আগাবাখর পুত্র ও অনুচরবর্গের সহিত গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করিতেছিল; রাজকীয় সৈন্য উপস্থিত হইলে পিতা ও পুত্র গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া শত্রুপক্ষের সম্মুখীন হইল। মহম্মদ সাদক কতিপয় অনুচর সহ শত্রু-সৈন্যের ব্যূহ ভেদ করিয়া পলায়ন করিল; কিন্তু আগাবাখর অবশিষ্ট অনুচরবর্গসহ ঐ যুদ্ধে নিধন প্রাপ্ত হইল (২)।

---

(১) সুলেখক শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্রনাথ সেন বলেন যে, তিনি ঢাকানিবাসী সৈয়দ আহম্মদ রেজা সাহেব হইতে অবগত হইয়াছেন, হাসনউদ্দিন খাঁ নিহত হওয়ার প্রাক্কালে একমনে কোরাণপাঠে নিযুক্ত ছিলেন। ঢাকার ভূতপূর্ব্ব নবাব সুপ্রসিদ্ধ নজরতজঙ্গ বাহাদুরের পুস্তকালয়ে এক কোরাণ বিদ্যমান আছে। ঐ কোরাণের এক পৃষ্ঠা রক্তে রঞ্জিত। সৈয়দ আহম্মদ রেজা সাহেব যতীন্দ্র বাবুকে ঐ পৃষ্ঠা দেখাইয়া বলিয়াছেন যে, হাসনউদ্দিন খাঁ যে সময় নিহত হন তৎকালে তিনি ঐ পৃষ্ঠাই পাঠ করিতেছিলেন এবং তাঁহারই রক্তে উহা ঐরূপ রঞ্জিত হইয়াছে। কিন্তু বেভারেজ সাহেবকৃত বাখরগঞ্জের ইতিহাসে লিখিত আছে যে তিনি ঐ সময় নিদ্রাগত ছিলেন।

(২) History of Backergunge by Beveridge, Pages 43 to 46.

নিবাইস এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সাতিশয় বিরক্তি প্রকাশ করিলেন; কিন্তু আলিবর্দ্দী তাঁহাকে প্রবোধ দিলেন যে, এই ঘটনার সহিত তাঁহার ও সিরাজের কোন সংস্রব নাই, মহম্মদ সাদক স্বভাবসিদ্ধ হঠকারিতাদ্বারা পরিচালিত হইয়াই এই দুষ্কার্য্য সাধন করিয়াছে।

এই সময় পূর্ব্বোক্ত বোজরগ উমেদপুর পরগণা ও বাখরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত সেলিমাবাদ পরগণার সাড়ে এগার আনা অংশ আগাবাখরের অধিকারে ছিল। নিবাইস ঐ উভয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া রাজবল্লভের সংরক্ষণে স্থাপন করিলেন (১)। বোধ হয় জামাতার সহিত প্রকাশ্যে সদ্ভাব রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে আলিবর্দ্দী এই কার্য্যে কোন বাধা প্রদান করেন নাই (২)।

---

(১) History of Backergunge by Beveridge, Pages 94 and 438 and also Hunter's Statistical Account of Backergunge, Page 222.

(২) আগাবাখরের নিধন সম্বন্ধে পূর্ব্বাঞ্চলে যে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে তাহার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। পাঠকবর্গের কৌতূহল পরিতৃপ্তির নিমিত্ত নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা হইল।

"বাখরগঞ্জের অন্তর্গত বোজরগ উমেদপুর পরগণার জমিদার আগাবাখর সাতিশয় পরাক্রান্ত ছিলেন। তিনি রাজবল্লভের উন্নতিতে ঈর্ষান্বিত হন এবং তাঁহাকে একদা স্বকীয় ভবনে নিমন্ত্রণ করেন। রাজবল্লভকে অপদস্থ করাই আগাবাখরের মনোগত অভিপ্রায় ছিল এবং নিমন্ত্রণে উপস্থিত হইবার কাল সন্ধ্যার পরবর্ত্তী সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। প্রদোষকালে রাজবল্লভ আগাবাখরের আলয়ে সমুপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন যে ঐ গৃহ আলোকমালায় সমুজ্জ্বল হইয়াছে। ক্রমে তিনি দ্বারদেশে উপনীত হইলেই হঠাৎ সমস্ত আলো নির্ব্বাপিত হইল। আগাবাখরের জনৈক ভৃত্য রাজবল্লভের হস্ত ধারণ করিয়া পথ প্রদর্শন করিতে করিতে অগ্রসর হইল এবং যেই তিনি বৈঠকখানায় উপস্থিত হইলেন অমনি ঐ গৃহ হঠাৎ আলোকিত হইল। তখন তিনি দেখিতে পাইলেন যে ঐ কক্ষের গবাক্ষ পার্শ্বে জনৈক রমণী উপবিষ্টা রহিয়াছে এবং তাহার নাসিকার সহিত যে আভরণ পরিদোলায়মান হইতেছে, ঐ আভরণের

অনন্তর সিরাজ হোসেন কুলীখাঁর উচ্ছেদ সাধনে অগ্রসর হইলেন। নবাবপত্নী প্রিয়তম দৌহিত্রের পক্ষাবলম্বন করিয়া হোসেন কুলীখাঁর নিধন-সাধন-বিষয়ে আলিবর্দ্দীর সম্মতি প্রার্থনা করিলেন। আলিবর্দ্দী উত্তর করিলেন, নিবাইস মহম্মদের অনুমতি ভিন্ন এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা যাইতে পারে না, অতএব সর্ব্বাগ্রে তাঁহার সম্মতি গ্রহণ করিতে হইবে। অগত্যা ঐ মহিলা নিবাইসের সম্মতি সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত জ্যেষ্ঠ কন্যা ঘেসেটি বিবীর শরণাগত হইলেন। হোসেন, ঘেসেটি বিবীর প্রেমোপহার তুচ্ছ করিয়া সিরাজ-জননী আমনা বেগমের প্রতি অধিকতর অনুরক্ত হইয়াছিলেন; এ নিমিত্ত হোসেনকুলীখাঁ ঐ রমণীর বিষনেত্রে পতিত হইয়াছিলেন। ঘেসেটি বিবী জননীর নিগূঢ় অভিপ্রায় বুঝিতে অক্ষম হইয়া কেবল স্ত্রীজাতিসুলভ ঈর্ষাবশতঃ নবাবপত্নীর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং কৌশলক্রমে নিবাইস মহম্মদের অনুমতি গ্রহণ করিলেন।

ষড়্‌যন্ত্র পরিপক্ক হইলে আলিবর্দ্দী মৃগয়াব্যপদেশে মুরশিদাবাদ পরিত্যাগ করিয়া রাজমহলের দিকে প্রস্থান করিলেন। সিরাজ অবিলম্বে কতিপয় অনুচর সহ হোসেনকুলীখাঁর দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। হোসেন ও তদীয় অন্ধ ভ্রাতা হায়দর

মধ্যস্থ জ্যোতির্ম্ময় প্রস্তরখণ্ড হইতে আলোকমালা নির্গত হইয়া সমস্ত গৃহ আলোকিত করিয়াছে। রাজবল্লভ এই ঘটনায় কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়াছিলেন। কিয়ৎকাল পরে নবাব কোন কারণে আগাবাখরের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া তাহার জমিদারী অধিকার করিবার নিমিত্ত সৈন্য প্রেরণের উদ্যোগ করেন। এই সময় রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাস ও রতনকৃষ্ণ নবাবের সৈন্য লইয়া আগাবাখরকে আক্রমণ করেন। যুদ্ধে আগাবাখর নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিল।”

যে সময় হাসনউদ্দিন খাঁ নিহত হন, ঐ সময় কৃষ্ণদাস ঢাকার দেওয়ানিপদে নিযুক্ত ছিলেন। হাসনউদ্দিন নিহত হইলে যে রাজকীয় সৈন্য আগাবাখরের আলয় অবরোধ

আলিখাঁ সিরাজের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া পলায়নের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু অনুচরগণ তাঁহাদিগকে ধৃত করিয়া সিরাজের নিকট উপস্থিত করিল। হোসেন কাতরকণ্ঠে প্রাণভিক্ষা চাহিলেন, কিন্তু সিরাজের পাষাণ হৃদয় অণুমাত্রও বিগলিত হইল না। হোসেনের রমণীয় দেহ তরবারির দ্বারা খণ্ড বিখণ্ড করিয়া সিরাজ স্বীয় শোণিত-পিপাসা নিবারণ করিলেন। অন্ধ হায়দরালি খাঁ যৌবনকালে অনেক বীরোচিত কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। তিনি সিরাজের সমক্ষে কোনরূপ কাতরোক্তি না করিয়া এই অন্যায় কার্য্যের নিমিত্ত তৎপ্রতি পরুষ বচন প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। সিরাজের আদেশে অনতি বিলম্বে এই বর্ষীয়ান্ অন্ধেরও ভবলীলা শেষ হইল (১)।

হোসেন কুলীখাঁর শোচনীয় পরিণামের পর রাজবল্লভ তদীয় পদ লাভ করিয়া নিবাইসের সংসারের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী হইলেন এবং এই সময় হইতে তিনি ঢাকাবিভাগের নাএব নাজিমি কার্য্য বির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন (২)।

কেহ কেহ বলেন জননী ও মাতৃষসার সহিত হোসেনকুলীখাঁর অবৈধ প্রণয় ছিল বলিয়া সিরাজ তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিলেন। সমস্ত অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে এই উক্তি প্রকৃত বলিয়া বোধ হয় না। সিরাজ যে কেবল হোসেনকুলীখাঁকে হত্যা করিয়াছিলেন এমন নহে, তিনি হোসেনের অন্ধভ্রাতা হায়দরালিখাঁ ও ভ্রাতুষ্পুত্র হাসনউদ্দিনখাঁর হত্যাব্যাপারেও ঘনিষ্ঠরূপে লিপ্ত ছিলেন। হাসনউদ্দিন ও হায়দরালি

করিয়াছিল, সম্ভবতঃ কৃষ্ণদাস ও রতনকৃষ্ণ ঐ দলের নেতা ছিলেন। উক্ত কিংবদন্তীর এই সামান্য অংশমাত্র ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

(1) English Translation of Sair Mutakharin by Haji Mustapha vol. II. Page 23.

(2) Orme's Indoostan, vol. II. Page 49.

ঐ প্রণয় ব্যাপারে কোনরূপ সংস্রব ছিল না; ঘেসেটি বিবী ও আমনা বিবীর সহিত হোসেনকুলীখাঁর প্রণয় যে অভিনব ব্যাপার তাহাও নহে। হোসেন উভয় ভগ্নীর সহিত বহুকাল যাবত অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত ছিলেন। একমাত্র হোসেনই যে এই রমণীদ্বয়ের প্রণয়পাত্র ছিলেন এমনও নহে; সায়র মোতাক্ষরীণ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, আলিবর্দ্দীর উভয় তনয়াই নিরতিশয় কলুষিত-চরিত্রা ছিলেন, তাঁহারা প্রকাশ্যভাবে অভিসার করিতে অণুমাত্রও দ্বিধা বোধ করিতেন না, এবং রাজপথে কোন সুপুরুষ নয়নগোচর হইলে ঐ রমণীদ্বয় সামান্যা গণিকার ন্যায় তাহার সহিত প্রণয়ালাপে লিপ্ত হইতেন। সায়র মোতাক্ষরীণের ইংরেজী অনুবাদক হাজি মস্তাফা সাহেব ঐ সময়ের লোক। তিনি তৎকৃত অনুবাদের স্থানে স্থানে যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তদ্দ্বারা ঐ উক্তি সমর্থিত হইতেছে (১)। যে বৃত্তান্ত মুরশিদাবাদের সর্বসাধারণে অবগত ছিল, তাহা যে আলিবর্দ্দী, তদীয় পত্নী এবং সিরাজ অনবগত ছিলেন তাহা কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। সায়র মোতাক্ষরীণ পাঠে বরং অবধারিত হইতেছে যে, তাঁহারা সকলেই এই বৃত্তান্ত অবগত ছিলেন (২)। সংসারে এমন লোক বিরল নহে, যাঁহারা স্বয়ং নিষ্কলঙ্ক-চরিত্র হইয়াও অপত্যগণের উচ্ছৃঙ্খলতা বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। আলিবর্দ্দী ও তদীয় ধর্ম্মপত্নী এই শ্রেণীরই অন্তর্গত ছিলেন। ঘেসেটি বিবীর স্বামী ক্লীব ছিলেন, আমনা বিবীর স্বামী আফগান কর্তৃক নিহত হইলে প্রচলিত রীতি অনুসারে তিনি অন্য স্বামী গ্রহণ করিতে সমর্থা হন নাই। হয় ত কন্যাগণের অতৃপ্ত ভোগলালসার বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়াই নবাব ও তদীয় পত্নী তাহাদের স্বাধীন প্রেমালাপনে হস্তক্ষেপ

(1) English Translation of Sair Motakharin, by Haji Mostapha, Vol. II. pages 113, 121, 123. 125 and 187.

(2) Do. pages 121, 125, 157.

করেন নাই। জনক জননী এ বিষয়ে কঠোরতা অবলম্বন করিলে ঘেসেটি বিবী ও আমনা বিবীর উচ্ছৃঙ্খলতা কদাচ এতদূর বৃদ্ধি পাইতে পারিত না। অতএব সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, আলিবর্দ্দীর মহিষী কন্যাগণের পবিত্রতা রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে হোসেন কুলী খাঁর হত্যা ব্যাপারে লিপ্ত হন নাই। নবাব পত্নীর ঐরূপ উদ্দেশ্য হইলে তিনি কখনও এ বিষয়ে ঘেসেটি বিবীর সাহায্য প্রার্থনা করিতেন না। সমসাময়িক পাশ্চাত্য লেখকগণ বলেন যে, নিবাইস মহম্মদের বলক্ষয় করিবার উদ্দেশ্যেই সিরাজ হোসেন কুলী খাঁর হত্যাকার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন (১) এবং এই সিদ্ধান্তই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। সিরাজের মৃত্যুকালীন আর্ত্তনাদ দ্বারাও এই উক্তি সমর্থিত হইয়া থাকে (২)।

(১) Orme's Indoostan, Vol. II. page 45.

(২) "হোসেন কুলী খাঁর হত্যাপরাধের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ আমাকে মরিতেই হইবে"—English Translation of Sair Motakharin, by Haji Mostapha, Vol. II. page 242.

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

নিবাইসের লোকান্তর গমন

নিবাইস মহম্মদ আমনা বেগমের দ্বিতীয় পুত্র এক্রামউদ্দৌল্লাকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তৎপ্রতি সাতিশয় অনুরক্ত ছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে নিদারুণ বসন্ত রোগে ঐ বালকের মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় নিবাইস ও তাঁহার পরিবারস্থ যাবতীয় লোক নিরতিশয় মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। কালে সকলেরই শোকের আবেগ মন্দীভূত হইল, কিন্তু নিবাইসের স্নেহপ্রবণ হৃদয়ে যে আঘাত লাগিয়াছিল তাহা আর উপশমিত হইল না। তিনি প্রত্যহ মৃত পুত্রের উদ্দেশ্যে করুণ বিলাপ করিয়া দেহ ক্ষয় করিতে লাগিলেন। ঘেসেটি-বিবী নানারূপ শুশ্রূষা করিলেন, স্বয়ং আলিবর্দ্দী মতিঝিল প্রাসাদে আগমন করিয়া নিবাইসের মনোরঞ্জন করিতে প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু শোকার্ত্ত পিতার অশান্ত অন্তঃকরণে কোন উপায়েই শান্তি সংস্থাপিত হইল না। ভগবানের কৃপায় ইতিমধ্যে এক্রামের বিধবা পত্নী এক পুত্ররত্ন প্রসব করিলেন। ঐ শিশুর সরল ও রমণীয় মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া নিবাইস মৃত পুত্রের শোক কিয়ৎ পরিমাণে বিস্মৃত হইলেন। আলিবর্দ্দী সুযোগ বুঝিয়া নিবাইসের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত এই বালককে "মবারক উদ্দৌল্লা" উপাধি ও ঢাকাবিভাগের নাজিমি পদ প্রদান করিলেন। কিয়ৎকাল অতীত হইলে, নিবাইস শোথরোগে আক্রান্ত হইলেন। ঘেসেটি বিবী ও পরিবারস্থ অন্যান্য মহিলাগণ তাঁহাকে ঔষধ সেবন করিবার নিমিত্ত নানারূপ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু নিবাইস কোন ক্রমেই তাহা সেবন করিতে সম্মত হইলেন না। রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি

পাইতে লাগিল এবং রোগীর অবস্থাও ক্রমে সংকটজনক হইয়া দাঁড়াইল। আলিবর্দ্দী উপায়ান্তর না দেখিয়া নিবাইসকে নিজ আলয়ে লইয়া গেলেন এবং তথায় নিয়মিত রূপে চিকিৎসা চলিতে লাগিল। নিবাইসের পরমায়ু পূর্ণ হইয়া আসিয়াছিল, সুতরাং ঔষধে কোন ক্রিয়া করিল না। অবশেষে যখন তাঁহার জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাণোন্মুখ হইল, তখন ঘেসেটি বিবী কাহাকেও কিছু না বলিয়া রোগাক্রান্ত নিবাইসের সমভিব্যাহারে মতিঝিলের প্রাসাদে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। ঘেসেটি বিবী বুঝিয়াছিলেন যে, অচিরেই নিবাইসের জীবনপ্রদীপ নির্ব্বাপিত হইবে এবং ঐ অবস্থায় আলিবর্দ্দীর প্রাসাদে অবস্থান করিলে তাঁহাকে সিরাজের করতলগত হইতে হইবে। যে সময় নিবাইস মতিঝিলের প্রাসাদে আনীত হইতেছিলেন, তৎকালে তাঁহার অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়াছিল, তিনি যে একস্থান হইতে স্থানান্তরে নীত হইতেছেন তাহা তাঁহার বুঝিবার সাধ্য ছিল না। মৃত্যুর পূর্ব্বদিন সায়ংকালে নিবাইস পার্শ্বস্থ অনুচরবর্গকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আগামী কল্য কি বার?" তাহারা "সোমবার" বলিয়া উত্তর করিলে, তিনি পুনরায় বলিলেন শুভদিন বটে, ঐ দিবস প্রিয়তমের সহিত আমার সম্মিলন হইবে। অনন্তর ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের প্রথমভাগে, একদা রজনীযোগে নিবাইসের পবিত্র আত্মা অমরধামে চলিয়া গেল।

এই নিদারুণ সংবাদ মুরশিদাবাদে প্রচারিত হইতে অধিক সময় গত হইল না। প্রভাত হইতে না হইতেই দলে দলে লোক আসিয়া নিবাইসের উদ্যান-বাটিকা পরিপূর্ণ করিল। স্বয়ং আলিবর্দ্দী স্বজনগণ সহ শোকাকুলিতহৃদয়ে মতিঝিলের প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। নিবাইসের মৃতদেহ প্রক্ষালন করিয়া নূতন বস্ত্রে মণ্ডিত করা হইল। যখন আলিবর্দ্দী ও অন্যান্য আত্মীয়বর্গ সমাধিস্থলে বহন করিবার নিমিত্ত ঐ দেহ উত্তোলন করিলেন, অমনি সম্মিলিত জনতা হইতে হৃদয় বিদারক

আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল। প্রিয়পুত্র এক্রাম উদ্দৌল্লার মৃতদেহ উদ্যান বাটিকার যে স্থলে সমাহিত হইয়াছিল, নিবাইসের মৃতদেহ তাহার পার্শ্বদেশে সমাহিত হইল। যাহার অদর্শনে নিবাইস দুর্ব্বিসহ যাতনা উপভোগ করিতেছিলেন, অদ্য তাহারই সহিত মিলিত হইয়া নিবাইসের পবিত্র আত্মা শান্তিলাভ করিল, কিন্তু মুরশিদাবাদের অনাথ বালক বালিকা ও দুঃস্থ অধিবাসিগণ চিরকালের নিমিত্ত আশ্রয়শূন্য হইল (১)।

এক্ষণে ঘেসেটি বিবীর প্রতি অপ্রাপ্তবয়স্ক মবারক উদ্দৌল্লার সংরক্ষণের ভার নিপতিত হইল। তিনি রাজবল্লভকে পূর্ব্বপদে স্থিরতর রাখিয়া, তাঁহার সহায়তায় ঢাকাবিভাগের শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। নজর আলি নামক জনৈক মুসলমান ঘেসেটি বিবীর সেনাদলের নায়ক ছিলেন। হোসেন কুলী খাঁর সহিত ঐ সেনানায়কের শরীরগত অনেক সাদৃশ্য ছিল। হোসেনের মৃত্যুর পর হইতে এই ব্যক্তিই ঐ মহিলার অনুগ্রহভাজন হইয়াছিল (২)।

---

(১) English Translation of Sair Motakharin by Haji Mostapha, Vol. II, pages 126, 127 and 128.

(২) English Translation of Sair Motakharin by Haji Mostapha Vol. II, pages 156 and 186.

শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় ১২৮৯ সনের বান্ধবের ৭৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "নিবাইস অকালে পরলোক গমন করিলে আলিবর্দ্দী স্বীয় দুহিতাকে স্বামীর সিংহাসনে স্থিরতর রাখিলেন। এই সময় রাজবল্লভ প্রধান রাজপুরুষ। ক্রমে তাঁহার সহিত বিধবা শাসনকর্ত্রীর একটি ঘৃণিত সম্পর্ক সৃষ্ট হইল। জনৈক বিখ্যাত ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন, নিবাইস-পত্নীর সহিত রাজবল্লভের যে সম্পর্ক হইয়াছিল, তাহা জাতি, ধর্ম্ম, ব্যবহার ও বিধিবিরুদ্ধ বটে।"

নিবাইস কখনও অকালে কালগ্রাসে পতিত হন নাই। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তিনি পরলোক গমন করেন এবং ঐ ঘটনার ২।৩ মাস মধ্যে তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা সৈয়দ আহম্মদ জ্যেষ্ঠভ্রাতার অনুবর্ত্তী হন। এই সময় সৈয়দ আহম্মদের বয়ঃক্রম ৬০ বৎসরেরও অধিক হইয়াছিল। (English Translation of Motakhrin, Vol. II. page 141, সায়র মোতাক্ষরীণ প্রণেতা গোলাম হোসেন, সৈয়দ আহম্মদ সম্বন্ধে বলিতেছেন "তিনি ৬০ বৎসর বয়স্ক প্রবীণ ব্যক্তি এবং আমি মাত্র ২৭ বৎসর বয়স্ক যুবক"।

ঘেসেটি বিবীকে বালবিধবা স্বরূপ পাঠকবর্গের সমীপে উপস্থিত করিবার অভিপ্রায়েই কৈলাস বাবু নিবাইসকে অকালে কালগ্রাসে প্রেরণ করিয়াছেন।

যে অর্ম্মিকৃত ইতিহাসের দোহাই দিয়া কৈলাস বাবু রাজবল্লভের সহিত ঘেসেটি বিবীর অবৈধ প্রণয় সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাতে লিখিত আছে:— A gentoo named Rajbullab succeeded Hossain Kuly Khan in the post of devan or prime minister to Newaish; after whose death his influence continued with the widow with whom she was supposed to be more initimate than became either her rank or his religion—এই স্থলে অর্ম্মিসাহেব কোন স্থির সিদ্ধান্ত করেন নাই। তিনি বলেন রাজবল্লভের সহিত ঘেসেটি বিবীর অবৈধ সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া লোকে অনুমান করে। সুতরাং কৈলাস বাবুর অনুবাদ যথাযথ হয় নাই।

রাজবল্লভের সহিত ঘেসেটি বিবীর প্রণয়বৃত্তান্ত প্রকৃত নহে। সায়র মোতাক্ষরীণ প্রণেতা, গোলাম হোসেন সাহেব ও ঐ গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদক, হাজি মস্তাফা ঘেসেটি বিবী ও রাজবল্লভের সমসাময়িক লোক। তাঁহারা উভয়েই ঘেসেটি বিবীর ভ্রষ্টাচারের বৃত্তান্ত ও তাঁহার প্রণয়াস্পদ ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। রাজবল্লভ যে ঐ মহিলার সহিত ঘৃণিত সম্বন্ধে আবদ্ধ ছিলেন, তাহা উঁহারা বলেন নাই। এই অপবাদ প্রকৃত হইলে তাঁহারা নিশ্চয়ই উহার উল্লেখ করিতেন। "মুরশিদাবাদ কাহিনী" প্রণেতা নিখিল বাবুও বলেন যে, রাজবল্লভের সহিত ঘেসেটি বিবীর অবৈধ প্রণয় থাকা সম্বন্ধে অর্ম্মি সাহেবের লিখিত উক্তি ভিত্তিশূন্য (মুরশিদাবাদ কাহিনী ১৬১ পৃঃ)। নিখিল বাবু মুরশিদাবাদ-প্রবাসী; অতএব এই প্রণয়বৃত্তান্ত সত্য হইলে তিনি অবশ্যই এ সম্বন্ধে কোন জনরব শুনিতে পাইতেন। পূর্ব্বাঞ্চলবাসী জনসাধারণ রাজবল্লভকে পুত-চরিত্র বলিয়াই অবগত আছেন এবং সমসাময়িক লেখকগণ রাজবল্লভকে "দাতা" ও "শুদ্ধাচারী" বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। অর্ম্মি সাহেব ভ্রমক্রমে নজর আলির দোষ রাজবল্লভের স্কন্ধে নিক্ষেপ করিয়াছেন। অর্ম্মি সাহেবের লিখিত অনুমান দ্বারাও রাজবল্লভের নষ্ট চরিত্র প্রমাণ হয় না, কেন না উপযুক্ত ভিত্তিশূন্য অনুমান কখনও প্রমাণ নহে। এই সময় রাজবল্লভ পরিণতবয়স্ক ছিলেন, সুতরাং বিলাসপরায়ণা যবনরমণীর পক্ষে তাদৃশ নিষ্ঠাবান্ ও প্রৌঢ় হিন্দুকর্ম্মচারীর প্রেমে আসক্ত হওয়া সম্ভবপর নহে। 'রিয়াজু সেলাতিন' প্রভৃতি কোন মুসলমানপ্রণীত ইতিহাসেও এ বিষয়ের উল্লেখ নাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ইংরেজ বণিক্

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাণিজ্য করিবার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়া সর্ব্ব প্রথম সুরাট বন্দরে কুঠী সংস্থাপিত করেন। ১৬৩৬ খৃষ্টাব্দে ঐ কুঠীর চিকিৎসক ব্রাউটন সাহেব, সম্রাট সাজাহানের কন্যাকে রোগ-মুক্ত করিয়া, ইংরেজ কোম্পানির অনুকূলে বিনা শুল্কে বাঙ্গালা দেশে বাণিজ্য করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন। এই সময় সুলতান সুজা বাঙ্গালা দেশের শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত ছিলেন। ব্রাউটন সাহেব বাদসাহ-প্রদত্ত সনন্দ সহ বাঙ্গালায় আগমন করিলে, সুলতান সুজা তাঁহাকে তদীয় প্রিয়তমা মহিষীর চিকিৎসার নিমিত্ত আহ্বান করেন। ঐ মহিলা দুশ্চিকিৎস্য রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন এবং দেশীয় কোন চিকিৎসকই তাঁহার রোগ অপনোদন করিতে সমর্থ হন নাই। ইংরেজ ভিষকের চিকিৎসা-কৌশলে তিনি অচিরে রোগমুক্ত হইলেন ও সুলতান সুজা প্রীত হইয়া ব্রাউটন সাহেবকে রাজবৈদ্য পদে নিযুক্ত করিলেন। ব্রাউটন সাহেবের এই অভিনব কৃতকার্য্যতার অব্যবহিত পরে, সুরাটের কুঠীর অধ্যক্ষের উদ্যোগে ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড হইতে দুই খানি বাণিজ্য পোত বাঙ্গালা দেশে আগমন করে। ব্রাউটনের অনুগ্রহে উভয় পোতের অধ্যক্ষই নবাবের দরবারে সাদরে অভ্যর্থিত হইয়াছিল।

ইউরোপ হইতে যে সমস্ত পণ্যদ্রব্য এ দেশে প্রেরিত হইত, তদ্দ্বারা পাশ্চাত্য বণিক সম্প্রদায় তাদৃশ লাভবান্ হইতেন না। কিন্তু রেশম ও কার্পাসনির্ম্মিত বস্ত্রপ্রভৃতি যে সমস্ত পণ্যদ্রব্য এ দেশ হইতে প্রেরিত হইয়া ইউরোপে বিক্রীত হইত, তদ্দ্বারাই ঐ বণিক সম্প্রদায়

সবিশেষ লাভবান হইতেন। তৎকালে এ দেশে যে সমস্ত লোক বস্ত্র বয়নের কার্য্যে লিপ্ত থাকিত, তাহাদের অধিকাংশই অতি শোচনীয় অবস্থাপন্ন ছিল। অর্থের অসংস্থানবশতঃ তাহাদের বাসোপযোগী গৃহ পর্য্যন্ত ছিল না। প্রত্যেক দিনের কায়িক পরিশ্রমলব্ধ অর্থ ব্যতীত তাহাদের দৈনন্দিন আহার-সংস্থান হইত না। একমাত্র বস্ত্রবয়নের তাঁত ও শারীরিক শক্তিই তাহাদের জীবনযাত্রার সম্বল ছিল। যাঁহারা বস্ত্র বিক্রয়ের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতেন, তাঁহারা ঐ সকল শ্রমজীবীদিগের সহিত আবশ্যক পরিমাণ বস্ত্রের বন্দোবস্ত করিয়া, দৈনিক আহার ও বস্ত্রবয়নোপযোগী উপকরণ সংগ্রহের নিমিত্ত ঐ তন্তুবায়গণকে নির্দ্ধারিত মূল্যের কিয়দংশ অগ্রিম প্রদান করিতেন। সাধারণ ভাষায় ইহাই "দাদন" নামে অভিহিত ছিল। তন্তুবায়গণ দাদন গ্রহণ করিলেই বস্ত্র ব্যবসায়িগণকে নিয়মিত সময়মধ্যে অঙ্গীকৃত বস্ত্র সরবরাহ করিতে বাধ্য হইত। এই প্রকারে বস্ত্র সংগ্রহ কার্য্য বহু সময় সাপেক্ষ সন্দেহ নাই। ইউরোপ হইতে কোন বাণিজ্য পোত বস্ত্র সংগ্রহের কোন বন্দোবস্ত না করিয়া এ দেশে আগমন করিলে, এক মাত্র সংগ্রহ কার্য্যেই অনেক সময় ব্যয় হইয়া যাইত এবং তাহাতে বণিক সম্প্রদায়ের অনেক ব্যয় বাহুল্য ঘটিত। সুতরাং পূর্ব্বাহ্ণে পণ্যদ্রব্য সংগ্রহের অভিপ্রায়ে ইউরোপীয় বণিকগণ এ দেশে কুঠী সংস্থাপন করিবার অভিলাষ করেন। বাঙ্গালা দেশের মধ্যে হুগলীর বন্দরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রথম কুঠী সংস্থাপিত হইয়াছিল। এ স্থলে তাঁহারা প্রথমতঃ আত্মরক্ষার নিমিত্ত সৈন্য নিযুক্ত করিবার অধিকার লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। সুরাটের বন্দরে তাঁহাদের যে কুঠী ছিল, তথায় তাঁহারা সৈন্য রক্ষা করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে বাঙ্গালা দেশে সংস্থাপিত কুঠী সমূহ মান্দ্রাজ প্রদেশীয় কুঠীর কর্ত্তৃত্বে কার্য্য চালাইতে প্রবৃত্ত হইল।

এই অবস্থায় কিয়ৎকাল নির্ব্বিঘ্নে কার্য্য চলিল এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া, ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে ঢাকা প্রভৃতি বাঙ্গালার নানা স্থানে বাণিজ্য কুঠী সংস্থাপন করিলেন। এই সময় হইতে বাঙ্গালার নবাব ইংরেজদিগের নিকট শুল্কের দাবি করিয়া সম্ভবাতিরিক্ত অর্থ শোষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৬৮৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা নগরীর স্থাপয়িতা সুপ্রসিদ্ধ যব চার্ণক সাহেব হুগলী বন্দরস্থ কুঠীর অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি নবাবের উৎপীড়ন সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া অস্ত্র ধারণ করিলেন। ইংরেজ জাতির সৌভাগ্যসূর্য্য উদিত হইতে তখনও বিলম্ব ছিল। সুতরাং নবাব সায়েস্তা খাঁ ঐ কুঠী বাজেয়াপ্ত করিয়া ইংরেজ বণিকদিগকে বাঙ্গালাদেশ হইতে বিতাড়িত করিলেন। ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে সন্ধি স্থাপিত হইলে, যব চার্ণক সাহেব কতিপয় সৈন্যসহ পুনরায় বাঙ্গালাদেশে আগমন করিয়া সুতানটী গ্রামে এক কুঠী সংস্থাপন করিলেন। ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ আরঙ্গজেব যে সনন্দ প্রদান করিয়াছিলেন, তদনুসারে বার্ষিক তিন সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়া ইংরেজ কোম্পানি বাঙ্গালা দেশে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিবার অধিকার লাভ করিল।

সুতানুটির কুঠী সংস্থাপিত হইলে, ইংরেজগণ তথায় দুর্গ নির্ম্মাণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু ক্রমাগত পাঁচ বৎসরের চেষ্টায়ও কোন ফল লাভ হইল না। ইতিমধ্যে বর্দ্ধমানাধিপতি বিদ্রোহী হইয়া হুগলী ও মুরশিদাবাদ লুণ্ঠন করিলেন। অগত্যা নবাব ইউরোপীয় বণিক সম্প্রদায়কে আত্মরক্ষার উপায় অবলম্বন করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। তদনুসারে ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে, অর্থাৎ ইব্রাহিম খাঁর নবাবী আমলে, ইংরেজগণ কলিকাতায়, ওলন্দাজগণ চুঁচুড়ায়, এবং ফরাসীগণ চন্দননগরে, দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া শক্তি সঞ্চয় করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে সম্রাট-পুত্র আজিম ওশান বাঙ্গালার সুবাদারী পদ লাভ করেন। এই সময় ইংরেজ কোম্পানি প্রচুর উপঢৌকন প্রদান করিয়া তাঁহার নিকট হইতে সুতানুটী, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর প্রভৃতি হুগলী নদীর পূর্ব্বতীরস্থ তিন মাইল ভূমি ক্রয় করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইলেন।

যে কলিকাতা ইতিপূর্ব্বে বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ ও হিংস্র জন্তুর আবাস-স্থল ছিল, তাহা ইংরেজের হস্তগত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল। বহুসংখ্যক শ্রমজীবী নবাবের অধিকার ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় বাসস্থল নির্ম্মাণ করিল এবং হিংস্র জন্তুর পরিবর্ত্তে ঐ স্থল লোকে পরিপূর্ণ হইল। কলিকাতার এই দ্রুত উন্নতি লক্ষ্য করিয়া হুগলীর ফৌজদার সাতিশয় শঙ্কিত হইলেন এবং লোক-প্রবাহ রুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে কলিকাতার অধ্যক্ষের নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন যে, নবাবের কলিকাতা-প্রবাসী প্রজাগণের বিচারকার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্ত অবিলম্বে তথায় জনৈক কাজি প্রেরিত হইবে। কলিকাতার অধ্যক্ষ ইহাতে প্রমাদ গণিলেন এবং প্রচুর উপঢৌকনসহ পুনরায় আজিম ওশানের শরণাপন্ন হইলেন। আজিম ওশান ইংরেজ কোম্পানির পক্ষাবলম্বন করিলেন; সুতরাং হুগলীর ফৌজদারের অভিপ্রায় কার্যে পরিণত হইল না। এই সময় কলিকাতা, ঢাকা, কাশিমবাজার, হুগলি, বালেশ্বর প্রভৃতি স্থলে ইংরেজদিগের বাণিজ্যকুঠি সংস্থাপিত ছিল। ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার দুর্গে প্রায় তিনশত সৈন্য বাস করিত। এক্ষণে এই কুঠী প্রেসিডেন্সির আসনে উন্নীত এবং বাঙ্গালাদেশের সমস্ত কুঠী কলিকাতাস্থ কুঠীর শাসনাধীন হইল। এপর্য্যন্ত মান্দ্রাজ প্রদেশীয় সর্ব্বপ্রধান কুঠীর কর্ত্তৃত্বে যে বাঙ্গালা দেশীয় কুঠী-সমূহের কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছিল তাহা রহিত হইল।

আজিম ওশান হইতে হুগলীনদীর পূর্ব্বতীরস্থ ভূমি ক্রয় করিবার অধিকারলাভ করিয়াও, ইংরেজ কোম্পানি সুচতুর মুরশিদ কুলী খাঁর প্রতিবন্ধকতায় ঐ অধিকার কার্য্যে পরিণত করিতে সমর্থ হন নাই। মুরশিদ কুলী খাঁ ইংরেজ কোম্পানির নিকট ভূমি বিক্রয় করিতে জমিদার-বর্গকে গোপনে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন, সুতরাং কেহই সাহস করিয়া তাঁহাদের নিকট ভূমি বিক্রয় করিতে অগ্রসর হইল না। সহজে সংকল্প পরিত্যাগ করা ইংরেজের জাতীয় স্বভাবের বিরুদ্ধ। তাঁহারা বাদসাহের দরবারে যোগাড় করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে ঐ দরবার হইতে এক সনন্দ সংগ্রহ করিলেন। এই সনন্দদ্বারা ইংরেজ বণিক কলিকাতার নিকটবর্ত্তী ৩৭ খানি গ্রাম ক্রয় করিবার অধিকার লাভ করেন। বাঙ্গালার নবাব এ বিষয়ে কোন প্রতিবন্ধকতা না করেন, ঐ সনন্দে তদ্বিষয়েরও স্পষ্ট আদেশ ছিল।

১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রীয়গণ বাঙ্গালাদেশে প্রবেশ করিলে, আলি-বর্দ্দী খাঁ ইংরেজদিগকে কলিকাতানগরী সুরক্ষিত করিবার আদেশ প্রদান করেন। তদনুসারে তাঁহারা সুতানটির উত্তর প্রান্ত হইতে গোবিন্দপুরের দক্ষিণপ্রান্ত পর্য্যন্ত এক খাত খনন করেন। উত্তরকালে ইহাই "মহারাষ্ট্রীয় খাত" নামে অভিহিত হইয়াছিল। এই সময় ওয়াট্ সাহেব কাশিমবাজারের এবং ড্রেক্‌সাহেব কলিকাতার কুঠীর অধ্যক্ষপদে নিযুক্তছিলেন (১)।

---

(১) Orme's Indoostan, Vol. II, pages 8 to 25.

সপ্তম পরিচ্ছেদ

রাজবল্লভের আত্মরক্ষার উদ্যোগ

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, নিবাইস লোকান্তরিত হইলে ঘেসেটি বিবী মবারক উদ্দৌলার অভিভাবিকাস্বরূপ ঢাকাবিভাগের শাসনকার্য্যে নিযুক্ত হন। রাজবল্লভের দক্ষতা বিষয়ে নিবাইস ও তৎপত্নীর অবিচলিত শ্রদ্ধা ছিল। ঘেসেটি বিবী স্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ঐ হিন্দুকর্ম্মচারীর পরামর্শমতে শাসন-সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

সিরাজ পূর্ব্বে ভাবিয়াছিলেন যে, হোসেন কুলী খাঁ ও তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্রকে হত্যা করিলেই তিনি নিষ্কণ্টক হইবেন। রাজবল্লভের ক্ষমতাবিষয়ে সিরাজের তাদৃশ আস্থা ছিল না। সুতরাং তিনি ঐ সময় রাজবল্লভের উচ্ছেদসাধনে যত্নবান্ হন নাই। সিরাজ এক্ষণে দেখিতে পাইলেন যে, ঘেসেটি বিবীর পক্ষ পূর্ব্ববৎ প্রবল রহিয়াছে, সুতরাং ঐ হিন্দুকর্ম্মচারীর প্রতি সিরাজের বিষদৃষ্টি নিপতিত হইল।

রাজবল্লভ অতি সুচতুর রাজনৈতিক ছিলেন। সিরাজ যে অতঃপর তাঁহার সর্ব্বনাশসাধনে প্রবৃত্ত হইবেন তাহা তিনি পূর্ব্বেই অনুমান করিয়াছিলেন। অতএব তিনি একদিকে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া প্রভুপত্নীর শক্তি সঞ্চয় করিতে লাগিলেন এবং পক্ষান্তরে সিরাজের আক্রমণ হইতে স্বীয় ধনসম্পত্তি রক্ষার উপায় উদ্ভাবন করিলেন।

এই সময় আলিবর্দ্দী অন্তিমশয্যায় শায়িত, ঘেসেটি বিবীর পক্ষ প্রবল পরাক্রান্ত, এবং রাজবল্লভ ঐ মহিলার পৃষ্ঠপোষক ও পরামর্শদাতা। মুরশিদাবাদনগরের যাবতীয় লোকেরই দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিয়াছিল যে,

আলিবর্দ্দীর জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইলেই, ঘেসেটি বিবীর দশ সহস্র সৈন্য সুচতুর রাজবল্লভের পরামর্শে পরিচালিত হইয়া বাঙ্গালার সিংহাসন অধিকার করিবে। ইতিপূর্ব্বে ইংরেজদিগের সহিত রাজবল্লভের যে কয় বার সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে তাহারা রাজবল্লভের দৃঢ়তা ও কৃতিত্বের সবিশেষ পরিচয় পাইয়াছিল। ১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী বন্দরস্থিত মুসলমান ও আরমাণী বণিক্‌গণের পণ্যদ্রব্য বহন করিয়া এক বাণিজ্যপোত বঙ্গোপসাগরের মধ্য দিয়া যাইতেছিল, কোন ইংরেজ রণতরী ঐ জাহাজ আক্রমণ করিয়া সমস্ত পণ্যদ্রব্য লুণ্ঠন করে। এই সংবাদ আলিবর্দ্দীর কর্ণগোচর হইলে, তিনি সমস্ত লুণ্ঠিত দ্রব্য প্রত্যর্পণ করিবার নিমিত্ত কলিকাতা প্রেসিডেন্সির ইংরেজ অধ্যক্ষের প্রতি আদেশ প্রচার করেন। ইংরেজগণ ঐ আদেশ প্রতিপালন করিতে ইতস্ততঃ করিলে, তিনি ইংরেজ আড়ঙ্গের গোমস্তাকে কারারুদ্ধ করেন এবং যাহাতে ইংরেজের কোন বাণিজ্যনৌকা স্বীয় অধিকারের মধ্য দিয়া যাইতে না পারে, তাহার উপায় অবলম্বন করিবার নিমিত্ত বিভিন্ন প্রদেশের শাসন কর্ত্তৃগণের প্রতি আদেশ প্রদান করেন। এই সময় রাজবল্লভ ঢাকাবিভাগের দেওয়ানি ও নাওয়ার বিভাগের অধ্যক্ষ-পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ঢাকা প্রদেশস্থ সমস্ত ব্যবসায়ী হইতে মুচলিকা গ্রহণ করিয়া, ঐ স্থলে সংস্থাপিত ইংরেজ কুঠীর সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কর্ম্মচারীর রসদ বন্ধ করিয়া দেন এবং ঐ সমস্ত ব্যবসায়ীগণ ইংরেজের সহিত কোনরূপ সংশ্রব না রাখিতে পারে, তদুদ্দেশ্যে ঢাকা হইতে বাখরগঞ্জ পর্য্যন্ত প্রত্যেক চৌকিতে লোক নিযুক্ত করেন (১)। অগত্যা ইংরেজগণ লুণ্ঠিত পণ্যদ্রব্যের ক্ষতিপূরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। রাজবল্লভ ঢাকার শাসনকর্তৃত্ব লাভ করিয়া, ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমভাগে

---

(১) Long's Unpublished Records of Government, from 1747 to 1763 page 17.—Consultation Dated the 23rd January 1749.

পাশ্চাত্য বণিক সম্প্রদায়ের নিকট প্রচলিত "নজরানা" তলপ করেন। তাহারা প্রথমতঃ ঐ নজরানা দিতে অস্বীকার করে। অবশেষে রাজবল্লভ তাহাদের বাণিজ্য বন্ধ করিবার ভয় প্রদর্শন করিলে, ইংরেজ ও ফরাসিস প্রভৃতি প্রত্যেক জাতীয় বণিক্‌-সম্প্রদায় ৪৩০০ টাকা নজরানা দিয়া তাঁহার অনুকম্পা লাভ করে (১)।

এক্রামউদ্দৌল্লার মৃত্যুর পর মোবারকউদ্দৌল্লা ঢাকার নবাবী পদ লাভ করিলে রাজবল্লভ এই নব-নিযুক্ত শাসনকর্ত্তার নজরানাস্বরূপ ইংরেজ কোম্পানির নিকট দশ সহস্র মুদ্রা দাবি করেন। ইংরেজ কোম্পানি প্রথমতঃ তাঁহাদের দেওয়ান ও আমমোক্তারের যোগে রাজবল্লভকে জ্ঞাপন করেন যে, ফরাসিস ও ওলন্দাজ বণিক্‌গণ ঐরূপ অর্থ প্রদান না করিলে তাঁহারা কোন অর্থ প্রদান করিবেন না। রাজবল্লভ ইংরেজের দেওয়ানকে কারারুদ্ধ করেন এবং ঐ আমমোক্তার দ্বারা ইংরেজদিগকে বলিয়া পাঠান যে, নজরানা প্রদান না করিলে তাঁহাদিগকে প্রচলিত উপঢৌকন দিতে হইবে। এই সময় ইংরেজ-দিগের যে সমস্ত বাণিজ্য নৌকা বাখরগঞ্জ হইতে যাত্রা করিয়াছিল, রাজবল্লভ আদেশ প্রচার করিয়া তৎসমস্ত আটক করেন। অগত্যা ইংরেজগণ তিনসহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়া নিষ্কৃতি লাভ করেন (২)।

(১) Long's Unpublished Records of Government, from 1747 to 1767 page 52.—Despatch dated the 1st March 1754.

(২) The 30th December 1754—Rajbullab Devan initimates that on the charge of the Hd. Nawabship of Dacca which is now in the name of Moradudullah, he expects a large present and hints a sum of rupees ten thousand. Resolved to pay three thousand, if payment is absolutely necessary.—India Office Record, quoted at page 43, History of Backergunge by Beveridge.

Consultation dated the 12th February 1755—Long's Unpublished Records of Government, from 1747 to 1767 page 55.

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে এই সময় ওয়াট্ সাহেব কাসিমবাজারের কুঠীর অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত ছিলেন। সুচতুর রাজবল্লভ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালাদেশে একমাত্র ইংরেজ ভিন্ন অন্য কেহ সিরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে সাহসী হইবে না। সুতরাং তিনি স্বীয় সম্পত্তি রক্ষা করিবার নিমিত্ত ওয়াট সাহেবের সহিত পরামর্শ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ওয়াট সাহেবের দৃঢ় প্রতীতি হইয়াছিল যে, আসন্ন বিপ্লবে ঘেসেটি বিবীর পক্ষই জয়লাভ করিবে; সুতরাং তিনি ঐ মহিলার সুযোগ্য দেওয়ান রাজবল্লভের মনোরঞ্জন করিতে সহজেই সম্মত হইলেন এবং তাঁহার প্রেরিত লোককে কলিকাতায় আশ্রয় প্রদান করিবার নিমিত্ত ঐ স্থলের অধ্যক্ষকে লিখিয়া পাঠাইলেন।

তৎকালে আমিনচাঁদ নামক পশ্চিমভারত-বাসী জনৈক বণিক্ কলিকাতায় অবস্থান করিয়া বাণিজ্য করিতেছিল। মুরশিদাবাদ নবাব দরবারে এবং কলিকাতা ইংরেজ মহলে ঐ বণিকের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। রাজবল্লভের সহিত আমিনচাঁদের বন্দোবস্ত হইল যে, পুত্র কৃষ্ণদাস কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার আলয়ে অবস্থান করিবেন। এক্ষণে তিনি শ্রীক্ষেত্র যাত্রার ছলে পরিবারবর্গ ও ধন সম্পত্তি সহ অগোণে কলিকাতায় উপপস্থিত হইবার নিমিত্ত কৃষ্ণদাসকে সংবাদ প্রেরণ করিলেন। এই সময় কৃষ্ণদাসের হস্তে ঢাকার শাসন-কর্ত্তৃত্ব ন্যস্ত ছিল। পিতার আদেশ পাইয়া তিনি প্রকাশ্যে জগন্নাথ যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন এবং অল্পকাল মধ্যে বহু সংখ্যক নৌকা সংগ্রহ করিয়া তন্মধ্যে যাবতীয় ধনরত্ন নিহিত করিলেন। শুভ দিনে কৃষ্ণদাস পরিবারবর্গ সহ নৌকায় আরোহণ করিয়া ঢাকা হইতে যাত্রা করিলেন। ক্রমে নৌশ্রেণী ত্রিমোহনার নিকট উপস্থিত হইলে, কৃষ্ণদাস নাবিকদিগকে বঙ্গোপসাগরের দিকে গমন করিতে নিষেধ করিয়া, বড় গঙ্গা অবলম্বন করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। এ পর্য্যন্ত কেহই তাঁহার অভিসন্ধি বুঝিয়া

উঠিতে পারে নাই। সুতরাং নাবিকগণ এই অভিনব আদেশ পাইয়া কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইল। অবশেষে তিনি রহস্য উদ্‌ঘাটন করিলে, তাহারা বড় গঙ্গা অবলম্বন পূর্ব্বক ক্রমে জেলেঙ্গী ও হুগলী নদী অতিক্রম করিয়া কলিকাতায় উপস্থিত হইল। কৃষ্ণদাসের আগমনের অব্যবহিত পূর্ব্বে ওয়াট্‌স সাহেবের প্রেরিত লিপি কলিকাতায় পৌঁছিয়াছিল। অধ্যক্ষ ড্রেক সাহেব তৎকালে বায়ু পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত বালেশ্বরে অবস্থান করিতেছিলেন। কৌন্সিলের অপর সদস্যগণ ওয়াট্‌স সাহেবের মতের প্রতি নির্ভর করিয়া কৃষ্ণদাসকে কলিকাতায় অবতরণ করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। তদনুসারে কৃষ্ণদাস ধন সম্পত্তি ও পরিজন সহ আমিনচাঁদের আলয়ে উপস্থিত হইয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন (১)।

রাজবল্লভ যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলেন, কার্য্যেও তাহাই সংঘটিত হইল। সিরাজ রাজবল্লভকে করায়ত্ত করিবার উদ্দেশ্যে, তাঁহার ধনরত্ন হস্তগত করিবার সংকল্প করিয়া অবিলম্বে ঢাকায় লোক প্রেরণ করিলেন (২)। সিরাজের প্রেরিত চর ঢাকায় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই

---

(১) Orm's Indoostan, Vol. II. pages 51.

(২) শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় ১২৮৯ সনের বান্ধব পত্রিকার ৮০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "বিশ্বাসঘাতক নরাধম রাজা রাজবল্লভ ঢাকার রাজকীয় ধনাগার হইতে দুই কোটী টাকা অন্যায়রূপে আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। সিরাজ যখন ঢাকার নেযাবতীর নিকাস ও রাজস্ব তলপ করেন, তখন কৃষ্ণদাস সেই সকল লইয়া কলিকাতায় পলায়ন করেন। এখন পাঠকগণ বিচার করিয়া বলুন সিরাজ 'দুর্ব্বৃত্ত' কি রাজবল্লভ ও তাঁহার পুত্র দুর্ব্বৃত্ত"।

রাজবল্লভ যে দুই কোটি টাকা, কিংবা কোন টাকা আত্মসাৎ করিয়াছিলেন, তাহা অর্দ্ধি-কৃত হিন্দুস্থান, টারিকি মুজাফরী, চাহার গুলজার সুজাই, রিয়াজু সেলাতিন প্রভৃতি কোন প্রামাণ্য ইতিহাসেই লিখিত নাই। এই উক্তি কৈলাস বাবুর কল্পনা-প্রসূত মাত্র। কৃষ্ণদাসের নিকট যে রাজস্ব পাওনা ছিল তাহারও কোন প্রমাণ নাই। টারিকি মুজাফরী নামক ইতিহাসে উল্লেখ আছে যে, সিরাজ কৃষ্ণদাসের নিকট রাজস্ব তলপ করিয়াছিলেন অন্য কোন ইতিহাসে এই কথার উল্লেখ মাত্রও নাই। এই

কৃষ্ণদাস ঢাকা হইতে কলিকাতা প্রস্থান করিয়াছিলেন; সুতরাং তাহারা ব্যর্থ মনোরথ হইয়া মুরশিদাবাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। ঐ সময় আলিবর্দ্দী জীবিত ছিলেন। সিরাজ তাঁহার নিকট গমন করিয়া বলিলেন ইংরেজ বণিক ঘেসেটি বিবীর পক্ষাবলম্বন করিয়াছে, অতএব কলিকাতায় সৈন্য প্রেরণ পূর্ব্বক ধনরত্ন সহ কৃষ্ণদাসকে ধৃত করিয়া আনয়ন করা কর্ত্তব্য। নবাব সিরাজকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন, রোগ মুক্ত হইলে আমি স্বয়ংই এ বিষয়ের উপযুক্ত প্রতিবিধান করিব, এক্ষণে তোমার এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার প্রয়োজন নাই (১)।

আলিবর্দ্দী উদরী রোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যাগত হইয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহার বয়ঃক্রম অশিতিবর্ষ। প্রবীণ বয়সে এই রোগ তাঁহার কালস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল, চিকিৎসকগণের অবিরাম চেষ্টায়ও কোনরূপ সুফল প্রসব করিল না। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের ৯ই এপ্রিল তারিখে বর্ষীয়ান্ নবাব সংসারের সমস্ত শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া নিত্যধামে চলিয়া গেলেন।

যদিও অন্নদাতা প্রভু-পুত্রের জীবন সংহার করিয়া, আলিবর্দ্দী পাশববলে বাঙ্গালার সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন, যদিও কৃতঘ্নতা ও রাজদ্রোহ-পাপে তাঁহার হস্ত কলঙ্কিত হইয়াছিল, যদিও শত্রু দমন

সময় ঘেসেটিবিবী সিরাজের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং কৃষ্ণদাস ঘেসেটি বিবীর কর্ম্মচারী ছিলেন; এ অবস্থায় সিরাজের নিকট কোন নিকাস কিংবা রাজস্ব প্রদান করিতে কৃষ্ণদাসের কোনরূপ দায়িত্বই ছিল না। অর্ম্মি-কৃত ইতিহাসে লিখিত আছে যে, সিরাজ কৃষ্ণদাসের কলিকাতায় পলায়ন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া আলিবর্দ্দীর নিকট বলিয়াছিলেন যে, ইংরেজগণ ঘেসেটি বিবীর পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে। এতদ্দ্বারা সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, রাজবল্লভ যাহাতে ঘেসেটি বিবীর পক্ষ সমর্থন করিতে না পারেন তাহাই সিরাজের উদ্দেশ্য ছিল, নতুবা এ স্থলে ঘেসেটিবিবীর নামোল্লেখ হওয়ার কোন কারণ ছিল না। এখন পাঠকগণ বিচার করিয়া বলুন, রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাসই 'দুর্ব্বৃত্ত' কি যিনি তাঁহাদিগকে অন্যায়রূপে আক্রমণ করিয়া "বিশ্বাস ঘাতক" "নরাধম" প্রভৃতি শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ বাক্যপ্রয়োগ করিয়াছেন, তাঁহার আচরণই সাধুজন বিগর্হিত।

(১) Orm's Indoostan, vol. II. page 49 to 50.

করিবার অভিপ্রায়ে তিনি বিশ্বাসঘাতকতা অবলম্বন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই (১) তথাপি এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, আলিবর্দ্দীর ন্যায় উপযুক্ত শাসনকর্ত্তা তৎকালে ভারতবর্ষে বিদ্যমান ছিল না। স্বীয় ধর্ম্মপত্নী ব্যতীত দ্বিতীয় রমণীর অঙ্গস্পর্শে তাঁহার আত্মা কখনও কলুষিত হয় নাই। সন্তান সন্ততিবর্গের প্রতি তিনি সাতিশয় স্নেহবান্ ছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাজি আহম্মদ ও তদীয় ধর্ম্মপত্নীকে তিনি যথেষ্ট সম্মান করিতেন। নিবাইস মহম্মদের শোকে তিনি নিরতিশয় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং সেই শোকবহ্নি কিয়ৎ পরিমাণে নির্ব্বাপিত করিবার অভিপ্রায়ে, দ্বিতীয় ভ্রাতুষ্পুত্র সৈয়দ আহম্মদকে পূর্ণিয়া হইতে মুরশিদাবাদে আগমন করিবার নিমিত্ত সংবাদ প্রেরণ করিয়াছিলেন। ভগবান্ অচিরে এই ভ্রাতুষ্পুত্রকেও ইহধাম হইতে অন্তহিত করিলেন। স্থবির ও রোগক্লিষ্ট নবাবের স্নেহপ্রবণ হৃদয় এই আঘাতে শতধা বিদীর্ণ হইল এবং তিনিও অনতিবিলম্বে ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয়ের অনুবর্ত্তী হইলেন। রাজকার্য্য সম্বন্ধে তাঁহার অসাধারণ কৃতিত্ব ছিল। প্রত্যহ প্রত্যূষে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক আলিবর্দ্দী স্নান করিতেন এবং নিয়মিত উপাসনা করিয়া অনুচরবর্গ সহ কাফি পান করিতেন। অতঃপর তিনি দরবারগৃহে আগমন পূর্ব্বক প্রত্যেক বিভাগের কর্ম্মচারিগণের ও অপরাপর লোকের আবেদন ও অভিযোগ শ্রবণ করিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতেন। প্রায় দুই ঘণ্টা এইরূপে অতিবাহিত করিয়া তিনি নিবাইস মহম্মদ, সৈয়দ আহম্মদ ও সিরাজ প্রভৃতি আত্মীয়বর্গের সহিত বিশ্রামাগারে প্রবেশ করিতেন। এই স্থলে কেহ কবিতা আবৃত্তি করিয়া, কেহ বা ইতিহাস পাঠ করিয়া এবং কেহ বা খোস গল্প করিয়া তাঁহার চিত্ত বিনোদন করিত। মধ্যাহ্নকাল সমাগত হইলে তিনি স্বজন ও আগন্তুকগণ সহ আহারে উপবেশন করিতেন এবং

(১) সন্ধি করিবার ছলে মহারাষ্ট্রীয় সেনানী ভাস্কর পণ্ডিতকে আহ্বান করিয়া হত্যা করিয়াছিলেন।

আহারের পর কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া অপরাহ্ণ ১ ঘটিকা হইতে ৪ ঘটিকা পর্য্যন্ত সাধন ভজনে কর্ত্তন করিতেন। এই সময় কিঞ্চিৎ বরফ মিশ্রিত জল পান করিয়া তিনি শাস্ত্রজ্ঞদিগের সহিত শাস্ত্রালাপনে নিযুক্ত থাকিতেন। এইরূপে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে, জগৎ শেঠ প্রভৃতি রাজকর্ম্মচারিগণ আগমন করিয়া মোগল রাজধানী ও অন্যান্য স্থানের সংবাদ প্রদান করিতেন। এই অবসরেই তিনি শাসন-সংক্রান্ত আবশ্যক আদেশ প্রদান করিতেন। অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময় প্রাসাদ-সমূহ আলোক মালায় সুশোভিত হইত এবং তৎকালে বিদূষকগণ নানারূপ কৌতুকাবহ আলাপনে প্রবৃত্ত হইত। বিদূষকগণ বিদায় হইলে তিনি পুনরায় উপাসনায় নিযুক্ত হইতেন এবং উপাসনা শেষ করিয়া মহিষীর কক্ষে প্রবেশ করিতেন। রাত্রি ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত তিনি ঐ স্থলে অবস্থান করিয়া পুনরায় রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইতেন। দ্বিতীয় প্রহর অতীত না হইলে কখনও তাঁহার শয়নকক্ষে প্রবেশ করা হইত না। শয়ন করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি কোন দিন কিঞ্চিৎ ফলমূল আহার করিতেন এবং কোনদিন সম্পূর্ণরূপে অনশনে থাকিতেন। সুনির্ম্মল বারি ব্যতীত আলিবর্দ্দী কখনও অন্য কোন পানীয় স্পর্শ করেন নাই (১)।

---

(১) English Translation of Sair Motakharin by Haji Mostapha Vol. II. pages 150 to 162.

চতুর্থ অধ্যায়

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সিরাজ কর্ত্তৃক মতিঝিল লুণ্ঠন ও কৃষ্ণদাসের অনুসরণ

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে সিরাজ বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন (১)। সিরাজের এই কার্য্যে প্রতি-বন্ধকতাচারণ করিবার উদ্দেশ্যে ঘেসেটি বিবী ইতিপূর্ব্বে বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন ; সুতরাং অনতিবিলম্বে ঘোরতর বিপ্লব সংঘটিত হইবার উপক্রম হইল। আলিবর্দ্দীর মহিষী এ অবস্থায় বিপদ গণিয়া জগৎ-শেঠকে আহ্বান করিলেন এবং উভয়ে পরামর্শ করিয়া মতিঝিলের উদ্যান বাটিকায় সমুপস্থিত হইলেন। ঘেসেটিবিবী প্রথমতঃ সিরাজের সহিত সন্ধি করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু জননীর অশ্রুসিক্ত লোচন ও কাতর প্রার্থনায় অবশেষে তাঁহার রমণীসুলভ কোমল অন্তঃকরণ দ্রবীভূত হইল। তিনি সিরাজের প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া স্বকীয় সর্ব্বনাশের পথ উন্মুক্ত করিলেন (২)।

সিরাজের সহিত সন্ধি সংস্থাপিত হইল মনে করিয়া, ঘেসেটি বিবীর অধিকাংশ সৈন্য মতিঝিল প্রাসাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্ব স্ব আলয়ে

---

(২) কোন কোন পাশ্চাত্য লেখক বলেন যে, এই সময় সিরাজের বয়ঃক্রম সপ্তদশ বৎসর ছিল, ফলতঃ এই উক্তি সত্য নহে। সিরাজ ১৭২৬ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন ; সুতরাং এই সময় তাঁহার বয়ঃক্রম ত্রিংশ বৎসর অতিক্রম করিয়াছিল।

(১) Orme's Indoostan, Vol. II. page 45.

শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট হইতে যে হস্তলিখিত পুস্তক প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহাতে লিখিত আছে যে, রাজবল্লভের সম্পূর্ণ অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঘেসেটি বিবী এই সন্ধিতে সম্মত হইয়াছিলেন।

প্রত্যাবৃত্ত হইল। কেবল সেনানী নজরআলী অল্পসংখ্যক অনুচর সহ ঐ স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে সিরাজ হঠাৎ সসৈন্যে মতিঝিলের উদ্যানবাটিকা আক্রমণ করিয়া নজরআলি ও তাঁহার অনুচরবর্গকে পরাভূত করিলেন। কেবল ইহাতেই যে সিরাজের ক্রোধের শান্তি হইল এমন নহে, তিনি অবিলম্বে মাতৃস্বসার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিলেন এবং মাতৃস্বসাকে বন্দী করিয়া বিজয়গর্ব্বে মুরশিদাবাদে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন (১)। রিয়াজু সেলাতিন নামক ইতিবৃত্তে লিখিত আছে যে, সিরাজ মতিঝিলের যাবতীয় অট্টালিকা ভূমিসাৎ করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি ঘেসেটি বিবীকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার সমস্ত ধনরত্ন আত্মসাৎ করিলেন (২)।

এক্ষণে কৃষ্ণদাসের প্রতি সিরাজের দৃষ্টি নিপতিত হইল। কৃষ্ণদাস এই সময় কলিকাতায় অবস্থান করিতেছিলেন। সিরাজ কলিকাতার অধ্যক্ষ ড্রেক্ সাহেবের নিকট দূতমুখে এই সংবাদ প্রেরণ করিলেন যে, ধনসম্পত্তিসহ কৃষ্ণদাসকে অবিলম্বে মুরশিদাবাদের দরবারে উপস্থিত করিতে হইবে। নবাবের প্রেরিত দূত কলিকাতায় উপস্থিত হইলে, তত্রত্য ইংরেজগণ তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া তাহাকে নগর হইতে

---

(১) Orme's Indoostan, Vol. II. pages 55, and English Translation of Sair Motakharin, by Haji Mostapha, Vol. II. page 186.

(২) শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় প্রণীত "সিরাজউদ্দৌলা" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে "মাতৃস্বসা বিপথগামিনী না হন এই উদ্দেশ্যে সিরাজ ধনরত্ন সহ তাঁহাকে মতিঝিলের প্রাসাদ হইতে আনয়ন করিয়া স্বকীয় আলয়ে স্থানদান করিয়া ছিলেন।"

অর্ম্মি-কৃত ইতিহাস ও সায়র মোতাক্ষরীণ পাঠ করিলে এই উক্তির অসত্যতা প্রতিপন্ন হইবে। সদিচ্ছাদ্বারা প্রণোদিত হইলে সিরাজ ঘেসেটি বিবীকে কেন কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন এবং কেনইবা তাঁহার সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিলেন? সিরাজের সুবিস্তৃত প্রাসাদে কি ঘেসেটি বিবীর স্থান সংকুলন হয় নাই এবং তজ্জন্যই কি সিরাজ মাতৃস্বসাকে কারাগারে নিবদ্ধ করিয়া অশেষযন্ত্রণা প্রদান করিয়াছিলেন?

বহিষ্কৃত করিয়া দিল। এই ঘটনায় নবাবের ক্রোধের পরিসীমা রহিল না এবং তিনি ইংরেজদিগকে সমুচিত শিক্ষা দিবার কল্পনা করিয়া সসৈন্যে কলিকাতা অভিমুখে ধাবমান হইলেন।

মুরশিদাবাদ নগরে পূর্ব্বোক্ত আমিনচাঁদের জনৈক আত্মীয় বাস করিতেন। তিনি মনে করিলেন, সিরাজ কলিকাতা আক্রমণ করিলে আমিনচাঁদের গুরুতর অনিষ্ট সাধিত হইবে। সুতরাং কালবিলম্ব না করিয়া তিনি আমিনচাঁদের নিকট সিরাজের অভিযানের বৃত্তান্ত লিখিয়া পাঠাইলেন দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার প্রেরিত লিপি ইংরেজদিগের হস্তগত হইল সন্দিগ্ধচিত্ত ইংরেজগণ মনে করিলেন, আমিনচাঁদের সহিত সিরাজে ষড়যন্ত্র চলিতেছে; সুতরাং তাঁহারা অবিলম্বে নিরপরাধ আমিনচাঁদে প্রাসাদ সসৈন্যে অবরোধ করিলেন। এই সময় আমিনচাঁদ কলিকাত নগরীতে রাজসম্পদে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার বিস্তৃত রমণীয় অট্টালিকা, অট্টালিকার দ্বারদেশে বহুসংখ্যক সুসজ্জিত পদাতি এবং উন্নত অবস্থার পরিচায়ক অশ্বযান প্রভৃতি উপকরণ অবলোক করিলে, তাঁহাকে নবাব শ্রেণীস্থ পরাক্রান্ত লোক বলিয়া সহজেই ভ্র জন্মিত। হাজারিমল্ল নামক আমিনচাঁদের জনৈক শ্যালক ঐ সম তদীয় আলয়ে বাস করিত। ইংরেজ সৈন্য আমিনচাঁদের প্রাসা অবরোধ করিলে, হাজারিমল্ল প্রাণভয়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ করে। দুর্বৃ ইংরেজসৈন্যগণ হাজারিমল্লকে ধৃত করিবার অভিপ্রায়ে অন্তঃপুরে প্রবে করিতে উদ্যত হইলে, আমিনচাঁদের পদাতিকগণ অগ্রসর হইয়া বা প্রদান করে। আমিনচাঁদের প্রহরীর সংখ্যা তিন শতের ন্যূন ছিল না সুতরাং উভয় পক্ষ মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ চলিতে লাগিল। ইংরেজসেন অবিলম্বে ঐ প্রহরিবর্গকে পরাভূত করিয়া ক্রমে অন্তঃপুরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইল। জগন্নাথসিংহ নামক জনৈক জমাদার এই স্থল রক্ষা নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার শিরায় পবিত্র ক্ষত্রিয় রক্ত প্রবাহিত ছিল

দাস্ত ইংরেজসেনা প্রভুর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া মহিলাগণের সম্ভ্রম নষ্ট করিবে, ইহা তাঁহার নিকট অসহ্য বোধ হইল। তিনি মহিলাগণের, তুচ্ছ জীবন অপেক্ষা তাঁহাদের সম্মানের মূল্য অধিক বিবেচনা করিলেন এবং নিষ্কোষিত তরবারি হস্তে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া একে একে অধিকাংশ মহিলার জীবন সংহার করিলেন। অনন্তর তিনি স্ত্রীহত্যা পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিবার উদ্দেশ্যে ঐ তরবারি দ্বারা স্বশরীরে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিয়া মৃতকল্প হইলেন। এক্ষণে ইংরেজ সেনা নির্বিঘ্নে আমিরচাঁদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল এবং হাজারিমল্ল ও কৃষ্ণদাসকে ধৃত করিয়া দুর্গাভিমুখে প্রস্থান করিল (১)।

কতিপয় দিবস মধ্যেই নবাব সসৈন্যে কলিকাতার প্রান্তভাগে সমুপস্থিত হইলেন। কোন্ পথ অবলম্বন করিয়া নগর মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে, তাহা নবাবসৈন্য মধ্যে কেহই অবগত ছিল না; সুতরাং তাহারা ইতস্ততঃ পথের অনুসন্ধান করিয়া কালক্ষয় করিতে লাগিল। ইত্যবসরে নবাব সৈন্যের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত জগন্নাথ জমাদারের বৈরনির্য্যাতন স্পৃহা বলবতী হইল। তিনি রজনীর অন্ধকারের সাহায্যে কোন ক্রমে নবাব শিবিরে উপস্থিত হইয়া, নবাব সৈন্যগণকে কলিকাতায় প্রবেশ করিবার পথ প্রদর্শন করিলেন (২)। নবাবসেনা প্রদর্শিত পথে অবিলম্বে কলিকাতায় প্রবেশ করিয়া ইংরেজদুর্গ আক্রমণ করিল। এই সময় কলিকাতার দুর্গে যে সমস্ত ইংরেজ অবস্থান করিতেছিল, তাহাদের অধিকাংশ প্রাণভয়ে নদীতীরস্থ নৌকার সাহায্যে কলিকাতা হইতে প্রস্থান করিল। যাহারা পলায়ন করিবার সুযোগ পাইল না, তাহারা কিয়ৎকাল নবাব সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া আত্মসমর্পণ করিল। সিরাজউদ্দৌল্লা এইরূপে কলিকাতা অধিকার

(১) Orme's Indoostan Vol II. Pages 50 and 60.

(২) Orme's Indoostan Vol II Page 62.

করিয়া, বন্দিবর্গকে জনৈক প্রহরীর হস্তে ন্যস্ত করিয়া শিবিরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। কেহ কেহ বলেন, ঐ প্রহরী বন্দিবর্গকে এক অপ্রশস্ত কক্ষে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল এবং পিপাসা ও উত্তাপে ঐ সমস্ত বন্দীর অধিকাংশ কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিল। ইতিহাসে এই ঘটনা 'অন্ধকূপ-হত্যা' নামে প্রসিদ্ধ। কাহারও মতে এই প্রসিদ্ধি সম্পূর্ণ অমূলক (১)।

যে দিবস কলিকাতা নগরী সিরাজের হস্তে নিপতিত হইল, তাহার পরবর্ত্তী প্রাতঃকালে তিনি দরবারে উপবিষ্ট হইয়া বন্দিবর্গকে তাঁহার সমক্ষে আনয়ন করিবার নিমিত্ত আদেশ প্রদান করিলেন। সর্ব্ব প্রথম

---

(১) যাঁহারা অন্ধকূপ হত্যার অমূলকত্ব প্রতিপাদনে প্রয়াসী, তাঁহারা স্বীয় মত সংস্থাপনের নিমিত্ত নিম্নলিখিত যুক্তি প্রদর্শন করেন। (১) সায়র মোতাক্ষরীণ প্রভৃতি পারস্য ভাষায় লিখিত ইতিহাসে এই ঘটনার উল্লেখ নাই। (২) ওয়াটসন সাহেব মান্দ্রাজ হইতে আগমন করিয়া সিরাজকে যে পত্র লিখেন, তাহাতে অন্ধকূপ হত্যার বিন্দুমাত্রও উল্লেখ নাই। (৩) নবাবের সহিত ইংরেজদিগের যে সন্ধি হয়, তাহাতে অন্ধকূপ হত্যার কোন ক্ষতিপূরণের কথা লিখিত হয় নাই।

স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে প্রতীয়মান হইবে যে, এই সমস্ত যুক্তিদ্বারা অন্ধকূপ হত্যার অমূলকত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে না। ইংরেজগণ অন্ধকূপ হত্যাকে যে ভাবে নিরীক্ষণ করিয়াছেন, দেশীয় ঐতিহাসিকগণ ঐ ঘটনা সেই চক্ষে দেখেন নাই। মুসলমান শাসন সময়ে যুদ্ধে বন্দিবর্গের প্রতি কঠোর ব্যবহার করা নিত্য ঘটনা মধ্যে পরিগণিত ছিল; সুতরাং বিশেষত্বের অভাবে সায়র মোতাক্ষরীণ প্রভৃতি ইতিহাসে তাহা বর্ণিত হয় নাই। ওয়াট্‌সন সাহেব মান্দ্রাজ হইতে আগমন করিয়া সিরাজের নিকট যে পত্র প্রেরণ করেন, ঐ পত্র সিরাজের প্রীতি আকর্ষণ করিবার উদ্দেশ্যেই লিখিত হইয়াছিল। সিরাজকৃত অন্যায় কার্য্যের বিষয় তাহাতে লিখিত থাকিলে সিরাজের প্রীতি আকর্ষণ করা সম্ভবপর হইবে না বলিয়াই, ওয়াটসন সাহেব সুবিবেচনার সহিত ঐ বিষয়ের উল্লেখ করেন নাই। নবাবের সহিত ইংরেজদিগের যে সন্ধি হয় তাহাতে অন্ধকূপ হত্যার ক্ষতিপূরণের বিষয় লিখিত না থাকার কারণ এই যে, অর্থদ্বারা নিহত জীবনের ক্ষতিপূরণ হইতে পারে না।

কৃষ্ণদাস আনীত হইলেন। সকলেই মনে করিলেন, কৃষ্ণদাস নবাবের সমীপস্থ হইলেই তিনি কৃষ্ণদাসের শিরশ্ছেদনের আজ্ঞা প্রদান করিবেন। কৃষ্ণদাসও ঐরূপ আশঙ্কা করিয়া, ইষ্ট দেবতার নাম স্মরণ করিতে করিতে প্রহরি-পরিবেষ্টিত হইয়া বন্দিবেশে নবাব সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং প্রচলিত রীতি অনুসারে তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন।

পিতার ন্যায় কৃষ্ণদাসও সাতিশয় সুপুরুষ ছিলেন। কৃষ্ণদাসের অনিন্দনীয় মুখকান্তি এবং যৌবনসুলভ লাবণ্য নিরীক্ষণ করিয়া নবাবের মতি পরিবর্ত্তিত হইল। যে কৃষ্ণদাসের উদ্দেশ্যে এই বিপুল আয়োজন করিয়া কলিকাতা আক্রমণ করা হইয়াছিল, সিরাজ সেই কৃষ্ণদাসের জীবন সংহার না করিয়া তাঁহাকে বহুমূল্য পরিচ্ছদ প্রদান করিলেন এবং দরবারে উপবেশন করিবার অনুমতি প্রদান করিয়া সম্মানিত করিলেন (১)। অতঃপর নবাব মাণিকচাঁদের হস্তে কলিকাতা

---

(১) "সিরাজউদ্দৌল্লা" প্রণেতা অক্ষয় বাবু বলেন, 'মতিঝিল আক্রমণের প্রাক্কালে সিরাজের সহিত রাজবল্লভের সন্ধি হইয়াছিল এবং রাজবল্লভ পূর্ব্ব পদগৌরবে সিরাজের দরবারে অবস্থান করিতেছিলেন। কলিকাতা জয়ের পর সিরাজ যে কৃষ্ণ-দাসের প্রতি সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন ঐ সন্ধিই তাহার একমাত্র কারণ।'

এ পর্য্যন্ত যত ইতিহাস পাঠ করিয়াছি, তাহাতে অক্ষয় বাবুর এই উক্তি সমর্থক কোন প্রমাণ পাই নাই। অক্ষয় বাবুকে লিখিয়াও এবিষয়ের কোন সদুত্তর লাভ করিতে সমর্থ হই নাই। অর্ম্মি-লিখিত ইতিহাসপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, সিরাজের সময় রাজবল্লভ ঢাকার শাসন-কর্ত্তৃপদ হইতে অপসারিত হইয়াছিলেন এবং ঐ বিভা-গের শাসনভার রায় দুর্লভের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল; পরে মীরজাফরের শাসন সময়ে রাজবল্লভ পুনরায় এই পদ লাভ করেন। অক্ষয় বাবু যে বলেন, রাজবল্লভ সিরাজের দরবারে পূর্ব্বপদগৌরবে ছিলেন, এতদ্দারা তাহার খণ্ডন হইতেছে। প্রকৃত প্রস্তাবে যে কাল পর্য্যন্ত সিরাজ বাঙ্গালার সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন, ঐকাল পর্য্যন্ত রাজবল্লভ কোন রাজকার্য্যেই নিযুক্ত ছিলেন না। অতএব কৃষ্ণদাসের প্রতি সিরাজের অপ্রত্যা-

রক্ষার ভার অর্পণ করিয়া সমস্ত বন্দীর সহিত মুরশিদাবাদে প্রস্থান করিলেন। এই আক্রমণের সময় জগন্নাথ সিংহের অনুরোধক্রমে নবাব-সৈন্যগণ আমিনচাঁদের গৃহে কোন অত্যাচার করে নাই (১)। সুতরাং ঐস্থলে রাজবল্লভের যে সমস্ত ধনরত্ন গচ্ছিত ছিল, তাহা সম্ভবতঃ সমস্তই রক্ষা পাইয়াছিল।

শিত অনুগ্রহ প্রদর্শন সম্বন্ধে অক্ষয় বাবু যে কারণ নির্দ্দেশ করেন, তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। কেহ কেহ বলেন, কলিকাতা জয় করিয়া সিরাজ নিরতিশয় উল্লাসিত হইয়াছিলেন এবং কৃষ্ণদাসকে এই সৌভাগ্যের নিদান-স্বরূপ মনে করিয়া তিনি তৎপ্রতি ঐরূপ সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাসের অনিন্দনীয় দেহকান্তি অবলোকন করিয়া সিরাজ যে তৎপ্রতি সদয় হইয়াছিলেন, তাহা অনুমান করাও অসঙ্গত নহে। "সুন্দর মুখের জয় সর্ব্বত্র" ইহা একটি সর্ব্বজন-বিদিত সত্য। কৃষ্ণদাস সিরাজ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন। অস্থিরমতি সিরাজ সাময়িক উত্তেজনা বশতঃ যে রূপ-যৌবন সম্পন্ন কৃষ্ণদাসের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাও বোধ হয় অনুমান করা যাইতে পারে।

(১) Consultation, dated the 17th April, 1758—Long's Unpublished Records of Government : From 1748 to 1768, Page 141.

নবম পরিচ্ছেদ

অসন্তোষ বহ্নি প্রধূমিত

সিরাজউদ্দৌল্লার নবাবী আমলের প্রথম ভাগে, বাঙ্গালা দেশে যে সমস্ত প্রধান রাজপুরুষ বিদ্যমান ছিলেন, তন্মধ্যে রাজবল্লভ, মীরজাফর, জগৎশেঠ-মহাতাপচাঁদ, রায়দুর্লভ এবং রামনারায়ণের নামই সমধিক উল্লেখযোগ্য।

রায়দুর্লভ জানকীরামের পুত্র। যে সময় আলিবর্দ্দী সুজা খাঁর অধীনতায় উড়িষ্যা প্রদেশের অন্তর্গত অম্বুরেশ্বর পরগণার তহসীলদারী কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময় জানকীরাম তাঁহার পেস্কারী পদ লাভ করেন। আলিবর্দ্দী পাটনার শাসন-কর্ত্তৃপদ লাভ করিলে জানকীরাম ঐ প্রদেশের দেওয়ানি পদে উন্নীত হন। গিরীয়ার যুদ্ধাবসানে বাঙ্গালার সিংহাসন আলিবর্দ্দীর করতলস্থ হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে জানকীরামও বাঙ্গালার সমর-সচিবের পদ-প্রাপ্ত হন। পাটনার শাসনকর্ত্তা জয়নদ্দিন আহাম্মদ আফগান কর্ত্তৃক হত হইলে, আলিবর্দ্দীর অনুগ্রহে জানকীরাম সিরাজের প্রতিনিধিস্বরূপ ঐ প্রদেশের শাসন দণ্ড পরিচালন করিতে প্রবৃত্ত হন। বাঙ্গালার সিংহাসন অধিকৃত হওয়ার অব্যবহিত পরে আলিবর্দ্দী, সুজাখাঁর জামাতা মুরশিদ কুলীখাঁকে উড়িষ্যা প্রদেশের শাসন-কর্ত্তৃত্ব হইতে বিতাড়িত করিয়া, সেনানী মুস্তাফার ভ্রাতুষ্পুত্র আবদুল রসুলকে ঐ প্রদেশের শাসন-কর্ত্তৃপদে এবং রায়দুর্লভকে তাঁহার আমমোক্তারের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মুস্তাফা বিদ্রোহী হইলে, আবদুল রসুল উড়িষ্যার

শাসন-কর্তৃত্ব পরিত্যাগ করিয়া পিতৃব্যের পক্ষ অবলম্বন করেন। এই সময় রায়দুর্লভ উড়িষ্যার সুবাদারিপদে নিযুক্ত হন। এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই মহারাষ্ট্রীয়গণ উড়িষ্যায় প্রবেশ করিয়া রায়দুর্লভকে কারারুদ্ধ করে এবং প্রায় এক বৎসরকাল তিনি কারাযন্ত্রণা ভোগ করেন। অবশেষে আলিবর্দ্দী খাঁ মহারাষ্ট্রীয়দিগকে একলক্ষ মুদ্রা প্রদান করিয়া রায়দুর্লভের স্বাধীনতা ক্রয় করিয়াছিলেন। ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে জানকীরাম পরলোক গমন করিলে রায়দুর্লভ তৎস্থলে সমরসচিবের পদে নিযুক্ত হন।

রামনারায়ণ বাল্যকালে আলিবর্দ্দীর সংসারে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। জয়নদ্দিন আহাম্মদ বিহার প্রদেশের সুবাদার নিযুক্ত হইলে তিনি জয়নদ্দিনের খাসনবীসের পদ লাভ করেন ও ক্রমে কার্য্যদক্ষতা প্রকাশ করিয়া ঐ প্রদেশের সহকারী দেওয়ানের পদে উন্নীত হন। জানকীরাম সিরাজের প্রতিনিধি স্বরূপ যে সময় পাটনায় শাসন দণ্ড পরিচালনা করিতেছিলেন, তৎকালে রামনারায়ণ তাঁহার প্রধান সচিবের পদ লাভ করেন এবং জানকীরাম লোকান্তরিত হইলে তিনি ঐ প্রদেশের শাসন-কর্তৃপদে নিযুক্ত হন।

মীরজাফর আলিবর্দ্দীর বৈমাত্রেয় ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। আলিবর্দ্দী বাঙ্গালার সিংহাসনে আরোহণ করিয়া মীরজাফরকে সৈনিক বিভাগের বক্সির পদ প্রদান করেন। যে সময় রায়দুর্লভ উড়িষ্যার সুবাদারিপদে নিযুক্ত ছিলেন, তৎকালে মীরজাফর মেদিনীপুর ও হুগলীর ফৌজদারের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। রায়দুর্লভ মহারাষ্ট্রীয়গণ কর্তৃক কারারুদ্ধ হইলে, সৈয়দ আহম্মদ ঐ প্রদেশের শাসন কর্ত্তা ও মীরজাফর তাঁহার সহকারী পদে নিযুক্ত হন। এই সময় আলিবর্দ্দী মীরজাফরকে সসৈন্যে মহারাষ্ট্রীয়গণের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলেন। শত্রু সৈন্যের সম্মুখীন হইবামাত্র মীরজাফরের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল এবং তিনি

সসৈন্যে বর্দ্ধমানে পলায়ন করিয়া জীবন রক্ষা করিলেন। মীরজাফরের সাহায্য করিবার নিমিত্ত আলিবর্দ্দীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাজি আহম্মদের জামাতা আতাউল্লাও সসৈন্যে প্রেরিত হইয়াছিলেন। আতাউল্লা মহারাষ্ট্রীয়গণকে উড়িষ্যা প্রদেশ হইতে বিতাড়িত করিয়া বর্দ্ধমানে মীরজাফরের সহিত মিলিত হন। এই সময় উভয়ে আলিবর্দ্দীকে বাঙ্গালার শাসন-কর্ত্তৃত্ব হইতে অপসারিত করিবার নিমিত্ত ষড়যন্ত্র করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আলিবর্দ্দী এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অচিরে তথায় আগমন করিয়া মীরজাফরকে পদচ্যুত করেন। মীরজাফর প্রথমতঃ আলিবর্দ্দীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার সৈন্যগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক আলিবর্দ্দীর পক্ষাবলম্বন করিলে, তিনি নিরুপায় হইয়া দয়ার সাগর নিবাইস মহম্মদের আশ্রয় গ্রহণ করেন। নিবাইস মহম্মদের অনুরোধে বাধ্য হইয়া আলিবর্দ্দী অগত্যা মীরজাফরকে বকসির পদে স্থিরতর রাখিয়াছিলেন।

জগৎশেঠ মহাতাপচাঁদ আলিবর্দ্দীর রাজস্ব সচিব ও খাজাঞ্চির পদে নিযুক্ত ছিলেন। ইঁহার আদিপুরুষ মাণিকচাঁদ প্রথমতঃ বাণিজ্যোপলক্ষে ঢাকায় অবস্থান করিতেন। মুরশিদকুলী খাঁ বাঙ্গালার দেওয়ানি পদলাভ করিয়া ঢাকায় পদার্পণ করিলে, মাণিকচাঁদের সহিত তাঁহার সৌহার্দ্দ সংঘটিত হয়। যৎকালে মুরশিদকুলী খাঁ ঢাকা পরিত্যাগ করিয়া মুরশিদাবাদে আগমন করেন তৎকালে মাণিকচাঁদও তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়াছিলেন। মুরশিদকুলী খাঁ মাণিকচাঁদকে রাজস্ব বিভাগের পেস্কারি পদ প্রদান করেন ও তাঁহার পরামর্শে মুরশিদাবাদে টাকশাল স্থাপন করিয়া মুদ্রা প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হন। মুরশিদ কুলী খাঁ নাজিমি পদ লাভ করিলে, সম্রাট ফেরকসিয়ার তাঁহার অনুরোধে মাণিক-চাঁদকে শেঠ উপাধি প্রদান করেন। মাণিকচাঁদ নিঃসন্তান পরলোক গমন করিলে তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র ফতেচাঁদ পিতৃব্যের স্থলাভিষিক্ত হন।

ইনিই সর্ব্বপ্রথম জগৎশেঠ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। মহাতাপচাঁদ ফতেচাঁদের পৌত্র (১)।

আলিবর্দ্দী অন্তিম শয্যায় সিরাজউদ্দৌলাকে ঐ সমস্ত প্রধান রাজ-পুরুষগণের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিয়া শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু সিরাজ সম্পূর্ণ বিভিন্ন উপাদানে গঠিত ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই মাতামহ ও মাতামহীর অপরিমিত আদরে তাঁহার চরিত্র বিকৃত হইয়া গিয়াছিল। নিতান্ত সামান্য শ্রেণীস্থ লোকে যে সমস্ত দুষ্কার্য্য করিতে লজ্জাবোধ করে, সিরাজ অম্লান বদনে ও অম্লান চিত্তে ঐ সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন। পরদার গমন ও প্রকাশ্য রাজপথে সুরাপান তাঁহার নিত্য কার্য্য মধ্যে পরিগণিত ছিল। ইন্দ্রিয় লালসা পরিতৃপ্তি করিবার নিমিত্ত তিনি বলপূর্ব্বক সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোকের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে অনুমাত্র সংকোচিত হইতেন না। নারী জাতি ও বর্ষীয়ান্‌দিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা তিনি সম্পূর্ণ অনাবশ্যক মনে করিতেন। আলিবর্দ্দী ও তদীয় মহিষী প্রিয়তম দৌহিত্রের ঈদৃশ আচরণ দেখিয়াও দেখিতেন না। সুতরাং উচ্ছৃঙ্খলতা সিরাজের অস্থিমজ্জাগত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল (২)। তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন আলিবর্দ্দী যে সিরাজের চরিত্র অধ্যয়ন করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন এমন নহে। একদা তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে, 'আমার পরলোক

---

(১) যাহারা জগৎশেঠ দিগের বিস্তৃত ইতিবৃত্ত পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা Long's Unpublished Records of Government নামক ইংরেজী ভাষায় লিখিত গ্রন্থ অথবা শ্রীযুক্ত বাবু নিখিল নাথ রায় প্রণীত "মুরশিদাবাদ কাহিনী" পাঠ করিয়া কৌতূহল চরিতার্থ করিবেন।

(২) English Translation of Sair Motakharin, by Haji Mostapha Vol. II. pages 121-122

প্রাপ্তির পর সিরাজ সিংহাসনে আরোহণ করিলে সমস্ত প্রদেশ টুপি-ওয়ালাগণের অধিকারভুক্ত হইবে' (১)। আলিবর্দ্দীর মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে কোন কোন ব্যক্তি তাঁহার নিকট প্রার্থনা করেন যে, তিনি যেন সিরাজকে তাঁহাদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করেন। আলিবর্দ্দী তাহাতে উত্তর করিয়াছিলেন, 'আমার পরলোক প্রাপ্তির পর তিন দিবস পর্য্যন্তও সিরাজ তদীয় মাতামহীর সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিতে সক্ষম হইলে তোমাদের নিরাপদে অবস্থান করিবার ভরসা আছে' (২)। বিধাতার নির্ব্বন্ধ খণ্ডন করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। আলিবর্দ্দী জানিয়া শুনিয়াও একমাত্র অপরিসীম স্নেহ বশতঃ সিরাজকে স্বীয় উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া ছিলেন। কৃতজ্ঞতা, প্রেম, বন্ধুত্ব প্রভৃতি কোমলবৃত্তি সমূহ সিরাজের অন্তঃকরণ হইতে চিরকালের নিমিত্ত একপ্রকার বিদায় গ্রহণ করিয়াছিল। প্রকৃতিপুঞ্জ সিরাজকে দর্শন করিলে বিষধর ভুজঙ্গ জ্ঞানে তাঁহার সম্মুখদেশ হইতে পলায়ন করিত (৩)। সৈয়দ আহাম্মদ আলি নামক জনৈক সাধুকে আলিবর্দ্দী সাতিশয় ভক্তি করিতেন। তিনি অনুগ্রহ করিয়া স্বীয় প্রাসাদের অভ্যন্তরস্থ এক সুশোভিত কক্ষ ঐ মহাত্মার অবস্থানের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। আলিবর্দ্দী মুমূর্ষু অবস্থায় পতিত হইলে সিরাজ বিনা কারণে ঐ ধর্ম্মাত্মাকে অবমাননা করিয়া গৃহ হইতে বিতাড়িত করেন (৪)। রাজসাহী প্রদেশস্থ প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানীর তারাসুন্দরী নাম্নী এক বিধবা

(১) English Translation of Sair Motakharin, by Haji Mostapha, Vol. II. Page 163.

(২) Do. page 156.

(৩) Do. page 122.

(৪) Do. page 183.

কন্যা ছিল। যৌবন মদমত্ত সিরাজ একদা ঐ রমণীর অসামান্য রূপ-লাবণ্য সন্দর্শন করিয়া, তাঁহাকে বলপূর্ব্বক স্বকীয় অন্তঃপুরবাসিনী করিবার অভিপ্রায়ে রাণী ভবানীর আলয়ে সৈন্য প্রেরণ করেন। রাণী ভবানী কৌশল অবলম্বন করিয়া তনয়ার সতীত্ব ও পবিত্র ব্রহ্মচর্য্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই সিরাজ মাতামহের অমূল্য উপদেশ সমূহ লঙ্ঘন করিয়া বাঙ্গালার প্রধান প্রধান রাজপুরুষগণের সহিত কলহে প্রবৃত্ত হইলেন। মীরজাফর কার্য্য হইতে অপসৃত হইলেন এবং ঢাকা নিবাসী মীরমদন নামক এক মুসলমান যুবক মীরজাফরের পদলাভ করিল। মোহনলাল নামক দ্বিতীয় যুবক সর্ব্বাধ্যক্ষ দেওয়ানের পদে উন্নীত হইলেন (১)। যে জগৎশেঠ মহাতাপচাঁদকে আলিবর্দ্দী সর্ব্বদা সম্মানের চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন, সিরাজ একদা তাঁহার গণ্ডদেশে চপেটাঘাত করিয়া তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন (২)। আলিবর্দ্দীর আমলে যে সমস্ত হিন্দু কর্ম্মচারী প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন, সিরাজ সর্ব্বদা তাঁহাদিগকে "মুসলমানী" করার ভয় প্রদর্শন ও নানারূপে লাঞ্ছনা প্রদান করিয়া তাঁহাদের বিরাগ ভাজন হইলেন (৩)।

এই সময় ঘেসেটি বিবী সিরাজের আদেশে কারারুদ্ধ ছিলেন। তিনি কারা-যন্ত্রণা সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া সিরাজের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান

(১) English Translation of Sair Motakharin, by Haji Mostapha. Vol. II. page 186-187.

(২) Secret Information from Woomichand—Consultation, dated the 5th September 1756—Long's Unpublished Records of Government for 1747-1767, page 77.

(৩) English Translation of Sair Motakharin, by Haji Mostapha, Vol. II. pages 188,189-193.

হইলেন। সিরাজ কর্ত্তৃক মতিঝিলের উদ্যান বাটিকা লুণ্ঠিত হওয়ার সময়, ঐ মহিলা বিশ্বস্ত অনুচরবর্গের সাহায্যে কিয়ৎ পরিমাণ ধনরত্ন সিরাজের কবল হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ঘেসেটি বিবী এক্ষণে ঐ সমস্ত অর্থ মীরজাফরের নিকট প্রেরণ করিলেন এবং তদ্দ্বারা উপযুক্ত সৈন্য সংগ্রহ করিয়া সিরাজকে দমন করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। সিরাজ তাঁহার প্রতি যে সমস্ত অত্যাচার করিতেছে, তাহা তিনি জ্বলন্ত ভাষায় বর্ণনা করিয়া, পুরাতন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী দ্বারা রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিলেন এবং অধিকাংশ লোক নিবাইসের বিধবা পত্নীর প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন (১)। এক্ষণে রাজ্যের প্রধান ব্যক্তিগণ সিরাজদ্দৌলার উচ্ছেদ সাধনের নিমিত্ত এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। জগৎশেঠ ঐ যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা এবং রায়দুর্লভ ও মীরজাফর উহার হোতৃস্বরূপ কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন (২)।

---

(১) English Translation of Sair Motakharin, by Haji Mostapha, Vol. II. page 227.

(২) Consultation, dated the 5th September 1756 and that dated the 15th September of the same year—Long's Unpublished Records of Government, for 1747-1767, pages 77-78.

দশম পরিচ্ছেদ

সিরাজের উচ্ছেদ সাধন

আলিবর্দ্দীর দ্বিতীয় জামাতা সৈয়দ আহাম্মদ পূর্ণিয়ার শাসন কর্তৃ-পদে নিযুক্ত ছিলেন। সিরাজ যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইলে, তিনি দিল্লির দরবারে চেষ্টা করিয়া পুত্র সকত জঙ্গের নিমিত্ত বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের নাজিমি সনন্দ সংগ্রহ করেন। আলিবর্দ্দীর জীবদ্দশায় সৈয়দ আহাম্মদ পরলোক গমন করেন এবং সকতজঙ্গ তৎস্থলে পূর্ণিয়ার শাসন কর্তৃত্বে নিযুক্ত হন। এই যুবক কোন অংশেই সিরাজ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছিলেন না; কিন্তু বাঙ্গালার রাজপুরুষগণ তদীয় চরিত্র বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে অনভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহারা মনে করিলেন সকত জঙ্গ রাজ্য লাভ করিলে অত্যাচারের লাঘব হইবে, সুতরাং তাঁহারা সিরাজের বিরুদ্ধে অভিযান করিবার নিমিত্ত সকতজঙ্গকে অনুরোধ করিয়া দূত প্রেরণ করিলেন। ইতিপূর্ব্বেই সিরাজের সহিত সকতজঙ্গের মনোমালিন্য সংঘটিত হইয়াছিল। সকতজঙ্গের যুদ্ধোদ্যমের পূর্ব্বেই সিরাজ সসৈন্যে পূর্ণিয়ায় গমন করিয়া তাহাকে পরাভূত ও নিহত করিলেন। পূর্ণিয়া প্রদেশ সিরাজের করতলগত হইল এবং তিনি প্রিয় সেনানী মোহনলালের পুত্রকে ঐ স্থলের শাসন-কর্তৃত্বে নিযুক্ত করিয়া মুরশিদাবাদে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

ষড়যন্ত্রকারিগণ এইস্থলে ভগ্নোদ্যম হইয়া স্থানান্তরে সাহায্যের অনুসন্ধান করিলেন। ক্ষিতীশ বংশাবলী প্রণেতা ৺কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় বলেন, এই উদ্দেশ্যে জগৎশেঠের ভবনে এক গুপ্তসমিতি আহূত

হইয়াছিল। ঐ সমিতিতে রায়দুর্লভ, মীরজাফর, কৃষ্ণচন্দ্র, রামনারায়ণ, রাজবল্লভ এবং কৃষ্ণদাস যোগদান করিয়াছিলেন। এই সভায় কৃষ্ণচন্দ্রের প্রস্তাবে স্থির হইয়াছিল যে, মীরজাফরকে নবাবী পদ প্রদান করা হইবে এবং সংকল্প সাধনের নিমিত্ত ইংরেজবণিকের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে (১)।

প্রচলিত ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, রামনারায়ণ ঐ ষড়যন্ত্রে আদৌ লিপ্ত ছিলেন না। পলাসীর যুদ্ধের অবসানে তিনি বহুকাল পর্য্যন্ত মীরজাফরের বশ্যতা স্বীকার করেন নাই। অতএব তিনি যে এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন, তাহা কদাচ বিশ্বাস করা যায় না।

কৃষ্ণচন্দ্র ও রাজবল্লভ যে ঐ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন, তাহা কোন ইতিহাসে স্পষ্টবাক্যে লিখিত হয় নাই। কিন্তু এই ব্যাপারে তাঁহাদের যে সংস্রব ছিল তদ্বিষয়ে জনশ্রুতির অভাব নাই। সায়র মোতাক্ষরীণ পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, ঘেসেটি বিবি পুরাতন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারিদ্বারা এই কার্য্যে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন। রাজবল্লভ ঘেসেটি বিবীর অতি বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী। অতএব ঐ মহিলার প্রতিনিধি স্বরূপ তিনি যে ষড়যন্ত্রে যোগদান করিয়াছিলেন, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

কলিকাতা সিরাজের হস্তে নিপতিত হইবার অব্যবহিত পরেই হতাবশিষ্ট ইংরেজগণ তাহাদের দুরবস্থা বর্ণনা করিয়া মান্দ্রাজে লোক প্রেরণ করিয়াছিল এবং মান্দ্রাজ হইতে কর্ণেল ক্লাইব সসৈন্যে কলিকাতায় আগমন করিয়া ঐ নগরী পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। কলিকাতাবাসী ইংরেজগণ সিরাজের সর্ব্বনাশ সাধন করিবার সুযোগ

---

(১) কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় প্রণীত ক্ষিতীশ বংশাবলী, ১১২পৃঃ হইতে ১১৪ পৃঃ

অনুসন্ধান করিতেছিলেন। এই সময় বাঙ্গালার রাজপুরুষগণ সিরাজের বিরুদ্ধে সাহায্যের প্রার্থনা করিয়া তাঁহাদের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। ইংরেজেরা এই প্রস্তাবে সহজেই সম্মত হইলেন। এই সময় স্থিরীকৃত হইল যে, মীরজাফর সিংহাসন লাভ করিলে তিনি ইংরেজ কোম্পানিকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দুইকোটী মুদ্রা প্রদান করিবেন।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের প্রথম ভাগে কর্ণেল ক্লাইব ইংরেজ-বাহিনীসহ মুরশিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সিরাজ তাঁহাদের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া মোহনলাল ও মীরমদন প্রভৃতি সেনানীগণস পলাসীর প্রাঙ্গনে শিবির সংস্থাপন করিলেন।

মীরজাফর ও রায়দুর্লভ স্ব স্ব সেনাদল সহ নবাবের সহিত প্রকাে যোগদান করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন যে, আবশ্যক হইলে তাঁহারা যুদ্ধকালে নবাবের প্রতিকূলতাচরণ করিবেন। ২৩শে জুন তারিখে নবাব সৈন্যের সহিত ক্লাইবের যুদ্ধ উপস্থিত হইল। বেলা দ্বিপ্রহরের সময় শত্রুপক্ষীয় কামানের গোলায় মীরমদনের পদযুগল উড়িয়া গেল। এই ঘটনায় নবাব সৈন্যমধ্যে ত্রাসের সঞ্চার হইতেছিল, কিন্তু মোহনলাল অমিত বিক্রমে যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া ইংরেজ শিবিরে মহামারী উপস্থিত করিলেন। কর্ণেল ক্লাইব মোহনলালের বীরত্বে প্রমাদ গণিতে ছিলেন, ইতিমধ্যে মীরজাফর নবাবের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'অদ্য বেলা অবসান হইয়াছে এবং সৈন্যগণ রণশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, এক্ষণে যুদ্ধ ক্ষান্ত করা হউক, আগামী কল্য পূর্ণ উৎসাহে পুনরায় যুদ্ধ করা যাইবে। নির্ব্বোধ সিরাজ মীরজাফরের চাতুরী বুঝিতে অক্ষম হইয়া মোহনলালকে যুদ্ধ হইতে বিরত হইবার নিমিত্ত আদেশ প্রদান করিলেন। মোহনলাল সাতিশয় অনিচ্ছার সহিত নবাবের আদেশ প্রতিপালন করা মাত্রই ইংরেজ সেনা ভীমবেগে নবাব সৈন্যের উপর নিপতিত হইয়া তাহাদিগকে

ছত্রভঙ্গ করিয়া দিল (১)। নবাব যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া নিশীথ সময়ে মুরশিদাবাদে উপনীত হইলেন এবং পুনরায় সৈন্য সংগ্রহের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কেহই হতভাগ্য সিরাজের আহ্বানে কর্ণপাত করিল না। অগত্যা তিনি প্রিয়তমা লোৎফন্নেচ্ছা এবং চারিবর্ষ বয়স্কা কন্যা উম্মেতুল জেনাকে (২) সঙ্গে লইয়া, মুরশিদাবাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নৌকারোহণে পাটনার অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

পরদিবস প্রাতে মীরজাফর ইংরেজ সৈন্যের সহিত মুরশিদাবাদে উপস্থিত হইয়া সিরাজের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। অবিলম্বে সিরাজকে ধৃত করিবার নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে লোক প্রেরিত হইল। তিন দিবস অনাহারে ক্লিষ্ট হইয়া সিরাজ রাজমহলের নিকটবর্ত্তী একস্থানে অবতরণ পূর্ব্বক খিচুড়ী রন্ধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। মীরজাফরের জামাতা মীরকাসেম সহসা ঐ স্থলে উপস্থিত হইয়া সিরাজকে ধৃত করিল। হতভাগ্য সিরাজ অভুক্ত অবস্থায় বন্দিবেশে মুরশিদাবাদে প্রেরিত হইলেন (৩)।

মীরজাফর এই সময় জাফরাগঞ্জের প্রাসাদে অবস্থান করিতেছিলেন। সিরাজ তথায় নীত হইলে জাফর-পুত্র পাপিষ্ঠ মীরণের আদেশক্রমে ঐ প্রাসাদের এক কক্ষে নিবদ্ধ হন। মীরজাফর নিদ্রাগত হইলে সিরাজের নিধন-সাধন করিবার নিমিত্ত মীরণ, মহম্মদী-বেগ-নামক জনৈক

---

(১) English Translation of Sair Motakharin, by Haji Mostapha, Vol. II. pages 233 and 234.

(২) List of Prisoners—Long's Unpublished Records of Government, page 525.

(৩) English Translation of Sair Motakharin, Vol. II. page 239.

দুর্ব্বৃত্তকে ঐ কক্ষে প্রেরণ করে। এই দুরাত্মা, আলিবর্দ্দীর অন্নে প্রতিপালিত হইয়াছিল এবং তিনিই দয়াপরবশ হইয়া কোন অনাথা বালিকার সহিত তাহাকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করিয়া তাহার অন্নের সংস্থান করিয়া দিয়াছিলেন। পাপিষ্ঠ এক্ষণে ঐ সমস্ত উপকার বিস্মৃত হইয়া তরবারি হস্তে সিরাজের সমীপে উপস্থিত হইল। সিরাজ তাহাকে দেখিবামাত্র কাতরকণ্ঠে প্রাণ ভিক্ষা চাহিলেন; কিন্তু দুরাত্মার পাষাণ হৃদয় সিরাজের করুণ প্রার্থনায় অণুমাত্রও বিচলিত হইল না। ঐ নরপিশাচ তরবারি নিষ্কোষিত করিয়া সিরাজের রমণীয় অঙ্গে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতে লাগিল। "হোসেন কুলীখাঁর হত্যাপরাধের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আমাকে মরিতেই হইবে" এই বলিয়া সিরাজ প্রাণ ত্যাগ করিলেন (১)। বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার পরাক্রান্ত নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ যাঁহাকে বাল্যকাল হইতে অতীব যত্ন-সহকারে লালন পালন করিয়াছিলেন, যাঁহার রমণীয় দেহকান্তি সমগ্র বাঙ্গালা দেশে অতুলনীয় ছিল, সেই সিরাজ এইরূপে মীরণের আদেশে পাপিষ্ঠ মহম্মদী বেগের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইলেন।

দুরাচার মীরণ সিরাজকে হত্যা করিয়াই যে তৃপ্তিলাভ করিল এমন নহে। তাহার আদেশে সিরাজের মৃতদেহ এক হস্তীর পৃষ্ঠে সংস্থাপিত হইয়া নগর প্রদক্ষিণার্থে প্রেরিত হইল। যে স্থলে সিরাজ হোসেন কুলী খাঁর শোণিতে স্বকীয় হস্ত কলঙ্কিত করিয়াছিলেন, হস্তী তথায় উপস্থিত হইলে সিরাজের মৃতদেহ হইতে কতিপয় রক্তবিন্দু ঐস্থলে নিপতিত হইল (২)।

---

(১) English Translation of Sair Motakharin, by Haji Mostapha, Vol. II. pages 241 and 242.

(২) English Translation of Sair Motakharin, by Haji Mostapha, Vol. II. pages 241 and 242.

সিরাজ-জননী আমনা বেগম যে অন্তঃপুরে অবস্থান করিতেন, তথায় এই বিপ্লবের কোন সংবাদই উপস্থিত হয় নাই। হস্তী ঐ অন্তঃপুরের দ্বারদেশে সমাগত হইলে নাগরিকগণ সাতিশয় কোলাহল আরম্ভ করিল। সিরাজ-জননী এই সময় সহচরীবর্গে পরিবেষ্টিতা হইয়া নানাবিধ ক্রীড়া কৌতুকে লিপ্ত ছিলেন। তিনি এই কোলাহলের কারণ জিজ্ঞাসু হইয়া জ্ঞাত হইলেন যে, তাঁহারই সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়াছে। এই নিদারুণ সংবাদ কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহার মনের যে কি অবস্থা হইল তাহা বর্ণনা করা সাধ্যায়ত্ত নহে। উন্মাদিনী জননী পুত্রশোকে আত্মহারা হইয়া নগ্নপদে, ও অনাবৃত মস্তকে রাজপথে উপস্থিত হইলেন এবং হস্তীর পার্শ্বে আগমন করিয়া মৃতপুত্রের দেহধারণ করতঃ উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার করুণ রোদনে জনস্রোত আকুলিত হইয়া উঠিল এবং সকলের নয়নপ্রান্ত হইতে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। পুত্রশোকাতুরা জননীর ঐ জনস্রোতের প্রতি অনুমাত্রও লক্ষ্য ছিল না, তিনি বিবশা ও হতচেতনা হইয়া অনবরত আর্ত্তনাদে চতুর্দ্দিক নিনাদিত করিতে লাগিলেন।

খাদেম হাসন খাঁ নামক মীরজাফরের ভগিনীর সপত্নী-পুত্র ঐ স্থলের নিকট অবস্থান করিত। দুরাত্মা স্বীয় প্রাসাদ হইতে এই দৃশ্য অবলোকন করিয়া সাতিশয় আমোদ উপভোগ করিতেছিল। সিরাজ-জননীর আর্ত্তনাদে জনতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। প্রথমতঃ সকলেই সমদুঃখী হইয়া অশ্রুবর্ষণ করিল, ক্রমে তাহাদের রোষ বর্দ্ধিত হইলে তাহারা উত্তেজিত স্বরে মীরণকে অভিসম্পাত করিতে লাগিল। খাদেম হাসন মনে করিল এই জনতা অধিকতর উত্তেজিত হইলেই মীরণের প্রাসাদ আক্রমণ করিবে। সুতরাং ঐ পাষণ্ড বহুসংখ্যক চোপদারসহ ঐ স্থলে গমন করিল এবং সিরাজ-জননী ও তাঁহার

সহচরী বর্গকে বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত করিয়া অন্তঃপুর মধ্যে বিতাড়িত করিল (১)। শোকাতুরা রমণীগণের পবিত্র অঙ্গ অপবিত্র হস্তদ্বারা কলুষিত করিয়া এই দুরাত্মা অক্ষয়কীর্ত্তি অর্জ্জন করিল।

---

(১) English Translation of Sair Motakharin, Vol. II. pages 242 to 244.

পঞ্চম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাজবল্লভের পুনরায় রাজকার্য্য লাভ

সিংহাসন লাভের পর মীরজাফর জ্যেষ্ঠপুত্র মীরণকে নেজামতের দেওয়ানিপদে নিযুক্ত করিয়া, সমস্ত রাজকার্য্য নির্ব্বাহের ভার তাঁহার হস্তে প্রদান করেন এবং স্বয়ং বিলাস সাগরে নিমগ্ন হইয়া রমণী কণ্ঠ-নিঃসৃত সঙ্গীত শ্রবণে কালযাপন করিতে প্রবৃত্ত হন। আলিবর্দ্দীর শাসনকালে নিবাইস এই পদে নিযুক্ত ছিলেন, কিন্তু আলিবর্দ্দী স্বয়ং সমস্ত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। সিরাজের শাসনকালে রাজবল্লভ রাজকার্য্য হইতে অপসারিত হইয়াছিলেন। মীরণ নেজামতের দেওয়ান হইয়া রাজবল্লভকে পূর্ব্বপদ প্রদান করেন; সুতরাং এই সময় হইতে রাজবল্লভ পুনরায় নেজামতের দেওয়ানের প্রধান সচিবের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে থাকেন (১)।

---

(১) English Translation of Sair Motakharin, by Haji Mostapha, Vol. II. page 252 and 253.

শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ ষষ্ঠ সংখ্যার নব্যভারতের ৫৭৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "মীরজাফর রাজবল্লভকে মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করার উক্তি মিথ্যা। এরূপ বর্ণনা কোন ইতিহাসে নাই। বরং ইতিহাস পাঠে ইহা প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, পলাসীর যুদ্ধের অবসানে যখন মীরজাফর সুবাদার হইলেন, তখন পুত্র মীরণ দেওয়ান ও মহারাজ দুর্লভরাম নায়েব সুবাদার ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র কুঞ্জবিহারী রায় রায়রাইয়া ও রাজা রাসবিহারী মীরণের দেওয়ান ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে পলাসীর যুদ্ধের পূর্ব্বে ও পরে

এক্ষণে মীরণের বয়ঃক্রম বিংশবর্ষ মাত্র। এই যুবক সাতিশয় নিষ্ঠুর, লম্পট ও দুর্ব্বিনীত ছিলেন। সাহজাহানাবাদ হইতে বহু-সংখ্যক চরিত্রহীন ও উচ্ছৃঙ্খল-প্রকৃতি যুবক মুরশিদাবাদে আসিয়া মীরণের সহিত মিলিত হইল। শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা হস্তগত করিয়া তিনি নিরতিশয় উদ্ধত হইয়া উঠিলেন। কেহ কোন সদুপদেশ প্রদান করিলে তিনি তাহাতে কর্ণপাত করা স্বীয় পদগৌরবের হানিজনক বলিয়া মনে করিতেন। সিরাজের জীবন সংহার করিয়া এই দুর্ব্বৃত্তের শোণিত-পিপাসা এত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল যে, কাহারও প্রতি সন্দেহ উপস্থিত হইলেই সেই ব্যক্তি অবিলম্বে যমালয়ে প্রেরিত হইত। মীরণ সর্ব্বদা একখানি স্মৃতিলিপি রক্ষা করিতেন; যাহাদের উপর সন্দেহ হইত, তাহাদের নাম ধাম ঐ স্মৃতিলিপিতে লিখিত থাকিত। উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলে, তিনি তাহাদিগকে ক্রমে ইহ জগৎ হইতে অপসারিত করিয়া শোণিত-পিপাসা নিবৃত্তি করিতেন (২)।

দুর্ল্লভরাম সর্ব্বপ্রধান রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। গ্রন্থকার (রাজবল্লভের জীবনী-লেখক) দুর্ল্লভরামের পদে রাজবল্লভকে বসাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

সায়র মোতাক্ষরীণের লিখিত বৃত্তান্ত পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, রাজবল্লভ মীরণের দেওয়ান হইয়াছিলেন। অর্ম্মি-কৃতি ইতিহাস হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব যে, মীরজাফরের সিংহাসন লাভ করিবার অল্পকাল পরেই মহারাজ রায়দুর্ল্লভ কার্য্য হইতে অপসারিত হন এবং ঐ সময় ঢাকা বিভাগের ভার পুনরায় রাজবল্লভের প্রতি অর্পিত হয়। মীরজাফরের সময় বাঙ্গালার শাসনকার্য্য পুত্র মীরণের দ্বারা নির্ব্বাহিত হইত। এ অবস্থায় তাঁহার প্রধান সচিব রাজবল্লভ যে ঐ সময়ের সর্ব্বপ্রধান রাজ-পুরুষ ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। এখন জিজ্ঞাস্য, একদিকে কৈলাস বাবুর উক্তি, অন্যতঃ সায়র মোতাক্ষরীণ ও অর্ম্মি-কৃত ইতিহাস, এতদুভয়ের মধ্যে কোনটি অধিকতর বিশ্বাস যোগ্য?

(২) English Translation of Sair Motakharin, by Haji Mostapha, Vol. II. pages 241 & 271.

সিরাজের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র হইয়াছিল, তাহাতে রামনারায়ণের কোন সংস্রব ছিল না। বাল্যকালে তিনি আলিবর্দ্দীর সংসারে প্রতি-পালিত হইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার পরিবারবর্গের প্রতি এই হিন্দু-কর্ম্মচারীর বিশেষ মমতা জন্মিয়াছিল। মীরজাফর সিংহাসন লাভ করিলে রামনারায়ণ সাতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করা কর্ত্তব্য কিনা তদ্বিষয়ে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন।

এই সময় হাজি আলি খাঁ নামক জনৈক মুসলমান মোহনলালের পুত্রকে পরাভূত করিয়া পূর্ণিয়া প্রদেশ অধিকার করে। হাজি আলি খাঁ ও রামনারায়ণ, এই উভয় শত্রুকে দমন করিবার অভিপ্রায়ে, মীরজা-ফর কর্ণেল ক্লাইবের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন এবং স্বয়ং মুরশিদাবাদ পরিত্যাগ করিয়া সসৈন্যে আজিমাবাদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথিমধ্যে খাদেম হাসন খাঁ সসৈন্যে উপস্থিত হইয়া মীরজাফরকে বলিল, 'পূর্ণিয়া প্রদেশের শাসন-কর্ত্তৃত্ব লাভ করিতে পারিলে আমি হাজি আলি খাঁর বিরুদ্ধে অভিযান করিতে পারি।' মীরজাফর খাদেম হাসনকে পূর্ণিয়ার শাসন-কর্ত্তৃপদে নিযুক্ত করিয়া তাহাকে হাজি আলির বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন এবং খাদেম হাসন তাহাকে পরাভূত করিয়া পূর্ণিয়া প্রদেশ অধিকার করিল।

মীরজাফর ক্রমে রাজমহলে উপস্থিত হইয়া ক্লাইবের অপেক্ষায় ঐ স্থলে শিবির সংস্থাপন করিলে, ক্লাইব সসৈন্যে তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন এবং উভয়ে একযোগে পাটনায় আগমন করিলেন। এস্থলে ক্লাইবের মধ্যস্থতায় মীরজাফরের সহিত রামনারায়ণের মিলন সংঘটিত হইল। রামনারায়ণ মীরজাফরের বশ্যতা স্বীকার করিলেন, মীর-জাফরও রামনারায়ণকে বিহার প্রদেশের শাসন-কর্ত্তৃ-পদে স্থিরতর রাখিয়া, ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে, মে মাসে ক্লাইবের সহিত মুরশিদাবাদে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

যাঁহারা সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া মীরজাফরকে মনোনীত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, পরিণতবয়স্ক মীরজাফর যৌবনমদে গর্ব্বিত সিরাজ অপেক্ষা অধিকতর ন্যায়পরতা সহকারে শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। মীরজাফর শাসন-কর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়া পূর্ব্ববৃত্তান্ত সমস্তই বিস্মৃত হইলেন এবং রায়দুর্লভকে নিরতিশয় ঘৃণার-চক্ষে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। মণিলাল চুণিলাল অঙ্গসিংহ হরকরা প্রভৃতি নীচ শ্রেণীস্থ কতিপয় ব্যক্তি মীরজাফরের পার্শ্বচর হইয়া তাঁহাকে সর্ব্বদা কুপথে পরিচালিত করিতে লাগিল। রাজকার্য্যে তাঁহার কিছুমাত্র দৃষ্টি ছিল না। রাজ্য হইতে যে রাজস্ব আদায় হইত, তাহা সমস্ত মীরজাফর ও মীরণের বিলাস-বাসনা পরিতৃপ্তির নিমিত্ত ব্যয়িত হইতে লাগিল। রাজ্যলাভের অব্যবহিত পূর্ব্বে মীরজাফর ইংরেজ কোম্পানিকে যে দুই কোটী টাকা প্রদান করিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাহা পরিশোধ করা হইল না। পক্ষান্তরে সেনাগণের প্রাপ্য বেতনও বাকি পড়িতে আরম্ভ হইল। রাজ্যমধ্যে পুনরায় অসন্তোষবহ্নি প্রধূমিত হইল এবং প্রকৃতিপুঞ্জ সিরাজের অত্যাচার বিস্মৃত হইয়া তাঁহার শোচনীয় পরিণামের নিমিত্ত পরিতাপ করিতে লাগিল (১)।

পলাসীর যুদ্ধাবসানে আলিবর্দ্দীর সহধর্ম্মিণী, তনয়াদ্বয়, সিরাজ-পত্নী লুৎফন্নেছো ও তদীয় অল্পবয়স্কা কন্যা উম্মেতুল জেনা এবং সিরাজের অপ্রাপ্তবয়স্ক ভ্রাতা মির্জা মেহাদিকে কারাগারে আবদ্ধ করিয়া মীরজাফর কৃতজ্ঞতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। রায়দুর্লভ মীরজাফরের আচরণে অসন্তুষ্ট হইয়া এবং আলিবর্দ্দীর পরিবারবর্গের ঈদৃশ দুরবস্থা দর্শনে দুঃখিত হইয়া, তাহাদিগকে

(১) English Translation of Sair Motakharin, Vol. II, page 271 & 272.

কারাগার হইতে মুক্ত করিবার সংকল্প করেন। মীরজাফর মনে করিলেন, অতঃপর রায়দুর্লভ আমাকে সিংহাসন-চ্যুত করিয়া মির্জা-মেহাদিকে সিংহাসন প্রদান করিবার উদ্যোগ করিবে। সুতরাং আজিমাবাদ যাত্রার প্রাক্‌কালে তিনি মির্জা মেহাদিকে হত্যা করিবার নিমিত্ত পুত্র মীরণের প্রতি ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। মীরণ যে মির্জা মেহাদিকে হত্যা করিয়াই নিরস্ত হইলেন এমন নহে, তিনি আলিবর্দ্দীর পরিবারস্থ যাবতীয় মহিলাগণকে সামান্যা বন্দিনীর ন্যায় ঢাকায় নির্ব্বাসিত করিলেন (১)।

১৭৫৮ খৃষ্টাব্দের মে মাসে নবাব আজিমাবাদ হইতে মুরশিদাবাদে প্রত্যাবৃত্ত হইলে, রাজকীয় সৈন্যগণ প্রাপ্য বেতনের নিমিত্ত কোলাহল করিতে আরম্ভ করিল। রায়দুর্লভ অর্থাভাব জানাইয়া তাহাদের বেতন পরিশোধ করিলেন না। জগৎশেঠ মনে করিলেন, সৈন্যগণকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য নবাব অতঃপর অর্থের জন্য তাহার উপর অনুজ্ঞা প্রচার করিবেন। সুতরাং রায়দুর্লভই এই অনর্থের মূল মনে করিয়া জগৎশেঠ তৎপ্রতি বিরক্ত হইলেন। ইতিপূর্ব্বে নবাব রায়দুর্লভের প্রতি খড়্গাহস্ত হইয়াছিলেন এবং উপযুক্ত অবসর উপস্থিত না হওয়ায় মনের ভাব গোপন করিয়া ছিলেন। জগৎশেঠ রায়দুর্লভের পক্ষ পরিত্যাগ করিলে, মীরজাফরের সাহস বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল এবং তিনি ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে রায়দুর্লভের প্রাসাদ অবরোধ করিলেন। এই সময় রায়দুর্লভ স্বীয় পরিণাম চিন্তা করিয়া আকুল হৃদয়ে কালাতিপাত করিতেছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে কলিকাতা কৌন্সিলের অন্যতম সদস্য ক্রাফটন সাহেব তথায় সসৈন্যে আগমন পূর্ব্বক তাঁহার উদ্ধার সাধন করিলেন। রায়দুর্লভ কার্য্য হইতে অপসৃত হইয়া কলিকাতায়

---

(১) English Translation of Sair Motakharin, pages 251 & 252.

বাস করিতে লাগিলেন। সিরাজের শাসন সময়ে ঢাকাবিভাগের শাসন-কর্তৃত্ব রায়-দুর্লভের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল। এক্ষণে রাজবল্লভ পুনরায় ঐ ভার প্রাপ্ত হইলেন (১)।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, মীরজাফর ইংরেজদিগকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ যে অর্থপ্রদান করিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন, তাহা তিনি পরিশোধ করিতে সমর্থ হন নাই। রাজমহলে ক্লাইবের সহিত মীরজাফরের সাক্ষাৎ হইলে, ক্লাইব নবাবকে ঐ অর্থের নিমিত্ত পীড়াপীড়ি করিতে থাকেন। তৎকালে রাজকোষে উপযুক্ত পরিমাণ অর্থের সংস্থান ছিল না। সুতরাং নবাব ঐ সময়ের দেয় ২৩ লক্ষ টাকা মধ্যে সাড়ে বার লক্ষ টাকা মুরশিদাবাদের রাজকোষ হইতে প্রদান করিবার আদেশ দিয়া, অবশিষ্ট টাকার নিমিত্ত বর্দ্ধমান ও কৃষ্ণনগরের রাজা এবং হুগলীর ফৌজদারের নিকট বরাত চিঠি প্রেরণ করেন। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মীরজাফরের সহিত ক্লাইবের এইরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছিল (২)। ঐ বরাত চিঠি অনুসারে টাকা আদায় করিবার নিমিত্ত ক্রাফটন সাহেব বিংশতি সংখ্যক পদাতিক কৃষ্ণনগরে প্রেরণ করেন। ঐ সময় কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট একলক্ষ পঁচাশি হাজার টাকা রাজস্ব বাবদ পাওনা ছিল। কৃষ্ণচন্দ্র বকয়া পরিশোধ করিতে অসমর্থ হইলে, ইংরেজগণ তাঁহাকে জাতিচ্যুত ও তাঁহার পুত্রকে কারাগারে নিক্ষেপ করিবার ভয় প্রদর্শন করেন। কিন্তু ইহাতেও কোন ফলোদয়

(১) Orme's Indoostan, Vol. II. page 357.

শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহের লিখিত বৃত্তান্ত পূর্ব্বে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এস্থলে বাহুল্য বোধে তাহার পুনঃ সমালোচনা করা হইল না।

(২) Orme's Indoostan, Vol. II. Page 276.

হয় না (১)। অবশেষে ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে, সুপ্রসিদ্ধ নন্দকুমার বরাত চিঠীর লিখিত টাকা আদায় করিবার নিমিত্ত ইংরেজপক্ষে তহশীলদার নিযুক্ত হইলেন (২)। তিনি সর্ব্বাগ্রে নদীয়ার রাজার প্রতি আদেশ প্রচার করিলেন যে, অবিলম্বে দেয় টাকা পরিশোধ না করিলে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে সামান্য বন্দীর ন্যায় কলিকাতাস্থ ইংরেজ কারাগারে বাস করিতে হইবে। এই সময় কৃষ্ণচন্দ্রের এমন সংস্থান ছিল না যে, তদ্দ্বারা দেয় পরিশোধ করিতে পারেন, সুতরাং তিনি চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। অবশেষে ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে তিনি ইংরেজদিগের অনুকূলে এক কিস্তিবন্দী সম্পাদন করিয়া উপস্থিত বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিলেন (৩)।

কথিত আছে যে, একদা নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রাজস্বের দায়ে বিপন্ন হইয়া, রাখি পূর্ণিমা উপলক্ষে রাজবল্লভের সমীপে আগমন করেন এবং রাখি পূর্ণিমার দিবস রাজবল্লভের হস্তে রাখি বন্ধন করেন। রাজবল্লভ এই সময় দক্ষিণাস্বরূপ একলক্ষ মুদ্রা প্রদান করিতে উদ্যত হইলে কৃষ্ণচন্দ্র বলেন, 'আমি সামান্য অর্থের নিমিত্ত এই সুদূর পথ অতিক্রম করি নাই, বিশেষরূপে বিপন্ন হইয়াই আপনার ন্যায় মহাজনের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি; এক্ষণে আমাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া ধর্ম্মরক্ষা করুন।' বলা বাহুল্য যে রাজবল্লভ কৃষ্ণচন্দ্রকে উক্ত বিপদ হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন।

---

(১) Consultation, dated the 18th July 1758—Long's Unpublished Records of Government, page 147.

(২) Letters to the Court of Directors, dated the 31st December 1758—Long's Unpublished Records of Government, page 154.

(৩) Proceedings, dated the 20th August 1754—Long's Unpublished Records of Government, page 184.

যে সময় কৃষ্ণচন্দ্র নন্দকুমার কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইতেছিলেন, তৎকালে রাজবল্লভ মীরণের প্রধান সচিবের পদে নিযুক্ত ছিলেন। বোধ হয় এই বিপদের সময়ই কৃষ্ণচন্দ্র রাজবল্লভের সহায়তায় কিস্তিবন্দী সম্পাদন করিয়া উপস্থিত বিপদ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন।

জনশ্রুতি এই যে, কৃষ্ণচন্দ্র হস্তচালনা বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং ঐ বিদ্যাদ্বারা তিনি রাজবল্লভের মহত্ত্বের পরিচয় লাভ করিয়া তাঁহার আশ্রয়-প্রার্থী হন। কৃষ্ণচন্দ্র হস্তচালনা দ্বারা যে শ্লোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা রাজবল্লভের জন্মবৃত্তান্তে উল্লেখ করা হইয়াছে; সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ঘোড়ারগ উমেদপুর পরগণা

১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে সাহজাদা আলি গহুর, এলাহাবাদের শাসনকর্ত্তা মহম্মদকুলী খাঁর সাহায্যে বিহার প্রদেশে অভিযান করেন। সিরাজের যে সমস্ত সৈনিক মীরজাফরের শাসনকালে কার্য্য হইতে অপসৃত হইয়াছিল, তাহারা সুযোগ পাইয়া সম্রাট তনয়ের পক্ষাবলম্বন করিল। আলি গহুরের সৈন্য পাটনার নিকটবর্ত্তী হইলে, রামনারায়ণ অত্যন্ত ভীত হইয়া মুরশিদাবাদে সাহায্য প্রার্থনা করিলেন এবং ইতিমধ্যে শত্রু সৈন্যের সহিত সন্ধির প্রস্তাব করিয়া কালক্ষয় করিতে লাগিলেন।

মীরজাফর রামনারায়ণের সাহায্যার্থ সৈন্য প্রেরণ করিতে প্রথমতঃ অনিচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু আলি গহুরের সহিত রামনারায়ণের সন্ধির প্রস্তাব চলিতেছে শুনিয়া তিনি সাতিশয় শঙ্কিত হইলেন, এবং অবিলম্বে ক্লাইবের সমভিব্যাহারে মীরণকে সসৈন্যে পাটনা অভিমুখে প্রেরণ করিলেন।

পথিমধ্যে মীরণ শুনিতে পাইলেন যে, খাদেম হাসন খাঁ স্বাধীনতার ভান করিয়া পূর্ণিয়া প্রদেশ শাসন করিতেছেন। সুতরাং সমুচিত শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে তিনি খাদেম হাসনকে তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত আদেশ করিলেন। খাদেম হাসন মীরণ অপেক্ষা কম ধূর্ত্ত ছিলেন না; তিনি একাকী মীরণের সমীপে আগমন করা নিরাপদ নহে মনে করিয়া তথায় সসৈন্যে উপস্থিত হইলেন। ক্লাইব দেখিলেন যে, এ সময় কোন গোলযোগ উপস্থিত হইলে বৃথা কালক্ষয় হইবে, সুতরাং তিনি মধ্যস্থ হইয়া উভয়ের বিবাদ মীমাংসা করিয়া দিয়া মীরণের সমভিব্যাহারে পাটনার দিকে অগ্রসর হইলেন।

ক্লাইব ও মীরণের সেনাদল পাটনার নিকটবর্ত্তী হইয়াছে শুনিয়া রামনারায়ণ সাহস অবলম্বন করিলেন এবং প্রকাশ্যভাবে বাদসাহ পুত্রের বিরুদ্ধাচারণে প্রবৃত্ত হইলেন। আলি গহুরের সেনাদল রামনারায়ণের ঈদৃশ ব্যবহারে সাতিশয় উত্তেজিত হইয়া পাটনা নগরী অবরোধ করিল; কিন্তু ক্লাইব ও মীরণের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তাহারা অত্যন্ত শঙ্কিত হইল এবং অবরোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যথাস্থানে প্রস্থান করিল। এক্ষণে স্বয়ং আলি গহুর সন্ধির প্রার্থী হইলেন এবং ক্লাইব তাঁহার সহিত সন্ধি সংস্থাপন করিয়া মীরণের সহিত পুনরায় মুরশিদাবাদে প্রস্থান করিলেন।

মীরণ ও ক্লাইবকে পাটনায় প্রেরণ করিয়া মীরজাফর তাঁহাদিগের পশ্চাৎবর্ত্তী হইয়াছিলেন। তিনি রাজমহলে উপস্থিত হইলে, মীরণ ও ক্লাইব পাটনা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তথায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। এক্ষণে সকলে একযোগে মুরশিদাবাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এই সময় মীরজাফর বোজরগ উমেদপুর পরগণার ভূতপূর্ব্ব জমিদার-পুত্র মহম্মদ সাদকের জীবন সংহার করিয়া বিজয়োৎসব সম্পন্ন করেন (১)। এই দুরাত্মা সিরাজউদ্দৌল্লা কর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়া ঢাকার প্রতিনিধি শাসনকর্ত্তা হাসনউদ্দিন খাঁর জীবন সংহার করিয়াছিল। ভগবান্ এতদিনে তাহাকে উপযুক্ত শাস্তিপ্রদান করিলেন।

আগাবাখরের বিদ্রোহ হইতে বোজরগ উমেদপুর পরগণা বাজেয়াপ্ত হইয়া রাজবল্লভের সংরক্ষণে অর্পিত ছিল। এক্ষণ হইতে মীরজাফর তাঁহাকে ঐ পরগণার জমিদারী-স্বত্ব প্রদান করিলেন (২)।

(১) English Translation of Sair Motakharin.

(২) Hunter's Statistical Account of Backergunge, page 223.

শোভাবাজারের রাজবংশের আদিপুরুষ রাজা নবকৃষ্ণ মুনসি, ১৭৭৭ সনের ১৮ই নবেম্বর তারিখে, গবর্ণর জেনারেল সমীপে যে আবেদন করেন, তাহাতে লিখিত আছে যে, আলিবর্দ্দীর শাসনকালে রাজবল্লভ বোজরগ উমেদপুর পরগণার জমিদারী স্বত্ব

এই পরগণা প্রথমতঃ সরকার বাজুহার অন্তর্ভূত ছিল। বাঙ্গালার নবাব সুপ্রসিদ্ধ সায়েস্তা খাঁর পুত্র বোজরগ উমেদের নামানুসারে ইহার নামকরণ হইয়াছিল (১)। কোন সময় এই পরগণা দয়াল চৌধুরী নামক জনৈক হিন্দুর অধিকারে ছিল। মুরশিদকুলী খাঁর শাসনকালে আগাবাথর ঐ অঞ্চলের ওহদাদারী কার্য্য করিতেন। দয়াল চৌধুরীর তনয়ার রূপের কাহিনী শ্রবণ করিয়া ঐ ওহদাদারের চিত্ত চঞ্চল হয়, এবং তিনি ঐ রমণীকে স্বীয় অঙ্কশায়িনী করিবার উদ্দেশ্যে দয়াল চৌধুরীর আলয় সৈন্যদ্বারা অবরোধ করেন। ঐ হিন্দু জমিদারের এমন শক্তি ছিল না যে, দুর্দ্দান্ত মুসলমান সেনাদিগকে পরাভূত করিয়া তনয়ার সম্ভ্রম রক্ষা করিতে পারেন। অগত্যা তিনি পরিবারস্থ যাবতীয় মহিলার জীবন সংহার করিয়া দেশত্যাগ করেন। আগাবাথর হতাশ্বাস হইয়া নবাব দরবারে দয়াল চৌধুরীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অভিযোগ উপস্থিত করিয়া এই পরগণা হস্তগত করেন (২)।

প্রথমতঃ বোজরগ উমেদপুর পরগণার অধিকাংশ ভূমি নিবিড় জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। সুজাখাঁর শাসন সময়ে ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে সরকার হইতে যে পরতাল হয়, তাহাতে এই পরগণায় প্রজার নিকট প্রাপ্য মোট স্থিতের পরিমাণ ৬০০০ টাকা সাব্যস্ত হইয়াছিল। ঐ সময় ঐ স্থিতের হারাহারী ধরিয়া বার্ষিক দেয় রাজস্বের পরিমাণ ৪৬৪৭ টাকা নির্দ্ধারিত হয়।

নবাব দরবার হইতে খেলাত স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।—Life of Nabakissen, by N. Ghose, page 84. ফলতঃ তিনি এই সময় ঐ পরগণার শাসনভার লাভ করিয়াছিলেন। মীরজাফর পশ্চাৎ রাজবল্লভকে উহার জমিদারী স্বত্ব প্রদান করেন।

(১) History of Backergunge, by Beveridge, page 94.

(২) Do. page 434.

পরগণার জমিদার আবাদের সুবিধার নিমিত্ত, ঐ পরগণার অন্তর্গত গরআবাদী ভূমি খণ্ডে খণ্ডে বিভাগ করিয়া, বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট কায়েম নিরিখে জঙ্গলবুড়ি তালুকদারী বন্দোবস্ত প্রদান করিতে থাকেন। যাহারা এইরূপ বন্দোবস্ত গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা আবাদি ভূমির বিঘা প্রতি নির্দ্দিষ্টহারে কর প্রদান করিত। সুতরাং প্রত্যেক তালুকদারের বার্ষিক দেয় কর আবাদি ভূমির পরিমাণ অনুসারে, হ্রাস বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইত।

তালুকদারগণ ক্রমশঃ অধিক পরিমাণ ভূমি হাসিল করিয়া তাহাতে গুপারি বাগান ও ধান্যক্ষেত্র প্রস্তুত করিল। সমীপবর্ত্তী নদী হইতে নূতন চর ঐ পরগণার সহিত সংলগ্নভাবে ক্রমে পয়স্থ হইয়া উহার আয়তন বৃদ্ধি করিল, এবং পরগণার বিভিন্ন অংশে নিমকের তাফাল সংস্থাপিত হইল ও ঐ সূত্রে নূতন আয়ের পথ আবিষ্কৃত হইল। এইরূপে ৩৩ বৎসর মধ্যে বোজরগ উমেদপুরের অবস্থা এত উন্নত হইয়া উঠিল যে, ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে এই পরগণার বার্ষিক আয় দুই লক্ষ টাকায় পরিণত হইল (১)।

আগাবাখরের বিদ্রোহের পর, ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে এই পরগণা রাজবল্লভের হস্তগত হইলে, সমস্ত প্রজাগণ আগাবাখরের আত্মীয়বর্গের প্ররোচনায় বিদ্রোহী হইয়া নিয়মিত কর প্রদান করিতে বিরত হইল। অবশেষে রাজবল্লভ বলের পরিবর্ত্তে কৌশল অবলম্বন করিয়া প্রজাগণকে স্ববশে আনয়ন করিলেন (২)।

এই সময় হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী লোকের সংস্কার ছিল যে, মগ জাতীয় কিংবা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বী কোন ব্যক্তি গৃহে পদার্পণ করিলে জাতিপাত হয়। রাজবল্লভ মনে করিলেন, ঐ জাতীয় কোন লোকের

---

(১) History of Backergunge, by Beveridge, page 94 and 96.

(২) Do. page 438.

হস্তে কর সংগ্রহের ভার অর্পণ করিলে প্রজাবর্গ জাতিনাশের ভয়ে সহজে কর প্রদান করিবে। তৎকালে হুগলীর নিকটবর্ত্তী বেন্দেল নামক স্থানে পর্টুগিজদিগের এক উপনিবেশ সংস্থাপিত ছিল। রাজবল্লভ ঐ স্থলে দূত প্রেরণ করিয়া, তথা হইতে চারিজন পর্টুগিজ আনয়ন করিলেন এবং তাহাদিগকে বর্ত্তমান বরিশাল জিলার সমীপবর্ত্তী শিবপুর নামক স্থানে সংস্থাপিত করিয়া, তাহাদের হস্তে কর সংগ্রহের ভার অর্পণ করিলেন। এই সময় এই স্থলে কোন খ্রীষ্টীয় ভজনালয় বিদ্যমান ছিল না; সুতরাং ঐ সমস্ত পর্টুগিজ তহশীলদারগণ অত্যন্ত অসুবিধা বোধ করিয়া রাজবল্লভের নিকট জনৈক ধর্ম্মযাজক প্রার্থনা করিল। তদনুসারে তিনি বেন্দেল হইতে ফ্রা র‍্যাফেল ডি এগ্‌নস্ নামক জনৈক ধর্ম্মযাজক আনাইয়া শিবপুরে সংস্থাপন করিলেন, এবং ঐ ধর্ম্মযাজকের ভরণপোষণ ও ভজনালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহের নিমিত্ত বোজরগ উমেদপুর পরগণা হইতে কিয়ৎপরিমাণ ভূমি তালুকদারী-সূত্রে বন্দোবস্ত প্রদান করিলেন। বর্ত্তমান সময় উহা মিশনতালুক নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছে এবং ঐ তালুকের আয় হইতে শিবপুরস্থ খ্রীষ্টীয় ভজনালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহিত হইতেছে (১)।

পর্টুগিজ তহশীলদারগণ কার্য্যে নিযুক্ত হইলেই, বোজরগ উমেদপুর পরগণার প্রজাগণ নিয়মিতরূপে কর প্রদান করিতে আরম্ভ করে। অনন্তর ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজবল্লভ আমিন নিযুক্ত করিয়া, পরগণার অন্তর্গত প্রত্যেক তালুকের হাসিলা ভূমির পরিমাণ নির্ণয় করিয়া যে জমাবন্দী প্রস্তুত করেন, তাহাতে ঐ পরগণার বার্ষিক স্থিত দুই লক্ষ টাকা ধার্য্য হইয়াছিল (২)।

---

(১) History of Backergunge, by Beveridge, page 96.

(২) Do. page 96.

শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ ১২৮৯ সনের বান্ধব পত্রিকার ৭৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "মুরাদআলি ও রাজবল্লভ ক্রূর, নির্দ্দয় ও স্বার্থপর ছিলেন। রাজকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াই

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাজবল্লভ রণক্ষেত্রে

ক্লাইবের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করিয়া আলি গহুর চিতরপুর নামক স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে মীরজাফরের অকর্ম্মণ্যতার বিষয় তাঁহার কর্ণগোচর হইলে, তিনি পুনরায় বেহার প্রদেশে অভিযান করিতে মনন করিলেন। কঙ্কর খাঁ ও দিলার খাঁ নামক বেহার প্রদেশস্থ জমিদারদ্বয় তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিল এবং তিনি অবিলম্বে সসৈন্যে পাটনার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

এই সময় রেহিম খাঁ নামক সেনানীর অধীনতায়, কতিপয় আফগান সেনা মুরশিদাবাদ হইতে রামনারায়ণের সাহায্যার্থ প্রেরিত হইয়াছিল, এবং ইংরেজ সেনানী কাপ্তান ক্রাফটন স্বীয় সেনাদল ও কতিপয় কামান লইয়া রামনারায়ণের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। রামনারায়ণ এই সমস্ত সহায় অবলম্বন করিয়া টিকারি নামক স্থানে শিবির সন্নিবেশ পূর্ব্বক সম্রাটতনয়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

তাঁহারা প্রজার সর্ব্বনাশ করিয়া ধনসঞ্চয় করিতে লাগিলেন। পূর্ব্ব হইতেই মহাশয় যশোবন্ত সিংহ ঢাকা নেযাবতের দেওয়ানের পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি মুরাদআলি ও রাজবল্লভের আচরণে নিতান্ত ত্যক্ত হইয়া স্বীয়পদ ত্যাগ করিলেন। যশোবন্ত সিংহের কার্য্য পরিত্যাগে সেই দুর্ব্বিনীতদিগের অত্যাচার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। তৎকালে পূর্ব্ববঙ্গের যে অবস্থা হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। কি প্রজা, কি ভূম্যধিকারী, রাজবল্লভকে উৎকোচ দ্বারা সন্তুষ্ট রাখিতে না পারিলে কাহারও নিষ্কৃতি ছিল না। এই সময় রাজবল্লভ জমিদারদিগের সর্ব্বনাশ করিয়া জমিদারী সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। ভাটি প্রদেশস্থ বোজরগ উমেদপুর পরগণা তাঁহার প্রথম ভূ সম্পত্তি।"

আলি গহুর কর্ম্মনাশা পার হইয়া আজিমাবাদের প্রান্তভাগে উপনীত হইলে সংবাদ আসিল যে, সম্রাট্ দ্বিতীয় আলমগীর ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। এ সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র তিনি এক সিংহাসন প্রস্তুত করিলেন এবং সাহ আলম নাম ধারণ পূর্ব্বক ঐ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, আপনাকে সর্ব্বসমক্ষে ভারতবর্ষের সম্রাট্ বলিয়া

তিনি ষষ্ঠ সংখ্যা নব্যভারতের ৭৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "বোজরগ উমেদপুর পরগণা সম্বন্ধে রাজবল্লভের অনেক কীর্ত্তি আছে। উত্তরকালে যখন রাজবল্লভ ঢাকার দেওয়ান হইয়াছিলেন, তখন প্রাচীন জমাওয়াশীল বাকি কাটিয়া ঐ পরগণার বার্ষিক পূর্ব্ব রাজস্ব ৪৬৪৭ টাকা লিখিয়া বৃদ্ধিহারে তিনি ৬০০০্ টাকা মাত্র প্রদান করিতেন। পরে যখন এই পরগণা তাঁহার হস্তচ্যুত হইল, অমনি তাহার বার্ষিক রাজস্ব ৬০০০্ টাকা হইতে ২০১২৭৪্ টাকা হইয়াছিল। এইরূপ অনুচিত রাজস্ব বৃদ্ধি হইতে দশবৎসরও অতীত হয় নাই।

"যপসা-নিবাসী আনন্দনাথ বাবুর নিকট জ্ঞাত হইয়াছি, রাজবল্লভের জ্ঞাতি যপসা-নিবাসী লালা রামপ্রসাদ রায় বোজরগ উমেদপুর পরগণা ক্রয় করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজবল্লভ চক্রান্ত করিয়া তাঁহাকে তল আড়ুলাপুর ও অন্যান্য কয়েকখানি গ্রাম মাত্র দিয়া উক্ত পরগণাটি আত্মসাৎ করিয়াছেন।"

কিরূপে বোজরগ উমেদপুর পরগণা আগাবাগরের বিদ্রোহের পর বাজেয়াপ্ত হইয়া রাজবল্লভের শাসনে অর্পিত হয়, এবং কিরূপে ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে রাজবল্লভ এই পরগণার জমিদারী লাভ করেন, তাহা এই অধ্যায়ে বর্ণনা করিয়া প্রমাণ উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এস্থলে ঐ সমস্ত বিষয়ের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কৈলাস বাবু এ সম্বন্ধে যাহা যাহা লিখিয়াছেন তৎসমস্তই অমূলক।

রাজবল্লভ যে পূর্ব্ব জমাওয়াশীল বাকি কাটিয়া অধিক রাজস্বের স্থলে অল্পমাত্র ৪৬৪৭্ টাকা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, এবং লোক ভুলানের নিমিত্ত বৃদ্ধিহারে ৬০০০্ টাকা রাজস্ব প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া কৈলাস বাবু লিখিয়াছেন, তাহাও প্রকৃত অবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রকৃত প্রস্তাবে ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে এই জমিদারীর বার্ষিক স্থিত ৬০০০্ টাকা ধার্য্য হইয়াছিল এবং ঐ সময় এই স্থিতের হারাহারীতে দেয় রাজস্বের পরিমাণ ৪৬৪৭্ টাকা ধার্য্য হইয়াছিল। কৈলাস বাবু রামকে রহিম বুঝাইয়া লোকের ভ্রম উৎপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন।

এই পরগণার রাজস্ব কখনও ২০১২৭৪্ টাকা ধার্য্য হয় নাই। এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, নানা কারণে জমিদারী অবস্থা উন্নত হইয়াছিল এবং জঙ্গলবুড়ি আবাদকারী তালুকদারগণ আবাদিভূমির পরিমাণ অনুসারে কর প্রদান করিত। রাজবল্লভ ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে এই পরগণা জরীপ করিলে, ঐ সমস্ত তালুকদারগণ যে ভূমি

ঘোষণা করিলেন। অল্পকাল মধ্যে দেহবা নামক নদীর তীরে সম্রাট্ সৈন্যের সহিত রামনারায়ণের সৈন্যের সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। দিলার খাঁ রণক্ষেত্রে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া প্রভুভক্তি প্রদর্শন করিল। রাম-নারায়ণের বহুসংখ্যক সৈন্য এবং কাপ্তান ক্রাফটন ঐ যুদ্ধে নিহত হইলেন এবং স্বয়ং রামনারায়ণ গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়া রণক্ষেত্র হইতে

বিনা করে ভোগ করিতেন তাহা প্রকাশ হইয়া পড়ে এবং তিনি ঐ সময় নূতন জমাবন্দী প্রস্তুত করিয়া ঐ পরগণার স্থিত বার্ষিক দুই লক্ষ ধার্য্য করেন। কৈলাস বাবু ৬০০০৲ টাকা রাজস্বের স্থলে, ১০ বৎসরে ২০১২৭৪৲ টাকা রাজস্ব হওয়ার কথা বলিয়া রাজ-বল্লভের সততাকে পরোক্ষভাবে আক্রমণ করিয়াছেন। কৈলাস বাবুর এই উক্তিও সম্পূর্ণ ভিত্তিশূন্য। যাঁহারা বিভারেজ সাহেব কৃত বাখরগঞ্জের ইতিহাস পাঠ করিয়া-ছেন তাঁহারা অবগত আছেন যে, সমগ্র রাজনগর পরগণার (বোজরগ উমেদপুর ঐ পরগণার একাংশ মাত্র) রাজস্ব ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বার্ষিক ৯৭১৯৪৲ টাকা ধার্য্য ছিল, এবং কোম্পানির কর্ম্মচারিগণ স্বয়ং শাসন করিয়াও প্রজাগণ হইতে এই পরিমাণ টাকা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। টমসন সাহেব ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র রাজনগর পরগণার (বোজরগ উমেদপুর সহ) রাজস্ব ১৮৭১০৭ / আনা ধার্য্য করেন। রাজবল্লভের উত্তরপুরুষগণ এই গুরুতর রাজস্ব বহন করিতে অসমর্থ হইলে, এই জমিদারী বাকি রাজস্বের দায়ে নীলাম হইয়া যায়। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে আবশ্যকমতে এই বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হইবে। যপসা নিবাসী লালা রামপ্রসাদ রায় কখনও এই পরগণা ক্রয় করেন নাই। যে আনন্দনাথ বাবুর দোহাই দিয়া কৈলাস বাবু বলেন, "রাজবল্লভ রামপ্রসাদকে বঞ্চিত করিয়া এই পরগণা হস্তগত করিয়াছিলেন" সেই আনন্দ বাবু আমাদিগকে এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা এই,—"লালা রামপ্রসাদ যখন ওয়াধাদার (ওহাদাদার) ছিলেন তখন আগাবাখরের মৃত্যু হয়, রাজবল্লভ তখন ঢাকা নবাবের সহকারী। তখন মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি খাস হইয়া ওয়াধাদারদের (ওহাদাদার) হস্তেই ন্যস্ত থাকিত, পরে বিলি বন্দোবস্ত হইত। পাছে রামপ্রসাদ নিজে ঐ জমিদারী হস্তগত করেন, এই জন্য তাঁহাকে অসন্তুষ্ট না করিয়া তপে আব্দুলাপুর ও বোজরগ উমেদপুর পরগণা হইতে জোয়ার হোসেনাবাদ রামপ্রসাদকে দিয়া রাজা ঐ পরগণা গ্রহণ করেন।" এস্থলে আনন্দ বাবু কখনও বলেন না যে, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ লালা রামপ্রসাদ ঐ পরগণা ক্রয় করিয়াছিলেন এবং রাজবল্লভ চক্রান্ত করিয়া তাঁহাকে ঐ পরগণা হইতে বঞ্চিত করেন। ফলতঃ আনন্দনাথ বাবুর লিখিত বৃত্তান্তও প্রকৃত নহে। আমরা প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে, আগাবাখরের বিদ্রোহের পর এই পরগণা বাজেয়াপ্ত হইয়া রাজবল্লভের সংরক্ষণে অর্পিত হয়। পরিশিষ্টে টমসন

পলায়ন পূর্ব্বক আজিমাবাদে প্রবেশ করিলেন। বোইম খাঁ মুরশিদাবাদ পরিত্যাগ করিয়া পাটনার অভিমুখে অগ্রসর হইলে, মীরজাফরের আহ্বান মতে ক্লাইব সসৈন্যে মুরশিদাবাদে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এক্ষণে ক্লাইব ও মীরণ রামনারায়ণের সাহায্য করিবার নিমিত্ত পাটনা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। রাজবল্লভ মীরণের সহকারিরূপে তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলেন।

মীরণ ও রাজবল্লভ অগ্রবর্ত্তী হইয়া ক্রমে উদয়নালা নামক স্থানে উপস্থিত হইলে সম্রাট্ সেনার সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। সম্রাট্ সেনা রামনারায়ণকে দেহবা নদীর তীরে পরাভূত করিয়া এই পথে মুরশিদাবাদের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। এই স্থলে উভয়পক্ষে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। প্রথমতঃ রাজবল্লভ সম্রাট্ সেনার সম্মুখীন হইলেন। কিন্তু বিপক্ষ সেনার বেগ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া তিনি

সাহেবের যে চিঠি উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহাতে অবগত হওয়া যায় যে, রাজবল্লভের পক্ষে লালা রামপ্রসাদ ঐ পরগণার শাসন সংরক্ষণ করিতেন। যে জমিদারী বাজেয়াপ্ত হইয়া রাজবল্লভের শাসনে অর্পিত হইল, তাহা লালা রামপ্রসাদ কিরূপে হস্তগত করিতে পারেন তাহা সহজে বোধগম্য নহে। রাজবল্লভ যে রামপ্রসাদকে তপে আব্দুলাপুর ও জোয়ার হাসনাবাদ দিয়াছিলেন তাহা ভয়ে নহে। পরিশিষ্টে টমসন সাহেবের যে চিঠি উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহা পাঠে অবগত হওয়া যায়, লালা রামপ্রসাদ রাজবল্লভের কর্ম্মচারী ছিলেন, সুতরাং ঐ দান অনুগ্রহ বশতঃ হওয়াই সম্ভবপর।

কৈলাস বাবু বলেন যে, এই পরগণা মুরাদ আলির শাসন সময়ে রাজবল্লভের হস্তগত হইয়াছিল। তাহার এই উক্তিও সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে গিরীয়ার যুদ্ধের অবসানে, মুরাদ আলি কার্য্য হইতে অপসৃত হন এবং নিবাইস তৎপদে নিযুক্ত হন। ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে বোজরগ উমেদপুর পরগণা রাজবল্লভের শাসনে অর্পিত হয়। এতদ্দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে, মুরাদ আলির শাসন-কর্ত্তৃত্ব শেষ হওয়ার চতুর্দ্দশ বৎসর পর রাজবল্লভের সহিত এই পরগণায় সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। কৈলাস বাবু বলেন, "এই পরগণা সম্বন্ধে রাজবল্লভের অনেক কীর্ত্তি আছে" কিন্তু তিনি একটি কীর্ত্তির কথাও প্রকাশ করেন নাই। বিদ্রোহীর সম্পত্তি চিরকালই রাজবিধি অনুসারে বাজেয়াপ্ত হইতেছে। আগাবাখর বিদ্রোহিতা অবলম্বন করিয়াছিল;

প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলেন (১)। অনন্তর মীরণ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। তিনিও অবিলম্বে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়া প্রায় পরাজিত হইতেছিলেন, এমন সময়ে কর্ণেল ক্লাইব অগ্রসর হইয়া এরূপ অবিশ্রান্ত গোলাবর্ষণ করিতে লাগিলেন যে, সম্রাট-সেনা আর রণক্ষেত্রে স্থির থাকিতে না পারিয়া দ্রুতপদে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

সাহ আলম উদয়নালা হইতে পলায়ন করিয়া আজিমাবাদে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই সময় পূর্ণিয়ার শাসনকর্ত্তা খাদেম হাসন খাঁ তাঁহার সাহায্যার্থ আগমন করিবেন বলিয়া সংবাদ প্রেরণ করিলে, সম্রাট্‌-সেনা পাটনা নগরী অবরোধ করিল। এই অবরোধে পাটনার দুর্দ্দশার একশেষ হইল, কিন্তু ইতিমধ্যে বর্দ্ধমান হইতে কতিপয় ইংরেজ সেনা আগমন করিয়া সম্রাট্‌ সেনাদিগকে বিতাড়িত করিল এবং সম্রাট তথা হইতে প্রস্থান করিয়া গয়ামনপুরা নামক স্থানে শিবির সংস্থাপন করিলেন।

খাদেম হাসন খাঁ মীরণের প্রীতিতে অনুমাত্রও আস্থা স্থাপন করিতে সক্ষম হয় নাই। সম্রাট্‌ সাহ আলম দ্বিতীয়বার বেহার প্রদেশে অভিযান করিলে, ঐ দুরাত্মা মীরজাফরের পক্ষ ত্যাগ করিয়া সম্রাট্‌পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল। সম্রাট্‌ পাটনা হইতে প্রস্থান করিয়া গয়ামনপুরায় শিবির সংস্থাপন করিলে, খাদেম হাসন স্বীয় সৈন্যদল সহ আজিমাবাদের পাদসঞ্চারিণী ভাগীরথীর অপর তীরস্থ হাজিপুর নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া তথায় শিবির সংস্থাপন করিল। কাপ্তান নক্স ও

সুতরাং তাহার জমিদারী বাজেয়াপ্ত করা কখনও অন্যায় কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না।

কৈলাস বাবু রাজবল্লভের অত্যাচার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা পশ্চাৎ আলোচনা করা হইবে।

(১) মালদহ জিলাস্কুলের প্রধান মৌলবী সাহেব কৃত রিয়াজু সেলাতিন নামক পারস্য ভাষায় লিখিত ইতিহাসের ইংরেজী অনুবাদ হইতে এই বিবরণ সংগৃহীত।

সিতাব রায় কতিপয় সৈন্য লইয়া খাদেম হাসনের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। প্রথমতঃ খাদেম হাসনের সৈন্যগণ নক্স ও সিতাব রায়ের উপর আপতিত হইয়া তাহাদিগকে বিপর্য্যস্ত করিবার উপক্রম করিয়াছিল। কিন্তু বিজয়লক্ষী অবশেষে নক্স ও সীতাব রায়ের অঙ্কশায়িনী হইলেন। খাদেম হাসন পরাভূত হইয়া বেতিয়া নামক স্থানে প্রস্থান করিল। এই যুদ্ধে সিতাব রায় প্রভূত বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

মীরণ ও রাজবল্লভ উদয়নালার যুদ্ধের পর শুনিতে পাইলেন যে, সম্রাট্ পাটনা নগরী অবরোধ করিয়াছেন। এই সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র তাঁহারা উভয়ে দ্রুতপদে পাটনায় উপস্থিত হইয়া অবগত হইলেন, সম্রাট্ গয়ামনপুরা প্রস্থান করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার খাদেম হাসনের অনুসরণে বেতিয়ার দিকে অগ্রসর হইলেন। খাদেম হাসন এই বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের সম্মুখদেশ হইতে প্রস্থান করিতে লাগিল। ক্রমে উভয় সৈন্যদল ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জুলাই তারিখে এক অপরিজ্ঞাত নদীর তীরে সমুপস্থিত হইল। এক্ষণে খাদেম হাসন বিষম সংকটে পড়িল, তাহার সম্মুখভাগে দুস্তর স্রোতঃস্বতী এবং পশ্চাৎভাগে শত্রু-সেনা। শোচনীয় অবস্থাপন্ন হইয়া খাদেম হাসন প্রতিমুহূর্ত্তে শত্রুর হস্তে নিপতিত হইবার আশঙ্কা করিতে লাগিল।

এই সময় প্রবলবেগে ঝড় ও বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল। মীরণের সৈন্যগণ এই দুর্য্যোগে সম্মুখদেশে অগ্রসর না হইয়া নদীর তীরে শিবির সংস্থাপন করিল। ক্রমে ঝড়ের প্রকোপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মুষল ধারায় বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ চমকিত হইয়া শিবিরাভ্যন্তরস্থ সেনাগণের মনে আতঙ্ক সঞ্চার করিতে লাগিল। এই অবস্থায় রজনীর সার্দ্ধ প্রহর অতিবাহিত হইল; কিন্তু ঝড় বৃষ্টির বিরাম হইল না। সমস্ত গগনমণ্ডল মেঘে পরিপূর্ণ ছিল, ও দিঙ্‌মণ্ডল নিবিড় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল। মীরণ অনুচরবর্গ সহ এক সমুন্নত পটমণ্ডপে

সমাসীন ছিলেন। নিরাপদ হইবার অভিপ্রায়ে তিনি অনতিবিলম্বে জনৈক নর্ত্তকী ও কতিপয় অনুচর সহ এক ক্ষুদ্র পটমণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। ঐ বারবিলাসিনী স্বীয় কলকণ্ঠের স্বরলহরী দ্বারা কিয়ৎ-কাল মীরণের মনোরঞ্জন করিলে, তিনি তাহাকে বিদায় দিয়া শয্যায় শয়ন করিলেন। অনুচরবর্গ মধ্যে কেহ খোসগল্প দ্বারা এবং কেহ বা গাত্র মর্দ্দন করিয়া প্রভুর চিত্তবিনোদনে প্রবৃত্ত হইল। এই সময় পুনরায় বিদ্যুৎ ঝলসিত হইল এবং একটী ভয়ানক বজ্র ভীষণ হুঙ্কার পূর্ব্বক ঐ কক্ষে নিপতিত হইয়া মীরণের মস্তক চূর্ণ করিয়া দিল (১)।

মুরশিদাবাদ হইতে যাত্রা করিবার প্রাক্‌কালে মীরণ যে এক ভয়ানক দুষ্কার্য্য সাধন করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। আলিবর্দ্দীর পরিবারস্থ যে সমস্ত মহিলা মীরণের আদেশে ঢাকায় নির্ব্বাসিতা হইয়াছিলেন, তিনি ঐ সমস্ত মহিলাগণকে নিধন করিবার নিমিত্ত ঢাকার ফৌজদার যশরত খাঁর প্রতি আদেশ প্রচার করেন। যশরত খাঁ এই পৈশাচিক আদেশ প্রতিপালনে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলে, বাথর খাঁ নামক জনৈক জমাদার একশত অনুচর সহ ঢাকায় প্রেরিত হয় (২)। মীরণ এই জমাদারের হস্তে ঐ রমণীগণকে সমর্পণ করিবার নিমিত্ত যশরত খাঁর প্রতি আদেশলিপি দিয়াছিলেন। অগত্যা যশরত খাঁ ঘেসেটিবিবী ও আমনা বিবীকে ঐ জমাদারের হস্তে সমর্পণ করেন। রজনী দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইলে, দুরাত্মা বাথর খাঁ ঐ রমণীদ্বয়কে মুরশিদাবাদে নেওয়ার প্রলোভন প্রদর্শন করিয়া এক নৌকায় আরো-হণ করায়। নৌকা কোন নির্জ্জন স্থানে উপস্থিত হইলে, বাথর খাঁ

---

(১) English Translation of Sair Motakharin, Vol. II. pages 362 to 366.

(২) মালদহ জিলাস্কুলের প্রধান মৌলবীকৃত রিয়াজু সেলাতিনের ইংরেজী অনুবাদ হইতে সংগৃহীত।

ঐ মহিলাদ্বয়ের সমীপবর্ত্তী হইয়া বলিল, "জননি! আপনাদিগকে সুদূর দেশে গমন করিতে হইবে, অতএব ত্বরায় স্নানাহার সমাপন করুন।" এই সময় ঐ দুর্ব্বৃত্ত বিবেকের দংশনে জর্জ্জরিত হইতেছিল এবং তাহার নয়নপ্রান্ত দিয়া অশ্রুধারা নির্গত হইতেছিল। ঘেসেটি বিবি তাহার আকার প্রকার দর্শন করিয়া তদীয় মনোগতভাব সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিলেন এবং অবিলম্বে স্বীয় প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হইবে মনে করিয়া আকুলকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। আমনা বিবি তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া বলিলেন, "দিদি, বৃথা ভয় করিও না, একদিন মরিতেই হইবে, অদ্য সেই শেষ দিন হইলে ক্ষতি কি?" এই কথা বলিয়া তিনি কিয়ৎকাল তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন এবং পুনরায় ধীর প্রশান্তভাবে বলিলেন, "দিদি এ জীবনে পাপ সঞ্চয় করিতে ত্রুটি করি নাই; জগদীশ্বর যে অনুকম্পা করিয়া আমাদিগকে এইভাবে প্রায়শ্চিত্ত করিবার অবসর দিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান কর, আমরা আমাদের সমস্ত পাপের গুরুভার মীরণের স্কন্ধে নিক্ষেপ করিলাম।" অনন্তর উভয় ভগ্নী স্নান করিয়া নববস্ত্র পরিধান করিলেন এবং মহাত্মা হোসেনের সমাধি ক্ষেত্রস্থ পবিত্র মৃত্তিকা দ্বারা ললাট ও সর্ব্বাঙ্গ লেপন করিলেন। কিয়ৎকাল পরে উভয়ে সমস্বরে বলিলেন, "হে সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর, আমরা উভয়ে বহু পাপ সঞ্চয় করিয়াছি সত্য, কিন্তু আমাদের কর্ত্তৃক এ পর্য্যন্ত মীরণের কোন অনিষ্ট সাধিত হয় নাই। মীরণের বর্ত্তমান উন্নতি আমাদেরই প্রসাদে সংঘটিত হইয়াছে; ঐ দুরাত্মা এক্ষণে কৃত উপকারের প্রতিদান স্বরূপ বিনা-কারণে আমাদিগের জীবন সংহার করিতেছে। আমরা তোমার চরণে বিনীতভাবে প্রার্থনা করি, তুমি অগৌণে ঐ পাপিষ্ঠের মস্তক বজ্রাঘাতে চূর্ণ করিয়া ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা কর।" এই প্রার্থনা শেষ করিয়া আলিবর্দ্দীর তনয়াগণ প্রচলিত রীতি অনুসারে নেমাজ পাঠ করিলেন,

এবং পবিত্র মৃত্তিকা চুম্বন করিয়া একে অন্যকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক নদী-গর্ভে নিপতিত হইলেন (১)।

কেহ কেহ বলেন, যে রজনীতে ঐ মহিলাগণ নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই রজনীতেই মীরণ বজ্রাঘাতে প্রাণত্যাগ করেন। কাহারও মতে ঐ ঘটনার এক মাস পরে মীরণ বজ্রাহত হইয়াছিলেন। মীরণের ভয়াবহ পরিণাম বিধান করিয়া ভগবান্ ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন সন্দেহ নাই।

(১) English Translation of Sair Motakharin, Vol. II. pages 368 to 371

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রাজবল্লভ সম্রাট সদনে

একমাত্র মীরণ ও রাজবল্লভই যে খাদেম হাসনের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়াছিলেন এমন নহে। ইংরেজবাহিনীসহ কর্ণেল কলিয়ড্, এবং রামনারায়ণের সেনাসহ তদীয় ভ্রাতা দুর্জ্জয় সিংহ, এই সময় মীরণের অনুগমন করিয়াছিলেন। মীরণের মৃত্যুতে তদীয় সৈন্যের নেতৃত্ব-ভার রাজবল্লভের প্রতি ন্যস্ত হইল (১)। সেনাপতির মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হইলে সৈন্যগণ ভগ্নোৎসাহ হইবে আশঙ্কা করিয়া তিনি এই ঘটনা গোপন রাখিবার সংকল্প করিলেন। কর্ণেল কলিয়ড্ এই সংকল্প সুসঙ্গত মনে করিলে উপযুক্ত অনুষ্ঠানের উদ্যোগ চলিতে লাগিল (২)। অবিলম্বে মীরণের মৃতদেহ হইতে পাকস্থলী বাহির করিয়া ভূগর্ত্তে নিহিত করা হইল, এবং ঐ মৃত দেহ বস্ত্রাবৃত করিয়া মীরণের হস্তীর

---

(১) English Translation of Sair Motakharin, Vol. II. page 373.

(২) হাজি মস্তাফা কৃত সায়র মোতাক্ষরীণের ইংরেজী অনুবাদে লিখিত আছে, "মীরণের মৃত্যু সংবাদ গোপন রাখিবার যে পরামর্শ হইল তাহা মেজর কলিয়ড্ অনুমোদন করিলেন। মূল সায়র মোতাক্ষরীণে লিখিত আছে, "দেশীয় লোকেরা এই সময় মীরণের মৃত্যুসংবাদ গোপন রাখিবার নিমিত্ত কর্ণেল কলিয়ড্কে পরামর্শ প্রদান করিল।" পালঙ্গ হইতে রাজবল্লভের জীবনী সম্বন্ধে যে হস্ত লিখিত পুস্তক প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহাতে লিখিত আছে যে রাজবল্লভই এই পরামর্শ দিয়াছিলেন। ৺ জানকীনাথ সেন মজুমদার মহাশয়ের নিকট হইতে এই বৃত্তান্ত বহুবার শ্রবণ করিয়াছি এবং প্রত্যেক বারেই তিনি বলিয়াছেন যে, রাজবল্লভের পরামর্শমতে মীরণের মৃত্যুসংবাদ গোপন করা হইয়াছিল। মীরণের মৃত্যুতে রাজবল্লভই তদীয় সৈন্যের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময় যে দুইদল দেশীয় সেনা ছিল তন্মধ্যে এক দলের নেতা দুর্জ্জয় সিংহ এবং অপর দলের নেতা রাজবল্লভ। অল্পবয়স্ক দুর্জ্জয় সিংহ অপেক্ষা পরিণত বয়স্ক ও প্রতিভাশালী রাজবল্লভের মস্তক হইতেই যে এই পরামর্শ বহির্গত হইয়াছিল তাহা অনুমান করাই শ্রেয়ঃ।

উপর এরূপভাবে সংস্থাপিত করা হইল যে, সৈন্যগণ মনে করিল মীরণ পীড়িত হইয়া ঐস্থলে শায়িত আছেন। এই সমস্ত অনুষ্ঠান শেষ করিয়া কর্ণেল কলিয়ড্‌, দুর্জ্জয় সিংহ ও রাজবল্লভ স্ব স্ব সেনাদল-সহ খাদেম হাসনের দিকে অগ্রসর হইলেন, এবং মীরণের মৃতদেহ পূর্ব্বোক্ত অবস্থায় রাজবল্লভের সেনাদলের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। ক্রমে সমবেত সৈন্যদল খাদেম হাসনের সম্মুখীন হইয়া তাহাকে পরাভূত করিয়া বেতিয়ায় সমুপস্থিত হইল।

মীরণ নিয়মিতরূপে সৈন্যগণকে বেতন প্রদান করিতেন না, সুতরাং এই সময় প্রায় এক লক্ষ টাকা তাহাদিগের বেতন বাবদ প্রাপ্য ছিল। মীরণের মৃত্যুসংবাদ অল্পকাল মধ্যেই রাষ্ট্র হইয়া পড়িল এবং সৈন্যগণ প্রাপ্য বেতনের নিমিত্ত সাতিশয় কোলাহল আরম্ভ করিল। রাজবল্লভ ঐ অশান্ত সৈন্যগণকে কোনরূপে প্রবোধ দিয়া, দুর্জ্জয় সিংহ ও কর্ণেল কলিয়ড্‌ সহ পাটনায় উপস্থিত হইলেন। এ স্থলে ঐ সৈন্যগণ পুনরায় কোলাহল উত্থাপিত করিল। তৎকালে রাজবল্লভের হস্তে এক কপর্দ্দকও ছিল না, সুতরাং তিনি তাহাদের প্রাপ্য পরিশোধ করিতে অক্ষম হইলেন। এক্ষণে তাহারা এত উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিল যে, পাটনা নগরীতে বিষম হুলস্থুল পড়িয়া গেল। কয়েক দিবসের নিমিত্ত হাট ঘাট ও বাজার বন্ধ হইল, এবং স্বয়ং রাজবল্লভ তাহাদের হস্তে প্রায় বন্দীর ন্যায় কালযাপন করিতে লাগিলেন। অগত্যা তিনি পাটনার কুঠীর ইংরেজ অধ্যক্ষ অমিয়ট্‌ সাহেবের শরণাপন্ন হইলেন, এবং তাঁহার নিকট হইতে ধারে বনাত ক্রয় করিয়া সৈন্যগণকে বেতন স্বরূপ প্রদান করিলেন। এই উপায়ে তিনি উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষা পাইলেন (১)।

---

(1) The news of the quarrel of the Sepoys, formerly the deceased Nawab's, with Maharaja Rajballab for their wages and of his going to the city, I have before wrote you. Maharaja is greatly ashamed and dis-

বর্ষা ও হেমন্তকাল গত হইলে মীরণের সেনাদল পুনরায় প্রাপ্য বেতনের নিমিত্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল। এক দিবস ঐ দলস্থ মীর ফজলে আলি ও আছমতুল্লা নামক দুইজন সৈনিক রাজবল্লভের দেওয়ান খানায় সমাগত হইয়া বলিল যে, প্রাপ্য বেতন না পাইলে তাহারা সেস্থান পরিত্যাগ করিবে না। অব্যবহিত পরেই দীন মহম্মদ প্রভৃতি কতিপয় সেনা রাজবল্লভের সহিত সাক্ষাতের ভান করিয়া ঐ স্থলে উপস্থিত হইল। তৎকালে রাজবল্লভ কক্ষান্তরে ক্ষৌরী হইতেছিলেন। আছমতুল্লা প্রভৃতি প্রায় ত্রিশ জন সেনার সহিত মীর ফজলে আলি ঐ কক্ষে প্রবেশ করিয়া রাজবল্লভের সহিত আলাপনে প্রবৃত্ত হইল। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, উপযুক্ত অর্থ সংগৃহীত হইলেই তাহাদের প্রাপ্য বেতন পরিশোধ করা হইবে। তাহারা রাজবল্লভের কথায় কর্ণপাত না করিয়া তাঁহাকে দেওয়ান খানায় লইয়া গেল। ঐস্থলে বহু সংখ্যক সেনা সমবেত হইয়াছিল এবং সকলে মিলিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল। রাজবল্লভের অনুচরবর্গ এই সংবাদ অবগত হইয়া দ্রুতপদে সেই দিকে ধাবমান হইল, এবং অচিরে উভয়পক্ষে এক সংঘর্ষ উপস্থিত হইবার উপক্রম হইল, কিন্তু

---

tressed by them, nor will they release him till the money is paid. This quarrel has put the city into confusion for four or five days, and the bazar, roads and gates have been stopped. Cossimaly Khan has wrote several letters to Mr. Amyatt and to me once, to make the Sepoys contented by some means, and to send Maharaja Rajballab down to the city in a boat. Mr. Amyatt has not interfered in the quarrel. My situation your Excellency must be acquainted with, I am almost dead and the Sepoys for their wages are ready to assassinate me with their creeses, but through your favour and riches they have been prevented. The deceased Nawab's Sepoys' wages is not yet settled, and every one says that a lac of rupees is their due.—From Ramnaryan, A. D. 1760. Long's Unpublished Records of Govt. page 237.

তিনি উভয় পক্ষীয় লোকদিগকে সুমিষ্ট বচনে আপ্যায়িত করিলেন, এবং সকলে ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিল (১)।

তৎকালে সম্রাট সাহ আলম গয়ামন পুরায় শিবির সংস্থাপন পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছিলেন, এবং তাঁহার সৈন্যগণ পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহ লুণ্ঠন করিয়া রসদ সংগ্রহ কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। এই সময় মেজর কর্ণাক্ কর্ণেল কলিয়ডের স্থলে ইংরেজবাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। অবিলম্বে মেজর কর্ণাক্, রাজবল্লভ ও রামনারায়ণ স্ব স্ব সেনাদল লইয়া সম্রাট্-সেনার সম্মুখীন হইলেন। যুদ্ধে সম্রাট্-সেনা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পলায়ন করিল। কিন্তু সমবেত সৈন্যদলের নেতৃগণ এক্ষণে সম্রাটের সহিত সন্ধি করিতে ইচ্ছুক হইয়া, সুপ্রসিদ্ধ সিতাব রায়কে সম্রাট্ সদনে প্রেরণ করিলেন। সম্রাট প্রথমতঃ সন্ধির প্রস্তাবে অসম্মতি জ্ঞাপন

(1) I have endeavoured much to get money, but without success, and have been obliged to borrow some broad-cloth of Mr. Amyatt to deliver the Sepoys in lieu of their wages. This the 1st day of Rubbee *ie* Sanum, Sorabond Meer Fazlealy Syed and Asmatullah Khan came into my Dewan Khana, where they seated themselves and declared that they would not move till they got their pay, and Sheik Deen Mahomed, and others came to visit me, and seated themselves also. I was shaving in another room. Meer Fazlealy and 20 or 30 others consulted with Asmatullah Khan and came to me, and spoke both soft and sweet words, and I represented things to them in a proper manner, and promised to do my utmost endeavour to satisfy them, but they would not listen to me, and brought me out into the Dewan Khana, where there were many people and placed me among them, upon which my own people came running to my assistance, and a skirmish was likely to have ensued and the consequence whereof would have been the city being plundered and the Sircar's business greatly detrimented, for this reasons I prevented it and gave them good words and sometimes after they departed. From Maharaja Rajballab, December 1760—Long's Unpublished Records of Govt. page 240.

করিয়াছিলেন, অবশেষে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া তিনি ঐ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন (১)।

সমবেত সৈন্যদল সম্রাটের অভ্যর্থনার নিমিত্ত, গয়া হইতে প্রায় দেড়ক্রোশ দূরবর্ত্তী জামুনী নদীর তীরস্থিত এক উদ্যান বাটিকায় বিস্তৃত পটমণ্ডপ সংস্থাপন করিল। লতা পাতা ও পুষ্পে এই পটমণ্ডপ সুশোভিত হইল। মহামহিমান্বিত দিল্লীশ্বরের প্রবল প্রতাপ ঘোষণার নিমিত্ত ঐ বস্ত্রাবাসের উপরিভাগে বহুসংখ্যক বিচিত্র পতাকা উড্ডীন হইল। মণ্ডপের অভ্যন্তর ভাগ বহুমূল্য বস্ত্রে মণ্ডিত হইয়া, ভারতবর্ষীয় সর্ব্বপ্রধান নরপতির দরবারের উপযুক্ত সাজসজ্জায় পরিশোভিত হইল। কতিপয় কাষ্ঠাসন একত্রিত করিয়া সিংহাসনের আকারে পরিণত করা হইল, এবং পটমণ্ডপের দ্বারদেশে দেশীয় ও ইংরেজ সেনাগণ সঙ্গীন হস্তে সম্রাটের অভ্যর্থনার নিমিত্ত দণ্ডায়মান রহিল।

মেজর কর্ণাক অনাবৃত মস্তকে প্রত্যুদ্গমন করিলে, সম্রাট্ হস্তী আরোহণ করিয়া পটমণ্ডপের দ্বারে সমুপস্থিত হইলেন, এবং হস্তী ইতেহ অবরোহণ করিয়া পটমণ্ডপের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। এই স্থলে মেজর কর্ণাক্, রামনারায়ণ ও রাজবল্লভ প্রচলিত রীতি অনুসারে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া সম্মুখে নজর সংস্থাপন করিলেন। সম্রাট্ও তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য উপহার দিয়া দরবারের রীতি রক্ষা করিলেন (২)।

কথিত আছে যে, এই সময় সম্রাট্ রাজবল্লভের সম্মুখে একটী কলমদানী ও একখানি তরবারি সংস্থাপন করিয়া, তন্মধ্যে যাহা ইচ্ছা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে আদেশ প্রদান করেন। রাজবল্লভ কলমদানীর

(১) English Translation of Sair Motakharin, by Haji Mostapha, Vol. II. pages 403 and 404.

(২) English Translation of Sair Motakharin, Vol. II. page 406.

পরিবর্ত্তে তরবারি গ্রহণ করিলে, সম্রাট্ তাঁহাকে 'সলরজঙ্গ' উপাধি প্রদান করিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন (১)।

সম্রাট্ কিয়ৎকাল গয়ায় বিশ্রাম করিয়া মেজর কর্ণাক্, রামনারায়ণ ও রাজবল্লভের সহিত আজিমাবাদের প্রান্তভাগে উপস্থিত হইলেন। এই স্থলে আগমন করিয়া রামনারায়ণ নগরমধ্যে এবং মেজর কর্ণাক বাঁকিপুরে প্রস্থান করিলেন। সম্রাট্ মতিপুর হ্রদের দক্ষিণ তটে, এবং রাজবল্লভ জাফর খাঁর উদ্যানে, শিবির সন্নিবেশ পূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই সময় সংবাদ আসিল যে, মীরজাফর সিংহাসনচ্যুত হইয়াছেন এবং মীর কাসেম সিংহাসন লাভ করিয়া পাটনার অভিমুখে আগমন করিতেছেন।

(১) কৈলাস বাবু নব্যভারত নামক পত্রিকার ষষ্ঠ সংখ্যায় বলিয়াছেন "সাহ আলমের সহিত মীরণের যে যুদ্ধ হয় তাহাতে রাজবল্লভের কোন সংস্রব নাই।" রাজবল্লভের জীবনী প্রণেতা (৺ চন্দ্রকুমার রায়) তৎপ্রণীত গ্রন্থে রাজবল্লভের উপাধি লাভ ও ঐ যুদ্ধে লিপ্ত থাকার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া কৈলাস বাবু ঐ স্থলে লিখিয়াছেন "এরূপ নির্লজ্জ গ্রন্থকার কুত্রাপি দেখি নাই।"

যিনি সায়র মোতাক্ষরীণ ও রিয়াজু সেলাতিনের লিখিত বৃত্তান্তের অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও বলিতে সাহসী হইয়াছেন যে, সাহ আলমের সহিত মীরণের যে যুদ্ধ হয় তাহাতে রাজবল্লভের কোন সংস্রব নাই, তাঁহার পক্ষে অন্যকে নির্লজ্জ বলা কদাচ শোভা পায় না।

সাহ আলম হইতে রাজবল্লভ যে তরবারি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এখন তাহা বিদ্যমান নাই। স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, এমন অনেক প্রাচীন ব্যক্তির নিকট ঐ তরবারি সংক্রান্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছি। রাজবল্লভের উত্তরপুরুষ শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ সেন নামক জনৈক বৃদ্ধের নিকট অবগত হইয়াছি, ঐ তরবারি তিনি বহুবার দর্শন করিয়াছেন এবং উহার অগ্রভাগে পারস্য অক্ষরে যে 'আলিগহুর' লিখিত ছিল তাহা তিনি স্বয়ং পাঠ করিয়াছেন। জানকীনাথ সেন মজুমদার মহাশয়ের নিকটও এই বৃত্তান্ত বহুবার শুনিয়াছি। যপসা নিবাসী বর্ষীয়ান্ শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দকুমার রায় মহাশয় বলেন, রাজবল্লভের সহিত যপসা গ্রামস্থ সুপ্রসিদ্ধ রামমোহন কোরাবীর পারস্য ভাষায় অনেক চিঠিপত্র চলিত; তিনি ঐ সমস্ত চিঠিতে রাজবল্লভের সলরজঙ্গ উপাধি লিখিত থাকা দেখিয়াছেন বলিয়া আমাদিগকে জানাইয়াছেন। রামমোহন কোরাবীর উত্তরপুরুষগণ এখন দুরবস্থাপন্ন এবং ঐ সমস্ত কাগজ কোথায় আছে কেহ বলিতে পারে না।

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাজবল্লভের বিহার প্রদেশের শাসন-কর্ত্তৃত্ব লাভ

যে ভাবে মীরজাফর পদচ্যুত হইয়াছিলেন এক্ষণে তাহাই বিবৃত হইবে। মীরণের মৃত্যু সংবাদ মুরশিদাবাদে পৌছিলে মীরজাফর চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। জামাতা মীর কাসেম তৎকালে ফৌজদারের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া রঙ্গপুরে অবস্থান করিতেছিলেন। মীরজাফর অবিলম্বে তাঁহাকে পুর্নিয়ার শাসন-কর্ত্তৃত্ব প্রদান করিয়া মুরশিদাবাদে আনয়ন করিলেন। ইতিপূর্ব্বে মীরণের প্ররোচনায় তিনি ঐ জামাতার সহিত তাদৃশ সদ্ভাব রক্ষা করেন নাই, এক্ষণে মীরকাসেম ভিন্ন মীরজাফরের গত্যন্তর রহিল না।

এই সময় কলিকাতা কৌন্সিলে জনৈক বিশ্বস্ত লোক প্রেরণ করিবার আবশ্যক হইল, এবং নবাব জামাতা মীরকাসেমকেই ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। তিনি কলিকাতায় গিয়া সুচারুরূপে কার্য্য সম্পন্ন করিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রেসিডেণ্ট ভান্সিটার্ট প্রমুখ সমস্ত সদস্যগণের নিকট পরিচিত হইলেন। মীরজাফর জামাতার এই কৃতকার্য্যতায় সন্তুষ্ট হইয়া রাজকীয় অধিকাংশ কার্য্যভার তাঁহার হস্তে ন্যস্ত করিলেন (১)।

---

(১) English Translation of Sair Motakharin, by Haji Mostapha, Vol. II. Pages 374 and 375.

কিয়ৎকাল অতীত হইলে মীরকাসেম রাজকীয় কার্য্যের ভান করিয়া পুনরায় কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। এইবার তিনি কৌন্সিলের সমস্ত সদস্যগণের নিকট মীরজাফরের অকর্ম্মণ্যতার বিষয় বিশদভাবে প্রকাশ করিলেন, এবং প্রস্তাব করিলেন, "আমাকে নবাবী প্রদান করিলে আমি মীরজাফরের অঙ্গীকৃত সমস্ত অর্থ পরিশোধ করিব ও সদস্যগণকে উপঢৌকন স্বরূপ বিশ লক্ষ মুদ্রা প্রদান করিব" (১)।

প্রেসিডেণ্ট ভান্সিটার্ট সাহেব এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়াই সসৈন্য মুরশিদাবাদে উপস্থিত হইলেন, এবং মীর কাসেমের হস্তে রাজকীয় ক্ষমতা অর্পণ করিবার নিমিত্ত মীর জাফরকে অনুরোধ করিলেন। মীর জাফর এই প্রস্তাবে অসম্মত হইলে, ইংরেজ সেনা তাঁহার প্রাসাদ অবরোধ করিল এবং তাঁহাকে বন্দী করিয়া কলিকাতায় লইয়া গেল। এই সময়, অর্থাৎ ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা মার্চ্চ তারিখে, মীর কাসেম বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাবের পদে অভিষিক্ত হইলেন (২)

সিংহাসনে আরোহণ করিয়া মীর কাসেম, বীরভূমের রাজাকে নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব অপেক্ষা অধিক অর্থ প্রদান করিতে আদেশ করিলেন। বীরভূমের রাজা ঐ অন্যায় প্রস্তাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলে, তিনি সসৈন্যে তথায় গিয়া ঐ রাজাকে পরাভূত করিলেন (৩)। ইতিমধ্যে সংবাদ আসিল যে মেজর কর্ণাক, রামনারায়ণ ও রাজবল্লভ সম্রাটের সহিত আজিমাবাদের প্রান্তভাগে উপনীত হইয়াছেন। সন্দিগ্ধ-চিত্ত

(১) English Translation of Sair Motakharin, by Haji Mostapha, Vol. II page 379.

(২) Do. page 385.

(৩) Do. page 393.

মীর কাসেম ইহাতে বিপদের আশঙ্কা করিয়া দ্রুতপদে আজিমাবাদের দিকে ধাবমান হইলেন (১)।

পাটনায় আসিয়াই তিনি প্রথমতঃ জাফর খাঁর উদ্যানে উপস্থিত হইলেন। নবাবী লাভ করিবার পর হইতে এ পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত রাজবল্লভ ও রামনারায়ণের সাক্ষাৎ হয় নাই। তাঁহারা উভয়ে অবিলম্বে মীর কাসেমের শিবিরে আগমন করিয়া, তাঁহাকে নবাব বলিয়া অভি-বাদন করিলেন। অতঃপর রামনারায়ণ স্বকীয় সেনাদলসহ নগর মধ্যে প্রবেশ করিলেন; কিন্তু রাজবল্লভ মীরণের সৈন্যসহ মীর কাসেমের সহিত যোগদান করিয়া, তাঁহার পার্শ্বে অবস্থান করিতে লাগিলেন (২)।

সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করা কর্ত্তব্য কি না এই সম্বন্ধে মীর কাসেম ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। ইংরেজ সেনানী কর্ণাক্ সাহেব মধ্যস্থতা অবলম্বন করিয়া সম্রাট্ ও মীর কাসেম, এই উভয়ের মনো-মালিন্য বিদূরিত করিলেন। মীর কাসেম সম্রাট্ সদনে উপস্থিত হইলেন, এবং রীতিমত অভিবাদন করিয়া একাধিক সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা তাঁহার সম্মুখে নজর স্বরূপ সংস্থাপন করিলেন। সম্রাট্ মীর কাসেমকে নাজিমি পদের সনন্দ ও শিরোপা উপহার প্রদান করিলেন। এই সময় স্থিরীকৃত হইল যে, নবাব বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা সম্রাট্‌কে করস্বরূপ প্রদান করিবেন।

ভান্সিটার্ট সাহেব প্রেসিডেন্টের পদ লাভ করিলে, কলিকাতা কৌন্সিলের সদস্যগণ দুই দলে বিভক্ত হইয়াছিলেন। যাঁহারা ভান্সিটার্ট

(১) English Translation of Sair Motakharin, Vol. II. page 407.

(২) জানকীনাথ মজুমদার মহাশয়ের নিকট অবগত হওয়া গিয়াছে যে, রামনারা-য়ণের মতে রাজবল্লভ সেনাদলসহ মীর কাসেমের সহিত যোগদান করিয়া আপনাকে বিপদে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং এ নিমিত্ত রামনারায়ণ রাজবল্লভকে "কম্‌বক্ত-বাঙ্গালী" বলিয়া গালাগালী দিয়াছিলেন।

সাহেবের বিরুদ্ধবাদী ছিলেন, তন্মধ্যে অমিয়ট্ সাহেবই সর্ব্বপ্রধান। কৌন্সিলের অধিকাংশ সভ্য ভান্সিটার্টের দলভুক্ত ছিলেন বলিয়া তাঁহার পক্ষই প্রবল হইয়াছিল। মীর কাসেমের নবাবিপদে নিয়োগ বিষয়ে ভান্সিটার্ট সাহেব সবিশেষ অগ্রণী ছিলেন। অমিয়ট্ এবং তাঁহার দলভুক্ত অপর সদস্যগণ এ নিমিত্ত মীর কাসেমের শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন।

রামনারায়ণ প্রকাশ্যে মীর কাসেমের বশ্যতা স্বীকার করিলেও, গোপনে অমিয়ট্ সাহেবের সহিত যোগদান করিয়া তাঁহার অনিষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ক্লাইব স্বদেশে গমন করায় পর জেনারেল কুট্ সাহেব ইংরেজ সেনার অধিনায়কত্ব লাভ করেন। কুট্ সাহেব আজিমাবাদে উপস্থিত হইলেই রামনারায়ণ নানা কৌশলে তাঁহার প্রীতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হন। একদিন রামনারায়ণ কুট্ সাহেবের নিকট বলিলেন, নবাব ইংরেজ সেনার উপর অতর্কিতভাবে নিপতিত হইবার সংকল্প করিয়াছেন। সরলচেতা ইংরেজ-সেনানী রামনারায়ণের ধূর্ত্ততা বুঝিতে অক্ষম হইয়া, তাঁহার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিলেন এবং পর দিন রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই কতিপয় সেনাসহ মীর কাসেমের শিবির সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। কুট্ সাহেবের বিশ্বাস ছিল, তিনি নবাবকে যুদ্ধোদ্যমে ব্যাপৃত দেখিবেন, কিন্তু তিনি দেখিতে পাইলেন যে, নবাব নিদ্রাগত আছেন এবং তাঁহার শিবিরে যুদ্ধোদ্যমের অণুমাত্র চিহ্নও বিদ্যমান নাই। সাহেব এই ঘটনায় সাতিশয় লজ্জিত হইলেন, এবং নবাব জাগরিত হইলে, এই অভদ্রতার নিমিত্ত নবাবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবার জন্য তথায় জনৈক সেনানী রাখিয়া দ্রুতপদে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন (১)।

(১) English Translation of Sair Motakharin, Vol. II. pages 415 & 416.

ইংরেজ সেনানীর এই অশিষ্টাচারের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া নবাব নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং কুট্ সাহেবের রক্ষিত লোককে তীব্র ভর্ৎসনা করিয়া, কলিকাতা কৌন্সিলে ঐ সাহেবের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। কৌন্সিলের সদস্যগণ কুট্ সাহেবের কার্য্যে সাতিশয় অসন্তোষ প্রকাশ করিলে, তিনি আপনাকে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করিয়া কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বদেশে প্রস্থান করিলেন (১)।

মীর কাসেম পূর্ব্ব হইতেই রামনারায়ণের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। কৌন্সিলের সদস্যগণ রামনারায়ণের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বলিয়া, তিনি এ পর্য্যন্ত এই হিন্দু কর্ম্মচারীর কোন অনিষ্টসাধন করিতে সক্ষম হন নাই। কুট্ সাহেব সংক্রান্ত ঘটনায় রামনারায়ণের অভিসন্ধি প্রকাশিত হইলে, সমস্ত সদস্য তাঁহার পক্ষ পরিত্যাগ করিলেন। নবাব এই সুযোগে রামনারায়ণকে কার্য্য হইতে অপসারিত করিলেন, এবং নিকাশের ছলে তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। এই সময় রাজবল্লভ রামনারায়ণের স্থলে বিহারের শাসন-কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত হইলেন। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দের শেষভাগ হইতে ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত রাজবল্লভ এই কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন (২)।

ভাগলপুরের ফৌজদার আতা কুলী খাঁর পুত্র কেশব আলি খাঁ, এবং হায়দর আলি খাঁ, নবাবের মাতুল-ভ্রাতা মীর আবছুল হাসন খাঁর সহিত

(২) English Translation of Sair Motakharin, Vol. II. page 371.

(২) Do pages 415 to 419 and pages 425 & 431.

শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ ষষ্ঠ সংখ্যা নব্যভারতের ৫০০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "রামনারায়ণ এই সময় পাটনার গবর্নর ছিলেন, তৎপর সিতাবরায় ঐ পদ প্রাপ্ত হন।"

কৈলাস বাবুর লিখিত উদ্ধৃত বাক্যাংশ তাঁহার পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী উক্তির সহিত মিলাইয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, কৈলাস বাবুর মতে রাজবল্লভ কখনও বিহার প্রদেশের শাসন-কর্ত্তৃ-পদ লাভ করেন নাই। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, কৈলাস বাবুর উক্তিই বিশ্বাস যোগ্য, কি সায়র মোতাক্ষরীণের লিখিত বৃত্তান্ত বিশ্বাস যোগ্য ?

গোরক্ষপুরের রাজার বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিল। তৎকালে যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে কেশব আলি ও হায়দর আলির অনবধানতা বশতঃ আবদুল হাসন খাঁ নিধন প্রাপ্ত হন। এই ঘটনায় মীর কাসেম ঐ ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রতি সাতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ইংরেজ-সেনানী কুট্ সাহেব পাটনায় আগমন করিলে, ঐ উভয় ভ্রাতা প্রত্যুদ্গমন করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়াছিল। নবাব ইহাতে তাহাদের প্রতি অধিকতর রুষ্ট হইলেন এবং তাহাদিগকে ধৃত করিবার নিমিত্ত পাটনার শাসন-কর্ত্তা রাজবল্লভের প্রতি আদেশ প্রদান করিলেন।

ভ্রাতৃদ্বয় নবাবের আদেশ শ্রবণমাত্রই পলায়মান হইল, রাজ-বল্লভের লোকও তাহাদিগের অনুসরণে চতুর্দ্দিকে গমন করিতে লাগিল। একদা রাজবল্লভের অনুচরগণ ঐ অভিপ্রায়ে নগর প্রদক্ষিণ করিতেছিল, এমন সময় সায়র মোতাক্ষরীণ প্রণেতা সৈয়দ গোলাম হোসেন সাহেবের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হইল। তাহারা গোলাম হোসেন সাহেবকেই ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে অন্যতম মনে করিয়া অনুচরবর্গসহ তাঁহাকে ধৃত করিল। তিনি আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়া মুক্তিলাভের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহারা সাহেবকে পরিত্যাগ না করিয়া রাজ বল্লভের সমক্ষে উপস্থিত করিল। সেস্থলে উপস্থিত হইয়া তিনি পুনরায় আত্ম-পরিচয় প্রদান করিলে, রাজবল্লভ সাতিশয় লজ্জিত হইলেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া প্রভৃত শিষ্টাচারের সহিত ঐ সৈয়দ নন্দনকে বিদায় প্রদান করিলেন (১)।

গয়াক্ষেত্রস্থিত বিষ্ণুপাদপদ্ম হিন্দুর পক্ষে অতীব পবিত্র তীর্থ। পাটনায় অবস্থান সময়ে রাজবল্লভ ঐ পাদপদ্মে প্রত্যহ তুলসী অর্পণ করিবার অভিপ্রায়ে, জনৈক পাণ্ডাকে বিক্রমপুরের অন্তর্গত মাছুয়ামন্ত্রা

নামক তালুক উৎসর্গ করেন। ঐ পাণ্ডার উত্তর পুরুষ ব্রজলাল কুঠী অদ্যাপি ঐ তালুক উপভোগ করিতেছেন। তালুকের বর্ত্তমান বার্ষিক আয় প্রায় সহস্র টাকা। উৎসর্গের সময় তালুকের অন্তর্গত প্রজাগণ যে কর প্রদান করিত, উৎসর্গ-গ্রহীতা ও তাহার উত্তর পুরুষগণের অনবধানতা বশতঃ ঐ করের আর পরিবর্ত্তন হয় নাই। পার্শ্ববর্ত্তী নিরিখে জমা ধার্য্য হইলে, ঐ তালুকের আয় অন্ততঃ চতুর্গুণ বৃদ্ধি হইতে পারে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাজবল্লভ কারাগারে

সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই মীরকাসেম দেখিতে পাইলেন যে, রাজকোষ একেবারে শূন্য হইয়া পড়িয়াছে, এবং বহুকাল যাবৎ যে সমস্ত মণিমুক্তা নেজামতে সঞ্চিত হইতেছিল, তাহা সমস্তই মীরজাফর কলিকাতা যাত্রাকালে আত্মসাৎ করিয়াছেন। এদিকে বেতন বাবদ রাজকীয় সৈন্যগণের অনেক টাকা পাওনা হইয়াছে, এবং পলাশীর যুদ্ধের প্রাক্‌কালে মীরজাফর ইংরেজ কোম্পানিকে যে টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশ অপরিশোধিত রহিয়াছে (১)।

প্রথমতঃ তিনি ইব্রাইম খাঁ নামক বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর সাহায্যে সেনাগণের প্রাপ্যের প্রকৃত পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিলেন, এবং জগৎশেঠের নিকট হইতে অর্থসাহায্য গ্রহণ করিয়া তাহার এক তৃতীয়াংশ অনতিবিলম্বেই পরিশোধ করিয়া ফেলিলেন। অবশিষ্টের অর্দ্ধাংশ রাজস্ব হইতে পরিশোধ করিবার জন্য স্থিরীকৃত হইল, এবং শেষাংশ ক্রমে পরিশোধ করিবেন বলিয়া তিনি অঙ্গীকার করিলেন। এক্ষণ হইতে নিয়ম হইল যে, সেনাগণের প্রত্যেক মাসের প্রাপ্য বেতন মাস অতীত হওয়া মাত্রই রীতিমত প্রদান করা হইবে। সেনা বিভাগে যে অসন্তোষ-বহ্নি প্রধূমিত হইতেছিল, এই সুবন্দোবস্তে তাহা অচিরে নির্ব্বাপিত হইল (২)।

---

(১) English Translation of Sair Motakharin, by Haji Mostapha, Vol. II. page 391.

(২) Do. page 385.

মীরকাসেম অতঃপর রাজকীয় ব্যয়সংক্ষেপ বিষয়ে মনোনিবেশ করিলেন। মীরজাফরের শাসনকালে পশু ও পক্ষিশালায় যে সমস্ত অনাবশ্যক পশু ও পক্ষী সংগৃহীত হইয়াছিল, মীরকাসেম তাহা বিক্রয় করিয়া, বিক্রয়লব্ধ অর্থ রাজকোষে প্রেরণ করিলেন। নবাবের ব্যক্তিগত ব্যয়ের পরিমাণ হ্রাস করা হইল, এবং তিনি সাধারণ লোকের ন্যায় জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন (১)।

মীরজাফরের অঙ্গীকৃত টাকার যে অংশ এ পর্য্যন্ত পরিশোধিত হয় নাই, এবং মীরকাসেম স্বয়ং যে টাকা কৌন্সিলের সদস্যগণকে উপঢৌকন স্বরূপ প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, অর্থের অনটন বশতঃ এ সময়ে তাহা পরিশোধ করার সাধ্য ছিল না; সুতরাং নবাব ঐ সমস্ত টাকা পরিশোধের প্রতিভূ-স্বরূপ স্বকীয় মণিমুক্তাদি কোম্পানির কর্ম্মচারিগণের নিকট গচ্ছিত রাখিলেন (২)।

কিরূপে অর্থাগম হইতে পারে, এক্ষণে তাহাই মীরকাসেমের চিন্তার প্রধান বিষয় হইল। রাজ্যের প্রত্যেক বিভাগের অধ্যক্ষের নিকট তিনি নিকাশ তলপ করিলেন, এবং নিকাশ আমলে যাহার নিকট যে পাওনা সাব্যস্ত হইল, তাহা তৎক্ষণাৎ আদায় হইতে লাগিল। ভূতপূর্ব্ব নবাবের প্রিয় পার্শ্বচর, চুনীলাল ও মণিলাল অবিলম্বে ধৃত হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইল, এবং তাহারা অসদুপায়ে যে অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিল, তাহা সমস্তই জব্দ হইয়া রাজকোষে প্রেরিত হইল (৩)। যে সমস্ত খোজা ও বাঁদীর হস্তে মীরজাফর ও মীরণের সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহিত হইত, তাহারা স্ব স্ব প্রভুর অসতর্কতা নিবন্ধন প্রভূত অর্থ ও মণিমুক্তাদি আত্মসাৎ করিয়াছিল; মীরকাসেম তাহাদিগের সমস্ত

(১) English Translation of Sair Motakharin, Vol. II. page 390.

(২) Do pages 391 and 433

(৩) Do. page 391.

সঞ্চিত ধন রাজকোষভুক্ত করিলেন (১)। জগৎসিংহ নামক জনৈক হিন্দু, জানকীরাম ও রায়দুর্লভের অধীনতায় সহকারী দেওয়ানের কার্য্য করিয়া প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। মীরকাসেমের অর্থলালসা দর্শনে তাঁহার মনে আতঙ্ক সঞ্চার হইল, এবং তিনি সঞ্চিত সমস্ত অর্থ অগৌণে নবাব দরবারে উপস্থিত করিলেন। অর্থলোলুপ মীরকাসেম ঐ অর্থের কিয়দংশমাত্র জগৎসিংহকে প্রত্যর্পণ করিয়া, অবশিষ্ট সমস্ত রাজকোষে প্রেরণ করিলেন। এই অপ্রত্যাশিত অর্থ লাভ করিয়া নবাবের অর্থলালসা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইল, এবং তিনি রাজ্যস্থিত সমস্ত ধনবান্‌দিগের সঞ্চিত অর্থ হস্তগত করিবার সংকল্প করিলেন (২)।

পূর্ব্ব হইতেই জমিদার শ্রেণীর প্রতি মীরকাসেম বিরূপ ছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, জমিদারগণ নিরীহ প্রজার সর্ব্বনাশ করিয়া অর্থ সঞ্চয় করে, এবং আবশ্যকমতে ঐ অর্থদ্বারা সৈন্য সংগ্রহ করিয়া রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। এক্ষণে তিনি জমিদারগণকে শাসন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রত্যেক জমিদারের প্রতি এই আদেশ প্রচারিত হইল যে, দেয় রাজস্ব অপেক্ষা প্রত্যেককে অধিক টাকা প্রদান করিতে হইবে। বীরভূমের রাজা এই আদেশ প্রতিপালন না করিয়া যে প্রতিফল পাইয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। অবশিষ্ট জমিদারগণ স্ব স্ব অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া, কায়ক্লেশে আদিষ্ট অর্থ প্রদান করিয়া নবাবের মনোরঞ্জন করিলেন। এইরূপে শূন্য রাজকোষ অতি অল্পকাল মধ্যে অর্থে পরিপূর্ণ হইয়া গেল এবং নবাবের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ঘৃতসিক্ত অনলশিখার ন্যায় ক্রমশঃ বর্দ্ধমান হইতে লাগিল (৩)।

---

(১) English Translation of Sair Motakharin, Vol. II. page 392.

(২) Do. pages 392 & 393.

(৩) Do. pages 393, 420 & 423.

রাজ্যের প্রধান ব্যক্তিগণের পারিবারিক ছিদ্র অনুসন্ধানের নিমিত্ত শুকলাল ও মনুলাল নামক দুইজন দুর্ব্বৃত্ত চর ছিল। উহারা কাহারও প্রতি বিরূপ হইলে তদ্বিরুদ্ধে নানা অসত্য সংবাদ নবাবের কর্ণগোচর করিত। সন্দিগ্ধচিত্ত মীরকাসেম ঐ দুর্ব্বৃত্তদ্বয়ের উক্তির সত্যতা পরীক্ষা না করিয়াই অনেকের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেন (১)।

পাশ্চাত্য যুদ্ধপ্রণালীর উৎকর্ষ দেখিয়া, নবাব সৈনিক বিভাগের সংস্কার সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার প্রতীতি জন্মিয়াছিল যে, শিক্ষা ও নিয়মের অভাবে দেশীয় সৈন্য পাশ্চাত্য সৈন্য অপেক্ষা নিকৃষ্ট অবস্থায় অবস্থিত আছে; এবং দেশীয় সেনা পাশ্চাত্য প্রণালীতে শিক্ষালাভ করিলে, ইউরোপীয় জাতির ক্ষমতা খর্ব্ব হইয়া মুসলমান আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে। এই অভিপ্রায় সুসম্পন্ন করিবার নিমিত্ত তিনি ইস্পাহান দেশীয় গর্গিন খাঁ নামক জনৈক বস্ত্র বিক্রেতাকে গোলন্দাজ সেনার অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করিলেন। ইতিপূর্ব্বে মুঙ্গেরের দুর্গ সংস্কার করিয়া নবাব তথায় রাজধানী স্থানান্তর করিয়াছিলেন। প্রতিভাশালী গর্গিন খাঁ ঐ নগরে কামান, বন্দুক, বারুদ ও গোলা নির্ম্মাণের কারখানা সংস্থাপন করিয়া, গোলন্দাজ সৈন্যদিগকে পাশ্চাত্য প্রণালীতে শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অল্পকাল মধ্যে ঐ কারখানা হইতে এত উৎকৃষ্ট আগ্নেয়াস্ত্র প্রস্তুত হইতে লাগিল যে, ইউরোপ হইতে তৎকালে যে সমস্ত কামান ও বন্দুক ভারতবর্ষে প্রেরিত হইত তাহা তদপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট ছিল না (২)।

সাধারণ সৈন্যদিগকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত মহম্মদ তকী খাঁ নিযুক্ত হইলেন। তিনি প্রত্যেক সৈন্যদলের অধিনায়কগণকে কমাণ্ডার,

(১) English Translation of Sair Motakharin, Vol. II. page 428.

(২) Do. page 421.

সুবাদার, জমাদার এবং হাবিলদার, এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিলেন। প্রতি দশ জন সৈন্যের পশ্চাৎভাগ রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে এক এক জন সিপাহী প্রহরিস্বরূপ নিযুক্ত হইল। এই সিপাহী, যুদ্ধের সময় শত্রু সৈন্যের প্রতি ধাবমান না হইয়া, উন্মুক্ত তরবারি হস্তে অধীন দশ জন সেনার পশ্চাদ্ভাগে দণ্ডায়মান থাকিত এবং কোন সেনা ঐ সময় পলায়ন করিবার চেষ্টা করিলে তৎক্ষণাৎ ঐ তরবারি দ্বারা তাহাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিত (১)।

রাজ্যে সুদৃঢ় হইয়া মীরকাসেম নানা অত্যাচারে রত হইলেন। রামনারায়ণ যে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সুন্দর সিংহ এবং গঙ্গাবিষ্ণু নামক রামনারায়ণের কর্ম্মচারিদ্বয়ের সমস্ত বিভব বাজেয়াপ্ত হইল। মনসারাম সাহা নামে এক ধনবান্ বণিক্ পাটনায় বাস করিতেন; নবাব তাঁহার সমস্ত অর্থ লুণ্ঠন করিয়া তাঁহাকে কাঙ্গালের অবস্থায় পরিণত করিলেন। রামনারায়ণের প্রধান কর্ম্মচারী মুরলীধর এবং কোতোয়াল মহম্মদ আফাক ধৃত হইলেন এবং অর্থের নিমিত্ত তাঁহাদের উপর উৎপীড়ন হইতে লাগিল (২)। অচিরে সীতাবরায়ের প্রতি মীরকাসেমের বিষদৃষ্টি নিপতিত হইল; কিন্তু ইংরেজগণ তাঁহার পক্ষাবলম্বন করায় নবাব ঐ হিন্দু সেনানীর কোন অনিষ্ট সাধন করিতে পারিলেন না; সীতাবরায় বাঙ্গালা পরিত্যাগ করিয়া দেশান্তরে চলিয়া গেলেন (৩)। বিহার প্রদেশের জমিদার কঙ্কর খাঁ, বুনিয়াদ সিংহ, ফতে সিংহ ও পহ্লন সিংহের প্রতি নবাব দরবারে উপস্থিত হইবার জন্য আদেশ প্রচা-

---

(১) English Tanslation of Sair Motakharin, Vol. II. page 421.

(২) Do. page 419.

(৩) Do. pages 419 and 420.

রিত হইল। কঙ্কর খাঁ ও পহ্লন সিংহ ঐ আদেশ প্রতিপালন করিলেন না। বুনিয়াদ সিংহ ও ফতেসিংহ নবাব দরবারে উপস্থিত হইলেই মীর-কাসেম তাঁহাদিগকে কারারুদ্ধ করিয়া উভয়ের জমিদারী বাজেয়াপ্ত করিলেন। এক্ষণ হইতে নবাব নরশোণিত লোলুপ হইয়া লোকের জীবনসংহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অমাত্য সীতারাম, সেনাপতি সাহ আশাহুল্লা এবং তিরন্দাজ রহিমুল্লা নবাবের বিরাগভাজন হইয়া শমনসদনে প্রেরিত হইলেন (১)।

ইংরেজদিগের সহিত মীরকাসেমের ইতিপূর্ব্বেই মনোবাদের সূত্র-পাত হইয়াছিল। এক্ষণে নবাবের রজ্জুতে সর্পভ্রম হইতে লাগিল। যাহার সহিত ইংরেজদিগের কোনরূপ সংস্রব ছিল তাহাকেই তিনি সন্দেহের চক্ষে নিরীক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। জগৎশেঠ্ ফতেচাঁদ এবং তাঁহার ভ্রাতা মহারাজ স্বরূপচাঁদ মুরশিদাবাদে অবস্থান করিতে-ছিলেন; মহম্মদ তকীর সাহায্যে নবাব ঐ শেঠ ভ্রাতৃদ্বয়কে ধৃত করিয়া মুঙ্গেরের দুর্গে আবদ্ধ করিলেন (২)। কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, তদীয় পুত্র শিবচন্দ্র এবং রায়রায়ান উমেদরায় অচিরে শেঠদিগের দশা প্রাপ্ত হইলেন। রাজবল্লভ ও তৎপুত্র কৃষ্ণদাস এই সময় পাটনায় ছিলেন। মীরকাসেম হঠাৎ রাজবল্লভকে কার্য্য হইতে অপসারিত করিলেন এবং পিতা ও পুত্র উভয়কে বন্দী করিয়া মুঙ্গেরের দুর্গে আবদ্ধ করিলেন। অচিরে তাঁহার ধন সম্পত্তি লুণ্ঠন করিবার নিমিত্ত আগারেজা নামক জনৈক সেনানী রাজনগরে প্রেরিত হইল (৩)।

(১) English Translation of Sair Motakharin, Vol. II. pages 421, 428, 429, 439 & 440.

(২) Do. page 455 & 456.

(৩) Do. page 431 and History of Backergunge, by Beveridge, page 96.

কি কারণে মীরকাসেম রাজবল্লভের প্রতি বিরূপ হইয়াছিলেন তাহা নিঃসন্দেহরূপে বলা যায় না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, নবাবের অর্থলালসা অপরিমিতরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল এবং ইংরেজ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে তিনি সর্ব্বদা সন্দেহের চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন। কৃষ্ণদাস-ঘটিত ব্যাপারে ইংরেজদিগের সহিত রাজবল্লভের ঘনিষ্ঠতা সংস্থাপিত হইয়াছিল। তাঁহার ধনবত্তার কাহিনী তৎকালে কাহারও নিকট অবিদিত ছিল না। বোধ হয় রাজবল্লভের সমস্ত ধন আত্মসাৎ করিবার উদ্দেশ্যে এবং তাঁহার সহিত ইংরেজদিগের যে সৌহার্দ্দ সংঘটিত হইয়াছিল, তন্নিবন্ধন মীরকাসেম তৎপ্রতি ঐরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন। সায়র মোতাক্ষরীণ প্রভৃতি ইতিহাসে এ বিষয়ের কোন কারণ প্রদর্শিত হয় নাই। রাজবল্লভের উত্তর-পুরুষগণ মধ্যে মোকদ্দমা হইয়া ভূসম্পত্তি পাঁচভাগে বিভক্ত হইলে, তাঁহার পৌত্র পীতাম্বর সেন, ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে গবর্নর জেনারেলের সমীপে যে আবেদন করিয়াছিলেন, ঐ আবেদন পত্রে লিখিত আছে, "আমরা মহারাজ রাজবল্লভের উত্তর-পুরুষ। তিনি ইংরেজ কোম্পানির পরম হিতৈষী ছিলেন। এই ইংরেজ প্রীতিনিবন্ধন কাসিম আলি খাঁ, ঐ মহারাজ ও তৎপুত্র কৃষ্ণ-দাসকে ভাগীরথী সলিলে নিমজ্জিত করিয়া নিহত করেন এবং আগারেজাকে প্রেরণ করিয়া তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি হস্তগত করেন" (১)।

আগারেজা ও তদীয় অনুচরবর্গ নৌকারোহণে প্রথমতঃ পোড়া-গাছা" নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন, রাজনগর হইতে ঐ স্থলের দূরত্ব ছয় ক্রোশ মাত্র। এখান হইতে তিনি এক দূত প্রেরণ করিয়া জ্ঞাপন করিলেন, 'আমি নবাব কাসিম আলির নিয়োগ মতে রাজবল্লভের সমস্ত ধন হস্তগত করিবার অভিপ্রায়ে আগমন করিয়াছি, যদি কোন বিঘ্ন

(১) History of Backerganj, by Beveridge, page 96.

উপস্থিত না হয় তবে সহজেই এ কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে, কিন্তু কেহ এ বিষয়ে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতাচরণ করিলে আমার হস্তে রাজনগরের দুর্দ্দশার পরিসীমা থাকিবে না। রাজপ্রাসাদের কর্ত্তৃত্বভার তৎকালে রাজবল্লভের তৃতীয় পুত্র রাজা গঙ্গাদাসের প্রতি ন্যস্ত ছিল। রাজভবন রক্ষার নিমিত্ত যে সমস্ত সৈন্য নিযুক্ত ছিল, তাহারা যুদ্ধোদ্যম করিয়া নবাব সৈন্যগণকে বাধা প্রদান করিবার নিমিত্ত গঙ্গাদাসের অনুমতি প্রার্থনা করিল। অল্পবয়স্ক গঙ্গাদাস কর্ত্তব্য স্থির করিতে অক্ষম হইয়া বর্ষীয়ান্ আত্মীয়গণের নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাস ঐ সময় বন্দী অবস্থায় কালযাপন করিতেছিলেন; সুতরাং সকলেই বলিল, সে অবস্থায় ধর্ম রক্ষা সহজে সমর্পণ না করিয়া প্রতি-বন্ধকতাচরণ করিলে, নবাবের হস্তে পিতা ও পুত্র উভয়েরই অকল্যাণ সাধিত হইবে। অগত্যা রাজবল্লভের সৈন্যগণ অনুমতি প্রাপ্ত না হইয়া দুঃখিত হৃদয়ে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল এবং দূত প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আগারেজার নিকট সমুদয় অবস্থা নিবেদন করিল।

রাজপরিবারস্থ মহিলাগণের মধ্যে চতুরতা ও বুদ্ধির প্রাখর্য্যে কেহই কৃষ্ণদাসের সহধর্ম্মিণীর সমকক্ষ ছিলেন না। সমস্ত সঞ্চিত অর্থ শত্রুর হস্তে সমর্পণ করা ঐ মহিলার বিবেচনায় সুসঙ্গত বোধ হইল না। শত্রু আগমনের পূর্ব্বেই তিনি অধিকাংশ মূল্যবান্ অথচ অল্পভারবিশিষ্ট রত্নাদি প্রাসাদের গোপনীয় স্থানে সুরক্ষিত করিলেন এবং শত্রু সৈন্যের সন্দেহের উদ্রেক না হয় এই উদ্দেশ্যে, অবশিষ্ট সমস্ত সম্পত্তি প্রকাশ্যস্থানে সংস্থাপন করিলেন (১)।

(১) শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দনাথ রায় ১৩০৯ সনের 'আশা' নামক পত্রিকায় যে আগা-রেজা নামে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতে রাজা কৃষ্ণদাসের সহধর্ম্মিণী সম্বন্ধে এই কথা লিখিত আছে। শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট যে হস্তলিখিত পুস্তক প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহাতে লিখিত আছে যে, আগারেজা কর্ত্তৃক রাজনগর লুণ্ঠন

যথাসময়ে আগারেজা ও তাহার অনুচরবর্গ রাজনগরে উপস্থিত হইয়া প্রাসাদের ধন রত্ন লুণ্ঠন করিতে ব্যাপৃত হইল। রাজভবনের সমস্ত ধন হস্তগত হইলে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া তিনি নগরবাসী ও পার্শ্ববর্ত্তী লোকের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিতে লাগিলেন।

এই সময় রাজনগরের যে অবস্থা হইয়াছিল তাহা স্মরণ করিতে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। দুর্দ্দান্ত নবাব-সৈন্যের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে কোন নগরবাসীই সাহস করিল না। অনেকে ধনরত্ন ফেলিয়া স্ব স্ব জীবন মাত্র লইয়া পলায়ন করিল এবং কেহ বা ভাগ্য পরীক্ষার নিমিত্ত আপন আপন গৃহ মধ্যেই অবস্থান করিতে লাগিল। আগারেজা ও তাঁহার অনুচরবর্গ মাসাধিককাল রাজনগর ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহ লুণ্ঠন করিয়া প্রবল ধন পিপাসা নিবৃত্ত করিলেন।

এই সময় ঐ দুর্ব্বৃত্তগণ অলঙ্কার উন্মোচন করিবার উদ্দেশ্যে রমণীগণের পবিত্র অঙ্গ স্পর্শ করিতে এবং গুপ্তধনের সন্ধান পাইবার অভিপ্রায়ে নিরীহ অধিবাসিগণের প্রতি নানারূপ অত্যাচার করিতে অনুমাত্রও সংকুচিত হয় নাই। অদ্যাপি ঐ অঞ্চলের প্রত্যেক জননী রোরুদ্যমান শিশুকে শান্ত করিবার নিমিত্ত "ঐ আগারেজা আসিতেছে" বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

কেহ কেহ বলেন, এই বিপ্লবের সময় সুপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশ স্বকীয় ভবন রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। জনশ্রুতি এই যে, আগারেজা রাজনগরে পদার্পণ করিয়া কিয়ৎকাল মধ্যে জ্বররোগে আক্রান্ত হন, ঐ সময় একদা বিদ্যাবাগীশ মহাশয় আগারেজার শিবিরের

সময় কৃষ্ণদাসের সহধর্ম্মিণী স্বামী ও শ্বশুরের সহিত পাটনায় অবস্থান করিতেছিলেন; রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাস বন্দীভূত হইলে, ঐ মহিলা পুরুষের বেশ ধারণ পূর্ব্বক প্রত্যহ কারাগারে গিয়া স্বামিচরণ বন্দনা করিতেন, অবশেষে কৃষ্ণদাসের অনুরোধে তিনি দেবর গোপালকৃষ্ণের সহিত আগারেজার লুণ্ঠন সময়ের পর দেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন।

নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহার ব্রাহ্মণোচিত বেশ দর্শনে যবন সেনানী তাঁহাকে চিকিৎসক মনে করিলেন এবং নিকটে আহ্বান করিয়া রোগের ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। কৃষ্ণদেব আগারেজাকে এই সুযোগে যমালয়ে প্রেরণ করিবার অভিপ্রায়ে ডাবের জল ব্যবস্থা করি-লেন। আগারেজা পৈত্তিক জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছিলেন; সুতরাং অপক্ক নারিকেলের জল তাঁহার পক্ষে অমৃতফল প্রসব করিল এবং তিনি অচিরে রোগমুক্ত হইয়া কৃতজ্ঞতা স্বরূপ বিদ্যাবাগীশের ভবন রক্ষা করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাজবল্লভ সলিল শয্যায়

কি কারণে মীরকাসেমের সহিত ইংরেজদিগের মনোমালিন্য সংঘটিত হইয়াছিল এক্ষণে তাহা বিবৃত হইবে। আরঙ্গজেবের সহিত ইংরেজদিগের যে সন্ধি হইয়াছিল তাহাতে স্থিরীকৃত হয় যে, বার্ষিক তিন সহস্র মুদ্রা প্রদান করিলেই, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাঙ্গালার নবাবের অধিকার মধ্যে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিতে পারিবেন; এবং কলিকাতা কৌন্সিলের প্রেসিডেণ্ট কর্তৃক স্বাক্ষরিত দস্তক প্রদর্শন করিলে, নবাবের কর্ম্মচারিগণ ঐ দস্তক-সংবলিত পণ্যদ্রব্যের উপর কোন শুল্কের দাবি করিতে পারিবেন না। একমাত্র কোম্পানির পণ্য দ্রব্যই এই সন্ধির অন্তর্ভূত ছিল।

পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজদিগের প্রতিপত্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, কোম্পানির কর্ম্মচারিগণ স্ব স্ব মূলধন দ্বারা স্বতন্ত্রভাবে বাণিজ্য করিতে প্রবৃত্ত হন। ক্লাইবের এদেশে অবস্থানকালে, ঐ কর্ম্মচারিগণ স্বকীয় পণ্যদ্রব্যের উপর নির্দ্ধারিত হারে শুল্ক প্রদান করিতে কোন আপত্তি করেন নাই। কিন্তু তাঁহার এদেশ পরিত্যাগের অব্যবহিত পরেই মীরকাসেম বাঙ্গালার সিংহাসন অধিকার করেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ কর্ম্মচারিগণ বিনা শুল্কে স্বকীয় ব্যবসায় চালাইবার সংকল্প করেন। এক্ষণে তাঁহাদের স্পর্দ্ধা এতদূর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল যে, কোম্পানির গোমস্তাগণ যেখানে সেখানে কোম্পানির নিশান উড়াইয়া দেশীয় বণিক ও রাজ কর্ম্মচারিগণের প্রতি অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হইল, এবং যে কোন ইংরেজ দস্তক স্বাক্ষর করিয়া যাহাকে তাহাকে বিনা শুল্কে

বাণিজ্য করিবার অধিকার প্রদান করিতে লাগিল। নবাবের কর্ম্মচারি-গণ এই শেষোক্ত শ্রেণীস্থ দস্তক-সংবলিত পণ্যদ্রব্যের উপর শুল্কের দাবি করিলে, কুঠীর দুর্দ্দান্ত ইংরেজ অধ্যক্ষগণ সিপাহি ও বরকন্দাজ প্রেরণ করিয়া ঐ রাজকীয় কর্ম্মচারিগণকে ধৃত করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিত। এই ঘটনায় দেশীয় বণিক সম্প্রদায়ের সর্ব্বনাশ হইল, ইংরেজ কর্ম্মচারিগণ সবিশেষ লাভবান্ হইলেন এবং নবাবের ক্ষমতা একেবারে খর্ব্ব হইয়া গেল। মীরকাসেম এই সমস্ত অত্যাচারকাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া বারংবার কলিকাতা কৌন্সিলে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন, কিন্তু ভান্সিটার্ট্ ও হেষ্টিংস্ ব্যতীত অবশিষ্ট সমস্ত সদস্যই ঐ অভিযোগে কর্ণপাত করা অনাবশ্যক মনে করিলেন। সংখ্যার অল্পতা নিবন্ধন ভান্সিটার্ট এবং হেষ্টিংস্ এ বিষয়ের কোন প্রতীকার করিতে সক্ষম হইলেন না। ক্রমে ইংরেজগণ উপযুক্ত সীমা লঙ্ঘন করিলেন। যখনই দেশীয় বণিকের নিকট কোন পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিতে হইত, অথবা তাহাদিগের নিকট হইতে কোন পণ্যদ্রব্য ক্রয় করার আবশ্যক হইত, তখনই ইংরেজগণ ঐ দেশীয় বণিক্দিগের নিকট হইতে স্বেচ্ছানুসারে মূল্য গ্রহণ করিতেন, অথবা তাহাদিগকে স্বেচ্ছানুসারে মূল্য প্রদান করিতেন। সুতরাং মীরকাসেম বাঙ্গালাপ্রবাসী ইংরেজ সম্প্রদায়কে দেশের পরম শত্রু মনে করিলেন এবং তাহারাও নবাবের প্রতিকূলতা-চরণ করিতে কৃতসংকল্প হইয়া যথোপযুক্ত আয়োজন করিতে ত্রুটি করিল না। এই সময় ভান্সিটার্ট সাহেব মুঙ্গেরে আগমন করিয়া নবাবকে বলিলেন যে, নবাব দেশীয় ও ইংরেজ এই উভয় সম্প্রদায়ভুক্ত বণিক-দিগের নিকট হইতে সমভাবে শতকরা ৯৲ টাকা শুল্ক আদায় করিতে পারেন, এরূপ প্রস্তাব তিনি কৌন্সিলে উপস্থিত করিবেন (১)।

---

(১) English Translation of Sair Motakharin, Vol. II. pages 452 to 455

ভান্সিটার্ট সাহেব মুঙ্গের পরিত্যাগ করিলে, নবাব তাঁহাকে পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাব কৌন্সিলে উপস্থিত করিবার অবসর না দিয়াই, উভয় বণিক্‌ সম্প্রদায় হইতে সমভাবে শতকরা ৯৲ টাকা শুল্ক সংগ্রহ করিবার মর্ম্মে আদেশ প্রচার করিলেন। ইংরেজ বণিক্‌গণ ঐ শুল্ক প্রদান করিতে অসম্মত হইল এবং যে কোন রাজকর্ম্মচারী নবাবের আদেশ অনুসারে ইংরেজ বণিকের নিকট হইতে ঐ শুল্ক সংগ্রহের চেষ্টা করিল, ইংরেজগণ তাহাকেই কারারুদ্ধ করিলেন। নবাব উপায়ান্তর না দেখিয়া পণ্যদ্রব্যের উপর শুল্ক লওয়ার প্রথা একেবারে রহিত করিয়া দিলেন। ইতিমধ্যে ভান্সিটার্ট সাহেব তাঁহার অঙ্গীকৃত প্রস্তাব কৌন্সলে উপস্থিত করিলে, সভ্যগণ উত্তেজিত হইয়া স্থির করিল যে, ইংরেজ বণিক্‌গণ নবাবকে কিছুই দিবেন না, কিন্তু তাঁহাকে দেশীয় বণিক সম্প্রদায় হইতে পূর্ব্ব নিয়মানুসারে শুল্ক সংগ্রহ করিতেই হইবে। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে অমিয়ট ও হে সাহেব কৌন্সলের এই সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত নবাব দরবারে উপস্থিত হইলেন। নবাব অগত্যা এই প্রস্তাবে সম্মত হইবেন প্রকাশ করিয়া, ইংরেজ কুঠীর অধ্যক্ষগণ কর্তৃক কারারুদ্ধ রাজকর্ম্মচারিগণের মুক্তির জামিন স্বরূপ, হে সাহেবকে মুঙ্গেরে আবদ্ধ করিলেন এবং অমিয়ট সাহেবকে কলিকাতায় প্রস্থান করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। এক্ষণে সকলেই মনে করিল যে, অচিরে সমস্ত গোলযোগের মীমাংসা হইবে, কিন্তু পাটনার কুঠীর অধ্যক্ষের হঠকারিতায় শান্তির সম্ভাবনা পণ্ড হইয়া গেল (১)।

এই অধ্যক্ষের নাম এলিস সাহেব। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসের ২৩শে তারিখে তিনি ইংরেজ সিপাহি লইয়া হঠাৎ পাটনা নগরী অব-

(১) English Translation of Sair Motakharin, Vol. II. pages 458 to 466 and pages 468 to 474.

বোধ করিলেন। মীর কাসেম এক্ষণে স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, ইংরেজদিগের সহিত তাঁহার যুদ্ধ সংঘটন অনিবার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অমিয়ট সাহেব কিয়ৎকাল পূর্ব্বে মুঙ্গের পরিত্যাগ পূর্ব্বক কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। নবাব তাঁহাকে ধৃত করিবার নিমিত্ত অগৌণে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। নবাব-সৈন্যগণ কাসিম বাজারের সন্নিকটে অমিয়ট সাহেবকে ধৃত করিবার উদ্যোগ করিলে, তিনি আত্মরক্ষার্থ চেষ্টা করিতে যাইয়া তাহাদের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইলেন।

পাটনা নগরী এলিস সাহেব কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইলে, তথাকার অধিবাসিগণ কর্ত্তব্য স্থির করিতে না পারিয়া কিয়ৎকাল নিশ্চেষ্ট থাকে, এবং এই অবসরে তিনি উহা হস্তগত করিয়া ফেলেন। পরদিবস নগরের মুসলমান অধিবাসিগণ দলবদ্ধ হইয়া ইংরেজ সেনার বিরুদ্ধে ধাবমান হইল এবং অবিলম্বে তাহাদিগকে পরাভূত করিয়া নগরীর পুনরুদ্ধার সাধন করিল। এই উপলক্ষে বহুসংখ্যক ইংরেজ-সেনা নিহত এবং হতাবশিষ্টগণ কারারুদ্ধ হইল (২)।

অমিয়ট সাহেবের নিধন-বৃত্তান্ত কলিকাতায় পৌঁছিলে তথাকার ইংরেজ সম্প্রদায় সাতিশয় উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। অবিলম্বে কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত মীরজাফরকে পুনরায় বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব বলিয়া ঘোষণা করা হইল এবং ইংরেজবাহিনী তাঁহাকে লইয়া মুরশিদাবাদের দিকে অগ্রসর হইল। ইংরেজ সেনা কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী হইলে, মীরকাসেমের সেনাগণ তাহাদের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত করিয়া পরাজিত হইল। ক্রমে ইংরেজ সেনা মুরশিদাবাদ ও মতিঝিল হস্তগত করিয়া, গিরীয়ার প্রান্তরে মীরকাসেমের সৈন্যগণের সহিত পুনরায় যুদ্ধারম্ভ করিল। এ স্থলেও মীরকাসেমের সৈন্যগণ ইংরেজ

---

(২) English Translation of Sair Motakharin, Vol. II. pages 474 to 476.

সেনার বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া দ্রুতপদে উদয়নালার দিকে প্রস্থান করিল (১)।

তৎকালে মীরকাসেম মুঙ্গেরের দুর্গে অবস্থান করিতেছিলেন। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার আদেশে রাজবল্লভ, কৃষ্ণদাস, রামনারায়ণ, উমেদরায়, ফতেচাঁদ, বুনিয়াদ সিংহ, জগৎশেঠ মহাতাপচাঁদ এবং মহারাজ স্বরূপচাঁদ প্রভৃতি রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ ঐ দুর্গমধ্যে কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। গিরীয়ার দুর্ঘটনা কর্ণগোচর হইলে মীরকাসেম নিরতিশয় হতাশ হইলেন। ইংরেজদিগের সহিত বিরোধ আরম্ভ করিয়া তিনি উদয়নালা নামক স্থান সুরক্ষিত করিয়াছিলেন, এবং রোটসের দুর্গ সংস্কার করিয়া তথায় পরিবারবর্গ ও ধনসম্পত্তি প্রেরণ করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য প্রণালীতে সৈন্যগণকে শিক্ষা প্রদান করিয়া মীরকাসেম আশা করিয়াছিলেন যে, তদীয় সুশিক্ষিত সৈন্যের সমক্ষে ইংরেজ সেনা তিষ্ঠিতে সক্ষম হইবে না। এক্ষণে বিপরীত ফল দর্শনে তাঁহার সন্দিগ্ধচিত্ত সন্দেহে অধিকতর পরিদোলায়মান হইল। অবিলম্বে তিনি ক্রীত দাস দাসীগণকে মুক্তি প্রদান করিলেন এবং মুঙ্গের পরিত্যাগ পূর্ব্বক উদয়নালায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে কৃতসংকল্প হইয়া, ভাদ্রমাসের অমাবস্যা তিথিতে যাত্রার দিন নির্দ্ধারণ করিলেন (১)।

এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিতে হইলে মীরকাসেম সাধারণতঃ রজনীর অন্ধকারের আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। যে রজনীতে মুঙ্গের পরিত্যাগ করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, ঐ দিবস অপরাহ্ণে তিনি হঠাৎ দরবার গৃহে সমাগত হইলেন। ঐ সময় বর্ষাসুলভ জলদজাল

(১) English Translation of Sair Motakharin, Vol. II. pages 477 to 479 and pages 481 to 490.

(১) Do. pages 490, 491, 492, and 493.

দিঙ্‌মণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া অনবরত বারিবর্ষণ করিতেছিল, এবং মীর-কাসেম যে পৈশাচিক অভিনয় করিতে কৃতসংকল্প হইয়া ঐ স্থলে সমাগত হইয়াছিলেন, তাহা দর্শন করিতে সংকোচিত হইয়াই যেন দিবাকর স্বকীয় বদনমণ্ডল নীরদ-বসনে আচ্ছাদন করিয়াছিলেন। মীরকাসেম দরবারে উপবেশন করিয়া, বন্দিবর্গকে তথায় উপস্থাপিত করিবার নিমিত্ত আদেশ প্রদান করিলেন। রাজবল্লভ, কৃষ্ণদাস, রামনারায়ণ প্রভৃতি বন্দিগণ প্রহরি-পরিবেষ্টিত হইয়া দরবারে উপস্থিত হইলে, নবাব রাজবল্লভকে সম্বোধন করিয়া জলদগম্ভীর স্বরে বলিলেন,—

"বন্দি! অদ্য তোমার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। তোমার যে ভাবে মরিতে বাসনা থাকে, স্পষ্ট করিয়া বল। আমি তোমার এই শেষ প্রার্থনা পূর্ণ করিতে চেষ্টা করিব।"

রাজবল্লভ নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। জাহ্নবী-সলিলে দেহপাত হইলে পরলোকে অমরধামে বিচরণ করিতে পারিবেন সেই বিশ্বাস তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল (১)। সুতরাং তিনি বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন,—

"জাঁহাপনা! এই বন্দীর শেষ প্রার্থনা পূর্ণ করিতে আপনার অভিপ্রায় হইলে, আদেশ করুন যেন জাহ্নবী সলিলে নিক্ষেপ করিয়া আমার সংহার করা হয়।"

---

(১) রাজকার্য্য হইতে অপসৃত হইয়া, শেষজীবন পবিত্র তীর্থ বারাণসী ধামে অতিবাহিত করিয়া, পুণ্যতোয়া জাহ্নবী-সলিলে জীবন বিসর্জ্জন করিবেন, এই অভিপ্রায়ে তিনি মণিকর্ণিকার ঘাটে নবরত্ন, সপ্তরত্ন, এবং পঞ্চরত্ন নামক তিনটি সুরম্য মন্দির, এবং বাঙ্গালিটোলায় এক সুবৃহৎ হাবেলী প্রস্তুত করিয়াছিলেন। মহাশ্মশানক্ষেত্রে তাঁহার ব্যয়ে এক শ্মশান নির্ম্মিত হইয়াছিল। কথিত আছে যে, যপসা-নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ রামানন্দ সরকার মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে ঐ সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়াছিল।

"আচ্ছা তাহাই হইবে" বলিয়া মীরকাসেম প্রহরিবর্গের প্রতি আদেশ করিলেন যে, রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাসের বক্ষে শিলা বন্ধন করিয়া, উভয়কে দুর্গের উপরিভাগ হইতে ভাগীরথী সলিলে নিক্ষেপ করিতে হইবে।

আদেশ প্রচারিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই প্রহরিগণ পিতা ও পুত্র উভয়কে দুর্গের উপরিভাগে লইয়া গিয়া প্রত্যেকের বক্ষে এক এক খণ্ড শিলা বন্ধন করিল। তৎকালে সন্ধ্যা সমাগত হইয়াছিল, দুর্গের পাদদেশ চুম্বন করিয়া পুণ্যসলিলা ভাগীরথী খরবেগে প্রবহমাণা হইতেছিল, রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাস অন্তিম সময় সমাগত জানিয়া মনে প্রাণে ইষ্ট-দেবতার আরাধনা করিতেছিলেন। সেই সময়ে জনৈক প্রহরী পশ্চাৎভাগ হইতে সবলে রাজবল্লভকে তাড়না করিল। "হা রাম!" এই মাত্র শব্দ করিয়া তিনি নদীগর্ভে নিপতিত হইলেন এবং অবিলম্বে কৃষ্ণদাসও পিতার অনুগমন করিলেন। রাজবল্লভের মৃত্যুকালীন আর্ত্ত-নাদ ভাগীরথীর কুলে কুলে প্রতিধ্বনিত হইল। মুঙ্গেরের অধিবাসিবর্গ এবং নদীস্থিত নাবিকগণ ঘোর সন্ধ্যার সময় হঠাৎ ঐ আর্ত্তনাদ শুনিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল (১)। অতুলনীয় প্রতিভা, মীরকাসেমের নৃশংসতায় এইরূপে পুণ্যতোয়া জাহ্নবী-সলিলে বিসর্জ্জিত হইল (২)।

(১) "জন্মভূমি" নামক মাসিক পত্রিকায় শ্রীযুক্ত বাবু অঘোরনাথ দত্ত মহাশয় "মুঙ্গের" নামক যে প্রবন্ধ প্রচার করিয়াছিলেন তাহা অবলম্বনে লিখিত।

(২) মুরশিদাবাদ কীরিটেশ্বরীর আলয়ে রাজবল্লভ এক মন্দির ও এক পাষাণময় শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ঐ শিবলিঙ্গ "রাজবল্লভেশ্বর" নামে আখ্যাত। কথিত আছে, যে সময় রাজবল্লভ মুঙ্গেরের দুর্গের উপরিভাগ হইতে ভাগীরথীর গর্ভে নিক্ষিপ্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন, ঐ সময় এক ভয়ঙ্কর শব্দ হইয়া ঐ শিবলিঙ্গ বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। অদ্যাপি ঐ মন্দির এবং ভগ্ন শিবলিঙ্গ কীরিটেশ্বরীর আলয়ে বিদ্যমান আছে।

ভাগীরথীর যে স্থলে পিতা ও পুত্র নিমজ্জিত হইয়াছিলেন, অধুনা তথায় এক পাষাণময় দ্বীপের আবির্ভাব হইয়াছে। ঐ দ্বীপ মলপথন নামে অভিহিত। কেহ কেহ বলেন, উভয়ের বক্ষে যে শিলাখণ্ড বন্ধন করা হইয়াছিল, তাহাই ক্রমে বর্দ্ধিতায়তন হইয়া ঈদৃশ আকারে পরিণত হইয়াছে। শীত, বসন্ত ও গ্রীষ্ম ঋতুতে ঐ দ্বীপ ভাগীরথীর পুণ্যসলিলে অর্দ্ধনিমগ্ন অবস্থায় অবস্থান করে, এবং বর্ষাকালে উহা সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন হইয়া যায়। বর্ষার খরস্রোতে কোন নৌকা হঠাৎ ঐ স্থলে আহত হইয়া চূর্ণীকৃত না হয়, এই উদ্দেশ্যে এক্ষণে ঐ দ্বীপে এক সমুন্নত পতাকা উড্ডীয়মান থাকে (১)। এই শোচনীয় পরিণামের সময় রাজবল্লভের বয়ঃক্রম ৫৬ বৎসরের অধিক হয় নাই এবং কৃষ্ণদাস মাত্র ৩২ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছিলেন।

৺ চন্দ্রকুমার রায় মহাশয়ের লিখিত রাজবল্লভের জীবনী পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ইতিপূর্ব্বে রাজবল্লভের জীবনীসম্বন্ধে সংস্কৃত ভাষায় এক গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছিল, এবং তাহাতে রাজবল্লভের মৃত্যুসম্বন্ধে নিম্নলিখিত শ্লোকটি বিদ্যমান আছে (২), দুঃখের বিষয় সবিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও ঐ গ্রন্থের অনুসন্ধান পাই নাই।

অমায়াং শ্রাবণে মাসি সোমবারে দিবাগতে।
নিমগ্নৌ জন্যজনকাবান্তাং ভাগীরথীজলে॥

কাহারও মতে শেঠ-ভ্রাতৃদ্বয়, রামনারায়ণ এবং রায়রায়ান উমেদরায় এই সময় জাহ্নবীসলিলে নিক্ষিপ্ত হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। কিন্তু সায়র মোতাক্ষরাণে লিখিত আছে যে, উদয়নালার যুদ্ধের পর মীরকাসেম

(১) মুঙ্গের-প্রবাসী শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ ঘোষ মহাশয়ের লিখিত বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া লিখিত।

(২) ৺ চন্দ্রকুমার রায় প্রণীত মহারাজ রাজবল্লভ, ৫১ পৃঃ।

"বার" নামক স্থানে আগমন করিয়া শেঠ-ভ্রাতৃদ্বয়কে দ্বিখণ্ডিত করিয়াছিলেন।

ক্ষিতীশ বংশাবলীতে লিখিত আছে, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও তদীয় পুত্র সুদীর্ঘ পূজার আয়োজন করিয়া আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। ৺ কার্ত্তিকেয় বাবু বলেন, কৃষ্ণচন্দ্র পূজায় নিবিষ্ট হইলে মীরকাসেমের দূত তাঁহাকে দরবারে লইয়া যাইবার জন্য উপস্থিত হয়, এবং তিনি পূজা সমাপনান্তে তথায় উপস্থিত হইবেন এই কথা বলিয়া সুদীর্ঘ পূজায় নিমগ্ন হন। এই অবসরে ইংরেজ সেনা মুঙ্গেরে উপস্থিত হইলে, মীর কাসেম অতি ব্যস্ততার সহিত মুঙ্গের হইতে প্রস্থান করেন এবং কৃষ্ণচন্দ্র ও তদীয় পুত্র এই দৈব ঘটনায় কাল-কবল হইতে মুক্তিলাভ করেন (১)। মোতাক্ষরীণ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ঐ সময় কোন ইংরেজ সেনা আদৌ মুঙ্গেরে উপস্থিত হয় নাই। সুতরাং অনুমান হইতেছে যে, কৃষ্ণচন্দ্র ও তদীয় পুত্র প্রহরিবর্গকে উৎকোচে বশীভূত করিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন।

অতঃপর কিরূপে মীরকাসেম মুঙ্গের হইতে উদয়নালায় উপস্থিত হন, কিরূপে উদয়নালার দুর্গ ইংরেজ হস্তে নিপতিত হইলে, তিনি ঐ স্থল ত্যাগ করিয়া অযোধ্যার নবাবের আশ্রয় গ্রহণ করেন, এবং অযোধ্যার নবাব তাঁহার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিলে, তিনি পার্ব্বত্যপ্রদেশে প্রস্থান করিয়া ফকিরের বেশে শেষজীবন অতিবাহিত করেন, তাহা প্রত্যেক ইতিহাসজ্ঞ পাঠক অবগত আছেন। অনাবশ্যক বোধে ঐ বিষয়ের বর্ণনা পরিত্যক্ত হইল।

---

(১) ক্ষিতীশ বংশাবলী, ১২৬ পৃঃ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রাজবল্লভ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

যে ব্যক্তি নাওয়ার মহালের ক্ষুদ্র মুহুরীর পদ হইতে ক্রমে উন্নতি লাভ করিয়া ঢাকা বিভাগ ও বিহার প্রদেশের শাসন-কর্ত্তৃ-পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার প্রতিভা যে অসামান্য, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

মুক্তহস্ততা বিষয়ে সমকালীন লোকদিগের মধ্যে কেহ রাজবল্লভের সমকক্ষ ছিলেন কি না সন্দেহ। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার "রাজাবলী" নামক যে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহাতে লিখিত আছে, "বাদসাহী দেওয়ান নবাব মহমৎজঙ্গ" (নিবাইস মহম্মদ) বড় দাতা ছিলেন। তাঁহার দেওয়ান রাজা রাজবল্লভ ছিলেন। তিনি বড় দাতা ছিলেন (১)। রাজবল্লভের মৃত্যুর ৩৭ বৎসর পরে এই গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে; সুতরাং গ্রন্থকারের এই উক্তির প্রতি অবশ্যই আস্থা স্থাপন করা যাইতে পারে। পবিত্র তীর্থ বারাণসী ধাম, বর্দ্ধমান-শ্রীখণ্ড, মুরশিদাবাদ, রাজনগর এবং বিক্রমপুরের অন্যান্য স্থানে রাজবল্লভ যে সমস্ত দেবালয় ও জলাশয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশের বিবরণ যথাস্থানে বর্ণনা করা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন তাঁহার প্রতিষ্ঠাপিত অন্য অনেক দেবালয় ও দীর্ঘিকার বিষয় বাহুল্য বোধে পরিত্যক্ত হইয়াছে। রাজবল্লভের ব্যয়ে খনিত সুদীর্ঘ "তালতলার খাল" দ্বারা পূর্ব্ববঙ্গের যে অশেষ উপকার সাধিত হইতেছে, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

---

(১) রাজাবলী, ১৪৯ পৃঃ।

রাজবল্লভ যে সমস্ত দেবতা প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের সেবার নিমিত্ত তিনি উপযুক্ত ভূসম্পত্তি উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। শ্রীক্ষেত্রস্থিত জগন্নাথ দেবের সেবার নিমিত্ত বিক্রমপুরের বিহারীপুর নামক তালুক এবং গয়াক্ষেত্রস্থিত বিষ্ণুপাদপদ্মে তুলসী অর্পণ করিবার নিমিত্ত বিক্রমপুরের অন্তর্গত "মাছুয়ামন্দ্রা" নামক তালুক উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। বিহারীপুর তালুকের বার্ষিক আয় এক সহস্র টাকার ন্যূন নহে। রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের সেবার নিমিত্ত তিনি ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত "মৈষাকাঁদি" ও "বাসুদেবপুর" নামক দুইখানি গ্রাম উৎসর্গ করেন। এই ভূসম্পত্তির বার্ষিক আয় প্রায় এক সহস্র টাকা হইবে। বরিশাল জিলার সমীপবর্ত্তী শিবপুর নামক স্থানে যে খৃষ্টীয় ভজনালয় প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহার ব্যয় রাজবল্লভের প্রদত্ত মিশন তালুকের আয় হইতে নির্ব্বাহিত হইতেছে। রাজনগরে যে সমস্ত ব্রাহ্মণ অবস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশ রাজবল্লভের প্রদত্ত নিষ্কর ভূমি ভোগ করিতেন। বিক্রমপুর ও তৎসমীপবর্ত্তী স্থলে তিনি বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিষ্কর বৃত্তি প্রদান করিয়াছিলেন। অনেক দিবস পর্য্যন্ত প্রত্যহ তিনি সোয়া বিঘা পরিমাণ ভূমি ব্রাহ্মণকে দান করিতেন। রাজবল্লভের স্বাক্ষরযুক্ত যে দানপত্রের প্রতিলিপি এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহা ঐরূপ প্রাত্যহিক দানের নিদর্শনপত্র মাত্র। সামাজিক নিয়মানুসারে যে কোন জাতীয় লোক রাজবল্লভের সহিত কোন প্রকারে সংশ্লিষ্ট ছিল, তিনি তাহাকেই উপযুক্ত পরিমাণ বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন। রাজনগরের হিতার্থে তিনি অনেক অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। নগণ্য "বিলদাওনিয়া" একমাত্র রাজবল্লভের মুক্তহস্ততায় সুপ্রসিদ্ধ "রাজনগরে" পরিণত হইয়াছিল। যে কোন বিদ্যার্থী রাজনগরের চতুষ্পাঠীতে সবিশেষ প্রতিভার পরিচয় দিত, তিনি তাহাকে নিজ ব্যয়ে নবদ্বীপে রাখিয়া সুশিক্ষিত করিতেন, এবং পাঠ সমাপ্ত হইলে তাহার

জীবিকা সংস্থানের নিমিত্ত আবশ্যক পরিমাণ বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেন। সুপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশ যে কৃষ্ণদেবপুর পরগণার জমিদারী লাভ করিয়াছিলেন, অনেকে বলেন তাহাও রাজবল্লভের প্রদত্ত (১)।

তিনি অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম, বাজপেয়, কিরীটকোণ এবং স্বর্গা-রোহণ নামক বহুব্যয়সাধ্য যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন। বল্লাল ও লক্ষ্মণের আত্মকলহে, নিরুপবীত বৈদ্যসন্তানগণ মধ্যে যজ্ঞোপবীত প্রথা প্রবর্ত্তন, এবং অক্ষত-যোনি হিন্দুবিধবাগণের পুনর্ব্বিবাহ প্রচলন বিষয়ে তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। বৎসরের প্রতি মাসে রাজবল্লভের আলয়ে যে সমস্ত দেবার্চ্চনা ও শ্রাদ্ধ কার্য্য নির্ব্বাহিত হইত, তাহা সুসম্পন্ন করিতে তিনি সর্ব্বদা মুক্তহস্ততা প্রদর্শন করিতেন। পুত্রের বিবাহ ও বিধবাকন্যার দত্তক-গ্রহণ উপলক্ষে তিনি সমগ্র বঙ্গীয় বৈদ্য সমাজকে নিমন্ত্রণ করিয়া যে চন্দনের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, অদ্যাপি অনেকে তাহার আলোচনা করিয়া থাকেন।

কথিত আছে, রাজবল্লভ পিতার যে বাৎসরিক শ্রাদ্ধ করিতেন, তদুপলক্ষে পুরোহিতকে ভোজ্যের সহিত "থোড়" দান করা হইত। পুরোহিত অকিঞ্চিৎকর জ্ঞানে উহা না লইয়া রাজবল্লভের বাটিতেই ফেলিয়া যাইতেন, এবং জনৈক দরিদ্র ব্রাহ্মণ ঐ পরিত্যক্ত থোড় সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইতেন। রাজবল্লভ ইহা লক্ষ্য করিয়া একদা ভোজ্যের সহিত স্বর্ণ-নির্ম্মিত থোড় দান করেন। এবার রাজ-পুরোহিত উহা পরিত্যাগ না করিয়া গৃহে নেওয়ার উদ্যোগ করিলে, ঐ দরিদ্র ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইয়া আপত্তি উপস্থাপিত করেন। উভয়ে কিয়ৎকাল ঐ থোড়

(১) কাহারও মতে বিদ্যাবাগীশ মহাশয় গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের অনুগ্রহে এই জমিদারী লাভ করেন।

সম্বন্ধে বাদানুবাদ করিয়া রাজবল্লভের বিচারপ্রার্থী হন, এবং তাঁহার নির্দ্দেশমতে তাহা দরিদ্র ব্রাহ্মণের প্রাপ্য বলিয়াই নির্দ্ধারিত হয়। অতঃপর তিনি প্রতিবর্ষেই স্বর্ণ-নির্ম্মিত থোড় দান করিতেন। অদ্যাপি ঐ ব্রাহ্মণের উত্তরপুরুষগণ বর্ত্তমান আছেন এবং তাহারা "আঠিয়া" (১) ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হইতেছেন।

গুরুবংশীয় কোন বালিকার বিবাহের ব্যয়ভার রাজবল্লভ স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ বিবাহ উপলক্ষে দেশীয় সমস্ত ঘটক নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। রাজা কৃষ্ণদাস ঘটক বিদায়ের ভারপ্রাপ্ত হইয়া, কি হারে সহচার করিতে হইবে তাহা পার্শ্ববর্ত্তী প্রাচীন লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করেন। সহচার বলিতে ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বিদায়ের হার বুঝায়। যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপযুক্ত, তিনি পূর্ণ সহচার, এবং অবশিষ্ট ব্যক্তিগণ স্ব স্ব গুণানুসারে পূর্ণসহচারের অংশমাত্র পাইয়া থাকেন। যাঁহাদিগকে সহচারের বিষয় জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, তাঁহারা ষোল টাকা হারে সহচার করিতে বলিলে, কৃষ্ণদাস সেই ষোল টাকাই সহচার করিয়া, উহার ত্রিগুণ হারে বিদায় প্রদান করেন। তদবধি বিক্রমপুর সমাজে ঘটক বিদায় উপলক্ষে সহচারের ত্রিগুণ পরিমাণ টাকা দেওয়ার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

রাজবল্লভের দানশীলতা সম্বন্ধে যে সমস্ত কিংবদন্তী প্রচলিত আছে তন্মধ্যে একটি কিংবদন্তী এই যে, একদা কোন ব্রাহ্মণ স্বীয় দুরবস্থা জানাইয়া তাঁহার নিকট এক দিবসের আয় ভিক্ষা প্রার্থনা করেন। তিনি ঐ ব্রাহ্মণকে সন্ধ্যার সময় পুনরায় আসিতে বলিয়া বিদায় প্রদান করেন। দিবসের অধিকাংশ সময় অতীত হইলেও কোন অর্থের সমাগম হইল না দেখিয়া তিনি সাতিশয় চিন্তিত হইলেন; অবশেষে প্রদোষের অব্যবহিত

(১) পূর্ব্ববঙ্গে আঠিয়া, থোড়ের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে প্রচুর অর্থের সমাগম হইল, এবং তিনি ঐ সমস্ত অর্থ হৃষ্টমনে ব্রাহ্মণকে প্রদান করিয়া তাঁহার দরিদ্রতা বিদূরিত করিলেন।

যাঁহারা রাজবল্লভের অনুগ্রহে অবস্থার উন্নতিসাধন করিয়াছেন, তন্মধ্যে জানকীবল্লভ রায় ও লালা কীর্ত্তিনারায়ণের নাম সমধিক উল্লেখ যোগ্য।

লালা কীর্ত্তিনারায়ণ বৈকুণ্ঠপুর পরগণার জমিদার বংশের আদিপুরুষ। এই জমিদার বংশ এক্ষণে বিক্রমপুরস্থ শ্রীনগর গ্রামে অবস্থিত আছেন। লালা কীর্ত্তিনারায়ণের উত্তর পুরুষ শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রকুমার বসু মহাশয়ের প্রধান কার্য্যকারক রাজমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, কীর্ত্তিনারায়ণ দরিদ্রের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং একদা দারিদ্র্যের তাড়ণায় অস্থির হইয়া রাজবল্লভের আলয়ে আগমন করেন, রাজবল্লভ সে সময় উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ এবং কীর্ত্তিনারায়ণ কৈশোর অতিক্রম করেন নাই। রাজবল্লভ বালকের অশ্রুসিক্ত লোচন অবলোকন করিয়া দয়ার্দ্রচিত্তে তাঁহাকে স্বকীয় বিষয়ের কার্য্যে নিযুক্ত করেন। কীর্ত্তিনারায়ণ সাতিশয় তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন; রাজবল্লভ কীর্ত্তিনারায়ণের প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া অবশেষে তাঁহাকে ঢাকার নবাব সরকারে কোনও কার্য্য প্রদান করেন। কালে কীর্ত্তিনারায়ণ উচ্চ রাজপদ লাভ করিয়াছিলেন (১)।

(১) কীর্ত্তিনারায়ণের সহোদর রামভদ্র বসু মহাশয়ের বৃদ্ধ প্রপৌত্র শ্রীযুক্ত বাবু কালীনাথ বসু মহাশয় বলেন, কীর্ত্তিনারায়ণ রাজবল্লভের স্বকীয় বিষয়ের কার্য্য করেন নাই; তিনি প্রথমতঃ রাজবল্লভের অধীন রাজকীয় কর্ম্মচারী ছিলেন এবং অবশেষে তাঁহার তুল্যপদ লাভ করিতে সমর্থ হন। কীর্ত্তিনারায়ণের পোষ্যপুত্র কৃষ্ণকুমার বসু মহাশয়ের পৌত্র শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত বাবু রাজমোহন চট্টোপাধ্যায়, এবং বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত শ্যামসিদ্ধি নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাকান্ত মিত্র মহাশয় বলেন, তাঁহারা বাল্যকাল হইতেই শুনিয়া আসিতেছেন

জানকীবল্লভ রায় মহাশয় বাখরগঞ্জের অন্তর্গত কলসকাঠী গ্রাম নিবাসী জমিদার বংশের আদিপুরুষ। জনশ্রুতি এই যে, জানকীবল্লভের সহোদরগণ তাঁহার প্রাণ-বিনাশের উদ্যোগ করিলে, তিনি জ্যেষ্ঠ সহোদর-পত্নীর সাহায্যে পলায়ন করিয়া ছদ্মবেশে রাজবল্লভের আলয়ে উপস্থিত হন। তথায় তিনি কতিপয় দিবস ঐরূপে অবস্থান করিয়া অবশেষে রাজবল্লভের নিকট আত্মপরিচয় প্রদান করিলে, রাজবল্লভ দয়াপরবশ হইয়া তাঁহার হৃতসম্পত্তির উদ্ধার সাধন করেন, এবং সবিশেষ চেষ্টা করিয়া নবাব সরকার হইতে তাঁহাকে অরঙ্গপুর পরগণার জমিদারী

এবং এখনও প্রাচীন সম্প্রদায়ের মুখে জ্ঞাত হইতেছেন যে, কীর্ত্তিনারায়ণের পিতা কংশ নারায়ণ বসু ইদিলপুর হইতে বিক্রমপুরের অন্তর্গত "রায়েসবর" গ্রামে গৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কংশ নারায়ণের অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল। কীর্ত্তিনারায়ণের বাল্যকালে একদা তদীয় জননী তাঁহাকে অর্থাভাবের নিমিত্ত কঠোর বাক্য প্রয়োগ করেন, কীর্ত্তিনারায়ণ এই ঘটনায় অপমান বোধ করিয়া, জনক জননীর অজ্ঞাতে গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক রাজনগরে উপস্থিত হন, এবং রাজবল্লভের নিকট অশ্রু-সিক্ত লোচনে আত্ম-দুঃখকাহিনী বর্ণনা করেন। রাজবল্লভ দয়ার্দ্র হইয়া ঐ বালককে স্বীয় জমিদারীর কার্য্যে নিযুক্ত করেন, এবং কীর্ত্তিনারায়ণের যোগ্যতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে ঢাকার নবাব সরকারে কার্য্য প্রদান করেন, প্রতিভাসম্পন্ন যুবক অবশেষে উচ্চ রাজকার্য্য লাভ করিয়াছিল।" রাজবল্লভের উত্তর পুরুষ, শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট যে হস্ত লিখিত পুস্তক প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তদ্দ্বারাও রাজমোহন বাবু ও শ্যামকান্ত বাবুর উক্তি সমর্থিত হইতেছে। কীর্ত্তিনারায়ণ লালা অপেক্ষা উচ্চ উপাধি লাভ করিতে সক্ষম হন নাই। যাহারা নবাবী আমলে শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত হইতেন, তাঁহারা রায়, রাজা, এবং মহারাজ উপাধিতেই ভূষিত হইতেন। সে সময় যাঁহারা আমলা শ্রেণীস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন, তাঁহারা "লালা" বলিয়া অভিহিত হইতেন। কীর্ত্তিনারায়ণ যে কোন প্রদেশের শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন তাহা ইতিহাস পাঠে জানা যায় না। এতদ্দ্বারা কালীনাথ বাবুর উক্তির খণ্ডন হইতেছে সন্দেহ নাই।

স্বত্ব প্রদান করেন। জানকীবল্লভের উত্তর পুরুষগণ বাখরগঞ্জ জিলার সুপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী (১)।

প্রভূত ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াও রাজবল্লভ শুদ্ধাচারী এবং বিলাসশূন্য ছিলেন। বিক্রমপুরস্থ প্রাচীন সম্প্রদায় একবাক্যে রাজবল্লভের পূতচরিত্র বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করেন। অন্য মাদক দ্রব্য দূরে থাকুক, তিনি জীবনে তামাক পর্য্যন্ত স্পর্শ করেন নাই। কথিত আছে যে, একদা তৃতীয় পুত্র গঙ্গাদাসকে বহুমূল্য আলবোলায় রাজসাগরের পশ্চিমতটে তামাকু সেবন করিতে দেখিয়া তিনি ঐ আলবোলা রাজসাগরের জলে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, এবং প্রথম পুত্র রামদাসের উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির বিবরণ শুনিয়া তাঁহাকে এক অন্ধকার কক্ষে রুদ্ধ

---

(১) এই বৃত্তান্ত পূর্ব্বকথিত প্রতাপ বাবুর নিকট যে হস্তলিখিত পুস্তক আছে তাহাতে লিখিত আছে। কলসকাঠী গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ তর্কবাগীশ মহাশয় বলেন, জানকীবল্লভ মুরশিদাবাদে গিয়া এমদাদ খাঁ নামক জনৈক মুসলমানের সাহায্যে অরঙ্পুর পরগণার জমিদারী লাভ করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে রাজবল্লভ জানকীবল্লভকে সহায়তা করিয়াছেন কিনা, তাহা তিনি নিশ্চয়রূপে অবগত হইতে পারেন নাই। কিন্তু জানকীবল্লভের পুত্র রঘুনাথ রায় যে রাজবল্লভের জমিদারী বোজরগ্ উমেদপুর পরগণার কর্ম্মচারী ছিলেন, তদ্বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ রূপে অবগত হইয়াছেন। তর্কবাগীশ মহাশয় বলেন, "রঘুনাথ একদা প্রভাত সময়ে রাজবল্লভের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তৎকালে রঘুনাথের ললাটে তিলক না দেখিয়া রাজবল্লভ তাঁহাকে এই রীতিবিরুদ্ধ আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রঘুনাথ প্রত্যুত্তরে বলিলেন, 'আমার এমন স্থান নাই যাহাকে নিজস্ব বলিতে পারি, সুতরাং পরের মৃত্তিকা অপহরণ করিয়া তিলক প্রদান করা সঙ্গত মনে করি নাই।' রাজবল্লভ ব্রাহ্মণের উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বোজরগ্ উমেদপুর পরগণার অন্তর্গত তিনখানি গ্রাম প্রদান করেন। এক্ষণে ঐ তিনখানি গ্রাম "কচুয়াতাবক" নামে আখ্যাত, এবং উহার বার্ষিক আয় ২০ সহস্র মুদ্রা। রঘুনাথের সম্পন্ন উত্তর পুরুষগণ অদ্যাপি ঐ তালুক উপভোগ করিতেছেন।"

করিয়া রাখিয়াছিলেন। রাজবল্লভের সমসাময়িক লেখকগণ তাঁহাকে "দাতা শুদ্ধাচারী" বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন।

তাঁহার পরিবারস্থ মহিলাগণ স্বহস্তে গৃহকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে অণুমাত্রও সঙ্কুচিত হইতেন না। জ্যেষ্ঠা সহধর্ম্মিণী শশিমুখী রন্ধন প্রভৃতি সাংসারিক যাবতীয় কার্য্যের অধ্যক্ষতা করিতেন, এবং পরিবারস্থ লোকদিগকে নিজহস্তে পরিবেশন করিতেন। একদা রাজবল্লভ পুত্রগণের সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া ভোজনে উপবিষ্ট হইলে শশিমুখী পরিবেশন করিতে আসিয়া চতুর্থপুত্র রতনকৃষ্ণের ভোজন পাত্রে চিক্কণ চাউলের অন্ন পরিবেশন করেন। রাজবল্লভের নিয়ম ছিল যে, সকলেই সাধারণ চাউলের অন্ন আহার করিবে, সুতরাং তিনি বিদ্রূপচ্ছলে শশিমুখীকে বলিলেন, "রতনকৃষ্ণের পাত্রে অন্নের পরিবর্ত্তে নারিকেল কোরার ব্যবস্থা হইল কেন?" শশিমুখী অপ্রতিভ হইয়া উত্তর করিলেন, "চিক্কণ চাউলের অন্ন ব্যতীত অন্য চাউলের অন্নে রতনকৃষ্ণের অসুখ হয়।" রাজবল্লভ বলিলেন, "রতনকৃষ্ণ গৃহে অবস্থান করিয়া বিলাসিতা শিক্ষা করিতেছে, অতএব উহাকে আর স্বদেশে রাখা হইবে না।" অতঃপর তিনি রতনকৃষ্ণকে স্বীয় কার্য্যস্থলে লইয়া গিয়া মিতাচার শিক্ষা দিয়াছিলেন।

রাজবল্লভের অমায়িকতা সর্ব্বজন বিদিত। তাঁহার উন্নতির চরম সীমা উপস্থিত হইলেও যপসা নিবাসী রামানন্দ সরকার প্রভৃতি বাল্য সহচরগণ তদীয় অকৃত্রিম বন্ধুত্ব হইতে বঞ্চিত হন নাই। মালখাঁনগর নিবাসী দেবীদাস বসু মহাশয়কে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া তিনি বাল্যস্মৃতির মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন। যপসার ছয় হাবেলীতে প্রতি বর্ষে ভেট প্রেরণ করিয়া রাজবল্লভ বাল্যশিক্ষার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেন। সায়র মোতাক্ষরীণ প্রণেতা গোলাম হোসেন সাহেবের সহিত সদ্ব্যবহার দ্বারা ও তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তিনি

সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, উচ্চপদ লাভ করিলেও তাঁহার কখন আত্ম-বিস্মৃতি সংঘটিত হয় নাই।

শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাস চন্দ্র সিংহ ১২৮৯ সনের বান্ধব নামক পত্রিকার ৭৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "মুরাদআলি ও রাজবল্লভ ক্রূর, নির্দ্দয় ও স্বার্থপর ছিলেন। রাজকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াই তাঁহারা প্রজার সর্ব্বনাশ করিয়া ধন সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। পূর্ব্ব হইতেই মহাশয় যশোবন্ত সিংহ ঢাকার নেযামতের দেওয়ান পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি মুরাদ আলি ও রাজবল্লভের আচরণে নিতান্ত ত্যক্ত হইয়া স্বীয় পদ পরিত্যাগ করিলেন। যশোবন্ত সিংহের কার্য্য পরিত্যাগে সেই দুর্ব্বিনীতদিগের অত্যাচার বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তৎকালে পূর্ব্ববঙ্গের যে অবস্থা হইয়াছিল তাহা স্মরণ করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। কি প্রজা, কি ভূম্যধিকারী, রাজবল্লভকে উৎকোচ দ্বারা সন্তুষ্ট রাখিতে না পারিলে কাহারও নিষ্কৃতি ছিল না। এই সময় রাজবল্লভ জমিদারদিগের সর্ব্বনাশ করিয়া জমিদারী সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। ভাটি প্রদেশস্থ বোজরগ উমেদপুর পরগণা তাঁহার প্রথম ভূসম্পত্তি।"

এই উক্তির সমর্থনে তিনি ষষ্ঠসংখ্যা নব্যভারত পত্রিকার ৫৭৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

"রাজবল্লভ কিরূপ অত্যাচারী ছিলেন, তাহা সমসাময়িক মুসলমান ইতিহাস লেখকগণ বিশেষরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বিখ্যাত ইতিহাস লেখক Major Stuart (ষ্টুয়ার্ট সাহেব) সেই সকল ইতিবৃত্ত হইতে সার সংগ্রহ করিয়া তৎপ্রণীত বাঙ্গালার ইতিহাসে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।"

রাজবল্লভের সমসাময়িক মুসলমান লেখকগণ যে সমস্ত ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছেন, তন্মধ্যে সায়র মোতাক্ষরীণ, রিয়াজুসেলাতিন, তারিফি মুজাফরী এবং চাহার গুলজার সমধিক প্রসিদ্ধ ও প্রামাণ্য।

এই সমস্ত ইতিহাসে রাজবল্লভের অত্যাচার সম্বন্ধে এক বর্ণও লিখিত নাই, এবং অন্য কোন ইতিহাসে যে রাজবল্লভকে অত্যাচারী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা এ পর্য্যন্ত জ্ঞাত হইতে পারি নাই। কৈলাস বাবুর এই উক্তি সম্পূর্ণ কাল্পনিক। ষ্টুয়ার্ট সাহেবের ইতিহাসে লিখিত আছে, "A. D. 1737-38. Nefisa Begum persuaded her husband (Suja Khan) to recall Galibaly and promote Moradaly to the government of Dacca. He appointed Rajballab his *Peshkar* or Head clerk of the Boat Department and commenced his reign with many acts of oppression. Jeswant Ray then resigned his appointment and went to Murshidabad. Upon this, the new government gave loose to their violence and rapacity, till they reduced the country to comparative poverty and desolation." ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে উক্ত গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "A. D. 1734. The superintendence of the Boat Department was given to Moradaly who had an accountant called Rajballab (see page 268, Stuart's History of Bengal.)

উদ্ধৃত বাক্যের কোন স্থলেই লিখিত নাই যে, রাজবল্লভ কাহারও প্রতি অত্যাচার করিয়াছিলেন কিংবা কাহারও নিকট হইতে উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছিলেন, অথবা কাহারও ভূসম্পত্তি অপহরণ করিয়াছিলেন। উদ্ধৃত স্থলে "they" শব্দটি "new government" এই শব্দে প্রযুক্ত হইয়াছে।

মেজর ষ্টুয়ার্টের ঐ উক্তি হইতে প্রমাণ হইতেছে যে, মুরাদ আলি শাসন-কর্ত্তৃত্ব লাভ করিলে রাজবল্লভ নাওয়ার বিভাগের পেস্কারি পদে

উন্নীত হন। ইতিহাসজ্ঞ পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন যে, নাওয়ার বিভাগ হইতে শাসন বিভাগ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। অতএব new government পদ দ্বারা রাজবল্লভকে লক্ষ্য করা যাইতে পারে না। ষ্টুয়ার্ট সাহেব এমন কথা বলেন নাই যে, মুরাদ আলির শাসন সময় পূর্ব্ব বঙ্গে যে অবস্থা হইয়াছিল তাহা স্মরণ করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, মুরাদআলির শাসন-কর্ত্তৃত্ব-বিলোপ হওয়ার অন্ততঃ চতুর্দ্দশ বৎসর পরে, অর্থাৎ ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে, বোজরগ উমেদপুর পরগণা আগাবাখরের বিদ্রোহ নিবন্ধন বাজেয়াপ্ত হইয়া রাজবল্লভের হস্তগত হইয়াছিল, এবং ঐ সময় নিবাইস মহম্মদ ঢাকার শাসন-কর্ত্তৃপদে নিযুক্ত ছিলেন। নিবাইস মহম্মদের শাসনকালে রাজবল্লভ কি অবস্থায় কাল যাপন করিয়াছেন, তাহা কৈলাস বাবু নিজেই ১২৮৯ সনের বান্ধব পত্রিকার ৭৭ পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন,—

"নিবাইস মহম্মদ রাজবল্লভকে পূর্ব্বপদে স্থিরতর রাখিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার অত্যাচারের লাঘব হইয়াছিল। রাজবল্লভ কিছুকাল বিড়াল তপস্বীর ন্যায় কালযাপন করিয়াছিলেন। অনন্তর নিবাইস মহম্মদ পরলোক গমন করিলে * * *।" অতএব দেখা যাইতেছে যে, যে সময় রাজবল্লভের অত্যাচারের লাঘব হইয়াছিল, এবং তিনি অন্ততঃ প্রকাশ্যে সদ্ব্যবহার করিতেছিলেন, তখনই বোজরগ উমেদপুর পরগণা তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল। কৈলাস বাবু নিজেই স্বীকার করিতেছেন যে, ভাটি প্রদেশস্থ বোজরগ উমেদপুর পরগণাই রাজবল্লভের প্রথম ভূসম্পত্তি, অতএব পূর্ব্বোক্ত অবস্থা পর্য্যালোচনা দ্বারা সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, মুরাদ আলির সময় রাজবল্লভ কোন জমিদারীই সঞ্চয় করেন নাই এবং কোন জমিদারেরই সর্ব্বনাশ সাধন করেন নাই। রাজদ্রোহীর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা অত্যাচার বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। উক্ত অপরাধে সুসভ্য ইংরেজ শাসনেও অপরাধীর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইয়া থাকে।

প্রকৃত প্রস্তাবে কৈলাস বাবু রাজবল্লভের অত্যাচার সম্বন্ধে যাহা যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা সমস্তই অপ্রকৃত এবং বিদ্বেষ-মূলক। অর্ম্মি সাহেব কৃত "হিন্দুস্থান" নামক ইংরেজী ভাষায় লিখিত ইতিহাস রাজবল্লভের প্রায় সমসাময়িক। অনেক পাশ্চাত্য লেখক ঐ ইতিহাসকে প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, এবং কৈলাস বাবুর মতেই অর্ম্মি সাহেব একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক (১২৮৯ সনের বান্ধবের ৭৭ পৃঃ)। এই ইতিহাসে এবং সায়র মোতাক্ষরীণ প্রভৃতি মুসলমান কৃত ইতিহাসে অনেকের অত্যাচার কাহিনী বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু ঐ সমস্ত গ্রন্থে রাজবল্লভের অত্যাচারের উল্লেখ মাত্রও নাই। যদি রাজবল্লভ প্রকৃত প্রস্তাবে অত্যাচারী হইতেন, তবে ঐ সমস্ত ইতিহাসে তাঁহার অত্যাচার সম্বন্ধে এক বর্ণও লিখিত না থাকার কারণ দৃষ্ট হয় না।

তিনি যে সমস্ত ব্যয়বাহুল্য করিয়াছেন, তাহাতে কাহারও মনে সন্দেহ হইতে পারে যে, অত্যাচার ভিন্ন ঐ পরিমাণ ধন সঞ্চয় সম্ভবপর নহে। এস্থলে স্মরণ রাখা আবশ্যক, রাজবল্লভ ঢাকাবিভাগ এবং বিহার প্রদেশের শাসন-কর্ত্তৃ পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার মাসিক বেতন কি ছিল তাহা জানা যায় না। ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, রাজবল্লভ অপেক্ষা অনেক নিম্নপদস্থ হুগলীর ফৌজদারের বার্ষিক বেতন আড়াইলক্ষ টাকা ছিল, (১) এবং তাঁহার পরবর্ত্তী ঢাকার শাসনকর্ত্তা মহম্মদ রেজা খাঁ বেতন স্বরূপ বার্ষিক ৯ লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হইতেন (২)। ঢাকা হইতে মুরশিদাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ার পর ঢাকা বিভাগের প্রজাসাধারণের উপর এক স্বতন্ত্র কর ধার্য্য হইয়াছিল। যিনি ঐ বিভাগের শাসন-কর্ত্তৃ পদে নিযুক্ত থাকিতেন, ঐ কর

(১) Orme's Indoostan, Vol. II. page 137.

(২) Long's Unpublished Records of Government, page XII.

তাঁহারই প্রাপ্য ছিল (১)। অতএব নিয়মিতরূপে রাজবল্লভের যে প্রভূত আয় হইত, তাহা অনায়াসে নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। এ কথা স্বীকার্য্য যে, পাশ্চাত্য বণিক্ সম্প্রদায় হইতে তিনি দুইবার "নজরাণা" আদায় করিয়াছেন। তৎকাল প্রচলিত প্রথানুসারে নজরাণা উৎকোচের মধ্যে পরিগণিত হইত না। যদিও দিল্লির দরবারের প্রদত্ত সনন্দ অনুসারে, ইংরেজ কোম্পানি বার্ষিক তিন সহস্র টাকা প্রদান করার সর্ত্তে শুল্কের দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহারা বাণিজ্য কার্য্যের সুবিধার নিমিত্ত বাঙ্গালার শাসন-কর্ত্তৃগণকে সময় সময় উপঢৌকন ও নজরাণা প্রদান করিতে কদাচ পরাঙ্মুখ হন নাই। স্বয়ং আলিবর্দ্দীও তাঁহাদের নিকট নজরাণা আদায় করিতেন, এবং সিরাজ যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইলে, ইংরেজ বণিক্ সম্প্রদায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে প্রচুর উপঢৌকন প্রদান করিয়াছিলেন (২)। ফলতঃ নজরাণা প্রদান প্রথা তৎকালে 'আদব কায়দার' মধ্যে পরিগণিত ছিল। এক্ষণেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, এতদ্দেশে প্রজা শ্রেণীস্থ কোন লোক ভূম্যধিকারী কিংবা তাঁহার কর্ম্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার সময় নজরাণা স্বরূপ কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান করিয়া থাকে। এইরূপ প্রথা প্রবর্ত্তিত ছিল বলিয়াই রাজবল্লভ পাশ্চাত্য বণিক্ সম্প্রদায় হইতে দুই বার নজরাণার দাবি করিয়াছিলেন। ঐ বণিক্ সম্প্রদায় ঐ উভয় বারেই নজরাণা প্রদান করিতে অসম্মত হইয়া তৎকালীন প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করিয়াছিল। সুতরাং রাজবল্লভ প্রাদেশিক শাসন-কর্ত্তার সম্মান রক্ষার নিমিত্ত কঠোরতা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এ অবস্থায় তাঁহার আচরণ কদাচ নিন্দনীয় হইতে পারে না;

(১) Hunter's Statistical Account of Dacca, page 127.

(২) Long's Unpublished Records of Government, page 34.

এতদ্দ্বারা বরং রাজবল্লভের দৃঢ়তা প্রকাশ পাইতেছে। তিনি যে দেশী কোন লোকের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে কোন প্রমাণ বিদ্যমান নাই।

কেহ কেহ বলেন রাজবল্লভ পলাসীর যুদ্ধের প্রাক্কালে সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া রাজদ্রোহ অপরাধে কলঙ্কিত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, রাজবল্লভ যে ঐ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন, তাহা কোন প্রচলিত ইতিহাসে লিখিত নাই কিন্তু জনশ্রুতি বিশ্বাস্য হইলে, তাঁহাকে ষড়যন্ত্রকারীদিগের মধ্যে অন্যতম বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। রাজবল্লভকে রাজদ্রোহ অপরাধে অভিযুক্ত করিবার পূর্ব্বে, সিরাজ বাঙ্গালার প্রকৃত রাজা ছিলেন কিনা তাহা প্রথমতঃ দেখা আবশ্যক। সকলেই অবগত আছেন, আকবরের সময় হইতে যে যে ব্যক্তি বাঙ্গালা দেশের শাসন দণ্ড পরিচালনা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই দিল্লীশ্বরের নিযুক্ত কর্ম্মচারী মাত্র। স্বয়ং আলিবর্দ্দী গিরীয়ার যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে দিল্লি হইতে রাজকীয় সনন্দ সংগ্রহ করিয়া সরফরাজ খাঁর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। দিল্লির দরবার হইতে সিরাজ ঐরূপ কোন সনন্দ প্রাপ্ত হন নাই (১)। বরং দেখা যায়, দিল্লির দরবার হইতে যে সকতজঙ্গ বাঙ্গালা দেশের শাসন-কর্ত্তৃ পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, সিরাজ সসৈন্যে গমন করিয়া তাঁহারই নিধন সাধন করিয়াছিলেন। অতএব সিদ্ধান্ত হইতেছে, সিরাজ যে কেবল বাঙ্গালার প্রকৃত রাজা ছিলেন না

(১) * * * yesterday came advices from Mr. Forth of the 2nd instant that by letters from Bisdon from Cossimbazar of the 31st ultimo, of which the contents Mr. Bisdon desired him to communicate. He is informed that the Nawab of Pyrnea was appointed by the king Nawab of Bengal; that he was joined by another considerable Raja and that he had begur hostilities and taken about 200 boats, that upon news of this, Serajed Dowla had ordered Jaffaralicawn and other principal officers to marc

এমত নহে, তিনি দিল্লীশ্বরের নিযুক্ত কর্ম্মচারীকে হত্যা করিয়া স্বয়ং রাজদ্রোহ পাপেও লিপ্ত হইয়াছিলেন। যে ব্যক্তি স্বয়ংই রাজদ্রোহী, তাহাকে বিতাড়িত করিবার চেষ্টা করিলে কাহারও রাজদ্রোহ অপরাধ হইতে পারে না।

প্রজারঞ্জন রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। যে রাজা তাদৃশ কর্ত্তব্যপথ হইতে স্খলিতপদ হন, প্রকৃতিপুঞ্জ তাঁহাকে সিংহাসন-চ্যুত করিবার চেষ্টা করিলে, ন্যায়তঃ তাহাদের কোন অপরাধ হইতে পারে না। সিরাজ মাতামহের প্রদর্শিত পথ পরিত্যাগ করিয়া প্রজা সাধারণের প্রতি অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; সুতরাং প্রকৃতিপুঞ্জও আত্মরক্ষার নিমিত্ত ষড়যন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে বিতাড়িত করিয়াছিল।

রায়দুর্ল্লভ, মীরজাফর এবং জগৎ শেঠ আলিবর্দ্দীর অন্নে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। এই সমস্ত ব্যক্তির পক্ষে, আলিবর্দ্দীর মনোনীত উত্তরাধিকারীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া কৃতঘ্নতার পরিচায়ক সন্দেহ নাই। কিন্তু এ স্থলেও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, সিরাজ তাঁহাদিগকে উৎপীড়ন করিতে কদাচ ত্রুটি করেন নাই।

রাজবল্লভ কখনও সিরাজউদ্দৌল্লার অধীনতায় কার্য্য করেন নাই। তিনি আলিবর্দ্দীর জীবদ্দশায় নিবাইস মহম্মদ ও তদীয় পত্নী ঘেসেটি বিবীর কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। সিরাজ নিবাইসের বিধবা পত্নীর সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন ও তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া অশেষ যন্ত্রণা প্রদান

---

with a force to oppose him, which they did, but returned on the 29th on account of a dispute between the Nawab and Jager Shet, in which the former reproached the latter *for not getting a Phirmaund* and then ordered him to raise from the merchants three crores of rupees, but Jager Shet pleading the hardship of his already oppressed people received a blow on the face and was confined. Consultation on board the Phœnix Schooner, Faulta, September 5, 1756.—Long's Unpublished Records of Govt. page 77.

করিতেছিলেন, এবং ঘেসেটি বিবী কারাযন্ত্রণা সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া সিরাজের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সিরাজের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র হইয়াছিল, ঘেসেটি বিবীর প্রতিনিধি স্বরূপ রাজবল্লভের সেই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়া সম্ভবপর। প্রভুপত্নীর প্রতি যে ব্যক্তি দুর্ব্ব্যবহার করে, তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া কদাচ নিন্দনীয় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

দেশের কণ্টক উদ্ধারকল্পে চেষ্টা করা প্রত্যেক প্রধান ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য। বর্ষীয়ান্ মীরজাফরের শাসনকালে অত্যাচারের লাঘব হইবে, এই ভরসায় রায়দুর্ল্লভ প্রভৃতি বাঙ্গালা দেশের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ উচ্ছৃঙ্খল ও অত্যাচার-পরায়ণ সিরাজ উদ্দৌল্লার উচ্ছেদ সাধনে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। এ অবস্থায় তাঁহাদের কার্য্যে দোষারোপ করা কখনই সঙ্গত হইতে পারে না।

মুসলমান রাজত্ব ধ্বংস করাই জগদীশ্বরের অভিপ্রেত হইয়াছিল। হিন্দুগণ প্রাচীন আদর্শ হইতে স্খলিত-পদ হইয়া মুসলমান কর্ত্তৃক রাজ্য-চ্যুত হইয়াছিলেন, এবং মুসলমানগণ বিলাস সাগরে নিমগ্ন হইয়া ও নানাপ্রকারে ন্যায়ের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া রাজ্য শাসন বিষয়ে সম্পূর্ণ-রূপে অনুপযুক্ত হইয়াছিলেন। হিন্দু রাজত্বের শেষভাগে যে অবনতির স্রোতঃ প্রবহমাণ হইতেছিল, তাহা মুসলমান শাসনে রুদ্ধ না হইয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। মুসলমান শাসনে লোক-শিক্ষা বিষয়ক কোন উন্নতিই সাধিত হয় নাই। সম্রাট্ আরঙ্গজেব কুটিল নীতি অবলম্বন করিয়া মুসলমান রাজত্বের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন। তিনি যে রাজ্য রাখিয়া পরলোক গমন করেন, তাহা আকারে সুবৃহৎ হইলেও অন্তঃসার বিহীন হইয়া পড়িয়াছিল। আরঙ্গজেবের পরলোক গমনের সঙ্গে সঙ্গে, বিভিন্ন প্রদেশের শাসন-কর্ত্তৃগণ দিল্লির অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিয়া প্রায় স্বাধীনভাবে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতে-

ছিলেন। পরাক্রান্ত মহারাষ্ট্রীয়গণ সন্নীতির মার্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, প্রকৃতিপুঞ্জের ধন সম্পত্তি লুণ্ঠন দ্বারা অর্থ সংগ্রহে ব্যস্ত হইয়াছিল। সুবিশাল ভারত-সাম্রাজ্যমধ্যে বিশ্বাসঘাতকতা ও আত্মকলহের তাণ্ডব নৃত্য জন-সাধারণের মনে ভীতির সঞ্চার করিতেছিল। প্রকৃতিপুঞ্জের কিছুমাত্র আত্মরক্ষার ক্ষমতা ছিল না। প্রবল ব্যক্তি অপ্রতিহত প্রভাবে দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার করিতেছিল।

যে ভারতবর্ষ একদা জগতের শিক্ষাগুরু ছিল, তাহার এই শোচনীয় অবস্থা বিদূরিত করিতে এক মহতী শক্তির প্রয়োজন হইয়াছিল। পলাশীর রণক্ষেত্রই ভগবানের ঐ মহদুদ্দেশ্য সাধনের সোপানস্বরূপ। কি ষড়যন্ত্রকারিগণ, কি ইংরেজ সম্প্রদায়, কেহই তৎকালে জগদীশ্বরের এই মঙ্গলময়ী ইচ্ছা অনুভব করিতে সক্ষম হন নাই।

ইংরেজ রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ায় অশান্তির পরিবর্ত্তে শান্তি, অজ্ঞান তিমিরের স্থলে শিক্ষার পবিত্র আলোক এবং স্বেচ্ছাচারের পরিবর্ত্তে রাজবিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ভারতভূমির কল্যাণ সাধন এক্ষণে প্রধানতঃ দেশীয় লোকের হস্তে নিহিত আছে। স্বদেশ উদ্ধার করিতে হইলে, ব্যক্তিগত স্বার্থ পরিত্যাগ করিতে হইবে, অসত্যকে ত্যাগ করিয়া সত্যকে আশ্রয় করিতে হইবে, ভবিষ্য বংশীয়দিগের কায়িক ও মানসিক, এই উভয়বিধ শিক্ষার প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে, এবং যাঁহারা শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদিগকে ঐ সমস্ত সন্নীতির পথ প্রদর্শন করিয়া জনসাধারণকে সুশিক্ষিত করিতে হইবে। ইংরেজ রাজ যে পর্য্যন্ত ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন, সে পর্য্যন্ত তাঁহাদের রাজত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিবে। কবিবর নবীন চন্দ্র সেন সত্যই বলিয়াছেন,—

ধর বৎস! এই ন্যায়পরতা দর্পণ,
বিধিকৃত, ব্রিটিশের রাজ্য নিদর্শন।
যতদিন পূর্ব্ব রাজ্যে ব্রিটিশ শাসন

থাকিবে অপক্ষপাতী বিশদ এমন,
ততদিন এই রাজ্য হইবে অক্ষয়।
এই মহা-রাজনীতি, মোহান্ধ যবন
ভুলিয়াছে, এই পাপে ঘটিবে নিরয়।
এই পাপে কত রাজ্য হয়েছে পতন।
ভীষণ সংহার আসি রাজ্যের উপর
ঝোলে সূক্ষ্ম ন্যায়সূত্রে বিধাতার করে।
যবনের অত্যাচার সহিতে না পারি
হতভাগ্য বঙ্গবাসী—চির-পরাধীন—
লয়েছে আশ্রয় তব, দমি অত্যাচারী,
যেই ধূমকেতু বঙ্গ-আকাশে আসীন,
স্বর্গচ্যুত করি তারে নিজ বাহুবলে
শান্তির শারদ-শশী করিতে স্থাপন।
ভাবে নাই, এই ক্ষুদ্র নক্ষত্রের স্থলে।
উদিবে নিদাঘ তেজে ব্রিটিশ তপন।
এই আশ্রিতের প্রতি হইলে নির্দ্দয়,
ডুবিবে ব্রিটিশ রাজ্য ডুবিবে নিশ্চয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রাজবল্লভ যে সমস্ত ভূসম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কাত্তিকপুর সুজাবাদ এবং রাজনগর পরগণাই সমধিক প্রসিদ্ধ। বাখরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত, পূর্ব্বকথিত বোজরগ উমেদপুর পরগণা এই রাজনগর জমিদারীর অন্তর্ভূত ছিল।

রাজবল্লভের মৃত্যুর পর রাজা গঙ্গাদাস পিতৃত্যক্ত ভূসম্পত্তির শাসন সংরক্ষণ কার্য্যে নিযুক্ত হইলে, কাত্তিকপুরের সুপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারিগণ কার্ত্তিকপুর সুজাবাদ পরগণা বলপূর্ব্বক অধিকার করেন। এ দিকে কোম্পানির কর্ম্মচারিবর্গ রাজবল্লভের অধিকারমধ্যে প্রবেশ করিয়া নানাপ্রকার অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে। পূর্ব্বে বোজরগ উমেদপুর পরগণায় ডবিন নামক জনৈক ইংরেজ দুইটি মাত্র কুঠী সংস্থাপন করিয়াছিলেন। রাজবল্লভের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই উক্ত সাহেব অকুতোভয় হইয়া, ঐ পরগণার বিভিন্ন অংশে বহুসংখ্যক কুঠী সংস্থাপন করেন। ঐ সমস্ত কুঠী-সংশ্লিষ্ট লোকেরা নিঃসঙ্কোচে অধিবাসি প্রজাবর্গের কুলবালাগণের সতীত্ব অপহরণ করিত। কুঠীর অধ্যক্ষগণ প্রজাবর্গের অধিকারে যে কোন বৃক্ষ দেখিতে পাইতেন, তৎসমস্তই বিনামূল্যে আত্মসাৎ করিতেন, এবং দেশীয় বণিক্‌সম্প্রদায় হইতে পণ্য দ্রব্য ক্রয় করিয়া, উপযুক্ত মূল্যের অর্দ্ধাংশ পর্য্যন্তও প্রদান করা আবশ্যক মনে করিতেন না। কেহ এই সমস্ত অত্যাচার-কাহিনী কর্ত্তৃপক্ষের কর্ণগোচর করিলে তাহার আর নিস্তার ছিল না। প্রজাগণের তাফালে (১) যে কিছু লবণ উৎপন্ন হইত, তৎসমস্তই ঐ

(১) লবণ প্রস্তুতের বহুমুখযুক্ত চুল্লী।

দুর্ব্বৃত্ত কর্ম্মচারিগণ বলপূর্ব্বক আত্মসাৎ করিত, পাশ্চাত্য বণিক্-সম্প্রদায়ের স্পর্দ্ধা এই সময় এতদূর বৃদ্ধি হইয়াছিল যে, তাহারা জমিদারের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই সুন্দরবনে প্রবেশ করিয়া লবণের তাফাল সংস্থাপন করিল। পূর্ব্বে ব্যবসায় পরিচালনার নিমিত্ত তাহারা জমিদারকে যে কর প্রদান করিত, তাহা এক্ষণ হইতে রহিত হইয়া গেল। জমিদারের পক্ষ হইতে কেহ কোম্পানির দস্তক দেখিতে চাহিলে, কুঠীর-কর্ম্মচারিগণ তাহাকে যষ্টি প্রহারে সমুচিত শিক্ষা প্রদান করিতে অণুমাত্রও সংকুচিত হইত না। 'দস্যু-কর্ত্তৃক পণ্য দ্রব্য অপহৃত হইয়াছে' প্রভৃতি মিথ্যা কথা রটনা করিয়া তাহারা জমিদারের নিকট ক্ষতিপূরণের দাবি করিত, এবং জমিদারের কর্ম্মচারিগণ ঐ অর্থ প্রদানে বিলম্ব করিলে কুঠীর বরকন্দাজগণ তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক ধৃত করিয়া নানারূপ লাঞ্ছনা প্রদান করিত। জমিদারের পক্ষ হইতে অধীন তালুকদারগণের দেয় কর সংগ্রহের চেষ্টা হইলেই, কুঠীর লোকেরা তালুকদারের পক্ষাবলম্বন করিয়া সেই কার্য্যে পদে পদে বাধা প্রদান করিত (২)।

এই সমস্ত কারণে রাজা গঙ্গাদাস নানা অশান্তিতে কালযাপন করিতেছিলেন, এবং একদা তিনি সাতিশয় বিরক্ত হইয়া জমিদারী ইস্তফা করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। এই সময় যপসানিবাসী লালা রামপ্রসাদ, (১) এবং বিক্রমপুর শ্রীনগরনিবাসী পূর্ব্ব কথিত লালা

(২) Long's Unpublished Records of Government, page 408.

(১) লালা রামপ্রসাদ অতি সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি। বেদগর্ভ সেনের নীলকণ্ঠ নামক যে পুত্র যপসাগ্রামে অবস্থান করিতেন, তাঁহার প্রপৌত্র গোপীরমন সেনের ছয় পুত্র জন্মে। ঐ ছয় পুত্রের নাম যথাক্রমে শ্রীরাম, কৃষ্ণরাম, গোবিন্দরাম, রামমোহন, রাজারাম এবং রঘুনন্দন। গোপীরমণ সেন এই ছয় পুত্রের অবস্থানের নিমিত্ত পৃথক পৃথক ছয় হাবেলী নির্ম্মাণ করিয়া দেন। উত্তরকালে ইহাই যপসার ছয় হাবেলী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। লালা রামপ্রসাদ পূর্ব্বোক্ত কৃষ্ণরামের পুত্র।

কীর্ত্তিনারায়ণ, অনেক চেষ্টা করিয়া তাঁহাকে এই কার্য্য হইতে বিরত করেন। দুই বৎসর এইরূপে অতিবাহিত হইলে, রাজা গঙ্গাদাস পরলোক গমন করিয়া শান্তিলাভ করিয়াছিলেন।

এক্ষণ হইতে রাজবল্লভের পঞ্চম পুত্র রায় গোপালকৃষ্ণ সর্ব্বে সর্ব্বা হইয়া পিতৃত্যক্ত জমিদারীর শাসনকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি গঙ্গাদাস অপেক্ষা অধিকতর সাহসী এবং কার্য্যদক্ষ ছিলেন। জমিদারীর শাসনভার গ্রহণ করিবার অব্যবহিত পরেই, গোপালকৃষ্ণ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া কার্ত্তিকপুরের ভূস্বামিগণের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন, এবং তাঁহাদিগকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া কার্ত্তিকপুর সুজাবাদ পরগণার পুনরুদ্ধার সাধন করিলেন। এই যুদ্ধে যে সমস্ত শত্রু সেনা নিহত হইয়াছিল, তাহাদের ছিন্ন শির রাজনগরে আনীত হইয়া ভূগর্ভে প্রোথিত হইল, এবং সেই স্থলে জয়চিহ্ন স্বরূপ এক দেবালয় নির্ম্মাণ করিয়া, তিনি তন্মধ্যে রণদক্ষিণাকালী নামক দেবতামূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন।

রাজবল্লভের উত্তর পুরুষগণ বলেন, লালা রামপ্রসাদ রাজবল্লভের জমিদারীর প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন, কিন্তু লালা রামপ্রসাদের অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র মূলেখক শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দনাথ রায় বলেন যে, তিনি রাজবল্লভের কোন কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন না। আনন্দনাথ বাবুর মতে তদীয় অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ প্রথমতঃ নবাব সরকারে ওহ্‌দাদারী কার্য্য করিতেন, এবং পশ্চাৎ নেজামতের পেস্কারীপদে উন্নীত হইয়াছিলেন। একমাত্র লালা রামপ্রসাদের উত্তর পুরুষগণ ব্যতীত যপসার ছয় হাবেলীর অধিকাংশ ব্যক্তিগণের নিকট এ সম্বন্ধে যাহা অবগত হওয়া গিয়াছে, তদ্দারা নিশ্চয় প্রতীতি হয় যে, লালা রামপ্রসাদ রাজবল্লভের জমিদারীর প্রধান কার্য্যকারক ছিলেন। শ্রীযুক্ত টমসন্ সাহেব রাজনগর পরগণার বাটোয়ারার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, রাজবল্লভের বিধবা পত্নীগণের মাসিক বৃত্তির নিমিত্ত বোর্ডে যে চিঠি প্রেরণ করেন, তাহা এই পুস্তকের পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত হইল। ঐ চিঠিতে যাহা লিখিত আছে, তদ্দারাও প্রমাণিত হইতেছে যে, লালা রামপ্রসাদ রাজবল্লভের জমিদারীর প্রধান কার্য্যকারক ছিলেন। যপসা গ্রামে লালা রামপ্রসাদ ধনে ও মানে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আসনে আসীন ছিলেন, এবং তাঁহার উত্তর পুরুষগণ বহুকাল পর্য্যন্ত সে মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন। বিধাতার বিড়ম্বনায় তাঁহারা এক্ষণে হৃতসর্ব্বস্ব এবং দরিদ্রতার কবলগত হইয়াছেন।

কেহ কেহ বলেন, একবিংশতি রত্ন নামক তোরণ দ্বার রায় গোপাল-কৃষ্ণের প্রযত্নে নির্ম্মিত হইয়াছিল। বাখরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত সিদ্ধকাঠী গ্রামনিবাসী, হিঙ্গুবংশীয় মদন নারায়ণ চৌধুরীর বংশোদ্ভবা এক বালিকার সহিত রায় গোপালকৃষ্ণের পুত্র পীতাম্বর সেনের উদ্বাহ কার্য্য সম্পাদিত হয়। বিবাহের অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁহাকে বরযাত্র সহ ঐ গ্রামের সমীপবর্ত্তী নলছিটি নামক স্থানে কিয়ৎকাল অবস্থান করিতে হইয়াছিল। সেই উপলক্ষে রায় গোপালকৃষ্ণ ঐস্থলে এক বন্দর ও তারা নাম্নী দেবতার মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। বাখরগঞ্জ জিলায় যে সমস্ত প্রধান বন্দর বিদ্য-মান আছে, নলছিটির বন্দর তন্মধ্যে অন্যতম (১)।

বোজরগ উমেদপুর পরগণার অন্তর্গত ফাঁড়ি মহালের উপর যে রাজস্ব ধার্য্য হইয়াছিল, ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে রায় গোপালকৃষ্ণ সেই রাজস্বের দায় হইতে মুক্তি পাইবার নিমিত্ত কলিকাতা কৌন্সিলে আবেদন করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

রায় গোপালকৃষ্ণ একদিকে যেমন বুদ্ধিমান্ ও কার্য্যদক্ষ ছিলেন, পক্ষান্তরে তেমনই স্বার্থান্ধ হইয়া মাতা, ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণের অনিষ্ট সাধনে পরাঙ্মুখ হন নাই। রাজবল্লভের সহধর্ম্মিণীগণ স্ব স্ব আবশ্যক ব্যয় নির্ব্বাহের নিমিত্ত তাঁহার আমলে যে ভূসম্পত্তি নিষ্কর উপভোগ করিতেন, রায় গোপালকৃষ্ণ সেই সমস্ত বাজেয়াপ্ত করিয়া পুত্র পীতাম্বরকে তাহার তালুকদারী স্বত্ব প্রদান করেন। ক্রমে জমিদারীর খাসদখলীয় অধিকাংশ ভূমি পীতাম্বরের নামে নূতন নূতন তালুক স্বত্বে পত্তন হইয়া, পিতৃত্যক্ত ভূসম্পত্তির আয়ের অর্দ্ধাংশ পরিমাণ গোপালকৃষ্ণের হস্তগত হয়। এই সময়ে রাজবল্লভের উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে কেবলকৃষ্ণ নামে রামদাসের বিধবা পত্নীর দত্তক-পুত্র, রাজকৃষ্ণ, প্রাণকৃষ্ণ, হৃদয়কৃষ্ণ ও

(১) History of Backergunge, by Beveridge, page 153.

রমণকৃষ্ণনামে কৃষ্ণদাসের চারি পুত্র, কালীশঙ্কর ও রামকানাই নামে গঙ্গাদাসের দুই পুত্র, রাজনারায়ণ নামে রতনকৃষ্ণের বিধবা পত্নীর দত্তক-পুত্র, নীলমণি নামে রাধামোহনের পোষ্য-পুত্র এবং কেবলরাম নামে রাজবল্লভের সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র জীবিত ছিলেন। গঙ্গাদাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র কালীশঙ্কর পিতৃব্যের স্বার্থপরতায় ক্ষুণ্ণ হইয়া, ঢাকার মফস্বল দেওয়ানী আদালতে জমিদারী বাটোয়ারার নিমিত্ত আবেদন করেন। রায় গোপালকৃষ্ণ সেই মোকদ্দমায় উপস্থিত হইয়া নানারূপ আপত্তি উত্থাপন করিলে, বিচারপতি ডনকান্ সাহেব, ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের ১৩ই নবেম্বর তারিখে রায় প্রকাশ করেন। এই নিষ্পত্তি দ্বারা, রাজবল্লভের জমিদারী সমান পাঁচ অংশে বিভক্ত হইয়া একাংশ রাজা গঙ্গাদাসের দুই পুত্র, একাংশ কৃষ্ণদাসের চারি পুত্র, একাংশ রায় গোপালকৃষ্ণ, একাংশ রাধামোহনের দত্তক-পুত্র এবং অবশিষ্ট একাংশ কেবলকৃষ্ণ প্রাপ্ত হন। রামদাস ও রতনকৃষ্ণ পিতার জীবদ্দশায় পরলোক প্রাপ্ত হওয়ায়, তাঁহাদের দত্তক-পুত্রগণ জমিদারীর অংশ হইতে বঞ্চিত হন, এবং প্রত্যেক দত্তক-পুত্রের গ্রাসাচ্ছাদনের নিমিত্ত, জমিদারীর উপস্বত্ব হইতে মাসিক একশত টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারিত হয়। গোপালকৃষ্ণের পক্ষ হইতে এই নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারেল বাহাদুরের সমীপে আপিল হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতেও নিম্ন আদালতের নিষ্পত্তি স্থিরতর রহিয়াছিল।

এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই রায় গোপালকৃষ্ণ পরলোক গমন করেন, এবং তাঁহার পুত্র পীতাম্বর সেন পূর্ব্বোক্ত ডিক্রী যাহাতে কার্য্যে পরিণত না হইতে পারে, তদ্বিষয়ে নানারূপ চেষ্টা করিতে থাকেন। অবশেষে ঢাকা বিভাগের কালেক্টর শ্রীযুক্ত ডে সাহেব, ডিক্রী অনুসারে জমিদারী বিভাগ করিবার উদ্দেশ্যে, সহকারী টম্‌সন্ সাহেবের প্রতি ভার অর্পণ করেন (১)।

---

(১) History of Backergunge by Beveridge, page 96.

যে সময় রাজবল্লভের উত্তরাধিকারিগণ মধ্যে এইরূপ গৃহ-বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল, তৎকালে এক আকস্মিক বিপদের আবির্ভাব হইল। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে কৃষকগণ মনের আনন্দে ধান্য কর্ত্তন করিয়া গৃহজাত করিয়াছিল, এবং ক্ষেত্র কর্ষণ পূর্ব্বক বীজ বপন করিয়া আগামী ফসলের প্রত্যাশায় নানারূপ সুখ কল্পনা করিতেছিল। বর্ষাকাল সমাগত হইলে, রাজনগর ও কার্ত্তিক সুজাবাদ পরগণার শ্যামল শস্যরাজি বর্ষাসলিলে বর্দ্ধমান হইয়া ক্ষেত্রস্বামীর নয়ন চরিতার্থ করিল। এমন সময় হঠাৎ জলবৃদ্ধি হইল, এবং সমস্ত শস্য নিমজ্জিত করিয়া কৃষককুলের সমস্ত আশা ভরসা নির্ম্মূল করিয়া দিল। ক্রমে জল আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ভদ্রাসন গ্রাস করিল, এবং সকলে গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মঞ্চ প্রস্তুত করিয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিল। বর্ষা ও শরৎ অতীত হইলে জল কমিয়া গেল, কিন্তু তখন কৃষককুলের গৃহে যাহা কিছু সঞ্চিত ছিল, তাহা প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে; সুতরাং দেশে অন্নাভাব উপস্থিত হইল, এবং কৃষক-জনকজননী স্বয়ং অর্দ্ধাশনে থাকিয়া কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত সন্তানগণের ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে লাগিল। অবশেষে আহার্য্য বস্তুর একেবারে অভাব ঘটিল, এবং কৃষকগণ সসন্তান অভুক্ত অবস্থায় দিন যাপন করিতে বাধ্য হইল। যাহারা কখনও পরপ্রত্যাশী হয় নাই, এক্ষণে তাহারাও গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া ভিক্ষাদ্বারা জীবিকাসংস্থানের সংকল্প করিল। দেশের সকলেরই একরূপ অবস্থা, সুতরাং ভিক্ষাও দুষ্প্রাপ্য হইল এবং সকলে দেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দলবদ্ধ হইয়া ঢাকায় চলিয়া গেল। এই নগরীতে তাহারা দিনের বেলায় ভিক্ষা করিত এবং রাত্রি হইলে রাজপথের পার্শ্বদেশে অবস্থান করিয়া নিদ্রাগত হইত। এই সময় বিসূচিকা রোগের আবির্ভাব হইল, এবং ঐ কঙ্কাল-শেষ নরনারীগণ বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া অচিরে কালকবলে পতিত হইল। জনপরিপূর্ণ রাজনগর ও কার্ত্তিকপুর পরগণা এইরূপ

প্রায় জনশূন্য হইলে, সে স্থলের অধিকাংশ ভূমি অকর্ষিত অবস্থায় রহিয়া গেল (১)।

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ কোম্পানি বাঙ্গালা দেশের দেওয়ানি লাভ করিয়া বর্ষে বর্ষে জমিদারবর্গের উপর দেয় কর ধার্য্য করিতেন। তৎকালে কোম্পানির কর্ম্মচারিগণ জমিদারের হিতের প্রতি অণুমাত্রও দৃষ্টি করিতেন না; যাহাতে কোম্পানি লাভবান্ হইতে পারেন একমাত্র তাহাই উহাঁদের মূলমন্ত্র ছিল। এই দেওয়ানি লাভের পর হইতে জমিদারবর্গের স্কন্ধে সাধারণতঃ গুরুতর রাজস্বভার নিক্ষিপ্ত হইতেছিল। কোন জমিদার কোম্পানির অবধারিত রাজস্ব প্রদান করিতে অস্বীকৃত হইলে, অমনি তাঁহার জমিদারী ক্রোক করা হইত, এবং কোম্পানির কর্ম্মচারিগণ অধীন প্রজাবর্গ হইতে প্রত্যক্ষভাবে কর সংগ্রহ করিত।

১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে রাজনগর পরগণার উপর ৯৭১৯৪৲ টাকা এবং কাত্তিকপুর সুজাবাদ পরগণার উপর ২৫৭৯১৲ টাকা রাজস্ব ধার্য্য হইয়াছিল। এই সময় টম্‌সন্ সাহেব উভয় পরগণার শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সে বৎসর প্রজাগণ হইতে যে কর সংগ্রহ করিলেন, তদ্দ্বারা অবধারিত রাজস্বের সংকুলন হইল না, রাজনগর পরগণায় ৪৫১৭৯৲ টাকা এবং কাত্তিকপুর সুজাবাদ পরগণায় ১২২৩৮৲ টাকা রাজস্ব বাকি পড়িল। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্বোক্ত রাজস্বে উভয় পরগণার বন্দোবস্ত গ্রহণ করিবার নিমিত্ত রাজবল্লভের উত্তর পুরুষগণের প্রতি পরোয়ানা প্রচারিত হইলে, তাঁহারা সেরূপ বন্দোবস্ত গ্রহণ করিতে অসম্মত হইলেন, এবং উভয় পরগণা ডাক নীলামে বন্দোবস্ত করিবার নিমিত্ত বোর্ড হইতে আদেশ হইল। ঢাকার কালেক্টর অনেক চেষ্টা

(১) History of Backergunge, by Beveridge, page 401.

করিলেন, কিন্তু কেহই বন্দোবস্ত গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইল না। অগত্যা রাজনগর ও কার্ত্তিকপুর পরগণা ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে কোম্পানির খাস দখলে রহিল। পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা এবৎসর প্রজাগণ হইতে অনেক কম টাকা করস্বরূপ সংগৃহীত হইল, সুতরাং রাজস্বও তদনুসারে অধিক বাকি পড়িল। এক্ষণে উপায়ান্তর অভাবে, রাজনগর পরগণার উপর ৮৯৩৪৲ টাকা এবং কার্ত্তিকপুর পরগণার উপর ১৩৭৯১৲ টাকা মিনাহ দিয়া, কোম্পানি ১৭৮৯ সনের নিমিত্ত রাজবল্লভের উত্তর পুরুষ গণের সহিত উভয় পরগণাই বন্দোবস্ত করিলেন (১)।

টম্‌সন্ সাহেব ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে বাটোয়ারা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া, ১৭৯২ খৃষ্টাব্দের ২রা মে তারিখে কার্য্য শেষ করেন। এই সময় জমিদারীর অধিকাংশ স্থল জঙ্গলাবৃত ছিল; সুতরাং তিনি পরগণার ভূমি বিভাগ না করিয়া, দেয় রাজস্ব এবং প্রাপ্য কর সমান পাঁচ অংশে বিভক্ত করিয়া দেন। তৎকালে বোজরগ উমেদপুর পরগণার বার্ষিক স্থিত ২৩০৪০৬৲ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। টম্‌সন্ সাহেব উক্ত স্থিতের হারাহারী ধরিয়া ঐ পরগণার বার্ষিক দেয় রাজস্বের পরিমাণ ১৮৭১০৭।৶০আনা ধার্য্য করেন। রাজবল্লভের উত্তরপুরুষগণ এই গুরুতর রাজস্ব প্রদান করিতে প্রথমতঃ অস্বীকৃত হইয়াছিলেন; কিন্তু টমসন্ সাহেব তাঁহাদিগকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া কয়েক দিবস পর্য্যন্ত অনশন অবস্থায় রাখিয়া দেন। অগত্যা তাঁহারা নিতান্ত নিরুপায় হইয়া উক্ত রাজস্ব প্রদান করিবার মর্ম্মে তাহত স্বাক্ষর করিয়া নিষ্কৃতি লাভ করেন (২)। টমসন সাহেবের নির্দ্ধারিত জমা দশ-সনা বন্দোবস্তেও স্থিরতর রহিল। রাজবল্লভের উত্তাধিকারিগণ এই গুরুতর রাজস্ব প্রদান করিতে

(১) History of Backergunge by Beveridge, pages 399 to 401.

(২) Do. pages 399 to 401.

অক্ষম হইলেন, এবং ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে বাকি রাজস্বের দায়ে জমিদারী নীলাম হইয়া গেল। একমাত্র গুরুতর রাজস্বভারই তাঁহাদের এই সর্ব্বনাশের কারণ হইয়াছিল (১)।

রামদাসের দত্তক-পুত্র কেবলকৃষ্ণ সেনের কালীশঙ্কর ও ভৈরব চন্দ্র নামে দুই পুত্র জন্মে। কালীশঙ্কর নিঃসন্তান পরলোক গমন করেন। ভৈরবচন্দ্রের একমাত্র পুত্র রাজকুমার সেন এক অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র বর্ত্তমান রাখিয়া অল্পকাল হইল কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন।

রতনকৃষ্ণের দত্তক-পুত্র রাজনারায়ণের কালীকিশোর ও হরকিশোর নামে দুই পুত্র বিদ্যমান ছিলেন। কালীকিশোরের পুত্র তারাপ্রসন্ন এবং হরপ্রসন্ন অদ্যাপি জীবিত আছেন। হরকিশোরের দুই পুত্র চন্দ্রকিশোর ও বিপিন চন্দ্র। বিপিন চন্দ্র নিঃসন্তান পরলোক গমন করিয়াছেন। চন্দ্রকিশোর বাবু আগরতলা রাজসরকারে বিচারকের কার্য্যে প্রতিষ্ঠিত আছেন।

কৃষ্ণদাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজকৃষ্ণের শিবচন্দ্র, মাধবচন্দ্র এবং ঈশ্বরচন্দ্র নামে তিন পুত্র ছিলেন। মাধব ও ঈশ্বরের বংশ বিলুপ্ত হইয়াছে। শিবচন্দ্রের একমাত্র প্রপৌত্র রাজেন্দ্রভূষণ জীবিত আছেন।

কৃষ্ণদাসের দ্বিতীয় পুত্র প্রাণকৃষ্ণ, কাশীচন্দ্র নামে একমাত্র পুত্র বিদ্যমান রাখিয়া পরলোক গমন করেন। কাশীচন্দ্রের পুত্র প্রতাপচন্দ্র এক্ষণে জীবিত আছেন। প্রতাপ বাবু যৌবন অতিক্রম করিয়া প্রৌঢ়ে পদার্পণ করিয়াছেন। রাজবল্লভের উত্তর পুরুষগণ মধ্যে ইনিই পূর্ব্ব-পুরুষগণের গৌরব রক্ষা করিতে সমধিক যত্নশীল।

কৃষ্ণদাসের তৃতীয় পুত্র হৃদয়কৃষ্ণের রামকুমার, নীল রতন এবং রতনচন্দ্র নামে তিন পুত্র জন্মে। রামকুমার ও রতনচন্দ্র নিঃসন্তান

---

(১) History of Backergunge by Beveridge, pages 60, 62, 63 and 96.

পরলোক গমন করিয়াছেন। নীলরতনের একমাত্র পুত্র শশিভূষণ জীবিত আছেন। ইনি অতি সদাশয় ব্যক্তি।

কৃষ্ণদাসের চতুর্থ পুত্র রমণকৃষ্ণের বংশে তদীয় প্রপৌত্র হরনাথ ও বিশ্বেশ্বর বর্ত্তমান আছেন।

কালীশঙ্কর নামে রাজা গঙ্গাদাসের যে পুত্র ছিলেন তাঁহার নিত্যানন্দ, স্বরূপচন্দ্র, ঈশানচন্দ্র, অভয়কুমার ও নবকুমার নামে ক্রমে পাঁচ পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। নিত্যানন্দ, স্বরূপচন্দ্র এবং অভয়চন্দ্রের বংশ লোপ পাইয়াছে। ঈশানচন্দ্রের পুত্র জগদ্বন্ধু। ইনি দক্ষিণা, সুরেন্দ্র ও মহেন্দ্র নামে তিন পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। কালী-শঙ্করের কনিষ্ঠ পুত্র নবকুমারের চন্দ্রকান্ত নামে এক পুত্র বিদ্যমান আছেন। ইনি স্বীয় প্রতিভাবলে ব্যবহারজীবির কার্য্যে বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিয়া, সম্প্রতি পরলোকের প্রতীক্ষায় কামাখ্যাধামে অবস্থান করিতেছেন। চন্দ্রকান্ত বাবুর যে সমস্ত পুত্র বর্ত্তমান আছেন, তাঁহাদের অধিকাংশই কৃতী। জ্যেষ্ঠ কালীচরণ সেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি লাভ করিয়া, গৌহাটি জিলায় উকিল সরকারের পদে নিযুক্ত আছেন।

রাজা গঙ্গাদাসের দ্বিতীয় পুত্র রামকানাই সেনের পুত্রের নাম দুর্গাদাস সেন। দুর্গাদাসের পুত্র প্রসন্নকুমার জীবিত আছেন।

রায় গোপালকৃষ্ণ ও কেবলরামের বংশে কোন পুত্র সন্তান বিদ্যমান নাই। রাজবল্লভের ষষ্ঠ পুত্র রাধামোহন সেনের নীলমণি নামে এক পুত্র ছিলেন। নীলমণির পুত্র ভারতচন্দ্র ও বলরাম। ভারতচন্দ্র নিঃসন্তান পরলোক গমন করিয়াছেন। শ্যামাকান্ত ও বরদাকান্ত নামে বলরামের দুই পুত্র বিদ্যমান আছেন। বরদা বাবু কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে বি, এ, উপাধি লাভ করিয়াছেন।

রাজনগর কীর্ত্তিনাশার কুক্ষিগত হওয়ার পর হইতে রাজবল্লভের উত্তর পুরুষগণ, ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত পালঙ্গ নামক গ্রামে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাদের সকলের আর্থিক অবস্থা তাদৃশ স্বচ্ছল নহে সত্য, কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের জনসাধারণ তাঁহাদিগকে এক্ষণেও অতিশয় সম্মান করিয়া থাকেন।

ক

TO

WILLIAM DOUGLAS Esqr.,

Collector of Daccá, Jallalpore.

SIR,

I was duly favoured with your letter of the 22nd ultimo, communicating the orders of the Board of Revenue, relating to the two petitions presented at the Khalsa by Kebal Kissen and Raj Narayan, and on the one forwarded in my answer to them from the three surviving widows of Rajballab claiming a maintenance from the estate.

2. The Zemindars, not possessing any other means for the discharge of the balance of stipend to the two former on account of 1196 B. S., amounting as per account adjusted by me to Rs. 1707, I have, in obedience to the orders of the Board, paid it to the parties from their Moshora, and the collections being continued Khas in consequence of the Zeminders having declined the offers made them by the Board, I shall, in obedience to their further orders, discharge the stipend due to the claimants both for 1197 and 1198, from the Moshora recoverable by the parties for the current year, and, after the division of the Zemindary, they have unanimously agreed to provide for the payment of it by joint contribution in money, in preference to the appropriation of land for the purpose, each partner engaging to pay his portion of it monthly.

3. From the enquiry which I found it necessary to make to give the information, required by the Board, relative to the provision that has been made to the three widows of Rajballab, since the discontinuation of the allowance paid to them by Mr. Day, it appears that the annual allowance amounting to Rs. 7262, was ordered by him from the commencement of the

Bengali year 1194, making for the four past years Rs. 15104, and of which they have received only Rs. 7262, the balance therefore due to them on the order is Rs. 7842. But the Board, taking into consideration that the balance was withheld principally in these years when the Zemindary was held Khas, when no allowance of Moshora (excepting in the last) was made, the proprietors and Zemindars of it in seasons, when they experienced great difficulties in the discharge of the public revenue, may not think it just to make them responsible for it, nor do I think the widows can be desirous of the balance, when they know that the payment of it must distress the parties, and believe they will be extremely thankful, if the Board secure to them the regular payment of a maintenance for the future.

4. In order to show that the payment of it would much distress the Zemindars, I herewith send a statement of their account of Moshora both for the past and current years, by which it will be seen that, estimating the net collection at Rs. 26,3000, including the *Jama* of the separated Landholders, the balance receivable by them amounts to no more than Rs. 6,009 which, with their decent and increased establishment and consequently additional expense the rank of the ancestor invariably throws upon the Hindu progeny, is considered barely sufficient to afford them a subsistence for the remainder of the year.

5. This statement, I am also to observe, neither includes a provision for the widows nor for indispensable religious charges, an expense attached to them and from which they cannot free themselves while they continue proprietors of the Zemindary, without incurring much disgrace and odium in the eyes of all Brahmins and Hindu sects in general. I shall therefore hope, the Board will take these charges into consideration

and allow one to defray them as in the past year independent of their Moshora.

6. With regard to Taluqs, alluded to in the petition, forwarded by me from the widows, it appears that one in Rajnagur includes a very small part only of the Purgana lands, yielding an annual revenue of about Rs. 220, and which they hold upon a rent-free tenure, the remainder of the Taluq is composed of lands rented from other Purganas and being subject to the assessment of them, they enjoy the property only, the annual amount of which does not exceed Rs. 140, making the whole yearly amount forthcoming to them from it, Rs. 360. But prior to the abolition of the *Sair*, it amounted to Rs. 850. It seems that the latter lands of this Taluq were rented by Rajballab's elder widow, during the lifetime of her husband who, annexing the former to them made them over to her, and she accordingly enjoyed possession of them during her life, and on her demise, the rents of them appear to have been appropriated to defray religious charges until the year 1196, when they were assigned over by the five partners to the petitioners who, prior to that period do not appear to have ever had any possession of the Taluq, but to have received occasionally sums of money for their necessary expenses.

7. With respect to the Taluqs in Bozergomedpur, claimed by the petitioners, it appears that it was Malguzari land, subject to the assessment of Purgana during the lifetime of Rajballab, and rendered Lakheraj after his death in the Bengali year 1192 *by Lala Ram Prosad, the then managing Naib*, who assigned it over to the elder widow for her life. I have before stated in my letter of the 2nd May last, that on her death it was taken possession of by the late Rai Gopal Kissen who, annexing it to his Taluqs, it devolved with them to his son Pitambar Sen, both of them continuing it on a Lakheraj or

rent-free tenure. In regard to the assertion before made by the latter, "that he held it in virtue of a deed of gift, from the elder widow, granting it exclusively to his father," it appears to be false, and he admits himself that he does not, nor ever did, possess such a deed, shifting it off to another assertion apparently equally false "that it was a verbal gift ;" for it appears, he was not in the Purgana at the time of her death. But admitting that he possessed such a deed well authenticated, I submit, whether the doner had the right of making a gift of property assigned to her for her life only and which, consequently on her death, reverted to the assignees *who were the heirs in general of Rajballab, through the managing Naib.* I may also observe that had it been her own independent property, such a gift would be contrary to the Hindu Law which makes in default of daughters, the childless widows her heirs, and in default of these, all her sons inherit her properties in equal shares, nor is any gift contrary to this law valid. In respect, however, to the property in question, this law is not applicable for the reasons above stated, the assignment having been made for her life only. *Nor had the Naib the power of making any disposal of it in perpetuity to deprive any particular heir for ever of his right in it.* I should further think that the rendering of it Lakheraj originally was improper and unauthorised, under the consideration that it before formed a part of the Malguzari lands assessed and consequently responsible for the public revenue, for although every Zemindar may be admitted and invariably does, when the Zemindary affords him a profit, set apart lands for each separate branch of his private expense, I believe, none were vested with the power of releasing them from this responsibility; a power which might be carried to an extent to deprive the Government vesting it of the means

of existence. The Taluq, at last, I think, ought to have been re-annexed to the Purgana, and made again to the assessment of it on the demise of the elder widow, for whose maintenance the revenue of it had been assigned, or, otherwise to have devoted to the surviving widows for their lives; for Pitambar Sen can have no inclusive right to it or to hold it on a rent-free tenure, by which the revenue for some years past has been subject to a double charge for the maintenance of the widows, and the other partners must continue subject to this double charge, if he be permitted to retain it.

8. The four partners, it appears, authorised the assignment of it to the surviving widows in the year 1196 B. S., when they were in possession of the one in Rajnagar, and are now desirous that both should be made over to them for their lives, including them however in the Butwara, in order to guard against disputes after their demise, regarding their right to the reversion of their respective shares, similar to that now subsisting between them relative to the Taluqs in Bozergomedpur, and which I recommend to be done as both reasonable and advisable. Pitambar Sen is the only partner who objects to give them possession of the Taluqs, and this objection is evidently to retain the one in Bozergomedpur, but the Board, I trust, will be enabled to determine from the information herein given, taking at the same time into consideration that he holds neither *Patta* nor other documents, for it, whether he had any just right to it, as also whether it is to be continued on a rent-free tenure, either in the event of its being confirmed to him, or determined the joint property of all the parties in equal shares.

The Board were informed in my former letter upon the subject, that their Taluq was included in the attachment of the lands, claimed by Pitambar Sen, in the last year and it

also continues attached for the current. The nett amount realised from it in the past year was Rs 2300, and the annual revenue of it may be estimated at this sum which, added to the produce of the one in Rajnagar, will make the total yearly amount from both, receivable by the widows, about Rs. 2660, being little deficient of Rs. 75 per mensem to each of them ; considering however that they have numerous female slaves who form a part of their family and whom they conceive themselves bound to maintain, that they have also their religious ceremonies to perform attended with an expense, I do not think this allowance adequate. I must further think that the appropriation of land will subject them to a deduction from it for the pay of the officers whom they must necessarily employ, and the amount receivable by them will always much depend on their faithful discharge of the trust ; nor have they the loss which may arise for the dishonesty of these servants only to apprehend, but, the further, and probably the greater one from the oppressions of the partners over their tenants, and which they have already experienced in the Taluq in Rajnagar in a degree to lay them under the necessity of having a peon at a monthly charge from the Collector for their protection. I therefore submit to the Board, whether it will be more advisable to make a division of the Taluq between the partners, and in lieu of them to fix a monthly stipend for the widows to be paid them regularly by each partner in equal proportion. This stipend, I would propose to be fixed at Rs. 100 per mensem for each of the widows which, with the same amount payable to each of the adopted sons, will be Rs. 500 per mensem from the whole Zemindary or Rs. 100 for each share ; and to secure the regular payment of it to the pensioners after the division of the Zemindary, I submit, the property of each partner entering into an obliga-

tion, binding himself for the regular discharge of his proportion of it, and in default, agreeing to the stoppage of it by the Collector from his monthly Kists.

10. Should this meet with the approbation of the Board, the stipend of each pensioner will be fixed and the regular payment secured to them, I am induced to recommend it in preference to the appropriation of land, as this, in case of death might be subject to dispute among the partners in resuming their respective shares of the deceased pensioner's proportion.

11. I shall be much obliged by the early instruction of the Board relative to this proportion, that in the event of it meeting with their approbation, the Taluqs may accordingly be included in the Butwara.

12. I shall be further obliged by their order, whether the produce of these Taluqs may be paid to the widows for the current year, or from what other fund they are to be furnished with a maintenance, the accompanying statement of the Zeminders' Moshora making no provision for it as already observed, nor for religious charges, upon which I must also solicit the favor of early orders of the Board as likewise upon the points whether the *Moshora* is to include the 100 per cent upon the *Jama* of the separated Taluqs, the amount of which will be seen in the account of proposed statement transmitted to you.

I am &c.,
Sir,
Your obdt. servant

Rajnagar, **(Sd.) G. THOMSON,**
The 23rd September, 1791. ***2nd Asst., Dacca.***